প্রভাস খণ্ড

(১ম হইতে ১০ম খণ্ড)

মহামুনি ভাগুরি প্রণীত

কল্কি... ...ত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং

রা... ...লম্বনে

বটসাক্ষিলীলা, রামলীলা, ... মথুরালীলা,

দ্বারকালীলা, পাণ্ডবলীলা, ...

লীলা, গৌরাঙ্গলীলা, কলি-মহাকা... ...

ক...লীলা সাধুজন হিতার্থে এই দশম খ...

... ...শপূর্ব্বক ত্রিপদী, পয়ারাদি

... সুরাগ সুছন্দে

... করি

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র ... কর্ত্তৃক

অনুলিপিত

...শ পাবলিকেশন

...সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশ: ২ শ্রাবণ ১৩৬১

প্রকাশক:

শ্রীমহেশ চন্দ্র গুপ্ত

মহেশ পাবলিকেশন

৩৯২ডি, ববীন্দ্র সরণী

কলিকাতা-৬

পরিবেশক:

জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিন্টার্স

৩৯২ডি রবীন্দ্র সরণী

কলিকাতা-৭৩

[illegible]বল্লভ দাস

শেফালী প্রিন্টার্স

১ভি, সতীন সেন সরণী

কলিকাতা-৫৪

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রভাস খণ্ড

প্রথম খণ্ড

গণেশ বন্দনা

প্রণমি চরণে দেব পার্বতী নন্দন।
একদন্ত লম্বোদর মূষিক বাহন॥
রক্তবস্ত্রপরিধান স্থূল দেহধারী।
বিরাজিছ চতুর্ভুজে সিংহাসনোপরি॥
সবার অগ্রেতে প্রভু তব পূজা হয়।
সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদাতা গৌরীর তনয়॥
পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় তুমি দেব গণপতি।
বার বার তব পদে জানাই প্রণতি॥
তোমার চরণে প্রভু এই নিবেদন।
করিতে পারি হে যেন বাসনা পূরণ॥

প্রণাম মন্ত্র

দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণাকণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম

বসুদেবং সুতং দেবং কংসং চানুর মর্দ্দনং।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরোঃ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

শ্রীরাধার প্রণাম

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
বৃষভানু সুতাং দেবী বন্দে রাধা হরিপ্রিয়ান্ ॥

সরস্বতীর প্রণাম

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিংশতি স্তব

শৈব ঋষি শ্লোকঃ

শ্রীকৃষ্ণ করুণাবিন্দু সিন্ধুবং দয়াময়ং।
ভক্তাধীন ভক্তজীবনং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং ॥ ১
জগদীশ্বর জগতদুর্ল্লভং শ্রীব্রজমাধব ব্রজেশ্বরং।
গোবিন্দ গোপীবল্লভং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং ॥ ২
বেণুধারী ধেনুবিহারী কানু ব্রজবালকং।
দেবকী গর্ভজং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং ॥ ৩
কৃতান্ত অন্তকারী মুরারি ভবভয়নাশনং।
সুখ-মোক্ষ-প্রদায়কং তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং ॥ ৪
জলধিভঞ্জনং হরিং মধুকৈটভনাশনং।
বরাহপ্কং মূরতিধারী তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং ॥ ৫
কৃপাং কুরু কল্পতরু ত্রিজগত ব্যাপীয়ং।
এ দাসানু চিরস্মরণৈঃ তং প্রণমামি চ শ্রীনন্দনন্দনং ॥ ৬
ব্রজবালক-পূজনীয়ং গোপকুল কৃতার্থকারী।
পদ শিরসরোজে গঙ্গা প্রণমাম্যহং হরে মুরারি ॥ ৭
অহল্যা পদরজদত্ত পাষাণ মানবী।
প্রণমাম্যহং তৎপদে যৎপদে জাহ্নবী ॥ ৮
ধীবরং দুর্ল্লভপদং কাষ্ঠ তরি রজময়ং।
প্রণমামি ইদং হরে মুরারে শ্রীবিষ্ণুপদং ॥ ৯

পামর কৃতার্থ হরিনামং করতি করতি ফলং।
পতিত-পাবনং হরি প্রণমাম্যহং শ্রীনন্দনন্দনং॥ ১০
ভাগবত-প্রধানং কৃষ্ণ শ্রেণ প্রবর্ত্ত মাধব।
যদুকুল উদ্ভব হেরি হরিময় যাদবং॥ ১১
নিকুঞ্জবিহারী হরি গোপীগণ জীবনং।
প্রণমাম্যহং হরি দারিদ্র্যভঞ্জনং॥ ১২
সুরধুনী-জনকৈর্জগত-তৃপ্তং জগদীশ হরে।
শ্রীরাধাবল্লভং হরি হরিময় ত্রিসংসারে॥ ১৩
ভব কাণ্ডারি হরি তরীমং শ্রীপদ্ম।
ভক্ত বিন্দু সিন্ধু পারে নাহিক শ্রীকৃষ্ণময়ং॥ ১৪
বৃন্দাবন লীলাকারী হরি গিরিধারকং।
ইন্দ্রত্ব দমনং ময় তংহি প্রণমাম্যহং॥ ১৫
এ দাসে হেরি লোচনাম্বুজে পদাম্বুজে দেহি স্থানং
কত যোগেন্দ্র ফনীন্দ্র যে পদাশ্রিতং॥ ১৬
বিন্দু অঙ্গজাকান্ত কৃতান্ত-অন্তকারী।
হরে মুরারে হরে হরে হরে হরে বংশীধারী॥ ১৭
ত্বং হি ধাতা বিধাতা সৃষ্টি-সৃজনং।
ত্বং হি ক্ষীরোদ নারদ নিরাকার-ভজনং॥ ১৮
বিরিঞ্চি-স্থাপনং শঙ্করের সঙ্কটনাশনং।
ভক্তি মুক্তি দাতা পতিতপাবনং॥ ১৯
দেহি ভক্তি ত্বং হি ভক্তি শ্রীমাধব।
তার ভব-সিন্ধু দীনবন্ধু শ্রীধর মাধব॥ ২০
নমঃ নমঃ প্রণমাম্যহং নারায়ণং।
এতৎ বিংশতি স্তব সমাপ্তং॥
শ্রীহরং ব্যথৈশ্বরে বিম্ব সুতেন্দু।
উৎপাদিতং সরকারে ন বিরচিত-মিদনং॥

প্রণতি

যাঁদের কৃপায় হেরি বিচিত্র সংসার।
সেই পূজ্য জন পদে কোটি নমস্কার ॥
সর্ব্ব অগ্রে পূজ্য সেই জনক-জননী।
মস্তকে রাখিনু দোঁহা চরণ দু'খানি ॥
সুন্দর শরীর সেই পার্ব্বতী-নন্দন।
সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা তিনি গজেন্দ্র বদন ॥
প্রসন্ন হউন তিনি এ দীন ঈশ্বরে।
প্রবৃত্ত হইনু আমি গ্রন্থ রচিবারে ॥
বজ্রপাণি পুরন্দর আদি দেবগণে।
ভক্তিভরে নমি আমি তাঁদের চরণে ॥
দেবতা সকলে করুন আশীষ বর্ষণ।
তাঁদের কৃপায় গ্রন্থ করিব রচন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শক্তি নমি বার বার।
প্রবৃত্ত হইব গ্রন্থ করিতে প্রচার ॥
বটপত্রে ভাসি নীরে দেব নিরঞ্জন।
ইচ্ছা বশে বিশ্বখানি করেন রচন ॥
দেব ঋষি ধ্যানে যাঁর না জানে বিভূতি।
তাঁহার চরণে মম অসংখ্য প্রণতি ॥
জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী পদে নমস্কার।
যাঁহার কৃপায় গ্রন্থ করিব প্রচার ॥
দয়া করি বাণী দেবী পূর্ণ কর আশ।
প্রভাস রচিয়া পূর্ণ হোক অভিলাষ ॥

পরমার্থ বিষয়ের বিবরণ

শুন রে দুরাত্ম, কেন কর এ দৌরাত্ম্য, নিত্য নিত্য মত্ততা তরঙ্গে। আনাইয়া ভক্তিপথে, নিজ ভক্তি দিয়ে তাতে, কেন না মিশাও সাধুসঙ্গে॥ শ্রীকৃষ্ণ করেতে বল, করে কিম্বা মুখে বল, বল বল হইয়া দুর্ব্বল। হরে কৃষ্ণ অভেদ শক্তি, ভেদ ভাবে কার শক্তি, সময়েতে ভক্তি পথে চল॥ বল হরে কৃষ্ণ হরে, যে স্মরিলে পার হরে, শমন যে নামে শিহরয়। ভাব সেই নাম ব্রহ্ম, অন্তে পাবে পূর্ণব্রহ্ম, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ যাতে হয়॥ চল চল চল পদ, ত্যজি গৃহাদি সম্পদ, কৃষ্ণ পদ হয়ে আছ ভ্রষ্ট। করি দাস আচরণ, দেখি সেই শ্রীচরণ, গেল দিন ওরে দুরদৃষ্ট॥ যে পদ শ্রীরাধিকার, সে শ্রীপদে অধিকার, কর মন অতি আকিঞ্চনে। নিত্য নিত্য ত্রিভুবন, যে পদ করে পূজন, চলনা সে পদ অন্বেষণে॥ জননী জঠর দায়, কঠোর ভাবিয়ে তায়, নিজ কায় গণিলে প্রমাদ। যবে ছিলে ঊর্দ্ধপদ, হ'তে মন নিরাপদ, কৃষ্ণপদ সাধনে ছিল সাধ॥ ভূমণ্ডলে দিয়ে পদ, পাসরিলে কৃষ্ণপদ, মায়াস্পদ আপদ বাড়ালে। ক্রমে মতি কামাস্পদে, বপু লিপ্ত রিপু মদে, মোহমদে সে পদ ভুলিলে॥ মিছে ভবে জন্ম নিলে, কবে কালে নিবে তুলে, কৃষ্ণলীলা না দেখি নয়নে। হবে মন নিরাপদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ, চল না মধুর বৃন্দাবনে॥ মন প্রাণ বলে শুন, বন শব্দ মাত্রে বন, ত্রিভুবন বনেতে প্রকাশ। যে বনে হয় কৃষ্ণনাম, সেই বৃন্দাবন ধাম, বনমধ্যে কররে বিশ্বাস॥ বিশ্বাসে নিকটে বস্তু, জাননা রে সেই বস্তু, সে ধনে অপ্রস্তুত ভেব না। তর্ক করিতে যে মন, বহু তব বৃন্দাবন, তব জীবন বনেতে পাবে না। তর্কেতে যে হয় গোল, বাধায় অনেক গোল, তর্ক কৈলে মদমত্ত তনু। শুন শুন ওরে মন, এ দেহ হবে বৃন্দাবন, কৃষ্ণ নামে লিপ্ত কর তনু॥ যেই নাম সেই কৃষ্ণ, জপ হয়ে এক নিষ্ঠ, আছে কৃষ্ণ নামের সহিতে। কৃষ্ণনামের স্বরূপ, হৃদে ভাব সেই রূপ, হৃদি রবে শ্রীবৃন্দাবনেতে॥ যেন তেন হোক প্রাণী, যদি ভজে চক্রপাণি, সে চক্রকরে তর্ক ক'রো না। বৈষ্ণব

কর বিশ্বাস, ক'রো না রে অবিশ্বাস, বিধিমতে করিলাম মানা।৮ বৈষ্ণবে জানিয়া ইষ্ট, ভাবহ করিয়ে নিষ্ঠ, গুরু বৈষ্ণব গোবিন্দ প্রভেদ। বৈষ্ণব মাহাত্ম্য যত, কে পাবে করিতে তত্ত্ব, যার গুণে পূর্ণ চতুর্ব্বেদ ॥ অন্তরে অনন্তশয্যা. হ'লো না পেয়ে ঐশ্বর্য্যা অন্তশয্যা যখন পড়িবে। ঘেরিবে কালের শয্যা, হ'য়ে চতুর্দ্দশ ঐশ্বর্য্যা, যত দেখ সব পড়ে রবে ॥ করপদ্ম মুখপদ্ম, মুদিবে নয়নপদ্ম, হৃৎপদ্মে হবে অধিষ্ঠান। ঘেরিবে সে মায়াজালে, অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে, দারা-পুত্র করাইবে স্নান ॥ অন্তঃপদ্মে রবে মর্ম্ম, হইবে অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান তখন রবে না। হবে যখন অন্তর্জ্জলি, কে ডাকিবে কৃষ্ণ বলি, গেল দিন কৃষ্ণ ব'লে ডাক না ॥ শ্রীকৃষ্ণ সাধন বিনে, জীবের গতি দেখিনে, দিনে দিনে বৃথা দিন গেল। মন তোর এ কি ধর্ম্ম, না বুঝিলি কৃষ্ণ মর্ম্ম, কর্ম্মদোষে ধর্ম্ম নষ্ট হ'ল ॥ ওরে মন তুই শত্রু, নাই তব পূর্ব্ব সূত্র, কর্ম্মদোষে বুঝিনু আভাসে। মিছে ভেবে দারা-পুত্র, না ভাবিলে নন্দ পুত্র, অপমৃত্যু হবে তোর দোষে ॥ মিছে ধরায় দেহ ধরা, অনিত্য যাতায়াত করা, ইহারা সংসার মদে ভোর। পতিত এ বারে বারে, নবদ্বার কারাগারে, বিকার মনে হয় না তবু তোর ॥ দেখে কহিছে ঈশ্বর, কর মন স্মর স্মর, কুসঙ্গ হইতে সর হইয়ে সরল। কর ওরে সাধুসঙ্গ, কবে হয় স্বর সাঙ্গ, স্বর থাকিতে বল হরিবোল ॥ স্বরান্তে রবে না স্বর, শূন্য হবে এ বাসর, সে কিশোর কিশোরীকে ডাক। দিনে দিনে ভঙ্গ স্বর, ভেদিল যমের শর, হরিনাম শরশয্যে থাক ॥ হরিবে কালের শর, নাশিতে কালের শর, অগ্রসর হও না কিশোরে। কাল-পূর্ণ হইলে স্মর, করিবেন ঈশ্বর, সদা ডাক কৃষ্ণেরে সুস্বরে ॥ যে ডাকে কালা কিশোরে, সে না পড়ে কালের শরে, সে কিশোরের যে করে সাধনা। মন যথা ভক্তি স্বরে, বন্দিলাম তত্ত্ব স্বরে, পরে শুন গ্রন্থে স্বরচনা ॥

গ্রন্থারম্ভ

বক্তা সৌতিক মুনি—শ্রোতা রাজা জন্মেজয়

সৌতিক মুনিকে জন্মেজয়ের প্রশ্ন

সৌতিক মুনির পদ করিয়া বন্দন। জিজ্ঞাসেন মুনি প্রতি জন্মেজয় রাজন॥ শ্রীকৃষ্ণ লীলার কথা মন-প্রাণ হরে। শুনিতে বাসনা বড় জাগিছে অন্তরে॥ তাই বলি কহ মুনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র। শুনিতে বাসনা শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত॥ মথুরায় রাজা ছিল কংস মহীপতি। দেবকী তাঁহার ভগ্নী দেবীতুল্য সতী॥ দেবকী দেবীর তুল্য সতীর প্রধান। যাঁর গর্ভে জন্মিলেন দেব ভগবান॥ মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র যাঁর দরশনে। দিবানিশি ধ্যান করে বসি যোগাসনে॥ যোগীশ্বর মহাদেব দেবের পেধান। পঞ্চমুখে করে সদা কৃষ্ণগুণ গান॥ দেবের দুর্ল্লভ কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি। দেবকীর জঠরেতে জন্মিলেন তিনি॥ হেন ভাগ্যবতী সেই কংসের ভগিনী। কারাগারে কেন দুঃখ পাইলেন তিনি॥ কহ মুনি কংস রাজা কোন মনোদুঃখে। পাষাণ দিলেন চাপা দেবকীর বুকে॥ যাঁর গর্ভে জন্মিলেন দেব ভগবান। কংস কি দিতে পারে তার বুকে পাষাণ॥ যাঁর নাম শ্রবণে শমন ভয় করে। তাঁর মাকে কংস কেন রাখে কারাগারে॥ কংসের সমান আর কেবা ভাগ্যবান। ভগ্নী যার দেবকী ভাগ্নে কৃষ্ণ ভগবান॥ ভগ্নীপতি বসুদেব ভুবন বিদিত। যারে পিতা ডেকেছিল জগতের পিত॥ কংসের দুর্বুদ্ধি কেন দিলেন ভগবান। ভাগ্নে বধে দেয় ভগ্নীর বুকেতে পাষাণ॥ কংসের এতেক ভ্রম হৈল কি কারণ। ভক্তি ভুলে অহং পথে করিল গমন॥ ঐহিকে হইয়া মত্ত তত্ত্ব পাসরিয়া। শ্রীকৃষ্ণ বধিতে ইচ্ছা মানব হইয়া॥ এ কেমন ভক্ত কংস শুনি মুনিবর। শুনিবারে সে কাহিনী কাতর অন্তর॥ এ কেমন ভক্ত তাঁর না জানি কারণ। ভক্ত হ'য়ে বধিবে শ্রীকৃষ্ণের জীবন॥ কহ কহ মুনিবর সে সব কারণ।

কৃষ্ণে কেন শত্রু ভাবে সে কংস রাজন॥ ত্রিজগতের কর্ত্তা হন সেই শ্রীমাধব। কংস তাঁরে শত্রু ভাবে একি অসম্ভব॥ সামান্য মানব জাতি সে কংস ভূপতি। নর হয়ে শত্রুভাবে নারায়ণ প্রতি॥ বহুস্থানে শুনেছি কংসের বিবরণ। তথাপি না হয় মম সন্দেহ ভঞ্জন॥ সবিস্তারে কহি মুনি পূর আকিঞ্চন। তোমার প্রসাদে সব করিব শ্রবণ॥ মুনি বলে নৃপমণি ধৈর্য্য ধর চিতে। তাহার প্রমাণ কহি তোমার সাক্ষাতে॥

কংসের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত

সৌতিকের উক্তি

শ্লোকঃ

পূর্ব্বার্জ্জিতং শত্রুভাবং নরেশ তপসাশ্রিঃ।
শত্রুভাবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১
কৃতান্ত অন্তকারী হরি শত্রুবৎ এব।
কংস ভূপং নিশিকলুষং শত্রুভাবং শ্রীমাধবঃ॥ ২
শ্রীকৃষ্ণ করতিঃ হন্তারং কংসনৃপং।
কৃতার্থং জনমং ভবেৎ মোক্ষপদং প্রাপ্তোহয়ং॥ ৩
শত্রু বস্তব্যাং করোতি ফলং গচ্ছন্তি কৈবলং।
অচিরাং প্রসিদ্ধং যে নরাঃ তুরিতাঃ মাধবে॥ ৪
ভবং কুমেদ্ধর্গমং ত্বয়ি বিষ্ণুলাভং তৎপরং।
ভবার্ণব-গতিং নরো বিষ্ণুপদং গচ্ছতি॥ ৫
বাসনানুসারে প্রাপ্তং শত্রুভাবং সুলভ্যাং।
রবি অঙ্গজ-ধৃতাং তস্যাঞ্চমঃ করিষ্যাং॥ ৬
এতৎ পতত্র ভক্ত্যাঞ্চ সমাধি পরং।
ত্রাহতাং দেবকীমাতা নারায়ণং শত্রুহিতায়ং॥৭
ন দোষেণ ভূপে পূর্ব্ব প্রণিতা শত্রুভাব এতৎ।
তস্যাঞ্চ করোতি ফলং শত্রুভাবং শ্রীমাধব॥ ৮

পূর্ব্বাং ন ভক্তিক্যং ক্ষ্যাণ শক্ররে শক্রভাবং।
কা কিংক্ষ্যা ষ্টর্ণতিং যথা সিদ্ধ ভবতিং ॥৯
পরমাণু ভক্তবঞ্চং কংসারি ভূপে ন ভবেং।
তম্যাঞ্চ ভক্তাধীনং শ্রীকৃষ্ণ করোতি ফলং ॥১০
যাদৃশং ভাবনং কার্য্যং তাদৃশং সিদ্ধ ভবতি।
ভক্ত আহিংক্ষা লীলা ভক্তাধীনং ভগবান ।১১
এতৎ ফলতি যেং বাসনা মম বাসব।
একারণং শক্রভাব কংসারি শ্রীমাধব ॥ ১২

পয়ার। মুনি বলে মহারাজ করহ শ্রবণ। পয়ার প্রবন্ধে কহি সেই বিবরণ॥ ভাগ্যবন্ত কংস রাজা শুন মতিমান। সবিস্তারে প্রকাশিব আমি তব স্থান॥ পূর্ব জন্মে তপ কৈল কংস মহীপতি। শক্রভাবে কৃষ্ণ পাবে পূর্ব্বের ভারতী॥ শক্রভাবে কৃষ্ণ করে হইবে নিধন। পাপে মুক্ত হ'য়ে হবে বৈকুণ্ঠে গমন॥ বারম্বার নব দ্বার ভ্রমিতে না হবে। দেব দেহ ধরি কংস বৈকুণ্ঠেতে যাবে॥ অনিত্য রাজত্ব সব অনিত্য সংসারে। ভবের বসতি কংস তুলিল একেবারে॥ মর দেহে অবশ্যই হইবে মৃত্যু আছে কাছে। মর দেহে রাজ্য করা সুখ কিবা আছে॥ সংসার ভোজের বাজী মিছে পরিবার। নয়ন মুদলে ফাঁকি এ ভব সংসার॥ ধন ঐশ্বর্য্য গজ বাজী অমূল্য রতন। অনিত্য রাজত্ব সব নিশির স্বপন॥ শমন শিয়রে আসি দাঁড়াবে যে দিনে। সেদিন কে তরাইবে দীননাথ বিনে॥ সবার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে যে ঘটন। অবশ্যই একদিন হইবে মরণ॥ নর নারী পশুপক্ষী তুরঙ্গ মাতঙ্গ। স্থাবর জঙ্গম আদি আর যে ভুজঙ্গ॥ দেহ ধরি যেই জীব করে আগমন। অবশ্য মরিবে সেই না হবে খণ্ডন॥ সময় থাকিতে তাই সাধ নিজ কাজ। ধন ধরা বাজীর মুণ্ডে পড়ুক বাজ॥ ভক্তিতে ভজিলে কৃষ্ণ বহুদিনে পায়। এই তত্ত্ব পরমার্থ জানি কংসরায়॥ শক্রভাবে কৃষ্ণ হস্তে হইয়ে নিধন। দেহ পরিহরি করে বৈকুণ্ঠে গমন॥ পূর্ব্ব সত্য হেতু তাই কংসের আলয়। শক্রভাবে এসেছিল কৃষ্ণ দয়াময়॥

জন্মেজয় রাজার প্রশ্ন

জন্মেজয় রাজা বলে বুঝিনু কারণ। দেবকীর কিবা দোষ কহ তপোধন॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। পূর্ব্বকথা কংসরায় হইল বিস্মরণ॥ দেবর্ষি নারদ আসি কংসের আলয়। ছলে বলে তারে মুনি দেখাইল ভয়॥ নারদ বলেন শুন হে কংস রাজন। দেবকী তোমার ভগ্নী অতি কুলক্ষণ॥ তাহার অষ্টম গর্ভে জন্মিবে যে জন। অবশ্য তাহার হস্তে তোমার নিধন॥ সময় থাকিতে রাজা হও সাবধান। প্রকাশিনু সব তত্ত্ব তব সন্নিধান॥ ইহা বলি নারদ মুনি দেখাইল ভয়। শুনিয়া হইল কংস কাতর হৃদয়॥ শত্রুভাবে নারায়ণ জন্মিবেন আসি। প্রকাশ করিয়ে তাহা না কহিল ঋষি॥ পূর্ব্ব তপস্যার কথা রাজার নাহি মনে। শত্রুভাবে কৃষ্ণ এল জানিবে কেমনে। সেই হতে দেবকীরে না করে বিশ্বাস। না জানি কে জন্মিবেক রাক্ষস পিশাচ॥ ভগ্নী অনর্থের মূল জানিয়ে কারণ। প্রাণভয়ে কারাগারে রাখিল রাজন। আজ্ঞা দিল কংসরায় বসুদেব প্রতি। দেখাবে অষ্টম গর্ভে সন্তান সন্ততি।। ভয় পেয়ে রাজা কংস অতি মনোদুঃখে। পাষাণ চাপা দিয়ে রাখে দেবকীর বুকে॥ এই হেতু দেবকী কারায় কষ্ট পায়। সেবিয়ে শ্রীকৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র গায়॥ সরকার ভাবিছে সদা কি হবে উপায়। অন্তকালে কৃপা করি রেখো রাঙ্গা পায়॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

কে জানে তোমার মায়া ওহে কৃষ্ণ দয়াময়।
কখন কোন্ ভাবে কার ভাগ্যে হও সদয়॥
ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর,
শত্রুভাবে কংস নৃপে হইলে সদয়॥

দেবকীর পূর্ব্বজন্ম ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত

রাজার প্রশ্ন

নৃপ বলে মুনিবর বুঝিনু বিশেষ। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ॥ সংসারের সার কৃষ্ণ দেবের দুর্ল্লভ। দেবকীর গর্ভে স্থিতি করিল মাধব॥ যাঁর নাম ল'য়ে জীব ভবপারে তরে। পঞ্চানন পঞ্চ মুখে যাঁর নাম করে॥ যে কৃষ্ণের পাদপদ্ম পাইবার আশে। কত ঋষি দিবানিশি জপে যোগে ব'সে। ব্রহ্মাণ্ড-দুর্ল্লভ হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণ। যাঁর পাদপদ্ম লাগি যোগী ত্রিলোচন॥ হেন কৃষ্ণচন্দ্র ছিল দেবকী উদরে। কংসের কি সাধ্য তারে কারারুদ্ধ করে॥ কহ শুনি মহামুনি ইহার কারণ। অবশ্য থাকিবে কোন পূর্ব্ব বিবরণ॥ যেই দিন দেবকীরে কারাবৃত কৈল। কিবা পুণ্যে কংসরাজ ধ্বংস না হইল॥ এত অনাচার কেন সহিলেন হরি। কহ কহ মুনিবর শুনি কর্ণ ভরি॥ দেবের দুর্ল্লভ হয় কৃষ্ণের চরিত্র। কৃতার্থ হইব শুনে কৃষ্ণ লীলামৃত॥ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সুধা সংসারের সার। সংসারেতে হেন সুধা কিবা আছে আর॥ এই সুধা পানেতে সর্ব পাপ দূর হয়। কৃপা করি সবিস্তারে কহ মহাশয়॥ রাজ্য পদ পরিহরি কত মহাজনে। সেই সুধা অন্বেষণে গিয়াছেন বনে॥ সরকার বলে হরি সুধা অন্বেষণে। দিবানিশি ব'সে থাকি বাঁকুড়ার বনে॥ বনে থাকি কৃষ্ণে ডাকি হইব যে তরু। শিষ্য পড়াই বিদ্যা নাই লোকে বলে গুরু॥ আমি মূর্খ দুরাচার বিদ্যা বুদ্ধি নাই। লোকে বলে গুরুমশায় লাজে মরে যাই॥ আহা মরি বংশীধারী বলহে কি করি। দাসেরে গুরুত্বপদ কেন দিলে হরি॥

মুনির উক্তি

মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। কারামুক্তি দেবকীর কহিব কারণ॥ তাহার প্রমাণ রাজা বলিব তোমায়। চিত্ত স্থির করি শুন ওহে নৃপরায়॥ দেবকী জঠরে কৃষ্ণ ছিলেন যথার্থ॥ নাহি ছিল দেবকীতে কৃষ্ণ ভক্তি

তত্ত্ব ॥ ভক্তিহীন দেবকীরে কারায় রাখিল। ভয় পাইয়ে দেবকী কাদিতে লাগিল ॥ দেবকী বলেন হায় কি দায় ঘটিল। বুঝিনু আমার গর্ভে রাক্ষস জন্মিল ॥ রাক্ষস পিশাচ কিংবা হবে কোন শত্রু। শত্রুভাবে জন্মিল কে হ'য়ে মম পুত্র ॥ কৃষ্ণ জন্মিল বলি না জানে বিবরণ। কৃষ্ণ ভক্তি বিহীন দেবকী একারণ ॥ ভক্তি বিনে মুক্তি কভু সম্ভব না হয়। ভক্তি হইতে কৃষ্ণ কভু বড় নয় ॥ ভক্তি না থাকিলে কৃষ্ণে কেমনে পাইবে। ভক্তি বিনা মুক্তি লাভ কখন না হবে ॥ দেবকী কারায় কৃষ্ণে পায় একারণ। আর এক প্রমাণ তার শুনহ রাজন ॥ শুন শুন মহারাজ শুনহ পুলকে। দ্বিতীয় প্রমাণ তার কহিব যে শ্লোকে ॥ সরকার বলে ওহে যশোদা নন্দন। কখন না ভুলি যেন তোমার চরণ ॥ তথাহি রামায়ণে—

শ্লোকঃ

ত্রেতাযুগানুগতাং লীলাং শ্রীরাম বৈমাতৃবেকুয়ং।
শত্রুভাবং প্রকাশয়েৎ রামভক্তিং কদাচন ॥
বাল্‌ল্য বাস্থল্যগং দীরাবতসমী রোপী।
রাজ্যভ্রষ্ট কারয়তে রাম বাকল পরায়ণং ॥ ২
যশং ভারতী তৃত্তাং রাম গৃহস্তি বিপিনং।
বাকল-পরিধার্য্যং যৎ ভ্রষ্ট অধিরসং ॥ ৩
নঃ ভক্তি রামচন্দ্রায় নঃ তুল্য নারায়ণং।
সাধারণং সমুদ্রপী ভক্তিনাঞ্চ কদায়ং ॥ ৪
যা যসং অরাতফলং ভক্তিনাঞ্চ যথায়েৎ।
ভকতিহীনা কৈকয়ী দ্বিকমার্থ বিফলং ॥ ৫
পুনঃ নিত্যং গর্ভিষাতনাঃ পয়ংপিনং নারায়ণং।
নঃ ভকতি-পরায়ণা তৎ পতিতুং কেকয়ং ॥ ৬
নারায়ণং স্পষ্ট ভকতি ন ভকতি স্পষ্ট নারায়ণং।
কাকরিষ্যা নারায়ণং ন ভকতি সমাগমে ॥ ৭
ভকতি অসিত পরশ পরম পদার্থ ভকতি পরং।
ভকতি হীনং নঃ কৃষ্ণ প্রাপ্ত এব যথা ॥ ৮

পয়ার মুনি বলে মহারাজ করহ শ্রবণ। দেবকীর পূর্বজন্ম অপূর্ব কথন॥ ত্রেতায় দেবকী ছিল রামের বিমাতা। কৈকেয়ী নামেতে দশরথের বনিতা॥ রামে রাজ্য দিবে রাজার এই ছিল মনে। কৈকেয়ী বিবাদী হ'য়ে পাঠাইল বনে॥ কল্য প্রাতে রাম পাবে রাজত্ব সকল। কৈকেয়ী বিবাদী হ'য়ে পরাইল বাকল॥ ভক্তিহীনা কৈকেয়ী রামেরে না চেনে। সামান্য বালক জ্ঞানে পাঠাইল বনে॥ কেবা রাম ইহা যদি কৈকেয়ী জানিত। তাহলে কি রাম অঙ্গে বাকল পরাত॥ ভক্তিহীনা কৈকেয়ী রামকে না চিনিল। রাম অঙ্গ হৈতে আভরণ কেড়ে নিল॥ কেড়ে লয় আভরণ কৈকেয়ী ক্রোধ মনে। ঝর্ ঝর্ ঝরে বারি রামের নয়নে॥ তবু তার দয়া কিম্বা ভক্তি না জন্মিল। ভক্তিহীনা কৈকেয়ী বাকল পরাইল। মনে মনে অভিমানী হ'য়ে রঘুপতি। অভিশাপ করিলেন কৈকেয়ীর প্রতি॥ মনস্তাপ দিয়ে বনে পাঠাও আমারে। এর উচিত দণ্ড পাবে কৃষ্ণ অবতারে॥ মা হ'য়ে পুত্রের শত্রু হ'লে অবিচারে। পুত্র হয়ে রুষ্ট হব কৃষ্ণ অবতারে॥ জন্মিব তোমার গর্ভে মিথ্যা কভু নয়। মম হেতু কারাভোগ হবে কংসালয়॥ রাজার নন্দিনী হবে দেবকী নামেতে। কংসের ভগিনী হয়ে রবে মথুরাতে॥ আমার কারণে কংস অতি মনোদুঃখে। ভাই হ'য়ে পাষাণ দিবে তোমার বুকে॥ এই হেতু দেবকী সে কৃষ্ণ ভক্তিহীন। কারাবৃত হ'য়ে কৃষ্ণে পেলে কিছুদিন॥ গর্ভেতে জন্মিলে কিবা হবে মহাশয়। ভক্তি না থাকিলে কৃষ্ণ পাওয়া নাহি যায়॥ ষোড়শোপচারে কেহ শ্রীকৃষ্ণে পূজিলে। তথাচ নাহিক মুক্তি ভক্তি না থাকিলে॥ ভক্তিহীন হয়ে যে কৃষ্ণ দর্শন করে। ভক্তিহীন দর্শনের ফল নাই ধরে॥ ভক্তিহীন দৈবে যদি কৃষ্ণপদ পায়। যেই পদে পায় যেই সেই পদ পায়॥ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পদ নয় বড় দৃঢ়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় বড়॥ কটুরস লাগে যেন ফল না পাকিলে। যেন দেহ বৃথা হয় চক্ষু না থাকিলে॥ ভক্তিহীন জীবনের জনম বিফল। দেহ অন্তে যায় পুনঃ শমন কবল॥ তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ। ভক্তিহীন প্রাণীর শ্রীকৃষ্ণ দরশন॥ সরকার বলে কৃষ্ণ আমি ভক্তিহীন।

কি হবে আমার গতি বৃথা যায় দিন ॥ অনাথের নাথ তুমি জগতের গুরু। চরণেতে দিও স্থান বাঞ্ছা কল্পতরু ॥

শ্রীরাম অবতারের বৃত্তান্ত

মুনির উক্তি

মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। ভক্তিহীন জীবের শ্রীকৃষ্ণ দরশন ॥ শুন শুন মহারাজ পরম পদার্থ। ভক্তিহীন জীবের শ্রীরাম পদ প্রাপ্ত ॥ সীতাকে হারায়ে যবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। কিষ্কিন্ধ্যাধামেতে দোঁহে করিল গমন ॥ পথিমধ্যে চলিলেন ভাই দুইজন। অগ্রেতে শ্রীরাম যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা শুনহ রাজন। পথে ছিল এক ভেক করিয়া শয়ন ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সেই পথ দিয়া যায়। দৈবে রাম পদ দেছে ভেকের মাথায় ॥ ভয় পেয়ে ভেকবর গর্ত্তে পলাইল। পশ্চাতে লক্ষ্মণ ছিল ঈষৎ হাসিল ॥ রঘুনাথ বলিলেন শুনহ লক্ষ্মণ। ঈষৎ হাসিলে তুমি কিসের কারণ ॥ এতেক শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জিত হইল। ভেকের বৃত্তান্ত সব কহিতে লাগিল ॥ শুন প্রভু রামচন্দ্র করি নিবেদন। ঈষৎ হাসিলাম আমি যাহার কারণ ॥ যে পাদপদ্মে পাষাণ মানব হইল। দৈবে সেই পাদপদ্মে ভেক পেয়েছিল ॥ ভেকের কি দুরদৃষ্ট কহনে না যায়। অভয় পদ পেয়ে ভেক গর্ত্তেতে পলায় ॥ যে অভয় পাদপদ্ম পাইবার আশে। ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র কত ভ্রমে যোগীবেশে ॥ যে অভয় পদ লাগি যোগী ত্রিলোচন। ধ্যানে না পায়েন পদ দেব হংসাসন ॥ দেশে দেশে কত যোগী জ্বালিয়েছে ধুনি। যে শ্রীপাদপদ্মে জন্মিলেন সুরধুনী ॥ যে পাদপদ্ম লাগি যোগী হয়ে রাজগণে। নিজ রাজ্য পরিহরি গিয়াছেন বনে ॥ কত সাধুগণ ধ্যানে না পায় অহর্নিশ।

যে পদ পাবার আশে প্রহ্লাদ খায় বিষ ॥ যে পদ পাবার আশে বলি মহীপাল। সর্ব্বস্ব হারায়ে বলি গিয়াছে পাতাল ॥ যে পদ পাইয়া ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব পাইল। যে পদ পেয়ে গয়াসুর পুণ্য তীর্থ হইল। যে শ্রীপদ দর্শনে পূর্ণ মনের বাসনা। যে পদে কাষ্ঠের নৌকা হয়েছিল সোনা ॥ এ হেন অভয় পদ ভেক পেয়েছিল। অভয় পদ পেয়ে ভেক ভয়ে পলাইল। শুন প্রভু রামচন্দ্র করি নিবেদন। ঈষৎ হাসিনু দেখে ভেক পলায়ন ॥ লক্ষ্মণ বলেন প্রভু কহিবে আপনি। কি ভয়ে পলাইল ভেক কহ দেখি শুনি ॥ জানিতে বাসনা মম হয়েছে প্রবল। কহিয়া বিশেষ মোর পূর কুতূহল। শ্রীরাম বলেন লক্ষ্মণ শুনহ শ্রবণে। আমি যে শ্রীরামচন্দ্র ভেক নাহি চিনে ॥ সর্পের আহার ভেক মনেতে জানিল। সর্পজ্ঞান করি ভেক ভয়ে পলাইল ॥ সর্প অঙ্গ কালো মম শ্রীচরণ কালো। ভেক ভাবে আমায় বুঝি সর্পেতে ধরিল ॥ নারায়ণ জ্ঞানে ভেক যদ্যপি চিনিত। অবশ্যই ভক্তি বলে মুক্তি পদ পেতো ॥ আমা প্রতি দৃঢ় ভক্তি যার মনে আছে। আমি নিজে ছোট হই সে জনার কাছে ॥ লক্ষ্মণ বলেন তবে শুন ভগবান। পতি শাপে অহল্যা আছিল পাষাণ ॥ সহজে পাষাণ নাহি জানে ভক্তি স্তব। কি ভক্তিতে হৈল সেই পাষাণ মানব ॥ কহ কহ শুনি প্রভু রাম রঘুমণি। কি ভক্তিতে মুক্তি পেল অহল্যা ব্রাহ্মণী ॥ পাষাণ হয়ে কিবা ভক্তি কৈল হে রাঘব। কোন ভক্তিতে হইল পাষাণ মানব ॥ রাম বলে শুনহ মুনির পরাক্রম। অহল্যাকে শাপ যবে দিলেন গৌতম ॥ গৌতম স্থানে অহল্যা কান্দিতে লাগিল। পাষাণ হয়ে কত দিন থাকিব বল ॥ অহল্যায় কাতরেতে গৌতম মতিমান। অহল্যাকে হরিভক্তি করিল প্রদান ॥ মুনি বলে রামপদ ভাবহ মানসে। পাষাণ মুক্ত হইবে রামপদ পরশে ॥ পাষাণ হৈয়া ভাব শ্রীরাম রাঘব। ঘুচিবে পাষাণ দশা হইবে মানব ॥ রাম জন্মাতে বাকি ষাটি হাজার বৎসর। তদবধি থাক হয়ে পাষাণ কলেবর ॥ অহল্যাকে গৌতম ভক্তি প্রদান করিল। পাষাণ হয়ে সেই ভক্তি অহল্যা পাইল ॥ সেই ভক্তি অহল্যার মনেতে আছিল। ভক্তিবলে মুক্ত হ'য়ে মানব হইল ॥ অহল্যার পাষাণ মানব এ কারণ। ভক্তি বিনা মুক্তিপদ নহে কদাচন ॥ তদনুরূপ ভক্তি যদি

ভেকের থাকিত। তবে কি ভেকের আর গর্ত্তে যেতে হ'ত। ভেকদেহ পরিহরি ভেকের নন্দন। অনায়াসে করিত সে বৈকুণ্ঠে গমন।। দেবের দুর্ল্লভপদ ভেক পেয়েছিল। ভক্তির অভাবে তার বিফল হইল।। ভক্তিই মুক্তির পথ জেন হে লক্ষ্মণ। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই এ সত্য বচন।। তাহার প্রমাণ লক্ষ্মণ করহ শ্রবণ। ধীবরের কাষ্ঠ নৌকা সোনা যে কারণ।। অহল্যা মানবী হয় আমার চরণে। লোক মুখে ধীবর শুনিল শ্রবণে।। বিশ্বামিত্র সঙ্গেতে যাই মিথিলা নগরে। উপনীত হইলাম ফল্গুনদী তীরে।। নদী তীরে ধীবর নৌকা ল'য়ে ছিল। আমাকে দেখিয়া ধীবর ভয়ে পলাইল।। আমাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়ে ধীবর। নৌকা লয়ে পলাইল ভয়ার্ত্ত অন্তর।। বিশ্বামিত্র মুনি বলে শুনরে ধীবর। পার ক'রে দাও যাব মিথিলা নগর।। ধীবর বলেন মুনি তোমাকে প্রণাম। কেমনে করিব পার তোমার সঙ্গে রাম।। তোমার রামের গুণ শুনেছি শ্রবণে। অহল্যা পাষাণ মানব হৈল চরণে।। আমার এই তরী লেগে শ্রীরামের পায়। যদি কাষ্ঠের তরী মানব দেহ পায়।। যদি তরী মানব হইয়ে চলে যায়। কোথা পাব তরী মম কি হবে উপায়।। কি হবে উপায় মম বল দেখি মুনি। পার করিতে কোথায় পাইব তরণী।। বিশ্বামিত্র মুনি বলে কোথাও না শুনি। পায়েতে মনুষ্য হয় কাষ্ঠের তরণী।। আমি হই মুনি ইনি মানব রাঘব। এঁর পায়ে কেন হবে তরণী মানব।। ধীবর বলিল আমি শুনেছি শ্রবণে। অহল্যা পাষাণ মানব হইল চরণে।। ধীবরের পত্নী আসি কহিছে তখন। অঞ্চলে রামের পদ করিয়ে বন্দন। রাখিব রামের পাদপদ্ম দুটি ধ'রে। রাখিতে না দিব আমি নৌকার উপরে।। এতেক শুনিয়া ধীবর নৌকায় তুলিল। ধীবর গৃহিণী মম চরণ ধরিল।। রাখিতে না দিল পদ নৌকার উপর। তরী আরোহণ কৈল সঙ্গে মুনিবর।। মনে মনে ভাবিলাম তখন অন্তরে। সঙ্গেতে কিছুই নাই কি দিব ধীবরে।। পরিশ্রম করি পার কৈল কর্ণধার। বিনা বেতনেতে নদী হ'তে নাই পার।। বেতন কারণে তার পূরাতে বাসনা। কাষ্ঠের তরণী আমি করিলাম সোনা।। আমায় ধীবর যদি চিনিতে পারিত। ভক্তি থাকিলে সেদিন কৃতার্থ হইত।। পাছে তরী মানব হয় ভয় সে করিল। আমি যে কি

ধীবর তাহা বুঝিতে নারিল ॥ বেতন কারণে তার পুরাতে বাসনা। কাষ্ঠের তরণী আমি করিলাম সোনা ॥ আমায় ধীবর যদি চিনিতে পারিত। ভক্তি থাকিলে সে কৃতার্থ হইত ॥ যদ্যপি ভাবিত মনে আমি শ্রীমাধব। মনুষ্য পদে কি হয় পাষাণ মানব ॥ এই তত্ত্ব জ্ঞান যদি ধীবরের হত। ভক্তি থাকিলে মুক্তি অবশ্য পাইত ॥ ভেক আর ধীবর উভয়ে সমান। মুক্তি হারাইল বিনা ভক্তির কারণ ॥ সেইরূপ দেবকীও হয়ে ভক্তিহীনা। কারাগারে লভেছিল অশেষ যন্ত্রণা ॥

রাজা কহে মুনিবর করিনু শ্রবণ। পূর্বে যা সন্দেহ ছিল হইল ভঞ্জন ॥ অতঃপর কি হইল কহ মুনিবর। দেবকী প্রসব করে কারার ভিতর ॥ সেইক্ষণে কারাদ্বারে দ্বারীগণ ছিল। কি প্রকারে কৃষ্ণে লয়ে বসুদেব গেল ॥ তাহার বৃত্তান্ত কথা কহ মুনিবর। শুনিতে ব্যাকুল বড় হয়েছে অন্তর ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে গমন

মুনির উক্তি

মুনি বলে শুন বলি ওহে নরবর। কৃষ্ণকে রাখিতে গেল গোকুল নগর ॥ পথিমধ্যে উত্তাল তরঙ্গ সে যমুনা। কেমনে হইবে পার হইল ভাবনা ॥ যোগমায়া শিবারূপ ধরিয়া তথায়। অনায়াসে সে যমুনা পার হয়ে যায় ॥ তাহা দেখি বসুদেব জলেতে নামিল। অনায়াসে যমুনার পরপারে গেল। গোকুলেতে যশোমতী প্রসবের ঘরে। প্রসব করিল কন্যা হরির অন্তরে ॥ যশোদার কোলে কৃষ্ণে করায়ে শয়ন। কন্যা লয়ে বসুদেব করিল গমন ॥ রাজা বলে একি শুনি আশ্চর্য কথন। কি প্রকারে বসুদেব করিল গমন ॥ দ্বারীগণ ছিল সব নন্দের মন্দিরে। সেথা বসুদেব প্রবেশিল কি প্রকারে ॥ পুত্র দিয়ে কন্যা লয়ে বসুদেব গেল। যশোমতী এ সকল কিছু না জানিল ॥ আশ্চর্য্য ব্যাপার বড় বিশ্বাস না হয়। সব কথা কহ মুনি ঘুচুক সংশয় ॥

মুনি বলে মহারাজ কর হে শ্রবণ। দ্বারী ও প্রহরী না জানিল যে কারণ ॥ মায়া নিদ্রা সকলের চক্ষে দিল হরি। নিদ্রিত হইল তাহে দ্বারী ও প্রহরী ॥ যশোদার চক্ষে হরি মায়া নিদ্রা দিল। অচেতন করি তারে

২

ফেলিয়া রাখিল ॥ যে সময় যশোমতী অচেতন ছিল। সেইক্ষণে পুত্র দিয়ে কন্যা লয়ে এলো ॥ নিশিমধ্যে বসুদেব আইল কারায়। প্রভাতে লইয়া কন্যা কংসেরে দেখায় ॥ শত্রুভাবে সেই কন্যা কংস যে বধিল। শূন্যে উঠি সেই কন্যা কহিতে লাগিল ॥ বিনা দোষে কংস তুমি আমায় বধিলে। তোমায় যে বধিবে সে বাড়িছে গোকুলে ॥ এতেক আকাশবাণী কংস শুনিল। কারা হৈতে দেবকীরে মুক্তি নাহি কৈল ॥ দ্বিগুণ প্রাণের ভয় কংসের হইল। ভাবেন গোকুলে শত্রু বাড়িতে লাগিল ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ ॥

শ্লোকঃ

যং পুত্রাঞ্চঃ তং নৈকটং রাসরেব।
ভবন্তি বাসরে রোপি যং লীলায় মাধব ॥ ১
শ্রীবিন্দু বহিমতাং ভগবান নরো মূরতিং।
যত কাকিংক্ষা লীলায় ভাগবতং ॥ ২
গোবিন্দ গোপ-ইন্দ্র গোপকুল ক্রতামযুং।
অবত্রীনায়ং যস্যা জগদীশ যং ভূপ্তাং ॥ ৩
জগত জনক গর্ভাতাং নিলবয়তং যং পদাং।
কস্যাং করতিং ধাতা বিধিময় মণ্ডলং ॥ ৪
গোপজায়া পুত্রাঞ্চঃ প্রাপ্ত শ্রীমাধবং।
কৃতার্থকারী তপনাঞ্চ ভবেং সদা ॥৫
দয়াময়ং ভবতঞ্চ গোকলং ক্রতাময়ং।
এযাং পঞ্চানিত যং লীলাবাস এব ॥ ৬
বৃন্দাবনং বিহারী হরি হরিময়ং বৃন্দায়াং।
তং পদাং সুধাংশু যরেতি ভবেং ॥ ৭
গোপবালা রোপানি তাং গোপাঙ্গমে।
লীলায়াং লীলা মাধবং যং পসাং ত্রিষ্টাং ॥ ৮

—এতদর্থে অষ্টম শ্লোক সমাপ্তোহয়ং—

গোকুলে নন্দোৎসব

মুনির উক্তি

দিনে দিনে বাড়ে শিশু থাকি নন্দালয়ে। যশোমতী পালে শিশু হরিষ হৃদয়ে ॥ যার পুত্র তার প্রাপ্ত দেবকীর কষ্ট। দেবকীর গর্ভে মাত্র জন্মিলেন কৃষ্ণ ॥ না কৈলেন স্তন পান পূর্ব্বের কারণ। তাহে পূর্ব্বে সত্য করেছিল নারায়ণ ॥ জন্মিব তোমার গর্ভে না হব সন্তান। মা ও না বলিব না করিব স্তনপান ॥ একারণে নারায়ণ এলেন তৎপরে। যশোদার স্তনপান কৈল ব্রজপুরে ॥ জন্মেজয় রাজা বলে কহ শুনি মুনি। প্রাতে উঠি কি করিল বল নন্দরাণী ॥ সন্তান ল'য়ে রাণী শয়ন করেছিল। প্রভাতে পুত্র পেয়ে কি কার্য্য করিল ॥ নন্দেরে কহেন তখন সে-যশোমতী। পুত্র দিয়ে কে লইয়ে গেলেন সম্প্রতি ॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। কেমন কৃষ্ণের মায়া না যায় বর্ণন ॥ পুত্র দেখে কেহ কিছু রাণীকে না কৈল। সবে বলে নন্দরাণী পুত্র প্রসবিল ॥ কেমন কৃষ্ণের লীলা বুঝিতে না পারি। কৃষ্ণ বলে ডাকে যত ব্রজ-নরনারী ॥ আহা মর বংশীধারী মায়া চমৎকার। সবে কোলে ল'য়ে বলে নন্দের কুমার ॥ পরেতে করিল নন্দ পরম উৎসব। ঘরে ঘরে ব্রজপুরে জানিলেন সব ॥ পুত্র দেখিবারে যায় নন্দের ভবনে। যার যাহা মনে লয় লইল যতনে ॥ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥ গোপরূপে নৃত্য করে যত দেবগণ ॥ নন্দের অন্তরে আর আনন্দ না ধরে। দান করে নানা দ্রব্য প্রফুল্ল অন্তরে ॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ সকলে জানিল। পরে যে যাহার ইচ্ছা নাম যে রাখিল ॥ নৃপমণি বলে মুনি করিব শ্রবণ। তারপর কি করিল সে কংস রাজন্ ॥ মুনি বলে সংক্ষেপে শুন ওহে রায়। অসংখ্য কৃষ্ণের লীলা বর্ণনে না যায় ॥ মূলসূত্র বলি শুন রাজা জন্মেজয়। কি হবে উপায় ভাবে কংস মহাশয় ॥ এইরূপে কংস রাজা ভাবিত হইয়ে। মন্ত্রণা করেন বসি পাত্রমিত্র ল'য়ে ॥ সিংহাসন পরিহরি কংস নরপতি। জিজ্ঞাসেন মহারাজ পাত্রমিত্র প্রতি ॥ কি হবে উপায় বল পাত্রমিত্রগণ। গোকুলেতে শত্রু বাড়ে তাপিত জীবন। প্রাণে ধৈর্য্য নাহি ধরে ঐশ্বর্য্যে কি কাজ। কিরূপে নাশিব শত্রু গোকুলের মাঝ ॥ কারে পাঠাইব আমি শত্রু বিনাশিতে। শত্রু বধি

কেবা পারে দুঃখ ঘুচাইতে॥ পাত্রমিত্রগণ বলে শুনহ রাজন। বালক বধিতে কর বিসের চিন্তন॥ স্মরণ করহ রাজা পূতনা রাক্ষসী। গোকুলেতে গিয়া কৃষ্ণে আসুক বিনাশি॥ ঈশ্বর সরকার কহে শোন ভক্তগণ। হেন কার্য্য কভু নাহি হবে সংঘটন॥

পূতনা বধ বৃত্তান্ত

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন। তদন্তরে কি হইল করিব শ্রবণ॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। কৃষ্ণের ডরেতে বড় ভাবিত রাজন্॥ শ্রীকৃষ্ণ কারণে কংস ভাবিত হইল। কি হবে গো শত্রুকুল বাড়িতে লাগিল॥ পূতনা নামেতে সেই ভীষণা রাক্ষসী। শ্রীকৃষ্ণ নিধন হেতু হইল সাহসী॥ পূতনা বলয়ে শুন হে কংস ভূপতি। মারিব শ্রীকৃষ্ণে আমি কর অনুমতি॥ কৃষ্ণকে মারিতে এক করেছি সন্ধান। স্তনে বিষ মাখায়ে করাব স্তনপান॥ মায়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাসী হইব। বিষপান করাইয়ে কৃষ্ণকে মারিব॥ কিঞ্চিৎ আনায়ে বিষ দাও গো আমারে। স্তনে বিষ দিয়ে যাই কৃষ্ণ মারিবারে॥ মম অগ্রে হে ভূপতি কর অঙ্গীকার। কৃষ্ণ নিধন কৈলে কি দিবে পুরস্কার॥ যে বুদ্ধি করেছি রাজা কৃষ্ণ না বাঁচিবে। স্তনপান কৈলে কৃষ্ণ সদ্য কৃষ্ণ পাবে॥ গোকুলে তোমার শত্রু মাত্র একজন। আর কে তোমার শত্রু বল হে রাজন্॥ গোকুলে তোমার শত্রু যতজন থাকে। সকলে মারিব আমি স্তনে বিষ মেখে। কংস বলে তুমি যদি কৃষ্ণ বিনাশিবে। মথুরা আইলে তুমি পুরস্কার পাবে॥ কল্য প্রাতে শুভ দিন করহ গমন। স্তনে বিষ মাখি কর কৃষ্ণকে নিধন॥ কৃষ্ণ সংহারের দিন কংস স্থির কৈল। গগনেতে দিবাকর শুনিতে পাইল॥ দিবাকর বলে, কল্য না হই প্রভাত। দেখি কিসে করে আসি কৃষ্ণ প্রাণাঘাত॥ নাশিবে কৃষ্ণের প্রাণ কেমনে দেখিব। একারণে কল্য নিশি প্রভাত না হব॥ কি ছার কংস-রাজ্য করিব অন্ধকার। বিষপানে মারিবেক সংসারের সার॥ প্রভাত না হব কল্য কৃষ্ণের কারণে। ইহা ভাবি দিবাকর রহিল গোপনে॥ ঘোর নিশি

অন্ধকার প্রভাত না হয়। তাহা দেখি ইন্দ্ররাজ চিন্তিত হৃদয়॥ দিবাকর প্রতি ইন্দ্র কহিছে তখন। প্রভাত না হও তুমি কিসের কারণ॥ দিবাকর বলে শুন দেবের রাজন্। প্রভাত না হই আমি যাহার কারণ॥ শত্রুভাবে বিনাশিতে সে কংস রাজনে। অবতীর্ণ হয়েছেন হরি বৃন্দাবনে॥ সেই কৃষ্ণে বধিবারে হইয়া সাহসী। স্তনে বিষ মেখে যাবে পূতনা রাক্ষসী॥ কল্য প্রাতে দিন স্থির করেছে রাজন্। প্রভাতে পূতনা সেথা করিবে গমন॥ ইহার কারণে আমি প্রভাত না হব। কৃষ্ণের নিধন আমি কেমনে দেখিব॥ ইন্দ্র বলে দিবাকর শুনে পায় হাসি। কৃষ্ণকে কি মারিতে পারে পূতনা রাক্ষসী॥ কৃষ্ণের কারণে তুমি ক'রো না ভাবনা। কল্য প্রাতে শুনা যাবে মরেছে পূতনা॥ ত্রিজগৎ-কর্ত্তা হরি সংসারের সার। কৃষ্ণকে মারিতে পারে সাধ্য আছে কার॥ দিবাকরে ইন্দ্র যদি এতেক কহিল। ইন্দ্র-বাক্যে দিবাকর প্রভাত হইল॥ উদয় হইল দিবাকর মথুরায়। সভা করি বসিলেন তবে কংসরায়॥ শ্রীকৃষ্ণকে বধিতে যে হইয়ে সাহসী। রাজসভায় আইল পূতনা রাক্ষসী॥ অনেক কিঙ্করে কংস-রাজা আজ্ঞা করে। ডেকে আন সর্পসহ যেই সর্পধরে॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা দূত একজন। সর্পধর নিকটেতে করিল গমন॥ দূত বলে সর্পধর শুনহ শ্রবণে। সর্পসহ চল কংসরাজ বিদ্যমানে॥ দূত-মুখে সর্পধর সমস্ত শুনিল। সর্পসহ সর্পধর সভায় চলিল॥ কংস বলে মোর কথা শুনহে সাপুড়ে। কিঞ্চিৎ সর্পের বিষ দাওহে আমারে॥ তৎপরে সর্পধর রাজ-আজ্ঞা পেয়ে। বিষ তুলিল সর্পের দন্ত উপাড়িয়ে॥ সুবর্ণ পাত্রেতে ল'য়ে সে-বিষ রাখিল। রাজার সম্মুখে সর্প কান্দিতে লাগিল॥ রাজা বলে সর্প তুমি দন্ত বেদনায়। কান্দিয়া কাতর হলে আমার সভায়॥ সর্প বলে মহারাজ করি নিবেদন। দন্ত বেদনায় আমি না করি রোদন॥ প্রাণ ত্যজিবেন কৃষ্ণ এই বিষ খেয়ে। মম প্রতি কত মন বেদনা করিয়ে॥ কত মনে বেদনা করিবে আমা প্রতি। প্রাণ ত্যজিবেন কৃষ্ণ জগতের পতি॥ মম দন্ত বেদনায় কাঁদি না রাজন। কৃষ্ণ মন-বেদনায় করি যে ক্রন্দন॥ কৃষ্ণ মন বেদনায় ভুঞ্জিব নরক। সর্প দেহ ধরি হ'নু কৃষ্ণের হিংসুক॥ ধিক্ রে আমার ধিক্ ধিক্ সর্পকুলে।

সর্প হয়ে বিষ দিনু কৃষ্ণ মুখে তুলে ॥ যে মুখে নবনী রাণী দেন অহর্নিশ। হেন কৃষ্ণ-মুখে আমি তুলে দিচ্ছি বিষ ॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কত ধ্যান করে যাঁরে। হেন কৃষ্ণে বিষ দিনু মরিবার তরে ॥ যা কর করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি। বিষ নিল রাজা কংস বলে বা'র করি ॥ আমি নিজে সর্পজাতি সহজে দুর্ব্বল। রাজা সহ দ্বন্দ্ব করি নাহি হেন বল ॥ তুমি দুর্ব্বলের বল ওহে বংশীধারী। বলে কংস বিষ নিল বল হে কি করি ॥ ভক্তি বল মুক্তি বল শক্তি বলদাতা। দান বলে বলিকে দিলে হে দণ্ডছাতা ॥ জীবের ভক্তি বল কেবল জগদীশ। প্রহ্লাদে ভক্তিবল দিয়া হরিলে বিষ ॥ দাতা বল কর্ণেরে দিলেন হে প্রকাণ্ড। ভক্তিবলে কেটেছিল বৃষকেতু মুণ্ড ॥ বলির বল হরিলে হইয়ে বামন। কংসের বল হর হরি লইনু শরণ ॥ যা কর করুণাময় জগতের পতি। না জানি ভকতি স্তুতি আমি সর্পজাতি ॥ তব শত্রু কংস তুমি জান হে শ্রীহরি। তোমারে বধিতে যায় দুষ্ট নিশাচরী ॥ দন্ত ভাঙ্গি কংসরাজ বিষ কেড়ে নিল। পূতনা রাক্ষসী আসি স্তনে মাখাইল ॥ সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়। আকুল হৃদয় মম তব ভাবনায় ॥ কাতর হইয়া সর্প করিছে ক্রন্দন। তাহা দেখি জিজ্ঞাসিল সে কংস রাজন। কংস বলে ওহে ফণী কহ বিবরণ। কি হেতু কাতর হয়ে করিছ ক্রন্দন ॥ ফণী বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। কাতর হইয়ে কান্দি যাহার কারণ ॥ জগতের কর্ত্তা কৃষ্ণ সংসারের সার। তাহারে মারিতে বিষ লইলে আমার ॥ অন্তর্য্যামী যে হরি অন্তরে জানিবেন। মম প্রতি কত মনে দুঃখ করিবেন ॥ মম বিষে কৃষ্ণচন্দ্র হারাবে জীবন। সেইজন্য কাঁদিতেছি শুনহে রাজন ॥ সেবিয়ে কৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র কয়। সর্ব্বজীব জীবন তুমি কৃষ্ণ দয়াময়। সর্ব্ব-জীবে যদি তব দয়া না থাকিবে। তবে তোমার জন্যে কেন সর্প কান্দিবে। সহজেই সর্পজাতি হয় দুরাচার। তোমারে বধিতে প্রভু দয়া হৈল তার ॥ ধন্য ধন্য কৃষ্ণচন্দ্র তুমি দেবসর্প। তব দুঃখে দুঃখী হইল যে কালসর্প ॥ ত্রিভুবনে কর্ত্তা তুমি ওহে নারায়ণ। স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীবগণ ॥ সকল জীবেতে আছে তোমার আশ্রয়। অতএব বলে লোকে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ ঈশ্বরচন্দ্র আছয়ে বাঁকুড়ার বনে। অন্তিমেতে স্থান দিও তব শ্রীচরণে ॥

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

তুমি অন্তর্যামী কৃষ্ণ দয়াময়।
ত্রিভুবনে হর্ত্তা কর্ত্তা ওহে নিরোদয়॥
আমি অতি দীনহীন, গতি মুক্তি বিহীন দুরাশয়॥

সর্পের প্রতি কংসের প্রত্যুত্তর

কংস বলে ফণীবর শুনিব শ্রবণে। শ্রীকৃষ্ণ জগত কর্ত্তা জানিলে কেমনে॥ সহজে সর্প জাতি হিংস্রক আচরণ। চিন নারায়ণে তুমি সে কথা কেমন॥ গর্ত্ত মধ্যে থাক ফণী অগাধ গহনে। কৃষ্ণ ভগবান তুমি জানিলে কেমনে॥ ফণী বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। কালীদহে ঝাঁপ কৃষ্ণ দিলেন যখন॥ ফণী শিরে পদ দিয়ে কে দাণ্ডাতে পারে। ভগবান বিনা হেন কার্য্য কেবা করে॥

কংসের প্রতি সর্পের ভর্ৎসনা।

পয়ার। সর্প বলে কংসরাজ করহ শ্রবণ। অবশ্য জানিবে তব নিকট মরণ॥ রোগ বৃদ্ধি হলে দেখ রোগী যে প্রকারে। কুপথ্য গ্রহণ করে মরিবার তরে॥ সেইরূপ ঘটিয়াছে তব ব্যবহার। কৃষ্ণকে মনুষ্যজ্ঞান কুবুদ্ধি তোমার॥ শক্রভাব রোগ আসি করেছে সঞ্চায়। কৃষ্ণনিন্দা কুপথ্য ঘটেছে বারংবার॥ যার নামে পাপী তাপী পায় পরিত্রাণ। সেজন মনুষ্য নয় দেব ভগবান॥ অবশ্যই কৃষ্ণ তোমা করিবে নিধন। কৃষ্ণনিন্দা হয় তার পূর্বের লক্ষণ॥ অহংকারে মত্ত হয়ে হে কংস রাজন। সুধা ত্যজি কর কেন গরল ভক্ষণ॥ এত বলি সর্প যদি কংসেরে ভর্ৎসিল। কংসরাজা শুনি তাহা হাসিতে লাগিল॥ প্রণমি শ্রীকৃষ্ণ পদে সরকার গায়। রচিল প্রভাস খণ্ড কৃষ্ণের কৃপায়।

ফণী প্রতি কংস রায় হাস্য করি কয়। ভগবান কি মনুষ্য গর্ভে জন্ম লয়॥ যদি কৃষ্ণ ভগবান জগতের সার। তবে কি জন্য আমাকে এত

ভয় তাঁর ।। সামান্য রাজা আমি মনুষ্য জাতি জ্ঞান। মনুষ্যের ভয়ে কি পলায় ভগবান ।। তিনি ভগবান নিরাকার নারায়ণ। তিনি কেন করিবেন আকার ধারণ ।। অসম্ভব কথা তব শুনে হাসি পায়। ভগবান হয়ে কি থাকেন গোপালয় ।। গো-রক্ষক হইয়া তিনি রাখেন গোষ্ঠ। ভগবান খায় কি রাখালের উচ্ছিষ্ট ।। গোপনারী হ'রে করেন লম্পটগিরি। ভগবান করে কি গোপের ননী চুরি ।। গোলোক পরিহরি হন গোপের সখা। ভগবানের শিরে মরা ময়ূরের পাখা ।। এত হীন কার্য্য তিনি করেন কি সুখে। মনুষ্য পদাঘাত সে ভগবানের বুকে ।। ভগবান হয় কি যমুনার কাণ্ডারী। তরী বেয়ে পার করেন গোপের নারী ।। শ্রীরাধা লয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভুলায়ে আয়ানে। ধরা প'ড়েছিল কৃষ্ণ নিকুঞ্জ কাননে ।। ভয়ে শিব শ্যামার স্মরণ লয়েছিল। বনে আসি শিব শ্যামা তাহাকে রক্ষিল ।। সহজে গোপজাতি সে আয়ান বর্ব্বর। ভুলে গেল শ্যামা হেরে পদতলে হর ।।

সর্পের প্রতি কংসের উক্তি

শিব শ্যামা হতে কৃষ্ণ রক্ষা পেয়েছিল। শ্যামামূর্তি দেখি আয়ান ক্রোধ সম্বরিল ।। জগৎ জননী শ্যামা ভক্তের অধীন। ভক্তের রাখিতে মান ভক্তের অধীন ।। কি কারণে নারায়ণ ত্যজিয়ে গোলোক। গোকুলে আছেন হয়ে গোপের বালক ।। সর্প বলে পূর্বে যাহা করেছি বর্ণন। অতি সত্যি সেই কথা জানিও রাজন ।। অবশ্যই মৃত্যুকাল হয়েছে তোমার। তাই কৃষ্ণ প্রতি কর হেন ব্যবহার ।। এখনও সময় আছে হে কংস রাজন। শ্রীকৃষ্ণ চরণতলে লওহে শরণ ।। এত বলি ফণীবর নীরব হইল। সাপুড়ে লইয়া তারে গৃহে ফিরে গেল ।। কহে কবি সরকার আনন্দিত মন। সর্প ও কংসরাজের কথোপকথন ।। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী দেব ভোলানাথ। ভক্তিহীন সরকারে দেখো ভূতনাথ ।।

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

তুমি চিন্তে নার চিন্তামণি।
হবে বংশ ধ্বংস কংস নৃপমণি॥
নররূপে নারায়ণ, ব্রজে লীলার কারণ,
গোলোক পরিহরি এলেন আপনি॥

গীত

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট।

কৃষ্ণেরে বধিতে যায় পুতনা রাক্ষসী।
পয়োধরে মেখে বিষ হয়ে কৃষ্ণের মাসী॥
যিনি জগতে জগদীশ, তাঁরে খাওয়াতে বিষ,
হয় কংসের হিতাশী॥

কৃষ্ণকে বিষপান করাইতে পুতনার ব্রজে যাত্রা

পুতনা রাক্ষসী অতি আনন্দিত মনে। ত্বরা করি আসিলেক কংস বিদ্যমানে॥ পুতনার হস্তে কংস বিষ তুলে দিল। পুতনার স্তন হৃদয়ে প্রবেশিল॥ আশ্চর্য্য হইল দেখি সভাসদগণ। কৃষ্ণেরে করিল ভয় পুতনার স্তন॥ পুতনা ডাকিয়া তবে বলিল স্তনেরে। কি কারণে লুকাইলে হৃদয় মাঝারে॥ পুতনারে ডাকি স্তন বলিছে তখন। শ্রীকৃষ্ণে বধিতে তুমি করিছ গমন॥ ব্রজেতে চলেছ তুমি কংসের বচনে। বধিবে কৃষ্ণের প্রাণ বিষ মেখে স্তনে॥ ভেবে দেখ হে পুতনা কি ভাগ্য তোমার। স্তন পান করিবেন জগতের সার॥ মাতৃভাবে শত্রুভাব কেমনে করিবে। বিষ মাখা স্তন লয়ে কৃষ্ণ মুখে দিবে॥ পুতনা বলেন স্তন কি কব

তোমারে। বিষপান করিলে কি ভগবান মরে॥ জলে স্থলে অনলেতে মৃত্যু নাই যাঁর। ভগবানকে বধিতে সাধ্য আছে কার॥ ভগবানকে দেখিলে বিষ ভয় করে। বিষের কি সাধ্য বল ভগবানকে মারে॥ হেন দ্রব্য কিবা আছে কৃষ্ণে বধিবারে। যাঁর ইচ্ছাবশে সর্ব্বপ্রাণী এ সংসারে॥ সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ছিল। শক্রভাবে সেই নারায়ণেরে পাইল॥ নরসিংহ মূর্ত্তি তিনি করিয়া ধারণ। প্রহ্লাদে করিল রক্ষা দেব নিরঞ্জন॥ ত্রেতাযুগে শক্র ভাবে পেয়েছে রাবণ। রামরূপে করেছেন রাবণ নিধন॥ শক্রভাবে শ্রীরাম রাবণে হ'য়ে বাম। দয়া করি দয়াময় দিল মোক্ষ ধাম॥ দ্বাপরে শক্র ভাবে কংস রাজন। কৃষ্ণ করে ম'রে যাবে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ এ কারণে শক্রভাব কৃষ্ণ সহ করি। কংস অগ্রে স্বর্গে যাই দেহ পরিহরি॥ স্তনে বিষ মাখি আমি তাহার কারণ। তাতে প্রতিবাদী তুমি কেন হও স্তন॥ হৃদয় হ'তে প্রকাশ হও বক্ষঃস্থলে। অমঙ্গল করো না আমার যাত্রাকালে॥ স্তনে বিষ মাখাইয়ে শক্র ভাব ধরি। হরিকে বধিতে হরি ব'লে যাত্রা করি॥ ইহা বলি পুতনা স্তনে বিষ মাখিল। বধিতে হরিকে হরি ব'লে যাত্রা কৈল॥ মুদিত হইল পুতনার দু'নয়ন। দেখিতে না পায় পথ পুতনা তখন॥ পুতনা বলিল মোর পাপিষ্ঠ নয়ন। হানি কর কেন মম কৃষ্ণ দরশন॥ শ্রীহরি দর্শনে যাত্রা কৈনু হরি ব'লে। কেন অমঙ্গল তুমি কর যাত্রা কালে॥ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাই শ্রীবৃন্দাবনে। শুভ যাত্রা ভঙ্গ তুমি কর কি কারণে॥ চক্ষু বলে দুঃখ বাড়ে জানেন জগদীশ। কৃষ্ণকে বধিতে যাও স্তনে মেখে বিষ॥ এ কারণ ত্যাগ তোমা করিব এক্ষণে। কৃষ্ণকে খাওয়াবে বিষ দেখিব কেমনে॥ শ্রীকৃষ্ণ জগত কর্ত্তা জগতের সার। তাঁর সহ কেন তব শক্র ব্যবহার॥ পুতনা বলে শুনরে নয়ন পাপিষ্ঠ। বিষ খাওয়াইলে কি মরে প্রাণ কৃষ্ণ॥ জগতের প্রাণধন কৃষ্ণ দয়াময়। কৃষ্ণ কি বিষে মরে যে নামে বিষক্ষয়॥ চর্ম্ম চক্ষু আমার তুমি দুঃখ দিও না। কৃষ্ণ দরশনের যাত্রা ভঙ্গ ক'রো না॥ মম পাপে উদ্ধার করিবে জগদীশ। শক্রভাবে যাই আমি স্তনে মেখে বিষ॥ ইহা শুনি তবে দিব্য চক্ষু প্রকাশিল। শক্রভাবেই পুতনা ব্রজেতে চলিল॥ ব্রজেতে যায় পুতনা পুলক শরীর। অন্তরে জানিল তা গরুড় মহাবীর॥

গরুড় বলে ব্রজে বধিতে জগদীশ। পুতনা রাক্ষসী যায় স্তনে মেখে বিষ॥ ব্রজেতে যে পুতনাকে যেতে নাহি দিব। পথ মাঝে গিয়া আজি পুতনা গ্রাসিব॥ বড় বড় অজগরে করেছি ভক্ষণ। পুতনাকে গ্রাসিতে লাগিবে কতক্ষণ॥ কৃষ্ণকে বধিতে যায় স্তনে মেখে বিষ। গিলিব পুতনায় যা করে জগদীশ॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি গরুড় চলিল। মহাক্রোধে পুতনার পথ আগুলিল॥ দুই পাখা প্রসারিয়া পথ দেয় ঢাকা। আকাশে ঠেকিল গিয়া গরুড়ের পাখা॥ গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া পুতনা। ভয়ে অঙ্গ থর থর কহে সকরুণা॥ পুতনা বলে গরুড় শুনহ শ্রবণে। পথ ছেড়ে দাও যাই কৃষ্ণ দরশনে॥ হরি দরশনে মম কি দোষ পাইলে। কি দোষে গরুড় তুমি পথ আগুলিলে॥ গরুড় বলে চলেছ দর্শনে জগদীশ। সত্য কথা কও তবে স্তনে কেন বিষ॥ তোমাদের রাক্ষসের মায়া কেবা জানে। ভগবান অগোচর অন্যেতে কি জানে॥ মায়া মৃগ সেঁজে সে মারীচ নিশাচর। নৃত্য করেছিল রাম সীতার গোচর॥ মায়া যোগী সেজে দশানন ভস্ম মাখি। সীতা হ'রেছিল ভগবানে দিয়া ফাঁকি॥ মায়া সীতা কেটেছিল রাবণ নন্দন। সীতা শোকে কেঁদেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ হনু ধর্ত্তে গিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥ মায়া ক'রে কালনেমী ছাগীর বেশেতে॥ মায়াতেই কালসর্প করিয়া সৃজন। নাগপাশে বেঁধেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ মায়াতে মহী ধরি বিভীষণের বেশ। রাম লক্ষ্মণ লয়ে কৈল পাতালে প্রবেশ॥ রাক্ষসের মায়া যাহা কত কব আমি। এ দ্বাপরে কি মায়া প্রকাশ কৈলে তুমি॥ কি মায়া পুতনা তোমার বলহ আমাকে। ব্রজেতে চলেছ কেন স্তনে বিষ মেখে॥ আমাকে আর ভুলাইতে পারিবে নাই। সত্য কথা বল মোরে কৃষ্ণের দোহাই॥ মিথ্যা কয়ে আমায় ক'রোনা প্রতারণা। এখনি তোমায় আমি গ্রাসিব পুতনা॥ পুতনা বলে শত্রুভাবে পাব নারায়ণ। স্তনে বিষ মেখে যাই তাহার কারণ॥ গরুড় পক্ষী বলে হে শুন গো পুতনা। রাক্ষসের শত্রুভাব সব আছে জানা॥ প্রাণ বাঁচাবার যদি করহ বাসনা। এখনি মথুরা ফিরে যাও গো পুতনা॥ জলে বিষ ধুয়ে ফেল দেখি আমি চক্ষে। নতুবা পুতনা তোর আজি নাহি রক্ষে॥ পুতনা বলে গরুড় ক'রো না সাহস।

তুমি হও জেতে পক্ষী আমি যে রাক্ষস ॥ রাক্ষসের ভক্ষ্য তুমি ভেবে দেখ মনে। পক্ষী হয়ে ভয় কর রাক্ষসের রণে ॥ কোথাকার পক্ষী তুই গরুড় পাপিষ্ঠ। পুতনা আমার নাম জানে তোর কৃষ্ণ ॥ তোরে খেয়ে ব্রজে গিয়ে খাইব কৃষ্ণেরে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ লীলা পূরিব উদরে ॥ এত বলি সে পুতনা মায়া প্রকাশিল। তর্জন গর্জন করি গগণে উঠিল ॥ ভূমিতলে পদ আর মস্তক গগণে। দেখিয়া গরুড় বীর ভাবে মনে মনে ॥ কৃষ্ণে স্মরি গরুড় আকাশে উড়িল। মহাক্রোধে পুতনারে গ্রাসিয়া ফেলিল ॥ মায়াবলে নিশাচরী মক্ষিকা হইল। গরুড়ের কর্ণপথে বাহির হইল ॥ ধরিয়া রাক্ষসী বেশ পুতনা তখন। গরুড় সম্মুখে করে তর্জন গর্জন ॥ পুতনাকে দেখি পুনঃ গরুড় রুষিল। ক্রোধভরে পুতনারে আবার গ্রাসিল ॥ যতবার গ্রাসে ততবার বাহিরায়। গরুড় ভাবিছে মনে কি হবে উপায় ॥ পরাভব হৈল পক্ষী নারিল গ্রাসিতে। গর্জ্জিয়ে পুতনা বলে গরুড় সাক্ষাতে ॥ পুতনা বলে গরুড় কি কব তোমারে। পক্ষীর কি সাধ্য হে রাক্ষস গিলিবারে ॥ এবারে গরুড় আমি গ্রাসিব তোমারে। দেখিব এখন তোমায় কেবা রক্ষা করে ॥ কৃষ্ণের বাহন বলে এত অহংকার। রাক্ষসী গ্রাসিবে হয়ে পক্ষীর কুমার ॥ ইহা শুনিয়ে গরুড় কাতর হইল। মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিল ॥ অন্তর্য্যামী সে হরি জানিলেন তথায়। বিশ্বম্ভরে ভর দিল গরুড়ের গায় ॥ বিশ্বম্ভরের ভার গরুড় ধরিল। গরুড়ে পুতনা ধরি তুলিতে নারিল ॥ কৃষ্ণ ভক্তে পরাভব কে করিতে পারে। যারে দৃষ্টি করে সদা দেব বিশ্বম্ভরে ॥ গরুড় স্থানে পুতনা হ'য়ে পরাভব। পুতনা রাক্ষসী করে গরুড়ের স্তব ॥ কহে কবি সরকার শুন ভক্ত সব। গরুড় পক্ষীরে করে পুতনা যে স্তব ॥

গরুড়ের প্রতি পুতনার স্তব

শুন ওহে পক্ষীবর, তুমি পক্ষীর ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের বাহন মূরতি। অজগর সে ভুজঙ্গ, তব ভক্ষ্য ফণী অঙ্গ, সে বিহঙ্গ কুরঙ্গ ভূপতি ॥ শ্রীদেব সে নারায়ণ, তব পৃষ্ঠে তিষ্ঠ হন, তুমি খগবর খগেশ্বর। তুমি হে গরুড় বীর

তব অগ্রে হয় স্থির, ধরায় কে আছে হেন বীর ॥ আমি পুতনা রাক্ষসী, যে শ্রীকৃষ্ণ অভিলাষী, পূরাও হে আমার বাসনা। সিদ্ধ কর মনোরথ, গরুড় ছাড় হে পথ, কৃষ্ণ দরশনে হানি ক'রো না ॥ হরি পাব শত্রুভাবে, তাই যাই শত্রুভাবে, ভক্তিভাবে শত্রু ভাব ঢেকে। কোলে করি ভগবান, করাইব স্তনপান, শত্রুভাবে স্তনে বিষ মেখে। পথ ছাড় খগবর, তুমি ওহে খগেশ্বর, সদয় হও হে করে ধরি। তোমার চরণে ধরি, আমি ক্ষুদ্র নিশাচরী, তোমা হৈতে স্বর্গলাভ করি ॥ কহে কবি সরকার, শত্রুভাব পুতনার, করি শত্রুভাবে নমস্কার। করিতে যে স্তনপান, বসিলেন ভগবান, তব কোলে জগতের সার ॥ আমি মূর্খ দুরাচার, গ্রন্থলেখা হৈল সার, না পেলাম হরি দরশন। হরি ভেবে দিন শেষ, তনু তরী অবশেষ, সার হৈল বাঁকুড়ার বন ॥

গীত

রাগিনী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

ধন্য প্রভু দয়াময় রাক্ষসেরে কৈলে ত্রাণ,
নির্ব্বাণ পদ দিলে তারে।
আমি ঈশ্বর সরকার, মম প্রতি নাই দয়া তোমার
পতিত আমি দুঃখের সাগরে ॥

পূতনার প্রতি গরুড়ের উক্তি

গরুড় বলেন শুন পুতনা রাক্ষসী। হরির অনিষ্টকারী কংসের হিতৈষী ॥ শত্রুভাবে যাইতেছ ভক্তি ভাব ঢেকে। গোকুলে যেতেছ তুমি স্তনে বিষ মেখে ॥ আমায় বলেছ তুমি ক্ষুদ্র পক্ষী জাতি। আবার কি ভেবে আমায় কর ওগো স্তুতি ॥ রাক্ষসের স্তব স্তুতি সব জানি মনে। তাহার প্রমাণ ব্যক্ত আছে রামায়ণে ॥ অগ্রে রামকে রাবণ ক'রে নর জ্ঞান। রাম অঙ্গে প্রহারিল কত শত বাণ ॥ কত কষ্ট দিল রামে পাপিষ্ঠ রাবণ। অবশেষে ব্রহ্ম অস্ত্রে পড়িল যখন ॥ ধনে প্রাণে রাবণ সে হারাইয়ে সব। অবশেষে করেছিল শ্রীরামের স্তব ॥ রাক্ষসের স্তব স্তুতি সব ছলাময়। যত বল কিছুতেই না হয় প্রত্যয় ॥ তুমি যদি কৃষ্ণভক্ত হওগো রাক্ষসী। কিবা হেতু হলে তুমি কংসের হিতৈষী ॥ শ্রীহরির

দরশনে হয় স্বর্গলাভ। এ হেন কৃষ্ণের পরে কেন শত্রুভাব ॥ যাঁহার দর্শনে তুমি স্বর্গ পেতে পার। তাঁ'র প্রতি শত্রুভাব কি কারণে কর। রামসহ শত্রুভাব করিয়ে রাবণ। সবংশেতে একেবারে হইল নিধন ॥ রামসহ মৈত্রভাবে করিয়া মিলন। লঙ্কার অধিপতি হইল বিভীষণ ॥ পুতনা বলে গরুড় জানত অন্তরে। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু হয়ে কে আসে সংসারে ॥ বিষে কি করিতে পারে হরিরে সংহার। হরিকে বধিতে পাবে সাধ্য আছে কার ॥ পক্ষী-বলে জানি আমি কেবা মারে তারে। তথাপি দিব না যেতে ব্রজের ভিতরে ॥ চারিযুগে রহিবে ত' কলঙ্কের রাশি। হরি-শত্রু হয়েছিল পুতনা রাক্ষসী ॥ তাই বলি পুতনা ছাড় শত্রু ব্যবহার। ত্রিভুবনে থাকিবে যে কলঙ্ক তোমার ॥ যা বল পুতনা তব মাযায় না ভুলিব। তব স্তনে বিষ থাক্‌তে পথ না ছাড়িব ॥ পুতনা বলে গরুড যা করে জগদীশ। দেহ থাকিতে ফেলিতে নারি স্তন বিষ ॥ তব বাক্যে শত্রুভাব আমি না ছাড়িব। স্তন বিষ স্তনে রাখি ব্রজেতে যাইব ॥ পথ ছাড় গরুড় রে শুন বলি স্পষ্ট। আমি শত্রুভাবে কৃষ্ণ পাব জানে কৃষ্ণ ॥ কৃষ্ণের বাহন বলি রাখিব হে মান। মানে মানে কর তুমি স্বস্থানে প্রস্থান ॥ ভেবে দেখ গরুড় তুমি শ্রীকৃষ্ণের দাস। তাই করেছিলে তুমি রাক্ষসীরে গ্রাস ॥ দেখিনু কৃষ্ণের গুণ আপন নয়নে। পক্ষী হয়ে রক্ষা পেলে রাক্ষসীর রণে ॥ তোমারে গ্রাসিতে তাই মনে করি ভয়। পাছে ক্রোধ করে মনে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ পুতনা বিনয় করে বুঝাল গরুড়ে। তথাপি গরুড় তার পথ নাহি ছাড়ে। ক্রোধেতে পুতনা তবে জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণে স্মরণ করি বলিতে লাগিল ॥ আমায় ক'র না দোষী কৃষ্ণ দয়াময় ॥ এবার গরুড়ে দণ্ড দিব যে নিশ্চয়। কৃষ্ণ সাক্ষী করি পুতনা গরুড়ে কয়। আজি আমি তোমারে গ্রাসিব নিশ্চয় ॥ ইহা বলি পুতনা যে গরুড়ে ধরিল। গরুড়ও শ্রীকৃষ্ণ বলি পুতনা গ্রাসিল ॥ পুতনার দেহ গরুড়ের কণ্ঠে বাধিল। কণ্ঠরোধ হয়ে গরুড় ভূমেতে পড়িল। অৰ্দ্ধ দেহ পুতনার গরুড় জঠরে। অৰ্দ্ধেক শরীর তার পড়িল বাহিরে ॥ গিলিতে নারে গরুড় নারে উগারিতে। অচেতন হয়ে গরুড় পড়িল ভূমেতে ॥ যেইক্ষণে গরুড় ভূমেতে পড়িল। অজগর নামে এক সর্প তথা ছিল ॥ পুতনা মস্তক পড়ে ধরণী উপর।

আসিয়া করিল গ্রাস সর্প অজগর ॥ পুতনার মাথা ধরি অজগর টানিল। গরুড়ের কণ্ঠ হ'তে বাহির হইল॥ রক্ষা পেয়ে গরুড় উঠিল তৎপর। দেখিতে পাইল গরুড় সর্প অজগর ॥ পুতনার দেহ গ্রাসি ত্রাসিত অন্তর। গরুড়কে দেখে কাঁপে সর্প অজগর ॥ গরুড় বলে শুনহ সর্প অজগর। প্রাণদান দিয়া রক্ষা করিলে আমার ॥ পুতনাকে গ্রাস করি ঘুচাইলে ভয়। আজি হৈতে তুমি মম কৃষ্ণ দয়াময় ॥ আমার পৃষ্ঠেতে তুমি কর আরোহণ। তোমারে লইয়া যাই বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ যদ্যপি আমার থাকে শ্রীকৃষ্ণেতে মন। নিশ্চয়ই করিবে তুমি স্বর্গেতে গমন ॥ এদিকেতে নিশাচরী পুতনা তখন। মায়া বলে নিজমূর্তি করিল ধারণ ॥ মায়া দেহ রাখিয়া পুতনা পলাইল। তাহার তদন্ত কিছু গরুড় না জানিল ॥ সহজে রাক্ষস জাতি মায়ায় ভুলাল। কিছু দূরে যে পুতনা সে পুতনা হৈল ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। নন্দালয়ে পুতনা করিল আগমন। ভাগুরি মুনির মতে অদ্ভুত ভাগবতে ॥ পুতনা গরুড় যুদ্ধ হয়েছিল পথে। ঈশ্বর সরকার বলে শ্রীকৃষ্ণ পদে। তাহারে উদ্ধারে হরি যে পড়ে বিপদে ॥ সর্প দেহ গরুড়ে দিলে অভয়। ধন্য ধন্য ধন্য তুমি কৃষ্ণ দয়াময় ॥ দয়াময় তব নাম শুনেছি শ্রবণে। আমায় নিদয় হৈলে বাঁকুড়ার বনে ॥ মম কর্ম ফল ওহে কৃষ্ণ দয়াময়। এ অধম দুরাচারে হইলে নির্দয় ॥

অদ্ভুত ভাগবত

শ্লোকঃ

ন জানে বেদব্যাসয়ং অদ্ভুত ভাগবতম্।
ভাগুরি বাকৃণিয়ং উবাচ যথা ॥ ১
কিং করিষ্যাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপাকদামধ্যাং।
তত্বঞ্চ করোতি অদ্ভুতো মেবহ্নিগতং ॥ ২
ভাগুরিয়ং উপজাতিং তস্যাঞ্চমেবহ্নিঃ।
অদ্ভুত ভাগবতং তস্যং তস্যাং করোতি ॥ ৩
ব্রহ্ম জানামি লীলায় ন জনামি'সদা।

বিষ্ণুঃ ভবেৎ ভূষায়াং যো ইচ্ছা ঈশ্বরং ॥
নরোত্তমং ন জনামি নারায়ণঃ ভবেৎ সদা ॥ ৪
কৃষ্ণঃ করোতি মায়াবি বিষ্ণুমায়া যেষাং ।
ভবতারণঃ কৃষ্ণঃ সেহ সদা ॥ ৫

—অদ্ভুত ভাগবতে ভাগুরি মুনির মতে পঞ্চমঃ
শ্লোকঃ সমাপ্তঃ ।—

ভাগুরির মতে শ্রীঅদ্ভুত ভাগবতে। পূতনা-গরুড়ে যুদ্ধ হ'য়ে ছিল পথে॥ বাহুল্য বলিয়া ব্যাসদেব না লিখিল। অদ্ভুত ভাগবত সে ভাগুরি প্রকাশিল॥ সংস্কৃত হইতে যে করিয়ে উদ্ধার। সর্ব্ব সাধারণেব করিতে উপকার॥ শ্রোতাগণ শুনহ অদ্ভুত ভাগবত। যাহা শ্রবণেতে হয় পূর্ণ মনোরথ॥ যে যাহা করয়ে ইচ্ছা পূর্ণ তাহা হয়। ইচ্ছায় বিরাজে ব্রজে কৃষ্ণ দয়াময়॥ ভাষায় লিখিনু আমি পয়ারাদি ছন্দে। কৃষ্ণভক্ত সাধুজন শুনিবে আনন্দে॥ মূঢ়মতি আমি যে ঈশ্বর সরকার। সাধুর সমাজে লিখি সাধ্য কি আমার। কোন স্থানে যত্মপি মূলেতে ভুল থাকে। সংশোধন করি দোষ ক্ষমিবে আমাকে॥ অনিত্য ভ্রমণে পাকিল মাথার কেশ। অত্যাবধি না হইল জ্ঞানের উদ্দেশ॥ যে যাহা ইচ্ছা করে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ইচ্ছায় বিরাজে ব্রজে কৃষ্ণ দয়াময়॥

পূতনার নন্দালয়ে গমন

গীত

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

পূতনা চলিল ব্রজে পদব্রজে।
যথায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিরাজে॥
কৃষ্ণেরে ক'রে শত্রুপণ, স্তনে বিষ মেখে এলেন,
মাসী হ'য়ে পূতনা গোকুলের মাঝে॥

নন্দালয়ে করিলেন পুতনা প্রবেশ। দেখিলেন যশোদার কোলে হৃষিকেশ॥ নন্দরাণী কোলে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া। হেনকালে সেথা পুতনা উত্তরিল গিয়া॥ নিশাচরী আসি মায়া-কান্না প্রকাশিল। যশোদার সম্মুখে কান্দিতে লাগিল॥ কান্দিয়া পুতনা তারে বলিল তখন। বলহ যশোদা দিদি, আছ গো কেমন॥ ইহা বলি পুতনা প্রণমে যশোদায়। ঈষৎ হাসিল কৃষ্ণ দেখে পুতনায়॥ মনে মনে বলে কৃষ্ণ পুতনাকে দেখে। আসিয়াছ মাসী হ'য়ে স্তনে বিষ মেখে॥ মনে মনে বলি কৃষ্ণ ক্রোধ সম্বরিল। পরে নন্দরাণী পুতনারে জিজ্ঞাসিল॥ কাহার নন্দিনী তুমি কোথা তব ধাম। কহ শুনি বরাননি কিবা তব নাম॥ তোমায় আমায় চেনা নাই অদ্যাবধি। অকস্মাৎ কেন তুমি বল মোরে দিদি॥ পুতনা বলেন দিদি আমায় চিন না। তব ছোট ভগ্নী আমি নাম যে পুতনা॥ বহুদিন তব সহ দেখা শুনা নাই। বিধবা হয়েছি আমি বড় কষ্ট পাই॥ অন্নাভাবে বর্ণকালী অদৃষ্টে কি আছে। বিধবা হয়েছি আমি যাই কার কাছে॥ ভাবিতে ভাবিতে তোমায় পড়িল যে মনে। যশোদা দিদি রাণী হয়েছে বৃন্দাবনে॥ পরম সুখেতে রব ঘুচিবে দুর্গতি। রাণীর ভগ্নী হব ভগ্নীপতি ভূপতি॥ এ আশায় আসা মম নিবেদন করি। যে আশায় আসা যেন পূর্ণ হয় হরি॥ লোকমুখে এই কথা শুনেছিনু স্পষ্ট। রাণীর হয়েছে পুত্র নাম তার কৃষ্ণ॥ যাহা শুনিয়াছি তাহা দেখিনু নয়নে। নয়ন সফল হ'ল কৃষ্ণ দরশনে॥ যাও দিদি গৃহকর্মে করহ গমন। আজি হতে কৃষ্ণে আমি করিব পালন॥ নিত্য নিত্য আমি তোর ল'য়ে নীলমণি। কোলে করি খাওয়াইব ক্ষীর সর ননী॥ ইহা শুনি রাণী তখন মায়ায় ভোলে। কৃষ্ণকে দিলেন রাণী পুতনার কোলে॥ কৃষ্ণকে কোলেতে ল'য়ে পুতনা তখন। শ্রীকৃষ্ণের কালোরূপ করে নিরীক্ষণ॥ মনে মনে পুতনা শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি কয়। তোমায় পেয়েছি কোলে হে কৃষ্ণ দয়াময়॥ ধন্য ধন্য আমি ধন্য মহা পুণ্যবতী। আমার কোলেতে কৃষ্ণ জগতের পতি॥ আমি ক্ষুদ্র নিশাচরী সহজে রাক্ষসী। অনায়াসে মোর কোলে বসিলে হে আসি॥ হাসি হাসি আসি কৃষ্ণ বসিলে হে কোলে। রাক্ষসী ব'লে আমায় ঘৃণা না করিলে॥ জাতিজ্ঞান নাই তব সকলে সদয়। জনিলাম তুমি সত্য কৃষ্ণ

দয়াময় ॥ সর্ব্ব জীবে দয়া তব জানে হে সকলে। তা নৈলে বসিবে কেন রাক্ষসীর কোলে॥ অন্তর্য্যামী তুমি হরি জানহ আমাকে। বধিতে এসেছি তোমা স্তনে বিষ মেখে॥ তথাপি আমায় তুমি হইলে সদয়। জানিলাম ধন্য তুমি কৃষ্ণ দয়াময় ॥ কংস রাজায় ধিক শতধিক মোরে। স্তনে বিষ মেখে এনু বধিতে তোমারে। এত বলি নিশাচরী করয়ে রোদন। নন্দরাণী বলে ভগ্নী কান্দ কি কারণ॥ কৃষ্ণে কোলে লয়ে কেন ফেল অশ্রুজল। কেন কর আমার হরির অমঙ্গল॥পুতনা বলিল দিদি কাঁদি যে কারণ। তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ॥ হায় বিধি দিদির অদৃষ্টে এই ছিল। সবে মাত্র এক ছেলে তাও হ'ল কালো॥ পরমা সুন্দরী তুমি মুনি ভুলে যায়। তব গর্ভে কালো ছেলে দেখে কান্না পায়॥ এই মম কথা দিদি বলি গো তোমারে। চক্ষে জল পড়ে মোর কালোরূপ হেরে॥ হেরিয়া গোবিন্দ-রূপ সন্দ মনে হয়। যেন এ কৃষ্ণের জন্ম তব গর্ভে নয়॥ মনের কথা কও গো শুনিব বিরলে। এমন কুৎসিত ছেলে কোথায় পাইলে॥ বোধ করি কৃষ্ণ হবে কোন রাজার ছেলে। কেবা ফেলে দিয়ে গেছে কৃষ্ণ কালো ব'লে॥ রাজপুত্র কালো হ'লে হয় উপহাস। কালো ছেলে রাখে নাই দেয় বনবাস॥ তাহার তদন্ত বলি শুনহ শ্রবণে। কালো ছেলে দশরথ দিয়েছিল বনে॥ সেই দশরথ রাজা অযোধ্যায় ধাম। জ্যেষ্ঠপুত্র কালো ছিল নাম তার রাম॥ রাজকুলে দেখিয়া কুৎসিত উপহাস। কালো ব'লে সীতা-সহ দিল বনবাস॥ তাই বলি দিদি এবে মম বাক্য লও। কালো ছেলে কোথা পেলে সত্য ক'রে কও॥ ঈষৎ হাসিয়া রাণী পুতনারে বলে। দৈবেতে পেয়েছি কৃষ্ণ পূর্ব্ব-পুণ্যফলে॥ পুতনা বলিছে তব শ্রীকৃষ্ণ উত্তম। কভু নাহি দেন বিধি উত্তমে অধম॥ অতি চমৎকার কালো তোমার কানাই। এমন চিকণ কালো ত্রিভুবনে নাই॥ যেন শোভা পায় মরি মেঘে সৌদামিনী। আহা মরি কিবা রাঙ্গা চরণ দুখানি॥ এত ভক্তি-স্তুতি করে পুতনা তখন। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম দু'টী করে নিরীক্ষণ॥ দয়া করি পুতনাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখান। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে গঙ্গা বহিছে উজান॥ পুতনা বলয়ে শুন ওগো নন্দরাণি। ঘেমেছে কৃষ্ণের ওই চরণ দু'খানি॥ পুতনা পরম ভক্ত দেখিল নয়নে। গঙ্গা বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে॥

অপরে অনেক কথা শুন ওহে রায়॥ সমস্ত লিখিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ সরকার বলে সবে কর অবধান॥ শ্রীকৃষ্ণ করেন পুতনার স্তনপান॥

পুতনা বধ

শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লয়ে পুতনা তখন। যত্ন করি মুখে দিল বিষ মাখা স্তন॥ শ্রীমুখেতে স্তন টানে ব্রহ্মভেদী টান। সে টানেতে পুতনার বাহিরায় প্রাণ॥ পর্ব্বত-প্রমাণ প্রায় পুতনা পড়িল। পুতনা বধের কথা সরকার রচিল॥ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হয়ে পুতনা নিধন। পুষ্পরথে চড়ি করে স্বর্গেতে গমন॥ পুতনার দেহ পড়ি রহিল তথায়। সব গোপ-গোপীগণ দেখিবারে ধায়॥ পর্ব্বত-প্রমাণ দেহ পুতনা রাক্ষসী। সুমেরু শিখর যেন পড়িয়াছে খসি॥ মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাণ্ড শরীর। সমরে পতিত যেন কুম্ভকর্ণ বীর॥ কি শোভিছে রণস্থল দেখিতে সুন্দর। পুতনার রুধিরে ভাসিল ব্রজেশ্বর॥ শৃগাল কুক্কুর আদি যতেক আছিল। সবে আসি পুতনার রুধির খাইল॥ যশোদা বলে রাক্ষসী কোথা হৈতে এল। কোন্ বীরবর এই রাক্ষস মারিল॥ কে বধিল রাক্ষসী তাহারে নাহি দেখি। কোথা গেল পুতনা ভগ্নী শ্রীকৃষ্ণকে রাখি॥ ইহা বলি নন্দরাণী কৃষ্ণ কোলে নিল। গোপীগণ মধ্যে রাধা ঈষৎ হাসিল॥ যশোদা বলেন রাধা তুমি কি বুঝিলে। কৃষ্ণ কোলে নিতে কেন ঈষৎ হাসিলে॥ বল দেখি শ্রীরাধা হাসিলে কি কারণ? নিশ্চয় জানহ তুমি রাক্ষসী বিবরণ॥ শ্রীরাধা বলেন রাণি করহ শ্রবণ। যে কারণে হাসিলাম কহি বিবরণ॥ ক্ষুদ্র নারীবেশ ধরি হইয়ে মানুষী॥ দিদি ব'লে এসেছিল পুতনা রাক্ষসী॥ কৃষ্ণকে বধিতে এলো বিষ মেখে স্তনে। কৃষ্ণ তারে বধিলেন ব্রহ্মভেদী টানে॥ এ কারণ হাসি আমি শুন নন্দরাণী। তুমি বল কোথা গেল পুতনা ভগিনী॥ রাণী বলেন শ্রীরাধা তোমারে জিজ্ঞাসি। বল শুনি কে বধিল পুতনা রাক্ষসী॥ এই কথা নন্দরাণী যখন বলিল। শ্রীরাধার মনোমধ্যে কৃষ্ণ প্রবেশিল॥ শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন মন্ত্রণা। আমার কথা রাণীকে ব'লো না ব'লো না॥ অন্তরেতে অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ বলিল। তাহা শুনি

শ্রীরাধিকা গোপন করিল। শ্রীরাধা বলেন শুন গো মা নন্দরাণী। কে বধিল পুতনারে তারে নাহি চিনি ॥ ইহা বলি শ্রীরাধা রাণীকে প্রবোধিল। গোপ-গোপিনী যত গৃহে প্রবেশিল ॥ কহে কবি সরকার কৃষ্ণপদ সার। শ্রীবৃন্দাবনে হইল পুতনা উদ্ধার ॥ ভাণ্ডরি মুনির মত অদ্ভুত ভাগবতে। এরূপে পুতনা-বধ হইল ব্রজেতে ॥

শকট ভঞ্জন

রাজার উক্তি

শুনিয়া আশ্চর্য্য হয়ে রাজা জন্মেজয়। মুনির নিকটে বলে করিয়া বিনয়। কহ মুনি আর কি ঘটিল বৃন্দাবনে। শুনিতে বাসনা বড় জাগিয়াছে প্রাণে ॥ সৌতিক বলিল শুন রাজা জন্মেজয়। সুধামাখা কৃষ্ণলীলা শুন মহাশয় ॥ চন্দ্রকলা সম কৃষ্ণ নন্দের ভবনে। বাড়িতে লাগিল হরি সেই বৃন্দাবনে ॥ একদিন নন্দরাণী করিলেন মনে। সধবা পূজিব আমি পুত্র জন্মদিনে ॥ একে বিশ্বপতি শিশু জননীর প্রাণ। মায়াতে আবদ্ধ রাণী পুত্র ধ্যান জ্ঞান ॥ স্নেহভরে হিত চিন্তা করিত কেবল। সদাই কামনা তার পুত্রের মঙ্গল ॥ জন্মদিন উপলক্ষে করিতে উৎসব। যশোমতী নিমন্ত্রণ করিলেন সব ॥ যতেক সধবা নারী ছিল যেই স্থানে। নন্দালয়ে আনিলেন নিমন্ত্রণ দানে ॥ নন্দপুরে যত নারী করি আগমন। আনন্দে বিহ্বল কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ ॥ সবে বলে নন্দরাণী বহু পুণ্যফলে। লভিয়াছে ইহজন্মে এ পুত্রকমলে ॥ বুকে ল'য়ে কেহ চুম্বে শিশুর বদন। দর্শনে স্পর্শনে কারো মুগ্ধ হয় মন ॥ উপযুক্ত শুভকাল করিয়া গণন। যশোমতী আরম্ভিলা সধবা পূজন ॥ পুত্রেরে নিদ্রিত করি লইয়া যতনে। শকটের নীচে তারে রাখিল শয়নে। বৃহৎ শকট সেই পূর্ণ দধি পাত্র। ক্ষীর ছানা মাখনাদি পরিপূর্ণ গাত্র ॥ শকটের নীচে রাখি সুরম্য শয্যায়। নন্দরাণী রত হ'লো সধবা পূজায় ॥ অচেতন হ'য়ে নিদ্রা যান নারায়ণ। নিশ্চিন্ত হইল গোপী নেহারি শয়ন ॥ উৎসবে মাতিল সবে আনন্দিত

মনে। এমন সময় শব্দ হইল গৃহ কোণে ॥ সহসা গৃহের মধ্যে শুনিয়া নিনাদ। সবে ভাবে হায় একি ঘটিল প্রমাদ ॥ শুনিয়া গৃহের মধ্যে শিশুর রোদন। হায় হায় করি রাণী ছুটিল তখন ॥ হয়ত বা কোন কিছু বিপদ ঘটিল। ভাবিতে কাঁপিল প্রাণ ত্বরায় ছুটিল ॥ গৃহস্থের যত শিশু ছিল সেই স্থানে। যশোদার কাছে যায় কম্পিত পরাণে ॥ আশ্চর্য্য কুমার এই হয় গো জননী। ক্ষুদ্রপদে এ শকট ভাঙ্গিল আপনি ॥ ইহা শুনি গোপ গোপী হয় চমকিত। ত্বরায় যাইল পুত্র যথায় শায়িত ॥ ত্বরা করি পুত্র ল'য়ে করিল চুম্বন। স্নেহভরে দিল গোপী চন্দ্রাননে স্তন ॥ তবে বলবান যত ছিল গোপগণ। শকট রাখিল সব পূর্ব্বের মতন ॥ প্রাণ দিতে পারে গোপী পুত্রের কারণে। তাহার অশুভ বল দেখিবে কেমনে ॥ মমতায় করে গোপী মঙ্গল আচার ॥ গ্রহ যাগ যজ্ঞ বলি স্বস্তিক ব্যাভার ॥ ব্রাহ্মণ আনায়ে কত আশীর্ব্বাদ লয়। শিশুর সেবক দ্বিজ মনে নাহি হয় ॥ সাক্ষাৎ পরম-ব্রহ্ম প্রভু ভগবান। মায়বাবদ্ধ জীব তাহে না বুঝে প্রমাণ ॥ দীন দুঃখী দ্বিজগণে দেয় নানাধন। আনন্দে পূর্ণিত হ'লো গোকুল-ভবন ॥ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যোগী হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে। আশীর্ব্বাদ করি যায় আপন আলয়ে ॥ এই মত শিশু ভাবে শ্রীহরি কুমারে ॥ নন্দ যশোমতী রাখে বিবিধ আচারে ॥ এই ত কহিনু রাজা শকট ভঞ্জন। অতঃপর কি কহিব বল হে রাজন্ ॥

তৃণাবর্ত্ত বধ বৃত্তান্ত

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিবর প্রতি। অতঃপর কি করিল সে কংস ভূপতি ॥ মুনি বলে অতঃপর শুন নররায়। পুতনা নিধন বার্তা শুনে কংস রায় ॥ পাত্র মিত্র লয়ে কংস বসিয়া সভাতে। কৃষ্ণ বধ হেতু সবে বসে মন্ত্রণাতে ॥ মন্ত্রিগণ বলে রাজা ভয় নাই তব। গোকুল হইতে কৃষ্ণে ধরিয়া আনিব ॥ আজ্ঞা কর মহারাজ যাই ব্রজপুরে। কৃষ্ণসহ নন্দকে আনিব গিয়ে ধ'রে ॥ বালকে নাশিব আর গোকুল লুটিব। আজ্ঞা

কর পুলকে সে বালক বধিব ॥ তোমার ভয়েতে কৃষ্ণ গোকুলেতে গিয়ে। প্রাণরক্ষা কৈল সে গোপের অন্ন খেয়ে ॥ তৃণাবর্ত্ত নামে ছিল অসুর প্রধান। যোড়করে কহে কথা রাজা বিদ্যমান ॥ তৃণাবর্ত্ত কহে ওহে আজ্ঞা কর রায়। কৃষ্ণসহ নন্দে ধ'রে আনি মথুরায় ॥ সহজেতে শিশু কৃষ্ণ নন্দ গোপজাতি। তাহারে বধিতে বল কিসের যুকতি ॥ আজ্ঞা কর মহারাজ গোপেরে নাশিব। অকূল যমুনা-মাঝে গোকুল ডুবাইব ॥ ঈশ্বর সরকার কহে, ওহে ভক্তগণ। বৃন্দাবনে তৃণাবর্ত্ত অসুর পতন ॥

তৃণাবর্ত্তাসুরের বৃন্দাবন যাত্রা

তৃণাবর্ত্ত বলে রায়, বিদায় কর ত্বরায়, যাইব নন্দরায় ধরিতে। শ্রীকৃষ্ণ নব বালক, ধরিব হ'য়ে পুলক, আনিব এই মথুরাতে ॥ গোপের রাজা শ্রীনন্দ, তার জন্য নিরানন্দ, সন্দ কর রাজা কি কারণ। গোপজাতি হয় তুচ্ছ, তারে কেন ভাব উচ্চ, শ্রীকৃষ্ণ হয় তাহার নন্দন ॥ তব ভয়ে ব্রজপুরে, রহিল গোপের ঘরে, জনমিয়ে দেবকী-উদরে। ত্যজি নিজ পিতামাতা, নন্দকে বলিল পিতা, গোপগৃহে গোপকার্য্য করে ॥ গোষ্ঠে যায় রাম-কানু, বৃন্দাবনে রাখে ধেনু, বেণু বাজাইয়া মন হরে। রাখালের হয় শ্রেষ্ঠ, খায় রাখাল-উচ্ছিষ্ট, ধেনু ল'য়ে শ্রীকৃষ্ণ বিহরে ॥ ধরি গোপ ধেনুপাল, আনিব হে মহীপাল, গো-পাল সহ সেই গোপালে। প্রতিজ্ঞা কৈনু ভূপাল, মারিব সেই গোপাল, যা থাকুক্ আমার কপালে ॥ কিছু সৈন্য দেহ সঙ্গে, যুঝিব রণ-তরঙ্গে, পতঙ্গে যেমন করি ধরে। কি ছার সে গোপানন্দ, তার জন্য নিরানন্দ, সন্দেহ কেন করহ অন্তরে ॥ কবি সরকার কয়, জানা যাবে মহাশয়, কেমন হে বীর গুণনিধি। ব্রজেতে গিয়ে ত্বরায়, এ মধুর মথুরায়, কৃষ্ণে ধ'রে আন্‌তে পার যদি ॥

তৃণাবর্ত্ত সাজিলেন কৃষ্ণে ধরিবারে। সৈন্যগণ সঙ্গে ল'য়ে গেল ব্রজপুরে ॥ যথায় রাখেন কৃষ্ণ গোষ্ঠ বৃন্দাবনে। উপনীত তৃণাবর্ত্ত সহ সৈন্যগণে ॥ দেখিলেন তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণ গোষ্ঠে থাকি। খেলিছে রাখাল সঙ্গে হ'য়ে বড় সুখী ॥ বৃন্দাবন-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ক'রে রাজা। রাখালেরা আছে তথা হ'য়ে সব প্রজা ॥ হয়েছে কেহ বা মন্ত্রী কেহ বা কোটাল।

পাহারা দিতেছে কেহ হ'য়ে দ্বারপাল ॥ কেহ হ'য়ে সিংহাসন সভার ভিতরে। শ্রীকৃষ্ণেরে বসায়েছে পিঠের উপরে ॥ কেহ বা বৃক্ষের ভাঙ্গিয়াছে লতা-পাতা। কৃষ্ণের মাথায় সব ধরিয়াছে ছাতা ॥ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বেতে দাঁড়ায়ে তুইজন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে করে চামর ব্যজন ॥ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে চন্দন করে দান। কেহ বা আনন্দে করে কৃষ্ণ-গুণগান ॥ আর যত রাখাল মালা গাঁথি বনফুলে। অর্পণ করয়ে সবে শ্রীকৃষ্ণের গলে ॥ কেহ কেহ পুষ্প তুলে আনি সমাদরে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যত্নে পূজা করে ॥ বনফল সমাদরে আনিয়ে সকলে। আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের বদনে দেয় তুলে ॥ এরূপে রাখালগণ আনন্দিত মনে। রাজা রাজা খেলা করে আনন্দিত মনে ॥ পরেতে কহিব তৃণাবর্ত্ত সহ রণ। এক্ষণে শঙ্কর চিলের শুন বিবরণ ॥

শঙ্কর চিলের বিবরণ

[illegible] শঙ্কর-চিল ছিল বৃন্দাবনে। বহুদিন থাকে বাসা করি তুইজনে। এক বৃক্ষে এক ডালে বাসা তুইজনে। বহুদিন বাসা ক'রে আছে বৃন্দাবনে ॥ শঙ্কর-চিল বলে শুন পেচক-নন্দন। বড় লজ্জা পাই আমি তোমা [illegible] ॥ তুমি হ'লে জাতে পেঁচা আমি শঙ্কর-চিলে। তোমা হৈতে [illegible] আমি জাতে-কুলে-শীলে ॥ এক বৃক্ষে বাসা আর শোভা নাহি পায়। [illegible] যাও ভাই কহিনু তোমায় ॥ তুমি নিজে নীচজাতি পেঁচার নন্দন। [illegible] শঙ্কর-চিল ঠাকুরে গণন ॥ এতেক শঙ্কর যদি পেচকে ক[illegible] কারণে দোঁহে দ্বন্দ্ব আরম্ভিল ॥ যেমন ত্রেতায় পেচক গৃ[illegible] কোন্দল করিয়াছিল বাসার কারণে ॥ বিচার করেছিলেন [illegible] গণ্ডগোল বৃন্দাবনে হইল তেমনি ॥

চিলের প্রতি পে[illegible]

পেচক বলয়ে চিল কহ সত্য ভাষা। এ[illegible]কে করেছে বাসা ॥ চিল বলে যখন বন ছিল না এখানে। তখন[illegible] এই

বৃন্দাবনে ।। পেঁচা বলে চিল তোর বুদ্ধি নহে সূক্ষ্ম । বন না থাকিলে, বৃক্ষ কোথা পেলি মূর্খ ।। আর এক কথা বলি চিলের নন্দন । কৃষ্ণ-অগ্রে কি হয়েছে এই বৃন্দাবন ।। এই কথা কহ দেখি মন করি দৃঢ় । কৃষ্ণ বড় হয় কি শ্রীবৃন্দাবন বড় ।। চিল বলে পেঁচা তোর বুদ্ধি সাধারণ । কৃষ্ণ হ'তে বড় হয় এই বৃন্দাবন ।। শুনিয়া চিলের কথা পেঁচা তবে কয় । কৃষ্ণ ছাড়া কি মধুর বৃন্দাবন হয় । চিল বলে শুন পেঁচা কি কব [illegible] তোরে । যেদিন জন্মেছে কৃষ্ণ দেবকী-উদরে ।। কংস-ভয়ে পলাইয়া এসেছে এখানে । রাখালসহ ধেনু চরায় বৃন্দাবনে ।। দুগ্ধের বালক কৃষ্ণ দুগ্ধ-গন্ধ মুখে । বৃন্দাবন হ'তে বড় বলি কোন মুখে ।। পেঁচা বলে মূর্খ চিল কহ দেখি শুনি । কতদিনের বৃদ্ধ হবে নারদ মুনি ।। যদি কালি জন্মেছে কৃষ্ণ দেবকী-উদরে । তবে বুড়া হ'ল নারদ কৃষ্ণনাম ক'[illegible] শিব বল কৃষ্ণনাম পাইল কোথায় । দিবানিশি পঞ্চমুখে কৃষ্ণগুণ গায় ।। এ বৃন্দাবনে কোকিল পুলকিত কায় । দিবানিশি তমালে বসি [illegible] গায় ।। শুক-শারী সারি সারি বসিয়া তমালে । কৃষ্ণগুণ [illegible] প্রভাতের কালে ।। বৃন্দাবনে গোপীগণে সবে কৃষ্ণপ্রাণা । [illegible] করে সবে কৃষ্ণের সাধনা ।। মা যশোদা সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে [illegible] কৃষ্ণ ব'লে পূজা করে যমুনার জলে ।। যশোদা করিয়ে পূজা [illegible]হে যায় । উদ্দেশে প্রণাম করে শ্রীকৃষ্ণের পায় ।। কংস-[illegible] দিল এসে দেখা । চিরকাল উদ্ধব যার মথুরাতে [illegible] নামে কৃষ্ণভক্ত থাকে মথুরায় । কংস-সভায় দিবানিশি [illegible]য় ।। কত শত কৃষ্ণভক্ত আছে মথুরায় । অনেক [illegible] বেড়ে যায় ।। চিল প্রতি পেঁচা যদি এতেক কহিল । [illegible]দোষে অভাব ঘটাইল ।। চিল বলে শুন পেঁচা বলি [illegible]ষ্ণের ভক্ত উদ্ধব সে কৃষ্ণ এ নয় ।। নারদ-ঋষি তা[illegible]ল । সে কৃষ্ণ নয় এ কৃষ্ণ দেবকীর ছেলে ।। [illegible] শিব মৃত্যুঞ্জয় । সে কৃষ্ণ করিবেন কেন কংস[illegible]ষ্ণ বিরাজেন বৈকুণ্ঠ-ভুবনে । সে কৃষ্ণ আ[illegible]নে ।। ব্রহ্মা-আদি যে কৃষ্ণকে ধ্যানে নাহি পায় । [illegible]পাপের অন্ন খায় ।। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগতের ইষ্ট কল্পতরু ।

সে কেন এ বৃন্দাবনে চরাইবে গরু॥ যে কৃষ্ণ জগতের ইষ্ট চতুর্যুগে আছে। যাঁর নাম জ'পে কত পাপী ত'রে গেছে॥ যশোদা কান্দেন সদা সেই কৃষ্ণ ব'লে। সেই হয়েছেন এই দেবকীর ছেলে॥ এইরূপে শঙ্কর-চিল কৃষ্ণ নিন্দা কৈল। কতেক লিখিব তার যতেক ভং'সিল॥

আতাই পক্ষীর প্রতি পেচকের প্রত্যুত্তর

পেচক বলে শুন চিল মূর্খ পাষণ্ড। পক্ষিকুলে জন্ম তোর নাই জ্ঞান-শূণ্ড॥ এক কৃষ্ণ জগদীশ জগত-ঈশ্বর। লীলার কারণে ধরে নর-কলেবর॥ কভু রাম [illegible] কৃষ্ণ কভু বনমালী। ভক্ত-মন ভুলায় কভু হ'য়ে বংশী-ধারী॥ শত্রুভাবে কৃষ্ণ কংসে করিতে উদ্ধার। যশোদার বাঞ্ছা পূর্ণ পূতনা সংহার॥ বৃন্দাবনে গোপীগণের ভক্তির কারণে। যশোদা-নন্দন হ'লেন এই বৃন্দাবনে॥ পেচকের বাক্যে চিলের জ্ঞান উপজিল। ধীরে ধীরে চিল তখন বলিতে লাগিল॥ চিল বলে ওরে পেঁচা তুই ভাগ্যবান। কৃপা কবি কৈল কৃষ্ণ তোরে ভক্তিদান॥ [illegible] পক্ষী আমি বুদ্ধি নাই ঘটে। কৃষ্ণনিন্দা করিলাম তোমার নিকটে॥ তুমি কৃষ্ণভক্ত আছ বিহঙ্গমরূপে। ধন্য ধন্য তুমি ধন্য জানিনু স্বরূপে॥ ধন্য শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণ-লীলার প্রকাশ। থাকিব এ বৃন্দাবনে হ'য়ে তব দাস॥ তুমি জ্ঞান তুমি দাতা তুমি মহাজন। তোমা হ'তে জানিনু কৃষ্ণভক্তি কেমন॥ তুমি গুরু আমি শিষ্য তোমার অধীন। দেহ ধরি বৃন্দাবনে রব তত দিন॥ ইহা দেখি বিহঙ্গম বিহঙ্গী দু'জনে॥ বাসা করি রহিল মধুর বৃন্দাবনে॥

জন্মেজয় রাজা বলে ওহে মুনিবর। তৃণাবর্ত্ত কি করিল কহ অতঃপর॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। তৃণাবর্ত্ত আসি কৈল গোধন হরণ॥ সৈন্যসামন্ত তৃণাবর্ত্তের যত ছিল। গোধন হরিতে তৃণাবর্ত্ত আজ্ঞা দিল॥ তৃণাবর্ত্তের আজ্ঞায় যত সেনাগণ। হরিতে লাগিল যত গোষ্ঠের গোধন॥ রাজা হয়ে খেলা করে কৃষ্ণ সেইখানে। তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হইল সেখানে॥ তৃণাবর্ত্ত অসুর শ্রীকৃষ্ণে নাহি চিনে। বিস্মিত হইল কৃষ্ণে দেখিয়া নয়নে॥ অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে জানিল। কংসের

চররূপে তৃণাবর্ত্ত এলো ॥ মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তেরে বলিল। অসুর জনম তব সফল হইল ॥ গোষ্ঠের প্রথম লীলা কৈলে দরশন। এই ফলে হবে তব বৈকুণ্ঠে গমন ॥ কংস-অগ্রে হবে তব পাপের নিস্তার। শত্রুভাবে এসেছ যে হইতে সংহার ॥ তৃণাবর্ত্ত বলে শুন হে রাখালগণ। তোমাদের মধ্যে বল কৃষ্ণ কোন্ জন ॥ রাখালগণ বলে কে তুমি বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় চাও কি কারণে ॥ কৃষ্ণ ভূপতি এই মধুর বৃন্দাবনে ॥ কৃষ্ণকে করেছি রাজা যত রাখালগণে ॥ রাখাল পৃষ্ঠাসনে [illegible] ঘনশ্যাম। রাখালের রাজা হন কৃষ্ণ এব নাম ॥ তৃণাবর্ত্ত [illegible] বিদ্যমানে। কংস-ভয়ে পলায়ে এসেছ [illegible] ॥ গোপ-[illegible] করিছ কোন্ মুখে। তব তরে [illegible] রৈল পাষাণ [illegible] ॥ [illegible]গারে বদ্ধ আছে তোমার [illegible]। কোন্ [illegible] হয়েছ রাজন্ ॥ তোমারে [illegible] চর। লুকায়ে রয়েছ বৃন্দাবনের ভিতর ॥ [illegible] বনতাপ। কংস-ভয়ে নন্দকে বলিলে হে বাপ ॥ [illegible] পাবে সিংহাসন। রাখালের পৃষ্ঠে বসি হয়েছে [illegible]পিনী পুত্রের কেন এতেক সম্মান। বেঁধে ল'য়ে যাব [illegible]জি কংস-বিদ্যমান ॥ ইহা বলি তৃণাবর্ত্ত মায়া প্রকাশিল। মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল ॥ চল্লিশ যোজন হৈল দীর্ঘ পরিসর। মস্তক ঠেকিল গিয়ে গগন-উপর ॥ মহাভয়ঙ্কর রূপ দেখি শিশুগণ। কৃষ্ণেতে বেষ্টিত হয় ভয়ার্ত্ত জীবন ॥ যে রাখাল কৃষ্ণের সিংহাসন হয়েছিল। ভয়ে পলাইতে কৃষ্ণ ভূমিতে পড়িল ॥ ক্রোধে কম্পমান কৃষ্ণ হইল তখন। বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হরি করেন ধারণ ॥ মহাভয়ঙ্কররূপ বর্ণিতে না পারি। তৃণাবর্ত্ত হৈতে উচ্চ হইলেন হরি ॥ কক্ষ হৈতে সুদর্শন বাহির হইল। তৃণাবর্ত্তের মাথা কাটি ভূমেতে ফেলিল ॥ পরেতে তৃণাবর্ত্তের শরীর পড়িল। বৃন্দাবনেতে যেন ভূমিকম্প হইল ॥ যে দিকে পড়িলেক তৃণাবর্ত্ত প্রকাণ্ড। বৃক্ষাদি লতাপাতা হৈল খণ্ড খণ্ড ॥ এইরূপে হইল তৃণাবর্ত্ত নিধন। ভয়ে পলাইল যতেক সৈন্যগণ ॥ দূত-মুখে কংসরায় সংবাদ পাইল। কৃষ্ণ-করে তৃণাবর্ত্ত নিধন হইল ॥ ধন্য তৃণাবর্ত্ত ধন্য সয়কার

কন। শুভক্ষণে কৈলে বৃন্দাবনে আগমন॥ শ্রীকৃষ্ণের করে নিধন হইয়া পুলকে। পাপ পরিহরি গমন করিল গোলোকে॥

শ্লোকঃ

ধন্য লোকং তং হরি ভক্তাঞ্চগতং লীলা।
শক্রভাবঃ কিমদ্ ভূতো যং ভক্তি দুর্লভাম্॥ ১
অভাজনং অভ্যাং গতং গতিস্তঃ পদাম্বুজে।
কিং করিষ্যাং রবিসুতাং তংপরং সাধকম্॥ ২
ভবিষ্যাং ভবতিনয়া ধন্য তং লীলাময়ম্।
অহং মূঢ়মতি তংপাদং মর্তিনাঞ্চয়ং ভবেৎ॥ ৩
ভক্তাঞ্চ ভকতিময়ং ভবার্ণব-নাবিকম্।
তদ্ ইচ্ছা যংলীলাময়ং কিং ভূতাং॥ ৪
করতি কল্যাণং যস্যা তস্যাঞ্চ নামকম্।
হৃদাং মহবেশু নিরাপদং ভবেৎ॥ ৫
কিং ভক্তিমুক্তিপ্রদাঃ তং পদাৎ পদেং।
যো নরা সাধকঃ হরি হরিনামং করোতি ফলম্॥ ৬
হংসাসনং ধ্যায়তি সর্ব্বে যোগিনী ফণীন্দ্র ফণা।
ভক্তি প্রণতি স্তুতি যং করিষ্য তংপরম্॥ ৭
এহং ভবতি যস্যাঞ্চ মারুতি ভবেৎ।
রামায়ণং লীলা এতং পদে করোতি যস্যা॥ ৮
—এতদর্থে অষ্টমঃ শ্লোকঃ সমাপ্তোঽয়ম্—

করিতে বাসনা পূর্ণ, ভক্ত হেতু অবতীর্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে রাখাল সঙ্গ। গোপ জাত অপদৃষ্টে, পতিতপাবন কৃষ্ণে, রঙ্গ ভঙ্গ হেতু হইল ত্রিভঙ্গ॥ কত দয়া প্রকাশিলে, জলেতে ভাসায়ে শিলে, নাশিলে হে জীবের পাতক। কে জানে তোমার মায়া, তুমি হে মায়ার মায়া, মায়াতে হও নর জাতক॥ কখন কি ভাবে রও, কার ভাগ্যে সদয় হও, তুমি দয়াময় হে শ্রীহরি। তব মায়া বর্ণিবে না পারি, কভু নর কভু নারী, কভু দ্বিজ ছদ্মবেশধারী।

ধরিয়া বামনরূপ, ভুলাইলে বলি ভূপ, তিন পাদ ভূমি চাহ দান। নাভি পদ্ম হতে পদ, প্রকাশিলে হে মাধব, বলিরে পাতালে দিলে স্থান॥ বৃদ্ধ দ্বিজরূপ ধরি, কর্ণেরে ছলিলে হরি, বৃষকেতুর কাটাইলে মুণ্ড। ভক্ত প্রহ্লাদের তরে, নরসিংহ মূর্ত্তি ধরে, হিরণ্যকশিপু দিলে দণ্ড॥ আমি অতি অভাজন, না জানি তব ভজন, বশীভূত নহে রিপু ইন্দ্র। না জানি হে তব ভক্তি, কিসে হব পাপ মুক্তি, আমি পাতকী ঈশ্বরচন্দ্র। পাতক করেছি যত, বর্ণিতে না পারি তত, আমি জ্ঞানহত যে পামর। অদ্যাবধি সেই পাপে আছে মন লুপ্তভাবে, কিসে জিনি শমন-সমর॥ জ্ঞানতত্ত্ব পরিহরি, মুখে বল হরি হরি, বল হরি বিষাদ হরিষে। ভালে পরেছি তিলক, হাসাইতে ঐ ত্রিলোক, ভক্তি বিনে মুক্তি হবে কিসে॥

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

প্রভাস খণ্ড

—o:*:o—

দ্বিতীয় খণ্ড

সৌতিক মুনিকে জন্মেজয়ের প্রশ্ন

রাজা জন্মেজয় বলে ওহে তপোধন। তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণ করে হইল নিধন॥ এই বার্তা শুনি সেই কংস নরপতি। কৃষ্ণ বধিবারে কিবা করিল যুকতি॥ মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব কথন। তৃণাবর্ত্ত বধ শুনি সে কংস রাজন॥ ভয় পেয়ে কংস রাজা ভাবেন উপায়। পাত্র-মিত্রগণ লয়ে বসে মন্ত্রণায়॥ কি করি উপায় ভাবে সে কংস রাজন্। হেনকালে আইল নারদ তপোধন॥ নারদে হেরিয়া রাজা অতি সমাদরে। গলে বাস দিয়া তাঁরে দণ্ডবৎ করে॥ বসিতে আসন দিয়া যোড়করে কয়। কিবা যুক্তি করি কহ মুনি মহাশয়॥ গোকুলেতে শত্রু বাড়ে নন্দের নন্দন। কহ মুনি কিসে হয় শত্রুর নিধন॥ ঈষৎ হাসিয়া নারদ মনে মনে কন। বিলম্ব নাহিক তোর নিকট মরণ॥ এজন্য এসেছি আমি এই মথুরায়। মরণ ঔষধ তোর বান্ধিতে গলায়॥ ইহা ভাবি মনে মনে নারদ তখন। কহিছে কংসের প্রতি শুন হে রাজন॥ আর যে মন্ত্রণা বলি শুনহ রাজন্। তুমি এক যজ্ঞ রাজা কর আরম্ভণ॥ বৃন্দাবনে নন্দ উপানন্দ আদি করি। নিমন্ত্রণ কর তুমি সহিত শ্রীহরি॥ যজ্ঞস্থানে এনে তারে তব অধিকারে। যজ্ঞ সূত্রে শত্রুবধ কর তৎপরে॥ আর এক বলি তবে নিগূঢ় রাজন্। নিমন্ত্রণ করিতে না যাবে অন্যজন॥ অক্রূর কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণ পরায়ণ! কৃষ্ণ আনিতে অক্রূরে করিবে প্রেরণ॥ দিব্য রথ সাজাইয়া দিবে নৃপমণি। শ্রীকৃষ্ণ আনিতে যাবে সে অক্রূর মুনি॥ ভক্ত দেখে আসিবে কৃষ্ণ নাহিক অন্যথা। যুক্তি দিনু মুক্তি পাবে শুন মম কথা॥ এত বলি নারদ যে মথুরা ত্যজিল। পুরোহিত ডাকি

রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল ॥ যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাইল বিশাই ডাকিয়া। যজ্ঞস্থল আদি কহি সব বিস্তারিয়া ॥

কংসের যজ্ঞ আরম্ভ

কলসী-উপর আম্রশাখা স্থানে স্থানে। চাঁদোয়া শোভিত নানা রত্ন আভরণে ॥ ঘৃতকুম্ভ সারি সারি নানা আয়োজন। পতাকা তুলিল কত যজ্ঞের শোভন ॥ ফল-মূল নানাজাতি আনিল সকল দধি দুগ্ধ চিনি রম্ভা আতপ তণ্ডুল ॥ ভারে ভারে গঙ্গাজল আনে যজ্ঞস্থলে। রাশি রাশি যজ্ঞ কাষ্ঠ আনিল সকলে ॥ নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইল যজ্ঞস্থল। সাজায়ে রাখিল সব অনুচর দল ॥ শঙ্খচূড়ে নিয়োজিল যজ্ঞ রক্ষা তরে। দ্বার রক্ষা হেতু রাখে কুবল কুঞ্জরে ॥ এরূপে করিয়া কংস যজ্ঞ আয়োজন। কৃষ্ণভক্ত অক্রূরেরে ডাকিল তখন ॥ আসিল অক্রূর মুনি রাজার সাক্ষাতে। নিমন্ত্রণ-পত্র কংস দিল তার হাতে ॥ রাজা বলে অক্রূর কর ব্রজেতে গমন ॥ নিমন্ত্রণ কর গিয়া যথা গোপগণ ॥ রথ ল'য়ে যাও তুমি শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণকে আন রথে করি আরোহণ ॥ ইহা বলি কংস রাজা রথ আনাইল। রথ ল'য়ে অক্রূর নিজাশ্রমে যাইল ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে অক্রূরের ব্রজে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অক্রূরের স্তব

যমুনায় স্নান করি অক্রূর তখন। মহানন্দে নিত্যকর্ম করে সমাপন ॥ অতঃপর হৃদিপদ্মে কৃষ্ণে বসাইয়া। হরিগুণ গান করে ভক্তিযুত হইয়া ॥ আজি মোর সুপ্রভাত এতদিন পরে। তোমারে আনিতে হরি যাই ব্রজ-পুরে ॥ শত্রুভাবে কংস রাজা আমারে পাঠায়। শত্রু বলে যেন হরি ভেব না আমায় ॥ আমি অতি দীনহীন আছি মথুরাতে। আমার কি সাধ্য প্রভু তোমাকে আনিতে ॥ তব পাদপদ্মে করি এই নিবেদন। দয়া করি দিও হরি আমায় দর্শন ॥ মথুরায় থাকে যদি তব প্রয়োজন। তবে হরি এ রথে করিবে আরোহণ ॥ তোমাকে আনিতে প্রভু কি সাধ্য আমার ॥ কোটী ব্রহ্মা নাহি পারে করি যোগাচার ॥ তোমারে আনিতে বশে কত ভক্তগণ। নানা স্থানে করে কত তীর্থ পর্যটন ॥ হেন পুণ্য কি

করেছি আমি অভাজন। করিবে আমার রথে হরি আরোহন।। নিজ কার্য্য হেতু যাই তব দরশনে। কংস-দূত বলি হরি ক'রো না হে মনে।। দয়া করি দয়াময় পূরাও বাসনা। কংস-দূত বলি হরি আমায় ভেবো না।। নারদের বাক্য রক্ষা হেতু ভাবি মনে। তোমাকে আনিতে যাই আমি বৃন্দাবনে।। এত স্তব করিয়ে অক্রূর গুণধাম। সর্ব্বাঙ্গেতে লিখিল সে রাধাকৃষ্ণ নাম।। রথধ্বজে কৃষ্ণনাম লেখে চক্রোপরে। রথময় কৃষ্ণনাম লিখে চারিধারে।। সর্ব্ব অঙ্গে কৃষ্ণনাম রথের যোগান। রথে কৃষ্ণ গাত্রে কৃষ্ণ মুখে কৃষ্ণ গান।। সাজন করিয়া হৃদে ভাবি অভিপ্রায়। জননীর নিকটে বিদায় হ'তে যায়।। অক্রূর প্রণাম করে ধরণী লোটাই। আজ্ঞা কর মাতা গো আনিতে কৃষ্ণে যাই।। কংস-পরমায়ু শেষ হ'ল এতদিনে। মথুরা পবিত্র করি শ্রীকৃষ্ণকে এনে।। এই আশীর্ব্বাদ মাতা কর দয়া করি। আমার রথেতে যেন আসেন শ্রীহরি।। আনিব শ্রীকৃষ্ণকে এই মধুবনে। জনম সফল হবে হেরিয়া নয়নে।। জননীর পদরজঃ করিয়ে ধারণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া করে রথে আরোহণ। রথোপরে অক্রূর-মুনি করি আরোহণ। শ্রীকৃষ্ণে আনিতে যায় যথা বৃন্দাবন।।

অক্রূর সংবাদ

রথ লয়ে অক্রূর যমুনা পার হৈল। বৃন্দাবনে আসি তবে উপনীত হৈল।। বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি সমাপন। পদরজঃ তুলি মাথে করিল ধারন।। কিবা অপরূপ শোভা ধরে বৃন্দাবন। বিস্ময়ে চাহিয়া দেখে অক্রূর তখন।। তাল ও তমাল আদি নানা বৃক্ষ জাতি। ফল-ফুলে প্রফুল্লিত মাধবী মালতী।। ভাণ্ডির বন, মধুবন তাল ও পিয়াল। স্থানে স্থানে বিকশিত রসাল কাঁঠাল।। রাম-রম্ভা তরুবর নারিকেল আদি। বকুল মুকুল আম জাম নানা বিধি।। কেলিকদম্ব নিম্ব অশ্বত্থ বট কত। মাধবী মালতী লতা তাহে অগণিত।। তাল পিয়াল গুবাক জাম্বির খর্জ্জুর। লবঙ্গ এলাচ দারুচিনি ও কর্পূর।। চন্দন পাদপ শ্বেত লাল সারি সারি। নানা জাতি ফল-ফুল বর্ণিতে না পারি।। স্থানে স্থানে কুটীর যে তাহাতে বসত। কোন স্থানে প্রণীত ফুলের ইমারত।। কোন স্থানে শোভে দীঘি তাহে শতদল। কোন ঠাঁই জলে স্থলে শোভিছে কমল।। বিরাজে

জলধি কত না যায় বাখান। ভ্রমর-ভ্রমরী কত করে মধুপান॥ ময়ূর-ময়ূরী কত নৃত্য করে বনে। সারি সারি শুক-সারী বসিয়ে নির্জ্জনে॥ চতুর্মুখে ব্রহ্মা যদি করেন বর্ণন। তথাপি বর্ণিতে নাহি পারে বৃন্দাবন॥ ষড়ঋতু সতত সেথায় বিরাজিত। কৃষ্ণ কৃপা বলে শোক তাপ তিরোহিত। নানা জাতি বিহঙ্গম শোভা করে তায়। তমালে কোকিল বসি কৃষ্ণগুণ গায়॥ নানাবিধ পশুজাতি না যায় বর্ণন। সকলের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ॥ কৃষ্ণনামে মত্ত সদা ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর। বনচর নানা জাতি মহিষ গণ্ডার॥ অক্রূর করেন বৃন্দাবনের বর্ণন। তদন্তরে শুন টুনটুনির বিবরণ॥ বৃন্দাবনে টুনটুনি করেন বিশ্রাম। বাসে বসি গাহে টুনটুনি কৃষ্ণনাম॥ ক্ষুদ্র টুনটুনি-অঙ্গ অঙ্গুলি প্রমাণ। ক্ষুদ্র হ'য়ে করে পক্ষী কৃষ্ণ-গুণগান॥ টুনটুনি-মুখেতে কৃষ্ণনাম যে শুনিল। ক্রোধভরে ডাকি তারে কহিছে কোকিল॥ কোকিল বলে টুনটুনি বড়ই অজ্ঞান। ক্ষুদ্র হ'য়ে কর তুমি কৃষ্ণ-গুণগান॥ পক্ষীর নীচ যে তুই তোরে ছুঁতে নাই। তোর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে লজ্জা পাই॥ আমি কৃষ্ণ-গান করি কোকিল সুন্দর। আমার গানেতে তুষ্ট অমর-কিন্নর॥ মম গানে তুষ্ট রাধা বৃষ-ভানু-কন্যে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণনাম গাই তার জন্যে॥ ক্ষুদ্র পক্ষী তুই কৃষ্ণ-নামেতে বিভোর। তুচ্ছ উচ্চপদে আশা কেন ওরে তোর॥ পুনঃ যদি কৃষ্ণ-গান কর টুনটুনি। বৃন্দাবন হৈতে তোরে তাড়াব এখনি॥ টুনটুনি বলে কোকিল কি বলিলি মোরে। কৃষ্ণভক্ত ব'লে জ্ঞান করেছিনু তোরে॥ কৃষ্ণ-গান গাহ সত্য গুণ নাহি তায়। তোর রূপ দেখে কালপেঁচা লজ্জা পায়॥ মিছা গান কর তুমি আছে স্বরশক্তি। কৃষ্ণ-গুণগান কর নাহি কৃষ্ণ ভক্তি॥ ভক্তি বিনা মুক্তিলাভ কখন না হয়। ভক্তিহীন গানে তব কিবা ফলোদয়॥ কৃষ্ণভক্তি পক্ষিদের যদি হয় দৃঢ়। নিশ্চয় জানিও সে গরুড় হ'তে বড়॥ অল্প যে শক্তি তোর, ভক্তিমাত্র নাই। বসন্তের দূত তুই যুবতী-বালাই॥ টুনটুনি এত শুনি হরিগুণ গেয়ে। গর্জ্জিয়া উঠিল পক্ষী গরুড় সম হ'য়ে॥ টুনটুনি-মাহাত্ম্য দেখে অক্রূর মুনি। গরুড় হৈতে দীর্ঘকায় হইল টুনটুনি॥ অসম্ভব দেখিয়া অক্রূর মুনি কয়। তুচ্ছ নৈলে উচ্চপদ কভু নাহি হয়॥ তাহার প্রমাণ আমি দেখিনু হেথায়॥ টুনটুনি হৈলা

গরুড় হরির কৃপায় ॥ এত ক্ষুদ্র হ'য়ে সেই হরিগুণ গায়। ক্ষুদ্র হ'য়ে ভজিলে শ্রীহরি সেই পায় ॥

রাধাকৃষ্ণ দর্শনার্থে হনুমানের বৃন্দাবনে গমন

অক্রূর করিছে বৃন্দাবনের বর্ণন। তদন্তরে শুন কিছু হনু-বিবরণ ॥ একদিন হনুমান বসিলেন ধ্যানে। রাম সীতা যুগল রূপ চিন্তা করে মনে ॥ ধ্যানে দেখে রাম কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে। সকল বৃত্তান্ত তার জানিলেন ধ্যানে ॥ ক্রোধে জ্বলি হনুমান হইয়া তৎপর। লেজে রথ বান্ধি বৈসে বৃক্ষের উপর ॥ বৃন্দাবন পরিক্রমা করি সমাপন। অক্রূর রথের কাছে করে আগমণ ॥

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ। কি বা হেতু লেজে রথ করিল বন্ধন ॥ মুনি বলে হনুমান সন্দেহ করিল। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু বুঝি বৃন্দাবনে এলো ॥ সর্ব্বাঙ্গেতে হরিনাম যেন বিষ্ণু-অংশ। হনুমান বলে বুঝি এই হবে কংস ॥ আবার ভাবিছে বীর হনু গুণধাম। এ কংস না হবে অঙ্গে লেখা হরিনাম ॥ হরিভক্ত হবে, দেখি বৈষ্ণব-আকৃতি। বোধ করি হবে এই রথের সারথি ॥ ইহা বলি নিবর্ত্তিল পবন-নন্দন। পরেতে অক্রূর কৈল রথে আরোহণ ॥ রথ চালাইতে গেল ব্রজপুর-পথ। হনু-লেজে বান্ধা আছে নাহি চলে রথ ॥ অচল দেখিয়ে রথ অক্রূর তখন। রথ-পার্শ্বদেশে চাহি করে নিরীক্ষণ ॥ রথ-চক্রে দেখে লেজ পরম বন্ধন। অক্রূর অঙ্গ শিহরি ভাবিছে তখন ॥ হনুমান বলেন বিলম্ব করা নয়। অতি আবশ্যক এর নিতে পরিচয় ॥ ছদ্মবেশে থাকা অতি হয় অনুচিত। হরিভক্তসহ প্রেম করাই বিহিত ॥ কিরূপ এ হরিভক্ত জানিব যথার্থ। অঙ্গে লেখা হরিনাম তরণীর মত ॥ ত্রেতায় যেমন বিভীষনের নন্দন। রাবণ-আজ্ঞায় আসে করিবারে রণ ॥ এমন না যদি হন জানিব কারণ। লেজের আঘাতে এরে শিখাইব রণ ॥ ধ্যানেতে জেনেছি আমি পবন কুমার। বৃন্দাবনে হৈল রাম কৃষ্ণ অবতার ॥ রাম হৈল হরি লক্ষণ

বলরাম। সীতা হয়েছেন রাধা এসে ব্রজধাম ॥ আসিয়াছি হেথা রাধা কৃষ্ণ দরশনে। এই আশা লয়ে আমি এনু বৃন্দাবনে। সহসা কাননে রথ দেখিতে পাইনু। রথ দেখে মনে মনে সন্দেহ করিনু ॥ রাজা দশানন আদি যত নৃপমণি। একে একে রথ আমি সকলের চিনি ॥ বৃন্দাবনে কার রথ না জানি কারণ। বৃক্ষে বসি হনুমান করে নিরীক্ষণ ॥ যুগে যুগে কি কষ্ট এ অদৃষ্টের ফের। কংসসহ শত্রুভাব শুনেছি কৃষ্ণের ॥ শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু ভাবে কংস মহারায়। দৈবকীকে বন্ধ ক'রে রেখেছে কারায় ॥ ভাই হ'য়ে কংসরায় শত্রু ভাবে তাকে। ভগ্নীকে রেখেছে সে যে শিলা দিয়ে বুকে ॥ বোধ করি হরিকে হরিবে রাজন্। লুকায়ে রেখেছে রথ এনে বৃন্দাবন ॥ রথোপরে কংসচর অনুভব করি। নিকুঞ্জে আইলে হরি লইবেন হরি ॥ ত্রেতায় রাবণ রাজা লুকায়ে যেমনে। রেখেছিল রথ ঘোর পঞ্চবটী বনে ॥ তাদৃশ হরিবে কংস বুঝিনু কারণ। বৃন্দাবনে করিবে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ ॥ হরিকে হরিয়ে যদি ল'য়ে যায় চ'লে। রথসহ ডুবাইব সাগরের জলে ॥ দশ মুণ্ড রাবণের ছিল নারী-চোর। কিসের বড়াই কংস এক মুণ্ড তোর ॥ সীতা হয়েছেন রাধা নিকুঞ্জ-কাননে। ভাব গুণ যতেক না দেখি স্বনয়নে ॥ সীতারূপে শতস্কন্ধ করিল নিধন। এক স্কন্ধে এসেছ হে করিবারে রণ ॥ রাবণ হইতে তুই মূর্খ শতগুণে। শ্রীকৃষ্ণকে হরিবারে এলি বৃন্দাবনে ॥ আয়ু শেষ বলি তুই এলি রথোপর। দোঁহে মিলে প্রেম দোঁহে করিব তৎপর ॥ তাহার প্রমাণ আমি দেখেছি নয়নে। বিভীষণ ভক্ত হ'য়ে তরিলেন রণে ॥ দারা-সুত-পরিবার দিয়া বিসর্জ্জন। ভক্ত হ'য়ে শ্রীরামের লইল শরণ ॥ মায়া ত্যজি মন দিয়া শ্রীরামচরণে। নিজ-পুত্র তরণীকে পাঠাইল রণে ॥ দেবের অবধ্য হয় লঙ্কার রাবণ। দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতি লোচন ॥ ভুবন জুড়িয়া গণ্য-মান্য চমৎকার। অমর কিন্নর-আদি আজ্ঞাকারী যার ॥ সুবর্ণ-নির্ম্মিত লঙ্কা কত শোভা পায়। হেরিয়ে লঙ্কার জ্যোতি কাশী লজ্জা পায় ॥ এ-হেন লঙ্কায় ছিল যাহার বসতি। এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি ॥ সৈন্য-সামন্ত কত না যায় বর্ণন। অশ্বশালে ছিল যার আপনি শমন ॥ পুরন্দর গাঁথি হার মুক্তাতে

যোগায়। চন্দ্র ছত্র ধরেছিল যাহার মাথায়॥ ধন-ধেনু গজবাজী অমূল্য রতন। ব্রহ্মার অসাধ্য যাহা করিতে বর্ণন॥ সমরে অটল যে ভুবন পরাভব। সংখ্যা নাই তার যত অতুল বৈভব॥ দেবের দুর্লভ রথ পুষ্পেতে গঠন। যার রথে লক্ষ্মীদেবী কৈল আরোহণ॥ হেন ভ্রাতা পরিত্যাগ করি বিভীষণ। ল'য়েছিল শ্রীরামের চরণে শরণ॥ বিভীষণ-অভিপ্রায় ল'য়ে এইজন। বৃন্দাবনে লইল আসি কৃষ্ণের শরণ॥ ইহা ভাবি হনুমান্ অক্রূরকে কয়। কেবা তুমি রথোপরে দেহ পরিচয়॥ শুনিয়া অক্রূর বলে বিনয় বচনে। আপনার পরিচয় হনুমান স্থানে॥ অক্রূর আমার নাম শ্রীহরির দাস। সারথির কার্য্য করি মথুরায় বাস॥ কেবা তুমি কপিবেশে আছ বৃন্দাবনে। অসংখ্য প্রণাম করি তোমার চরণে॥ এত বলি রথ হতে অক্রূর নামিল। ভক্তিভরে হনুমানে প্রণাম করিল॥ বৃক্ষ হতে নামে তবে পবন-তনয়। অক্রূরের পদরজঃ মস্তকেতে লয়॥ কোলাকুলি করে দোঁহে প্রেমেতে অস্থির। অক্রূর সহ হনুর বহে প্রেমনীর॥ অক্রূর-পদে হনু অক্রুর হনু-পদে। দোঁহার বাড়িল মহা প্রেমের আমোদে॥ হরি ব'লে বাহু তুলে নাচে দুইজন। দোঁহার চরণরজে শুদ্ধ বৃন্দাবন॥ এইরূপে প্রেমে মগ্ন হয় দুইজন। উভয়ে উভয়ে করে প্রেম-আলিঙ্গন॥ হনু বলে অক্রূর হে শুনিব শ্রবণে। কার রথ আনিয়াছ তুমি বৃন্দাবনে॥ সত্য তত্ত্ব কও শুনি মধুর ভারতী। বৃন্দাবনে এলে হ'য়ে কাহার সারথি॥ অক্রূর বলে মারুতি শুনহ কারণ। মথুরার অধিপতি সে কংস রাজন্॥ দৈবকী ভগিনী তার বন্দী কারাগারে। কৃষ্ণের মাতুল কংস শত্রু ভাব ধরে॥ হরি-হস্তে হবে বধ শুনি অতঃপরে। দৈবকীর বক্ষেতে পাষাণ বদ্ধ করে॥ যজ্ঞস্থলে শ্রীহরিকে করিবে নিধন। নারদ মন্ত্রণা দিল যজ্ঞের কারণ॥ কংসের রথেতে ল'য়ে যাইতে তাঁহারে। লইতে এসেছি আমি এই ব্রজপুরে॥ হনুমান শুনি বলে অক্রূর-ভারতী। হরিরে লইতে এলে কংসের সারথি॥ শ্রীহরির শত্রু কংস করালে শ্রবণ। শ্রীহরি-নিধন হেতু যজ্ঞ আরম্ভণ॥ ইহা কোন্ কর্ম্ম তব বুঝিতে না পারি। শত্রুপক্ষ হয়ে তুমি নিতে এলে হরি॥

হনুমানের প্রতি অক্রূরের উত্তর

অক্রূর বলিল হনু কি বলিব আর। সকলি জানহে তুমি রুদ্র অবতার॥ বক্ষের অস্থিতে রামনাম দেখাইলে। জানকীর দর্পচূর্ণ তুমিই করিলে॥ শিব শুক সনাতন দেবতা প্রভৃতি। প্রভুর যতেক ভক্ত আছে নানাজাতি॥ বক্ষের অস্থিতে কারও নাম নাহি রয়। ভক্ত মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি ওহে মহাশয়॥ তোমায় সহায় করি জিনিলেন রাম। দশাননসহ সেই দুর্জ্জয় সংগ্রাম॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ছিল ভক্ত যত। কেহ হ'তে প্রভু-কার্য্য না হইল এত॥ তোমা হৈতে প্রভুর কার্য্য যতেক হৈল। ভক্ত হ'য়ে কেহ হেন করিতে নারিল॥ অতএব বলি শুন পবন-তনয়। প্রভুর চরিত্র যত জান সমুদয়॥ ত্রেতায় রাবণ পাইলেন শত্রুভাবে। শত্রুভাবে দ্বাপরেতে কংস রাজা পাবে॥ এহেতু করিল যজ্ঞ কংস রাজন্। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরেতে হইবে নিধন॥ কংস দোষী নহে শুন বীর হনুমান্। পূর্ব্বে বরদান করেছেন ভগবান্॥ শত্রুভাবে কৃষ্ণ পাবে জানি কংসরায়। একারণে দৈবকীকে রেখেছে কারায়॥ কংস রাজা শ্রীকৃষ্ণের পরম যে ভক্ত। যজ্ঞস্থলে কৃষ্ণ-হাতে হইবে সে মুক্ত॥ কৃষ্ণ-করে মুক্ত হ'য়ে কংস পুণ্যবান্। অনায়াসে পাবে রাজা বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে করি যজ্ঞ সমর্পণ। বৈকুণ্ঠে যাবে কৃষ্ণ-করে হইয়ে নিধন॥ কৃষ্ণের করেতে হত হবে করি জ্ঞান। রাজা পুনঃ রাজ্য পাবে করিল সন্ধান॥ দানেতে দুর্গতি খণ্ডে জানিয়া রাজন্। কৃষ্ণপদে করিবেন রাজ্য সমর্পণ॥ ইহার তদন্ত যদি আমি না জানিব। কৃষ্ণে লৈতে ব্রজে আমি কি-হেতু আসিব॥ সব তত্ত্ব ভেবে দেখ পবন-কুমার। কৃষ্ণকে নিধন করে সাধ্য আছে কার॥ এমন রাবণ রাজা দেবের দুর্লভ। অমর কিন্নর যার রণে পরাভব॥ কিবা সে কিসেতে পাবে বল নারায়ণে। সামান্য জ্ঞানেতে তুমি ভেবে দেখ মনে॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণ-পদে। রেখো রেখো হরি মোরে শমন বিপদে॥ শিক্ষাগুরু শ্রীরাধার চরণ স্মরণে। যদি মন থাকে যাব বৃন্দাবন বনে॥ দীক্ষাগুরু হন কৃষ্ণমোহন গোস্বামী। বৃন্দাবন-দর্শনে কৃপা কর তুমি॥

এই বাঞ্ছা মনে যদি কৃপা করে গুরু। বাঞ্ছাপূর্ণ কর ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ যদি কৃষ্ণ পূর্ণ করে মন অভিলাষ। কৃষ্ণ-দয়া হৈলে তবে বৃন্দাবনে বাস ॥

অক্রূরের নন্দালয়ে গমন

জন্মেজয় বলে মুনি করহ শ্রবণ। তদন্তরে কি ঘটিল কহ বিবরণ। বৃন্দাবন হতে হনু করিল প্রস্থান। তারপর কি করিল অক্রূর মহান॥ মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ। নন্দের নিকটে অক্রূর করিল গমন ॥ নন্দালয়ে রথ হইতে অক্রূর নামিল। হাসি হাসি আসি কৃষ্ণ দরশন দিল॥ দেখিয়া অক্রূর-রথ নন্দ যশোমতী। ঘেরিল কতেক গোপী পুরুষ প্রকৃতি॥ বৃন্দা সহ শ্রীরাধা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখি অক্রূর মনে ভাবিত হইল॥ পরম জ্ঞানী অক্রূর ভাবেন অন্তরে। অগ্রেতে প্রণাম আমি করিব কাহারে॥ জগতের কর্তা হরি দাঁড়ায়ে সম্মুখে। কেমনে প্রণাম আমি করিব নন্দকে॥ এক্ষণে বিচারে নন্দ শ্রীকৃষ্ণের পিতা। পিতা ব'লে ডাকে যারে জগতের পিতা॥ পিতা ব'লে কৃষ্ণ যার বাড়ায় সম্মান। কেমনে করিব আমি তার অপমান॥ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ নন্দ নাহি জানে। কৃষ্ণকে প্রণাম কৈলে দুঃখ হবে মনে॥ নন্দ বলিবে অক্রূর বড়ই অজ্ঞান। পুত্রকে প্রণাম করে পিতা বিদ্যমান॥ লোকাচার বেদাচার একত্র হইল। কি করি হরি কারে প্রণাম করি বল॥ ইহা বলি অক্রূর কৃষ্ণ-পানে চাহিল। নন্দকে প্রণাম দিতে ইসারা করিল॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে অক্রূর তখন। নন্দেরে প্রণাম করে আনন্দিত মন॥ তদন্তরে গোপগণে রাখি মধ্যস্থলে। প্রণাম করয়ে অক্রূর লোটায়ে ভূতলে॥ কহে কবি সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। দয়া কর দয়াময় রাখ হে বিপদে॥ আমি অতি অভাজন না জানি সাধন। কি হবে এ ভবে কৃষ্ণ কর হে তারণ॥

নন্দসহ অক্রুরের কথোপকথন

নন্দ বলে কে তুমি আইলে বৃন্দাবনে। কোথা ধাম কিবা নাম শুনিব শ্রবণে॥ কার রথ লয়ে তুমি এলে ব্রজপুরে। কাহার সারথি তুমি বলহ আমারে॥ কি কারণে রথ লয়ে কর আগমন। সত্য করি কহ তুমি সব বিবরণ॥ কংসের সারথি আমি নাম যে অক্রূর। রাজ আজ্ঞায় রথ লয়ে আসি ব্রজপুর॥ করেছেন কংসরাজা যজ্ঞ আয়োজন। নিমন্ত্রণ পত্র তাঁর করহ গ্রহণ॥ রথ পাঠাইয়া দিয়াছেন কংসরায়। রথে করি শ্রীকৃষ্ণেরে নিতে মথুরায়॥ ঈষৎ হাসিয়া নন্দ কহিছে তখন। অক্রূর কি কথা ওহে করালে শ্রবণ॥ শুনেছি মথুরাপতি সে কংস রাজন্। তার সহ কভু মম নাহি আলাপন॥ তিনি হন রাজা কংস আমি গোপজাতি। মোরে নিমন্ত্রণ কৈল কংস নরপতি॥ নাম তার কংসরাজা শুনেছি শ্রবণে। কিরূপ সে ভূপরূপ না দেখি নয়নে॥ বিশেষ তাহার সহ নাহি পরিচয়। তিনি কৈল নিমন্ত্রণ শুনে লজ্জা হয়॥ নিমন্ত্রণ শুনে নন্দ সন্দ হয় মনে। গোপ-পুত্র যজ্ঞে যাবে রথ-আরোহণে॥ বোধ করি ইহার কোন মর্ম্ম থাকিবে। তা না হ'লে কেন তিনি রথ পাঠাইবে॥ কৃষ্ণ হয় গোপ-জাতি জানে সে রাজন। তারে ল'য়ে যাবে করি রথে আরোহণ॥ বল দেখি হে অক্রূর এ কোন্ বিধান। রাজা হ'য়ে কেন এত গোপের সম্মান॥ যশোদা বলেন অদ্য দেখেছি স্বপন। অক্রূর নামেতে কে এসেছে একজন॥ নিমন্ত্রণ পত্র এনে এ ব্রজভুবনে। শ্রীকৃষ্ণকে ল'য়ে গেল রথ আরোহণে॥ কংস নামেতে রাজা বধিয়ে জীবনে। কৃষ্ণ যেন বসিয়াছে রাজ-সিংহাসনে॥ নিশিযোগে স্বপ্নে আমি দেখিনু শয়নে। প্রভাতে সে অক্রূরেরে দেখিনু নয়নে॥ কুস্বপ্ন দেখেছি আমি ওহে নন্দরায়। কৃষ্ণকে কভু না দিব যেতে মথুরায়॥ যশোমতী এই কথা যখন বলিল। অক্রূর শুনিয়া তাহা হাসিয়া উঠিল॥ রাণী বলে হে অক্রূর কিসের কারণ। হাসিয়া উঠিলে শুনি স্বপ্ন বিবরণ। অক্রুর বলে মাগো কি কব তোমায়। সুস্বপ্নকে কুস্বপন শুনে হাসি পায়॥ যজ্ঞস্থলে বধি কৃষ্ণ সে কংস রাজনে। রাজা হয়ে বসিয়াছে রাজ

সিংহাসনে ॥ তুমি হবে রাজ-মাতা নন্দরাজ পিতে। এর উপর এত ভাগ্য কি আছে ত্রিজগতে ॥ ইহারে কুস্বপ্ন কেন বল নন্দরাণি। মথুরায় রাজা হবে তব নীলমণি। নন্দ বলে কিশোর বয়স কৃষ্ণধন। সিংহাসন লবে বধি কংসের জীবন। অসম্ভব কথা তব শুনে হাসি পায়। গোপ-পুত্র রথে চড়ি যাবে মথুরায় ॥ নন্দসহ হ'তেছিল কথোপকথন। হেনকালে এলেন নারদ তপোধন ॥ কৃষ্ণগুণ গান মুনি পরম কৌতুকে। দেখিতে পাইল এক রথ সে সম্মুখে ॥ আসিতে আসিতে মুনি ভাবে মনে মনে। কাহার এ রথ কে আনিল বৃন্দাবনে ॥ নিকটে আসিয়া মুনি অক্রূরে চিনিল। কংস রাজার রথ মনেতে জানিল ॥ মনে মনে চিন্তা করে ব্রহ্মার তনয়। এতদিনে কংস ধ্বংস হবে মথুরায় ॥ কংসের শমন কৃষ্ণ জানি মনে মনে। রথ পাঠাইল কংস লইতে শমনে ॥ কংসের সারথি হে অক্রূর মহাশয়। তার পার্শ্বে আছে হরি প্রভু দয়াময় ॥ হাসি হাসি নারদ যে আসি ততক্ষণে। ধরণী লোটায়ে নমে কৃষ্ণের চরণে ॥ নন্দ ও যশোদা আদি গোপ-গোপীগণে। দণ্ডবৎ করয়ে মুনি সবার চরণে। কপট বচনে মুনি অক্রূরেরে কয়। কার রথ লয়ে অক্রূর আসিলে হেথায় ॥ কিবা অপরূপ রথ অতি চমৎকার। মনে হয় রথখানি সে কংস রাজার ॥ আনিলে কংসের রথ কি কার্য্য সাধনে। কেন কংস পাঠাইল রথ বৃন্দাবনে ॥ হাসিয়া অক্রূর তবে কহেন তখন। কংস রাজা করেছেন যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ নিমন্ত্রণ লয়ে তাই আসি বৃন্দাবনে। লয়ে যাব রাম-কৃষ্ণে রথ আরোহণে ॥ ইহা শুনি নারদ যে কহিছে তখন। এ বড় আশ্চর্য্য কথা করালে শ্রবণ ॥ কংস হন রাজা, নন্দ হন গোপজাতি। গোপগৃহে নিমন্ত্রণ অসম্ভব অতি ॥ একি অসম্ভব কথা হাসি পায় শুনে। গোপপুত্র যজ্ঞে যাবে রথ-আরোহণে ॥ শুনিয়া কপট-বাক্য নারদ ঋষির। মনে মনে হাসিলেন কৃষ্ণ বলবীর ॥ এইরূপে হ'তেছিল কথোপকথন। হেনকালে কৈল তথা ব্রহ্মা-আগমন। ব্রহ্মাকে দেখিয়া যেথা যত গোপ ছিল। গললগ্নীকৃত বাসে প্রণাম করিল ॥ ব্রহ্মাকে হেরিয়া তবে কৃষ্ণ দয়াময়। সমাদরে ডাকেন আসিতে আজ্ঞা হয় ॥ মহতের মান্যমান মহতেই জানে। সমাদর করি কৃষ্ণ ব্রহ্মাদেবে ডাকে ॥ নারদ অক্রূর

দাঁড়াইয়ে দুইজনে। প্রণাম করিল দোঁহে ব্রহ্মার চরণে॥ কৃষ্ণের নিকটে ব্রহ্মা আসিয়ে তখন। কৃষ্ণ-পদরজঃ করে মস্তকে ধারণ॥ দেখিয়া ব্রহ্মার স্তব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। হায় হায় করি উঠে নন্দ যশোমতী॥ নন্দ কহে, কি করিলে দেব পদ্মযোনি। গোপপুত্র হয় প্রভু মম নীলমণি॥ সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি প্রভু জগতের সার। কৃষ্ণকে প্রণাম কর একি অবিচার॥ একি অবিচার তব ওহে পদ্মযোনি। এই অপরাধে হারাইব নীলমণি॥ ব্রহ্মা বলে, নন্দ না করি যে অবিচার। কৃষ্ণকে প্রণাম করা সৌভাগ্য আমার॥ ব্রহ্মার বচনে সবে বিস্মিত হইল। নারদ ব্রহ্মারে তবে কহিতে লাগিল॥ নারদ বলেন, পিতা, ক'রো নাকো গোল। আজি নন্দ-যশোদার বড় অমঙ্গল॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপপুত্র তুমি পদ্ম-কুমার। দেবতা হ'য়ে তাকে নতি করা অবিচার॥ একে মনো-দুঃখে আছে মাতা যশোমতী। কৃষ্ণ নিতে রথ পাঠায় সে কংস ভূপতি॥ না জানি সে কংসের কিবা আছে মনে। রাজা হ'য়ে নিমন্ত্রণ করে গোপগণে॥ এইসব অলক্ষণ ব্রজেতে ঘটিল। কুস্বপন নন্দরাণী নিশিতে দেখিল। ব্রহ্মা বলে শুন বলি হে নারদ মুনি। কিবা কুস্বপন দেখেছেন নন্দরাণী। মুনি বলে, নন্দরাণী দেখেছে স্বপনে। কংসে নাশি কৃষ্ণ বসেছেন সিংহাসনে॥ কৃষ্ণ হস্তে মরে প্রাণে কংস নরপতি। কৃষ্ণ হয়েছে মথুরার অধিপতি॥ স্বপন বৃত্তান্ত কথা নারদ বলিল। শুনি পিতামহ ব্রহ্মা হাসিতে লাগিল॥ ঈশ্বর সরকার কহে কৃষ্ণপদ সার। বল হরি বদন ভরি মনরে আমার॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দেবগণের বৃন্দাবনে আগমন

ত্রিপদী। প্রভু কৃষ্ণ দরশনে, বৃন্দাবনে দেবগণে, সকলেতে করে আগমন। জানিয়া শ্রীভাগবতে, হরি যাবে মথুরাতে, অমর কিন্নর নরগণ॥ ধ্রুবলোকে ব্রহ্মালোকে, ইন্দ্রলোকে, তপোলোকে অসুরলোকাদি সুর সংখ্যা। তলাতল রসাতল, দেব আদি সুনির্ম্মল, সমুদ্র প্রয়াগ আদি লঙ্কা। যেথা যত জীবগণ, কৃষ্ণভক্ত অগণন, ভূত প্রেত রাক্ষস পিশাচ। কৃষ্ণ দরশন তরে, সবে আসে ব্রজপুরে, ক'রে সবে ত্যজি নিজবাস॥ এইরূপ ভক্তগণে, শ্রীকৃষ্ণের দরশনে, বৃন্দাবনে করে আগমন। হেথা

সমুদ্রের তীরে, সাজিছেন রথোপরে, লঙ্কায় ধার্ম্মিক বিভীষণ ।। রাবণের পুষ্পরথে, আরোহণ করি তাতে, রথে ল'য়ে রাণী মন্দোদরী। চলেছেন বিভীষণ, করিতে কৃষ্ণ দর্শন, ধার্ম্মিক লঙ্কার অধিকারী ।। যতেক রাক্ষস-গণে, কহিলেন জনে-জনে, লঙ্কাপুরে করিল ঘোষণা। রথে করি আরোহণ, চল যাই বৃন্দাবন, কৃষ্ণে হেরি পুরাব বাসনা ।। ব্রজলীলা পূর্ণ করি, মথুরায় যান হরি, ত্যজিয়া মধুর বৃন্দাবন। এ দিন হবে না আর, দেখিতে পাবে না আর, চল হেরি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ।। চলে জ্ঞানী বিভীষণ, করিতে কৃষ্ণ দরশন, আরোহণ করি পুষ্পরথে। কহে কবি সরকার, ব্রজলীলা চমৎকার, বিভীষণ চলে ব্রজপথে ।।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বিভীষণের আগমন

মহানন্দে বিভীষণ লঙ্কা অধিকারী। কৃষ্ণ দরশনে যায় সঙ্গে মন্দোদরী ।। সরমাদি সঙ্গে আর রক্ষ বধূগণ। দেবকন্যা, মণিকন্যা, নাগকন্যাগণ ।। ষাটি হাজার কন্যা বারণ হয়েছিল। কৃষ্ণ দরশনে সবে ব্রজেতে আসিল ।। এইরূপে বিভীষণ সমুদ্র হৈল পার। বৃন্দাবন হইল রাক্ষস-অধিকার ।। যত রাক্ষসগণে প্রবেশে বৃন্দাবনে। ভয়ে পলাইল যত গোপ-গোপীগণে ।। দেখিয়া দেবতাগণ ভয় পায় মনে। রাক্ষস অধিকার কৈল শ্রীবৃন্দাবনে ।। কে বুঝে রাক্ষস-মায়া বিধি-অগোচর। ধার্ম্মিক হৈলে কি হয় জাতি নিশাচর ।। কি জানি কিসের লাগি এল বৃন্দাবনে। নাহি জানি কিবা আছে বিভীষণ-মনে ।। ভয় পেয়ে দেবগণ কৈল পলায়ন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা শুধু রহিল তখন ।। রথ হৈতে নামিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ। বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা শ্রীচরণ ।। একে-একে রাক্ষসগণ করে দরশন। ষাটি হাজার দেবকন্যা কৈল দরশন ।। অবশেষে সূর্পণখা প্রণাম করিল। রামকৃষ্ণ দুইজনে ঈষৎ হাসিল ।। করযোড়ে সূর্পণখা শ্রীকৃষ্ণেরে বলে। প্রণাম করিতে প্রভু কি জন্য হাসিলে ।। ষাটি হাজার কন্যা আসি প্রণমে তোমায়। তাহা দেখি না হাসিলে দেব রায় ।। আমার প্রণামে কেন হাস নারায়ণ। বল শুনি, ওহে কৃষ্ণ

ইহার কারণ ।। কৃষ্ণ বলে সূর্পণখা বলিব তোমাকে। হেসেছি তোমার এই কাটা নাক দেখে ।। কি নাম তোমার শুনি ইহার কারণ। করেছিল কে তোমার নাসিকা ছেদন ।। সূর্পণখা বলে শুন নিবেদন করি। সূর্পণখা নাম মোর শুনহ শ্রীহরি ।। ত্রেতাযুগে দশানন বিজিত ভুবনে। তার ভগ্নী হই আমি, সকলেই জানে ।। হরগৌরী-পূজা লাগি কুসুম চয়নে। আমি গিয়াছিলাম দূর পঞ্চবটী বনে ।। তথায় আছিল রামের ভাই সে লক্ষ্মণ। বিনা দোষে কৈল মম নাসিকা ছেদন ।। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলে শুন সূর্পণখা। আমি সেই রামচন্দ্র বিভীষণ সখা ।। ত্রেতাযুগে বলরাম ছিল সে লক্ষ্মণ। এই করেছিল তব নাসিকা ছেদন ।। সূর্পণখা বলে আমি বিশ্বাস না করি। দয়া করি রামরূপ দেখাও শ্রীহরি ।। ধর প্রভু রামরূপ সীতা ল'য়ে বামে। রামলীলা প্রকাশহ বৃন্দাবন-ধামে ।। বিশ্বাস করিতে পারি ওহে নারায়ণ। বৃন্দাবনে কর যদি পঞ্চবটী বন ।। ত্রেতায় যে-রূপ আমি দেখেছি নয়নে। সে-রূপ ধারণ কর শ্রীবৃন্দাবনে ।। সূর্পণখা বাক্যে কৃষ্ণ সদয় হইল। রামচন্দ্র রূপ হরি ধারণ করিল ।। শ্রীরাধারাণী সীতা হয়ে দণ্ডাইল বামে। পঞ্চবটী সৃজিলেন বৃন্দাবন-ধামে ।। শ্রীবলরাম হইলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ। ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে দণ্ডায় তখন ।। বৃন্দাবনে রামলীলা করিল প্রকাশ। অতঃপর সূর্পণখা করিল বিশ্বাস ।। তাহা দেখি বিভীষণ নিকটে আইল। রামে হেরি মন্দোদরী কান্দিতে লাগিল ।। নিকষা হেরিয়া তবে রাম রঘুবর। রাবণের শোকেতে যে হইল কাতর ।। রামের নিকটেতে দণ্ডায়ে সারি সারি। কান্দেন রাবণের ষাটি হাজার নারী ।। রাবণের পূর্ব্বশোক করিয়া স্মরণ। কান্দিয়া কাতর যে ধার্ম্মিক বিভীষণ ।। শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ। কান্দিয়া কাতর হৈলে কিসের কারণ ।। বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন। বৃন্দাবনে রামরূপ করি দরশন ।। পূর্ণব্রহ্ম রামরূপ হেরিয়া নয়নে। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব পড়ে গেল মনে ।। ত্রেতাযুগে রামরূপ করি দরশন। কু-মন্ত্রণায় করিয়াছি বংশের নিধন ।। কু-মন্ত্রণা দিয়ে তোমায় হে-ভগবান্। আমি দিয়েছিনু রাবণের মৃত্যুবাণ ।। ত্রিভুবনজয়ী ভাই রাজা দশানন। কু-মন্ত্রণা দিয়া কৈনু তাহাকে নিধন ।। কু-মন্ত্রণা

দিনু কুম্ভকর্ণের কারণে। অকালে ভাঙ্গিয়ে ঘুম বধিলাম রণে।। লঙ্কার সন্ধান কত বলিনু তোমারে। ইন্দ্রজিতে বধিলাম গিয়া যজ্ঞাগারে।। ভেবে দেখ রণক্ষেত্রে বীর তরণীরে। কুমন্ত্রণা দিয়ে বধ করাইনু তারে।। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা সম শাস্ত্রের বচন। হইলাম আমি তার বধের কারণ।। সকল অত্যাচার কি কব যদুরায়। করেছি কুৎসিত কার্য্য তোমার আজ্ঞায়।। জন্মিয়া রাক্ষসকুলে আমি দুরাচার। কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাহি তার।। স্বর্ণ-লঙ্কা পোড়াইয়া ওহে যদুরায়। সে পোড়া লঙ্কায় রাজা করিলে আমায়।। কিসে প্রাণ জুড়াইবে ওহে দয়াময়। সদা মন পোড়ে মোর অন্তর জ্বালায়।। বিবেক দংশনে আমি কাতর শ্রীহরি। সে পোড়া লঙ্কায় থেকে বল কিবা করি।। কবি কহে শুনি বিভীষণের কাতর। অন্তরে কি বলিল রাম রঘুবর।।

বিভীষণের প্রতি শ্রীরামের প্রত্যুত্তর

রাম বলে শুনহে ধার্মিক বিভীষণ। ধার্মিক হইয়া কাঁদ কিসের কারণ।। যে জন পরম ভক্ত বিশ্ব চরাচরে। রোগ শোক নাহি থাকে তাহার শরীরে।। সুখ দুঃখে সমজ্ঞান করে সেইজন। ধার্মিক লক্ষণ এই শুন বিভীষণ।। সীতা সম সতীরে রাবণ হরিল। সেই পাপে সবংশেতে নিধন হইল।। করযোড়ে বিভীষণ বলিছে তখন। অজ্ঞানী ছিল না প্রভু রাজা দশানন।। ত্রিজগৎ কর্তা তুমি ওহে চিন্তামণি। আদ্যাশক্তি সীতাদেবী তোমার গৃহিণী।। যার কোপানলে হরি জ্বলে ত্রিভুবন। হরণ করিতে পারে তাঁরে কি রাবণ।। ভুল বুঝে হরি তুমি হইলে নিদয়। রাবণের বংশ ধ্বংস কৈলে দয়াময়।। ভেবে দেখ দীনবন্ধু আপন অন্তরে। কতজনে দুঃখ দেছ রাম অবতারে।। বিনা দোষে রত্নাকরে করিলে বন্ধন।। বিনা দোষে সে তোমার অনুজ লক্ষ্মণ। করিল যে সূর্পণখার নাসিকা ছেদন।। অমর বরেতে মম নাহি প্রয়োজন। আজ্ঞা কর, হোক্ মম শরীর পতন।। ইহা বলি বিভীষণ ধরণী লোটায়। কান্দিয়া কৃষ্ণের ধ'রে রাঙ্গা দুটি পায়।। বিভীষণে কাতর দেখিয়া

নারায়ণ। বৃন্দাবনে রামরূপ করিল গোপন॥ কৃষ্ণ বলে, শুন হে ধার্ম্মিক বিভীষণ। রাবণের শোক কর তুমি নিবারণ॥ চারিযুগে অমর তুমি মৃত্যু না হইবে। কলির আগতকালে কৃতার্থ হইবে॥ কৃষ্ণের সান্ত্বনা বাক্যে শান্ত করি মন। বিভীষণ লঙ্কাপুরী করিল গমন॥ সেবি শ্রীকৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র গায়। রথ-আরোহণে কৃষ্ণ যান মথুরায়॥

শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ

রথে চড়ি বিভীষণ ফিরিল লঙ্কায়। রথে আরোহিতে যান কৃষ্ণ দয়াময়॥ অদ্ভুত ভাগবতে কয় শ্রীভাগুরি মুনি। রাম-কৃষ্ণে বিদায় দিলেন নন্দরানী॥ বর্ণিতে অনেক হয় কৃষ্ণের বিদায়। লিখিলে রাধার খেদ গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ গোপীগণে প্রবোধিয়া দেব নারায়ণ। অক্রুরের রথে হরি কৈল আরোহণ॥ কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে রথে আরোহিল। বৃন্দাবন হইতে রথ অক্রূর ছাড়িল। যমুনার মধ্যে রথ যখন আসিল। জল মধ্যে শ্রীযমুনা বলিতে লাগিল॥ রথ রাখ হে অক্রূর মোর নিবেদন। নয়ন ভরিয়া করি কৃষ্ণ দরশন॥ অক্রূর বলে, কে তুমি জলের মধ্যেতে। কেমনে রাখিব রথ বল যমুনাতে॥ যমুনা বলেন, তুমি শুনহ অক্রূর। স'সন্ধ্যেতে রথ তুমি রাখ কিছুদূর॥ মম বাক্য না শুনিয়া যাবে মথুরায়। রথসহ তোমায় ডুবাব যমুনায়॥ অক্রূর ঈষৎ হাসি কহেন তখন। ইচ্ছা থাকে ক'রে যাও কৃষ্ণ দরশন॥ অক্রূরের ক্রূর বাক্য যমুনা শুনিল। বেগবতী মহাবেগধারণ করিল॥ পর্বতপ্রমাণ বেগ ধারণ করিল। অক্রূরের রথখানি জলেতে ডুবাল॥ মহাবেগবতী হয়ে যমুনা তখন। করিলেন কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন॥ অক্রূর চিন্তিল মনে কৃষ্ণ ভক্তিহীন। যমকুণ্ডে দণ্ডভোগ করে চিরদিন॥ যে তোমার ভক্ত সেই সতত নির্ভয়। তব ভক্তিহীন হৈলে রক্ষা নাহি পায়॥ তাহার প্রমাণ আমি দেখিনু নয়নে। জলময়ী ইচ্ছা কৈল তব দরশনে॥ অতঃপর অক্রূর রথ চালাইল। মথুরার প্রান্তভাগে উপস্থিত হৈল॥ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরে বলে আর কতদূর। অক্রূর বলিল প্রভু এই মধুপুর॥ চেয়ে দেখ দয়াময় করি নিরীক্ষণ।

এইত কংসের রাজ্য মথুরা-ভুবন ॥ দৃশ্য করি দেখ এবে তুমি বংশীধারী। রাজধামে পতাকা উড়িছে সারি সারি। তুরী ভেরী বাজে কত শুনিতে সুরস। মন্দির উপরে শোভে সোনার কলস ॥ কংস নৃপতির রাজ্য দেখহ শ্রীহরি। নানাজাতি প্রজা বাস করে নরনারী। ইহা বলি অক্রূর কংস রাজ্য দেখায়। সেবি শ্রীকৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র গায় ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রজলীলা সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

শৈবমতে মাথুরের শ্লোকঃ

ভক্তানাঞ্চ প্রিয়-মাধবঃ লীলাময়ং গতং ভবেং।
তেষাং এষাং ভক্ত বিষ্ণু স্বয়ং সদা॥ ১
ভক্তাধীনঃ গোবিন্দঃ গোপবৃন্দঃ মাধবে।
ব্রজানুকুলোদ্ভবাং তস্যাঞ্চ গোপবালকং॥ ২
কংসারি কেশব লীলায়াং মাধব।
প্রিয়োত্তম কৃষ্ণাঞ্চ ব্রজানুভবেম্মবাদ॥ ৩
তুষ্টাঙ্গকরভি মধুরপুর বাসরে।
বলরাম তস্যাঞ্চ উবাচ তথা॥ ৪
বিমানাঃ পরিহন্তাবরং মথ্‌রায় সদা।
তেষাং মহিমা নারায়ণঃ করোতি ভবেৎ॥ ৫
এতদর্থে পঞ্চমঃ শ্লোকঃ সমাপ্তঃ।

কৃষ্ণ-বলরাম কর্ত্তৃক কংসের রাজ্য বর্ণন

শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন দাদা বলরাম। কিবা অপরূপ এই কংস রাজ্য-ধাম॥ মনে হয় যেন ইহা ইন্দ্রের রাজত্ব। শিবালয় স্থানে স্থানে দেখিলাম কত॥ সুবর্ণ-পতাকা কত উড়ে মনোহর। সোনার কলস শোভে মন্দির উপর॥ সারি সারি ইমারত কনকে বেষ্টিত॥ বোধ করি হবে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত॥ কতই উদ্যান শোভে বন-উপবন। নানাজাতি বিহঙ্গম না যায় বর্ণন॥ সরোবরে কমলের অতি সুশোভন। বারি মধ্যে শোভে কত বারিজের বন॥ স্থানে স্থানে পিক কত ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে। সারি সারি শুক-শারী পুরীর সম্মুখে॥ ময়ূর-ময়ূরী কত না যায় বর্ণন। করী আর অশ্ব কত না যায় গণন॥ তুরঙ্গ-কুরঙ্গ আদি নানা রঙ্গ

আর। বাহারসড়ক মধ্যে তিপায় বাজার ॥ সমুদ্র বেষ্টিত হৈল মথুরাভুবন ॥ কংস রাজ্য হৈল সোনার লঙ্কা যেমন ॥ লঙ্কার সমান দেখি মথুরানগর। কেবল সাগর নাই আর নিশাচর। মথুরার রাজ্য শোভা দেখিয়া নয়নে। আনন্দিত হৈল রামকৃষ্ণ দুইজনে ॥

এই রূপে রামকৃষ্ণ ভাই দুইজন। সবে কংস-রাজার রাজ্য করেন বর্ণন ॥ সুবল নামেতে এক কৃষ্ণভক্ত ছিল। শ্বেতবর্ণ নীলবর্ণ শিশুকে দেখিল ॥ হরিভক্ত সুবল কৃষ্ণে নাহি চিনে। ব্রজেতে বিরাজে প্রভু শুনেছে শ্রবণে ॥ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসি করিল প্রণাম। পরিচয় জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণ বলরাম ॥ শ্রীহরি বলেন, কহ তুমি কোনজন। আমায় প্রণাম কৈলে কিসের কারণ ॥ সুবল বলে, মোর সুবল হয় নাম। কৃষ্ণ জ্ঞান করি আমি করেছি প্রণাম। আমি দীনহীন অতি শুন বলি স্পষ্ট। কৃষ্ণভক্ত সত্য কিন্তু নাহি চিনি কৃষ্ণ ॥ ব্রজেতে আছেন হরি শুনেছি শ্রবণে। কিরূপ কৃষ্ণের রূপ না দেখি নয়নে ॥ আমি দীনহীন ব্রজে যেতে করি মন। যমুনা পার হ'তে নারি অর্থের কারণ। পঞ্চতঙ্কা লাগে যে যমুনা পারাপারে। বিনা দানে পার হই বল কি প্রকারে ॥ কৃষ্ণ বলে, কৃষ্ণরূপ না দেখি নয়নে। কৃষ্ণ অভিপ্রায় তুমি জানিলে কেমনে ॥ কহ কহ হে সুবল শুনিব শ্রবণে। ব্রজের যে কৃষ্ণ আমি ভাবিলে কেমনে ॥

সুবল বলেন প্রভু করি নিবেদন। কৃষ্ণ-অভিপ্রায় আমি জানি যে কারণ ॥ গুরু উপদেশ মম যখন হইল। ইষ্টদেব কৃষ্ণরূপ সংক্ষেপে কহিল ॥ নীলবর্ণ কৃষ্ণ হন নবজলধর। চূড়া-ধড়া বান্ধা তার মস্তক উপর ॥ বামে চুড়া হেলা আর করে-ধরা বাঁশী। শ্রীপদে নূপুর শোভে ভক্ত অভিলাষী ॥ ভৃগুপদ-চিহ্ন আঁকা শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষেতে। এইভাবে আমি তোমা পারিনু চিনিতে ॥ হৃদয় কমল মধ্যে পাতিয়া আসন। তদুপরি কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিবে স্থাপন। মনোমত বেশে তারে লবে সাজাইয়া। করিবে তাঁহার ধ্যান ভক্তি যুত হইয়া ॥ ধড়া চূড়া আদি তারে করাবে ধারণ। হৃদপদ্ম দিয়ে তার করিবে পূজন ॥ মনরূপ নৈবেদ্য যতনে সাজায়ে। কৃষ্ণায় নমঃ বলি দিবে ভক্তি মিশাইয়ে ॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ করি বিসর্জ্জন। প্রেমসাগরেতে বসি করিবে সাধন ॥

অগ্নিমধ্যেতে শীতল করিয়া মিলন। সেইরূপ কৃষ্ণরূপ করিবে দর্শন ॥ আপনি পূজক হ'য়ে করিবে সেবন। আপনি করিবে কৃষ্ণে চামর ব্যজন ॥ আপনার জঠরে আপনি প্রবেশিয়া। স্তবন করিবে কৃষ্ণে ভক্তি মিশাইয়া ॥ ভক্তি হলে অবশ্যই লভিবে মুকতি। ভক্তি বিনা ভেবে দেখ নাহি কোন গতি ॥ গুরু-উপদেশে যে চিনিছে মহাশয়। নব-জলধররূপে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ গুরুবাক্য ঐক্য করি দেখিনু এখন। হৃদপদ্মে এইরূপ করেছ ধারণ ॥ এই হেতু কৃষ্ণ জ্ঞান করিনু তোমায়। হাসিয়া বলিল তবে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলে, সুবল আমি সেই কৃষ্ণ। দরশন কর তুমি মন করি নিষ্ঠ ॥ সুবল শুনিয়া মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। চরণে লুটায়ে মুখে হরি হরি বলে ॥ শ্রীহরি বলেন, শুন প্রাণের সুবল। তোমায় যে ভাবি আমি ব্রজের সুবল ॥ সুবল বলেন, প্রভু আমি দুরাচার। ব্রজের সুবল পদে প্রণাম আমার ॥ গুরুমুখে উপদেশ করেছি শ্রবণ। শ্রীদাম সুদাম যত রাখালের গণ ॥ গোষ্ঠেতে বিরাজে সব লইয়া গোপালে। তুলনা নাহিক তার ব্রজের সুবলে ॥ তার সহ তুল্য মোর নাহি কদাচন। ধন্য সে সুবল তার সফল জীবন ॥ ব্রজের সুবলে আছে সৌভাগ্য প্রকাশ। আমি হ'তে নারি তার দাস-অনুদাস ॥ ইহা বলি প্রণমিল কৃষ্ণ-পদতলে। মথুরা-জনগণে সংবাদ দিতে চলে ॥ সরকার কহে, শুন কৃষ্ণভক্তগণ। মথুরার লোকদের কৃষ্ণ-দরশন ॥

সুবল বলে, শুন মথুরাবাসীগণ। শীঘ্র আসি কর সবে কৃষ্ণ দরশন ॥ সবে আসি দেখে যাও কৃষ্ণ গুণধাম। কৃষ্ণের সঙ্গেতে আছে দাদা বলরাম ॥ শ্বেত-নীলবর্ণ যে দণ্ডায়ে দুইজন। আহা মরি মধুপুরী হয়েছে শোভন ॥ কৃষ্ণ ভক্ত কেবা আছে এসহে হেথায়। কালোরূপে আলো করিয়াছে ব্রজময় ॥ সুবল-মুখে কৃষ্ণ-কথা করিয়ে শ্রবণ। নর-নারী ছুটে আসে না যায় বর্ণন ॥ বিপ্র শূদ্র নানাজাতি দেখিবারে ধায়। মুখে হরি-হরি বলি আসিল তথায় ॥ কুল ত্যজি ধায় যত কুলবধূগণ। বিবসন হ'য়ে করে হরি-দরশন ॥ কৃষ্ণ-দরশনে সবে করে হুড়াহুড়ি। ভূমি ধরি যায় আশী বৎসরের বুড়ী ॥ কাণা-খোঁড়া চলে কত হাজার হাজার। হরি-দরশনে যেন বসিল বাজার ॥ কেশ কেহ নাহি বান্ধে

আমাদের অন্যান্য প্রকাশিত বই

শ্রীমদ্ভগবদগীতা মূল্য ৫'০০, পদ্যগীতা মূল্য ৪'০০, বাঁধান ৫'০০, শ্রীনৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত গীতারত্নামৃত মূল্য ৫'০০, প্রভাস খণ্ড মূল্য ১০'০০, স্তব কবচমালা মূল্য ৭'০০, নিত্যকর্ম পদ্ধতি মূল্য ২'৫০, ঐ বৃহৎ ৬'০০, মেয়েদের ব্রতকথা মূল্য ৬'০০ ঐ ছোট ৩'০০, রামকৃষ্ণ উপদেশ মূল্য ৬'০০, আরতি-মালা মূল্য ২'০০, লক্ষ্মীচরিত্র ৬'০০, ছোট ৩'০০, বারোমাসের লক্ষ্মীর ব্রত-কথা মূল্য ২'০০ আরব্য উপন্যাস মূল্য ২০'০০, পারস্য উপন্যাস মূল্য ১২'০০ ঠাকুরমার ঝুলি মূল্য ৮'০০ গোপাল ভাঁড়ের গল্প বড়ো মূল্য ৬'০০, ছোট ২'০০, লতাপাতার গুণ মূল্য ২'০০, টোটকা চিকিৎসা মূল্য ২'০০, পশু চিকিৎসা মূল্য ২'০০, খনার বচন মূল্য ২'০০, হনুমান চরিত্র মূল্য ২'০০, চাণক্য শ্লোক মূল্য ২'০০, রামপ্রসাদী সঙ্গীত বড় ৬'০০, (স্বরলিপি সহ) ঐ ছোট মূল্য ২'০০ শ্যামা সঙ্গীত মূল্য ২'০০, বাউল সঙ্গীত মূল্য ২'০০, প্রেমময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মূল্য ৭'০০, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা মূল্য ৬'০০, সন্তোষী মাতার ব্রতকথা ও পুজাবিধি মূল্য ২'০০, অদ্ভুত বশীকরণ তন্ত্রসার মূল্য ৬'০০ আদি ও আসল কশ্যপ তন্ত্রসার মূল্য ৬'০০, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিদ্যা মূল্য ৮'০০ কামাখ্যা তন্ত্রসার মূল্য ৬'০০ আধুনিক ডিজাইনের কাটিং ও সেলাই শিক্ষা মূল্য ১৫'০০।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংকলিত বিভিন্ন দেব দেবীর বরাত বিহীন পূজা পদ্ধতি

দুর্গাপূজা পদ্ধতি :—(দেবী, কালিকা ও নন্দীকেশ্বর পুরাণোক্ত প্রতিখানির মূল্য ৮'০০ টাকা) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি মূল্য ৪'00, কালীপূজা পদ্ধতি মূল্য ৫'00, সরস্বতী পূজা পদ্ধতি মূল্য ৩'00 শীতলাপূজা পদ্ধতি মূল্য ৪'00, মনসা পূজা পদ্ধতি মূল্য ৪'00, সত্যনারায়ণ ও সুবচনী পূজা পদ্ধতি মূল্য ৪'00 জগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি মূল্য ৪'00 বিশ্বকর্মা পূজা পদ্ধতি মূল্য৩'00, অন্নপূর্ণা পূজা পদ্ধতি মূল্য ৪'00 টাকা।

আর্য্যানুষ্ঠান বিধি (১ম খণ্ড), সামবেদীয় বিবাহ, (২য় খণ্ড) সামবেদীয় অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়াকরণ ইত্যাদি, (৩য় খণ্ড) যজুর্বেদীয় বিবাহ, (৪র্থ খণ্ড), যজুর্বেদীয় অন্নপ্রাশন, নামকরণ চূড়াকরণ ইত্যাদি প্রতিটি খণ্ডের মূল্য—৫'00 টাকা।

শ্রাদ্ধকাণ্ড পদ্ধতি—(সাম ও যজুর্ব্বেদীয়) প্রতিটি ৮'00।

ধায় বামাগণে ॥ ছেলে ফেলে চলে সবে হরি-দরশনে ॥ মধ্যভাগে দাঁড়াইয়ে কৃষ্ণ-বলরাম। কে কাহার গায়ে প'ড়ে করিছে প্রণাম ॥ প্রণামে প্রণামে হৈল ধূল পরিমাণ। প্রণামের নদী যেন বহিছে উজান ॥ কেহ বলে, এই কৃষ্ণ ছিল ব্রজপুরে। কৃষ্ণ দরশন কর তু'নয়ন ভরে ॥ কৃষ্ণ-কোলে শ্বেতবর্ণ কিবা শোভা পায়। মেঘের কোলেতে যেন বক উড়ে যায় ॥ কেহ বলে এদের কি মাতা-পিতা আছে। প্রাণ ধ'রে কেমনে এ-পুত্র ছেড়ে দেছে ॥ কেহ বলে ধন্য তুমি হে কংস রাজন্। তোমার কল্যাণে করি হরি দরশন ॥ কেহ বলে ধন্য ধন্য মথুরা নগরী। যার তরে হেরিলাম শ্রীকৃষ্ণ মুরারী ॥ কেহ বলে, ধন্য হে অক্রুর মহাশয়। কৃষ্ণ এনে পবিত্র করিলে কংসালয় ॥ যেন ভগীরথ ধন্য পৃথিবী মণ্ডলে। পবিত্র করিল গঙ্গা এনে মহীতলে ॥ সেরূপ পবিত্র করিলে মধুবন। তোমার কৃপায় হৈল কৃষ্ণ দরশন ॥ অতঃপর কৃষ্ণে হেরি তথা হৈতে চলে। সেবিয়া শ্রীকৃষ্ণ পদ ঈশ্বরচন্দ্র বলে ॥

কংসের সভায় কৃষ্ণ-বলরামের আগমন ও রজক নিধন

কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন দাদা হলধরে। এই বেশে সভামাঝে যাই কি প্রকারে ॥ সভামাঝে কংস বসি আছে সিংহাসনে। কেমনে যাইব বল এমন বসনে ॥ কোন্ লাজে সভামাঝে করিব প্রবেশ। সকলে হাসিবে দেখে রাখালের বেশ ॥ চূড়া ধড়া ব্রজভাব করিয়া গোপন। রাজসভা-যোগ্য চাই উত্তম বসন ॥ বিশেষ মাতুল হন কংস নরপতি। আমরা হইনু তার ভগ্নীর সন্ততি ॥ লোকাচার বেদাচার বল কিসে ঢাকে। এই বেশে গেলে সব হাসিবেক লোকে ॥ বেদাচারেশত্রু লোকাচারেতে মাতুল। বল দাদা কিসে হয় তুদিক প্রতুল ॥ লোকাচার বেদাচার করিব গোপন। বল, কোথা পাই দাদা উত্তম বসন ॥ এরূপে উভয়ে করে কথোপকথন। এ সময় কংস-রজক দিল দরশন ॥ রাজসভায় যায় রজক বসন লইয়া। রজকে ডাকেন কৃষ্ণ বিনয় করিয়া ॥ শুনহে রজক ভাই ভয় নাহি মনে। রজক তাদের কথা শুনেও না শুনে ॥ তাহা দেখি ক্রোধে হরি জ্বলিয়া উঠিল। ধোপার বস্ত্রের মোট কাড়িয়া লইল ॥ ধোপা বলে, কে রে তুই তুষ্ট দুর্জন। জান না কি কংস-রাজা দ্বিতীয় শমন ॥ তাহার রজক

আমি না জান কারণ। জোর ক'রে কেড়ে লও রাজার বসন॥ অজ্ঞান বালক তুমি একি অসঙ্গত। কটিদেশে ধটি আঁটা রাখালের মত॥ মন্না ময়ূরের পাখা বাঁধিয়া মাথায়। দস্যুগিরি করিবারে এসেছ হেথায়॥ এমনি দুষ্টামি তোর অতিশয় দেখে। কোন্ দ্বিজ পদাঘাত কৈল তোর বুকে॥ বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে মন। রাখাল হইয়া চাও রাজার বসন॥ এতেক ভৎ'সনা যদি রজক করিল। মহাক্রোধে কৃষ্ণচন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিল॥ দক্ষ করে রজকেরে করিয়া ধারণ। চপেট আঘাতে কৈল মস্তক ছেদন॥ রজকে বধিয়া হরি লইল বসন। কে পরাবে বস্ত্র চিন্তা করেন তখন॥ জন্মেজয় রাজা বলে, কহ তপোধন। এত অবিচার কেন কৈল নারায়ণ॥ রজকে কি দোষে বধে কহ তপোধন। বধিয়া রজকে কেন লইল বসন॥ পর-ধন হরণে অনেক অত্যাচার। জগৎ-ইষ্ট কৃষ্ণ হ'য়ে কৈল অবিচার॥ কিবা দোষ রজকের, দোষী কেন হয়। দয়াময় হ'য়ে কেন এতেক নিদয়॥ কৃষ্ণের বসনে যদি ছিল প্রয়োজন। ব্রহ্মারে করিলে আজ্ঞা যোগাত বসন॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব আদি যাঁর আজ্ঞাকারী। দেবের দুর্লভ যাঁর কুবের ভাণ্ডারী॥ পরম গৃহিণী লক্ষ্মী যাঁর গৃহে রন। তাঁর কেন সামান্য বসনে হৈল মন॥ ইহার তদন্ত কহ ওহে মুনিবর। শুনিতে ব্যাকুল মম হয়েছে অন্তর॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। কেন অবিচার করিলেন নারায়ণ॥ বস্ত্র উপলক্ষে কৈলা রজকে উদ্ধার। যেহেতু রজক-বধ শুন তত্ত্ব তার॥ ত্রেতাযুগে যবে হরি রাম-অবতার। অযোধ্যায় এল করি সীতার উদ্ধার॥ অযোধ্যায় শ্রীরাম যে রজকের ভাষে। পঞ্চমাস গর্ভ সীতা দিল বনবাসে॥ লোকমুখে এই কথা রজক শুনিল। শ্রীরামের রাঙা পায় প্রণাম করিল॥ গলবস্ত্র হয়ে বলে ওহে নারায়ণ। আমি অতি দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥ আমার কথায় প্রভু-বিশ্বাস করিয়া। জানকীরে দিলে প্রভু বনে পাঠাইয়া॥ কত পাপ করিয়াছি না যায় বর্ণন। নিজ হস্তে কর তুমি আমারে নিধন॥ পাপে মুক্ত হই আমি দেহ পরিহরি। স্বহস্তে মস্তক ছেদ কর ধনুর্দ্ধারি॥ শ্রীরাম বলেন আমি বধিলে তোমাকে। অনুতাপ তুষানলে ভুগিবে বা কে॥ মম হস্তে প্রাণত্যাগ করে যেই জন। মৃত্যু অন্তে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন॥ শরণ

লইলে যবে রজক কুমার। দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপে করিব উদ্ধার॥ বর পেয়ে আনন্দিত রজক হইল। দ্বাপরেতে মথুরায় জনম লভিল॥ বস্ত্র-উপলক্ষ্য মাত্র শুনহ রাজন্। এই হেতু করিলেন রজক নিধন॥ সংক্ষেপে কহিনু রাজা শুন তত্ত্ব তার। ঈশ্বরচন্দ্র রচিল রজক উদ্ধার॥

শৈব উক্তি শ্লোকঃ

জনক-দুহিতা তত্ত্বময়ী লক্ষ্মীরূপা।
রজক-ভাষয়া অরণ্যং গচ্ছতি॥ ১
নারায়ণ-ময়ং সর্ব্বং জিহ্বাতু চ ভারতী।
কাকস্তং গুণাধিময়ঃ যথা ভাবৎ॥ ২
সর্ব্বগুণারু ভবেৎ বেত্তিভুত্র।
সাখ্যঞ্চ প্রখরা মেহং তস্যাঞ্চ মারোতিং॥ ৩
পঞ্চভূতদেহ আত্মনি লয়ং সদা।
দশনরূপী রোগী যথায়ং॥ ৪
মধুকৈটভনাশনং তৎ পদপল্লবং।
তেষাং এষাং ভবেৎ সদা॥ ৫

জন্মেজয় রাজা বলে, কহ তপোধন। তদন্তরে কি হইল করিব শ্রবণ॥ রজক বধিয়া রামকৃষ্ণ দুইজন। তন্তুবায় কাছে আসি দিল দরশন। সম্মুখে দেখিয়া তাঁতী কৃষ্ণ-বলরাম। ধরনী লোটায়ে তাঁতী করিল প্রণাম॥ ভক্তির সাগরে তাঁতী ডুবিল তখন। গলে বাস দিয়া করে কৃষ্ণ-দরশন॥ চক্ষে বহে প্রেম-নীর চিত্ত স্থির করি। বাহিরে দর্শন করে, মনে জপে হরি॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন তন্তুর নন্দন। কংস-যজ্ঞে যাব শীঘ্র পরাও বসন॥ তন্তুবায় বলে, হরি করি নিবেদন। যশোদা-কর্ত্তৃক সাজে কেন অযতন॥

কৃষ্ণ-বলরামের বস্ত্র পরিধান

তন্তুবায় বলে, কৃষ্ণ করি নিবেদন। যশোমতী সাজায়েছে করিয়া যতন॥ সেই সাজ আমি প্রভু ঘুচাইতে নারি। যশোদা-যতনে কেন অযতন হরি॥ যশোদার এই বেশ করিয়া গোপন। পরাতে নারিব হরি সামান্য বসন॥ মাতৃদত্ত সাজ আমি ঘুচাইতে নারি। তাহার তদন্ত কিছু শুন হে শ্রীহরি॥ ত্রেতাযুগ-কথা কৃষ্ণ করহ স্মরণ। কৈকেয়ী বিবাদী হ'য়ে দিয়াছিল বন॥ কৌশল্যা পরায়েছিল রাজ আভরণ। করেছিল মাতৃ-সাজ কৈকয়ী হরণ॥ সে অপরাধে কৈকেয়ী নাহি আছে সুখে। অদ্যাবধি আছে তার পাষাণ চাপা বুকে॥ শ্রীহরি বলেন, শুন তন্তুর নন্দন। কহ তুমি ত্রেতা-যুগে ছিলে কোন্‌জন॥ তন্তুবায় বলে, হরি করি নিবেদন। কুঁজী নামে চেড়ী আমি ছিলাম তখন॥ আমার মন্ত্রণায় কৈকেয়ী হর্ষ হ'য়ে। বনবাস দিল রাজ-আভরণ ল'য়ে॥ বৃত্তান্ত জানিয়ে সেই কৌশল্যা মহারাণী। অভিশাপ আমারে করিলেন তিনি॥ তব মন্ত্রণায় মম ঘটে এই গ্রহ। যথাস্থানে জন্ম লও ধ'রে নরদেহ॥ নারী আছ নর হ'য়ে ভুগিবে যন্ত্রণা। মাড়-অন্ন গ্রহণেতে পূরিবে বাসনা॥ এই হেতু করি ভয় শুন নারায়ণ। বারেক পেয়েছি দণ্ড তোমার কারণ॥ মাতৃ-দত্ত সজ্জা তবে ঘুচায়ে একবার। কৈকেয়ী পাষাণ বুকে আমি তন্তুকার॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন আমার বচন। বর দিব আমায় হে পরাও বসন॥ মম অঙ্গ স্পর্শে হয় পাপ বিমোচন। পাপ নাশ হবে তব পরাও বসন॥ তন্তুবায় কহে, হরি করহ শ্রবণ। তব পাদপদ্মে কিছু আছে নিবেদন॥ যখন তোমায় হরি করেছি দর্শন। তখনি হয়েছে মম পাপ বিমোচন॥ যদি কেহ চক্ষে তোমা হেরে একবার। তার দেহে থাকে কি পাপের অধিকার॥ সেই নারায়ণ আমি ভাবি হে

এখন। ব্রহ্মবেশ হৃষীকেশ ক'রো না গোপন ॥ যেই বেশে ব্রহ্মাণ্ড ভুলালে নারায়ণ। সে বেশ ত্যজিবে এবে কিসের কারণ ॥ মথুরায় আসিয়াছ কংসের যজ্ঞেতে। তাই বুঝি কৃষ্ণরূপ চাইছ লুকাতে॥ কংসের অদৃষ্টে নাই কৃষ্ণ দরশন। এ কারণে কৃষ্ণরূপ করিবে গোপন ॥ চূড়া-ধড়া বংশী তিন কৃষ্ণের ভূষণ। এ তিন থাকিলে হয় কৃষ্ণ দরশন ॥ শত্রুভাবে পাবে তোমায় সে কংস রাজন্। এ-কারণ কৃষ্ণরূপ করিবে গোপন ॥ শত্রুভাবে পাবেন তোমায় কংসরাজ। চূড়-ধড়া ত্যজিয়ে করিলে শত্রুসাজ ॥ অতঃপর শুন হরি করি নিবেদন। কোথায় পাইলে এই পুরানো বসন ॥ ঈষৎ হাসিয়া তারে কহে চিন্তামণি। বস্ত্র লই পথেতে করিয়া রাহাজানি ॥ তন্তুরায় বলে, হরি কহ তত্ত্ব তার। বিচারক হ'য়ে কেন কৈলে অবিচার ॥ জগতের কর্ত্তা তুমি শ্রীমধুসূদন। অবিচারে পরধন হর কি কারণ ॥ এতেক শুনিয়া তবে কহিছে শ্রীহরি। কেন বস্ত্র লই আমি অবিচার করি ॥ কংস-রাজা মাতুল বিচারে সন্তোষ। মাতুলের বস্ত্র নিলে কিবা তায় দোষ ॥ জগতের কর্ত্তা আমি শ্রীমধুসূদন। অবিচারে কারো কভু না করি হরণ ॥ আমিই বিচারপতি আমাতে ব্রহ্মাণ্ড। দোষ-গুণ বিচার করিয়া দিই দণ্ড ॥ তন্তু বলে, তব পদে প্রণাম আমার। কে জানে হে ত্রিভঙ্গ বিচার তোমার ॥ ঈশ্বর সরকার কহে কৃষ্ণপদ সার। গেল দিন দিনে দিনে অসার সংসার ॥ সংসার ভোজের বাজী মায়াযোগে তায়। আমার আমার করা বৃথা অভিপ্রায় ॥ অতএব কৃষ্ণ ভজ দিন গেল মন। দিন দিন হ'লো আসি নিকট মরণ ॥

তন্তুবায় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সজ্জা

প্রণমিয়া রামকৃষ্ণে সেই তন্তুরায়। মহানন্দে কৃষ্ণ বলরামেরে সাজায় ॥ তন্তুবায় রাম কৃষ্ণে সুসজ্জিত করি। ভুবন মোহন রূপ হেরে নেত্র ভরি ॥ দিব্যচক্ষু তন্তুবায় পাইল তখন। দিব্যজ্ঞান জন্মে কৃষ্ণ করিয়া স্পর্শন ॥ করযোড়ে তন্তুবায় স্তব আরম্ভিল। দু'নয়নে প্রেম অশ্রু ঝরিতে লাগিল ॥ ওহে দীনবন্ধু তুমি অখিলের পতি। জগতের

সার প্রভু অগতির গতি ॥ মহাপাপী আমি প্রভু দুষ্ট দুরাচার। এ ভব যন্ত্রণা হতে করহ নিস্তার ॥ এইরূপে তন্তুবায় স্তব স্তুতি কৈল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি সদয় হইল ॥ কৃষ্ণ বলে বর চাহ তাঁতীর নন্দন। তাঁতী বলে আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ তব পদে মতি যেন থাকে অনুক্ষণ। এই বর দাও মোরে পতিত পাবন ॥ তন্তুবায়-বাক্যে কৃষ্ণ প্রফুল্ল-হৃদয়। মনোমত বর তারে দিল সে সময় ॥ চূড়া-ধড়া তন্তুবায় করেন গোপন। মালাকার-গৃহে হরি করিল গমন ॥

মালাকার-গৃহে শ্রীকৃষ্ণের আগমন

রাজবেশ পরি কৃষ্ণ বলরাম দুইজন। মালাকার গৃহে আসি দিল দরশন ॥ অপূর্ব মূরতি হেরি মালাকার বলে। কে তোমরা দুইজন হেথায় আসিলে ॥ শ্রীহরি বলেন শুন কৃষ্ণ মোর নাম। সঙ্গে আছে বড় দাদা নাম বলরাম ॥ নন্দরাজা পিতা মোর বসতি ব্রজেতে। কংস যে মোদের মামা এসেছি যজ্ঞেতে ॥ মালা পরিবার ইচ্ছা করি দুইজনে। সে কারণ আসিয়াছি তোমার ভবনে ॥ শুনি মালাকার হয় আনন্দিত মন। করযোড়ে দুই ভায়ে করিল স্তবন ॥ ধন্য আমি ধন্য আমি করি প্রণিপাত। অদ্য নিশি আমার হইল সুপ্রভাত ॥ আমার ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন। দয়া করি দয়াময় দিলে দরশন ॥ মায়ার ঈশ্বর তুমি দেব মায়াময়। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যে হইলে উদয় ॥ তব পদার্পণে গৃহ পবিত্র এখন। সফল মানব জন্ম ওহে নারায়ণ ॥ তুমি পরমাত্মা হও সূক্ষ্ম আর স্থূল। ওহে বিশ্বপিতা তুমি এ বিশ্বের মূল ॥ নাশিতে অসুর দলে তব অবতার। সাধুজনে রক্ষা কর তুমি অনিবার ॥ শরণ লইনু আমি তব শ্রীচরণে। ভবভয় হর হরি এ অধম জনে ॥ আমি অতি মূঢ়মতি কি দিয়ে পূজিব। তব রাঙ্গাপদ আমি মস্তকে ধরিব ॥ কি কার্য্য করিব প্রভু কর আজ্ঞা মোরে। তব আজ্ঞামত কার্য্য করিব সাদরে ॥ মালাকার-বাক্যে তবে বলে দামোদর। সুগন্ধি উত্তম মাল্য আনহ সত্বর ॥ এই কথা শুনি মালী অমনি তখন। আনিল পুষ্পের

হার সুন্দর দর্শন ॥ শ্রীহরি বলেন, তুষ্ট হলেম ভক্তিতে। শীঘ্র পরাও মালা যাব যজ্ঞ দেখিতে॥ প্রেম-নীরে ভাসিয়া কহেন মালাকার। তোমাকে পরাতে মালা সাধ্য আছে কার॥ গলায় হাড়ের মালা নিয়া নারায়ণ। রাধার দুর্জ্জয় মান করিলে ভঞ্জন॥ নাশিতে এবার কার মান-প্রাণ কালা। ছল ক'রে এসেছ পরিতে বনমালা॥ ইহা বলি মালাকার অতি সমাদরে। প্রদান করিল মালা দুই সহোদরে॥ মালা পরি রাম-কৃষ্ণ ভাই দুইজন। আসিয়া কংসের যজ্ঞে দিল দরশন॥

কুব্জার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ

মুনির উক্তি

অতঃপর নরপতি করহ শ্রবণ। অনন্ত কৃষ্ণের লীলা বুঝে কোন্ জন্॥ রথে আরোহণ করি রাম কৃষ্ণ দুইজনে। কংসের পুরীতে যায় আনন্দিত মনে॥ পথমাঝে এক নারী যায় ধীরে ধীরে। কুৎসিত আকার তার কুব্জা নাম ধরে॥ পৃষ্ঠেতে বিরাট কুঁজ বিরাট বদন। চন্দনের পাত্র লয়ে করিছে গমন॥ তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত হৈল। হাস্যমুখে তার কাছে কহিতে লাগিল॥ আহা কিবা রূপবতী নবীন যৌবনা। কহ লো সুন্দরী তুমি কাহার ললনা॥ ক্ষণেক দাঁড়াও ধনি তুমি একবার। নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি চমৎকার॥ হস্তে তব দেখিতেছি সুগন্ধি চন্দন। ও চন্দন মম অঙ্গে করহ লেপন॥ কৃষ্ণের বচনে তবে সে কুবুজা নারী। কহিতে লাগিল কথা অতি ধীরি ধীরি॥ শুন তুমি সবিনয়ে করি নিবেদন। কংসের কিঙ্করী আমি জানে সর্ব্বজন। কুব্জা নাম হয় মম জেনো মহাশয়। অনুলেপ কার্য্য করি রাজার আলয়॥ যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হয় এ চন্দনে। অঙ্গে তব দিতে পারি কিবা ভয় মনে॥ এত কহি সে কুব্জা সুকোমল করে। কৃষ্ণাঙ্গে চন্দন দেয় আনন্দ অন্তরে॥ চন্দনাদি দেয় কুঁজি বিবিধ প্রকারে। কৃষ্ণ-স্পর্শে সুখবোধ করয়ে অন্তরে॥ আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈল। বিনাশিয়া কুঁজ তারে রূপসী করিল॥ কি আশ্চর্য্য কৃষ্ণলীলা শুন মহামতি। কৃষ্ণ

স্পর্শে কুব্জা হৈল অতি রূপবতী ॥ রূপসী হইয়া কুব্জা আনন্দে ভাসিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাগি আকুল হইল ॥ শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র হস্তে করিয়া ধারণ। সুমধুর বাক্যে কৃষ্ণ কহিল তখন ॥ মোর গৃহে এসো তুমি জগতের পতি। সর্বদা তোমার সঙ্গে করিব বসতি ॥ চিরদিন আমি তব দাসী হয়ে রব। একান্তে লইয়া তব চরণ সেবিব ॥ মনের বাসনা পূর্ণ করহে শ্রীহরি। তোমারে লইয়া সুখে গৃহে বাস করি ॥ মোর আশা যদি না পুরাও দয়াময়। তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয় ॥ ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ কহে কুব্জার প্রতি। বর্তমানে গৃহে ফিরে যাও তুমি সতী ॥ পরেতে বাসনা তব করিব পুরণ। জেনে রেখো মোর বাক্য না হয় লঙ্ঘন ॥ যে কার্য্যে এসেছি তাহা করিয়া সাধন। তোমার গৃহেতে আমি করিব গমন ॥ নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে তারে ভুলাইয়া। রাজপুরী মধ্যে যায় আনন্দিত হৈয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্ভঙ্গ

কিছুদুর গিয়া রামকৃষ্ণ দুইজনে। জিজ্ঞাসিল ধনুখানি আছে কোন্ স্থানে ॥ পুরবাসীগণ সবে দেখাইয়া দিল। কৃষ্ণ বলরাম তথা উপনীত হৈল ॥ হেরিলেন মহাধনু পতিত ধরায়। মহাভয়ঙ্কর সেই ইন্দ্রধনু প্রায় ॥ রক্ষিগণ অনুক্ষণ করিছে রক্ষণ। বড় বড় বীর রহে চৌদিকে বেষ্টন ॥ কালান্তক কাল-সম মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। প্রবেশিতে বাধা দেয় কংসের কিঙ্কর ॥ না শুনে বারণ তবে দেব যদুপতি। ত্বরিত গমনে তথা করিলেন গতি ॥ ক্রোধে কম্পবান তনু হইয়া তখন। বামহস্তে ধনুখানি করিল গ্রহণ ॥ ধনুকের গুণে টান দিল বিশ্বম্ভর। ভাঙ্গিয়া দু'খান হৈল ধনু ভয়ঙ্কর ॥ ভয়ঙ্কর শব্দ তাহে উত্থিত হইল। ভয় পেয়ে কংস রাজা কম্পিত হইল ॥ রক্ষিগণ ক্রোধবশে কম্পিত হৃদয়। রামকৃষ্ণে মারিবারে সবে বেগে ধায় ॥ দেখি তাহা রাম কৃষ্ণ ভাই দুইজন। ক্রোধে ভাঙ্গা ধনু তুলি করিল ধারণ ॥ তাহার প্রহারে সবে করিল নিধন। কত রক্ষী বধ করে নাহিক গণন ॥

শ্রীকৃষ্ণ বধিয়া কংসের রক্ষীগণে। রাজপথে চলিলেন ভাই দুইজনে॥ হেনকালে গোপগণ তথায় আসিল। আনন্দিত মনে নিশি যাপন করিল॥

শ্লোকঃ

ভূভারহরণং হরি সর্ব্বমূলাধারণং।
তং হি গচ্ছতি মধু ভবান্ ময়ং॥ ১
কংসারি মুরারি হরি হরিময়াঃ সর্ব্বে।
তং হি তিষ্ঠন্তে যজ্ঞযাগহোমে॥ ২
যজ্ঞাজ্ঞ মাধব মুরারি মূহুর্তিং হরে।
নরেশ উদ্ধারং নারায়ণ ত্রাহি মে সদা॥ ৩
বরতিঃ বল্লভং যস্মা নারায়ণং।
অবতীর্ণ ত্রিজগতং কৃত্যং প্রণিতব্যে।
কিং সৌভাগ্য তর্পেণঃ কংস মূরতিং।
আহুতিং যাগযজ্ঞময়ং কৃষ্ণঞ্চ॥ ৫
পঞ্চমঃ শ্লোকঃ সমাপ্তঃ

কুবলয়-হস্তী বধ

এখানেতে কংস করে যজ্ঞ আরম্ভণ। সিংহদ্বারে শঙ্খচূড় কৌবল দুর্জ´ণ॥ স্থানে স্থানে আয়োজন ঘৃতের কলসী। পট্টবস্ত্র তণ্ডুলাদি মধু রাশি রাশি॥ চারিদিকে সুসজ্জিত সৈন্য বহুতর। নিমন্ত্রিতগণ যত সভার ভিতর॥ স্নান করি পট্ট বস্ত্র করিয়া ধারণ। সর্বাঙ্গে চন্দন কণ্ঠে মাল্য সুশোভন॥ বসিয়াছে যজ্ঞস্থলে সে কংস রাজন। বেদধ্বনি করে সব যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥ নন্দ উপানন্দ আদি নিমন্ত্রিত যত। যজ্ঞ স্থলে সবে আসি হয় সমবেত॥ শুদ্ধ হয়ে কংস রাজা বসি মঞ্চোপরে। যজ্ঞ আরম্ভিতে তবে অনুমতি করে॥ হেনকালে রামকৃষ্ণ ভাই দুইজন। সিংহদ্বারে আসি তবে দিল দরশন॥ কুবলয় হস্তী ছিল দ্বারের নিকটে। রাম কৃষ্ণে হেরি ক্রোধভরে আসে ছুটে॥ তাহা দেখি ক্রোধভরে দেব নারায়ণ। বজ্রমুষ্টি দিয়া ধরে হস্তীর দশন॥ কৃষ্ণ

বলে দ্বার ছাড় ওহে হস্তীপতি। সরাইয়া লহ হস্তী অতি শীঘ্রগতি ॥ সসম্মানে দ্বার ছাড় শুনহ বচন। যদি না ছাড়হ দ্বার বধিব জীবন ॥ শুনি সেই হস্তিপতি অতি ক্রোধভরে। অঙ্কুশ আঘাত করে হস্তীর উপরে ॥ আঘাতে হইল হস্তী মহাভয়ঙ্কর। কালান্তক যম সম হৈল করীবর ॥ শুণ্ড বাড়াইয়া যায় কৃষ্ণে ধরিবারে। দেখি কৃষ্ণ সরে যায় অতি ক্রোধভরে ॥ দেখি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হস্তী কাঁপে ত্রাসে। কৃষ্ণে ধরিবার তরে বিক্রম প্রকাশে ॥ মহাক্রোধে কুবলয় করয়ে ভ্রমণ। ক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল ধারণ ॥ শুণ্ডে ধরি শ্রীকৃষ্ণেরে আছাড়িতে যায়। নেচে-নেচে যদুবর ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ তবে হরি মহারোষে হস্তীরে তখন। মহাবলে পুচ্ছ ধরি করে আকর্ষণ ॥ ভূমিতলে ফেলি হরি করে পদাঘাত। সেই ঘায়ে কুবলয় হইল নিপাত ॥ মহাশব্দ করি করী ত্যজিল জীবন। কুবলয়-দন্ত রাম করে উৎপাটন ॥ দুই দন্ত হস্তীর উপাড়ি নারায়ণ। দুই ভাই দুই হস্তে করিল ধারণ ॥ কেহ বলে, দু'জন না বধে একজন। কালোরূপ জিনি, যার মেঘের বরণ ॥ শঙ্খচূড় বলে, আমি দেখেছি নয়নে। বধেছে ও কালো-শিশু কৌবলে জীবনে ॥ ঐ কালো-শিশু হইয়ে পর্ব্বত-আকার। কৌবলের দন্ত ধরি করিল বিদার ॥ স্বচক্ষে দেখেছি আমি শুনহ রাজন্। হস্তী বধি শিশু-রূপ করেছে ধারণ ॥ কালোটি দুষ্টের শেষ, শুন নরবর। কালোটি বধেছে তব কৌবল-কুঞ্জর ॥ শ্রীহরি বলেন, শুন ওহে শঙ্খচূড়। মুষ্ট্যাঘাতে করিব তোমার দর্প চূর ॥ ইহা বলি ক্রোধভরে দেব গদাধর। মুষ্ট্যাঘাত করে তার মাথার উপর ॥ পড়িয়া সে শঙ্খচূড় ভূতলে লোটায়। শঙ্খচূড়-বধ-গীত সরকার গায় ॥

চানুর-মুষ্টিক বধ

চানুর মুষ্টিক নামে দুই মল্ল ছিল। কৃষ্ণ বলরাম সনে যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ চারিজনে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ হয়। তর্জ্জন গর্জ্জনে সবে মানিল বিস্ময় ॥ ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ হয় রণস্থলে। হুঙ্কার শুনিয়া স্তব্ধ হইল সকলে ॥ কৃষ্ণে আগে মুষ্ট্যাঘাত করে দৈত্যপতি। কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পায় রমাপতি ॥

দৈত্যের প্রহারে নাহি একপদ টলে। এবার শ্রীকৃষ্ণ ধরি চানুরের চুলে ॥ চুলে ধরি চানুরেরে উর্দ্ধেতে তুলিল। মহাক্রোধে ধরি তারে ঘুরাতে লাগিল ॥ কুম্ভকারচক্র যথা হয় বিঘূর্ণন। সেইমত ঘুরি দৈত্য ত্যজিল জীবন ॥ পর্ব্বত-সমান বীর পড়ে ভূমিতলে। পড়িল চানুর বীর সেই রণস্থলে ॥ তাহা দেখি মহাবীর দেব সঙ্কর্ষণ। মুষ্টিকে বধিতে তবে করিল চিন্তন ॥ মারিল চাপড় এক তার বক্ষস্থলে। কাঁপিতে-কাঁপিতে বীর পড়ে ভূমিতলে ॥ বিষম চপেটাঘাতে অস্থির তখন ॥ ঝলকে-ঝলকে করে রুধির বমন ॥ ত্যজিল মুষ্টিক প্রাণ সেই রণস্থলে। পর্ব্বত পড়য়ে যথা প্রলয়ের কালে ॥ চানুর-মুষ্টিক-বধ শুনি কংসরায়। রামকৃষ্ণে ভাবেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মকায় ॥ অতএব, আজি আর নাহি প্রতিকার ॥ ঘটিল আমার মৃত্যু নাহিক নিস্তার ॥ এত বলি কংসরায় নিশ্বাস ত্যজিল। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী সব তারে প্রবোধিল ॥

তত্ত্বজ্ঞানে কংসের কৃষ্ণ-দর্শন

শঙ্খচূড় বধ করি দেব হৃষীকেশ। যজ্ঞস্থলে দুই ভাই করিল প্রবেশ ॥ যজ্ঞস্থলে বসেছেন সে কংস রাজন। কৃষ্ণ গিয়া সেইখানে দিল দরশন ॥ কংস কৃষ্ণে পরস্পর দর্শন হইল। কংস কৃষ্ণে দেখে, কৃষ্ণ কংসকে দেখিল ॥ একদৃষ্টে কংস করে কৃষ্ণ-দরশন। মনে-মনে কংস-রাজা বলেন তখন ॥ জানিনু হে দয়াময় তুমি নারায়ণ। যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-তপ তোমার কারণ ॥ চিরদিন শত্রুভাবে ভেবেছিনু মনে। অহর্নিশি নিদ্রা নাই তোমার কারণে ॥ চূড়া ধড়া-বাঁশী তব করিয়া গোপন। শত্রুভাবে শত্রু ভেবে দিলে দরশন ॥ যে জন যেভাবে তোমা ডাকে নারায়ণ। সেইভাবে তুমি তারে দাও দরশন ॥ অত্যন্ত দুর্ভাগ্য মোর শুন হে শ্রীহরি। সে কারণ মৃত্যুকালে শত্রু ভেবে মরি ॥ মনোভাব বুঝি মোর ওহে নারায়ণ। কৃষ্ণ রূপে আসি মোরে দিলে না দর্শন ॥ ভক্তিভাবে তোমায় পাইয়া নারায়ণ। সশরীরে প্রহ্লাদের বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ভক্তিভাবে যে তোমায় পেয়েছে হে হরি। দিবানিশি হয়ে আছে তব আজ্ঞাকারী ॥ শত্রুভাবে শীঘ্র পায়, কথা মিথ্যা নয়। শত্রুভাবে যন্ত্রণা কেবল দয়াময় ॥ শত্রুভাবে তোমা ভাবি

রাবণ নির্গুণ। অদ্যাপি জ্বলিছে তার চিতার আগুন।। স্বর্ণলঙ্কা ছারখার কটাক্ষে তোমার। রক্ষঃ-শিরে পদ হানে বানর সে ছার।। সবংশে নিধন তারে কৈলে নারায়ণ। বংশে কেহ না রহিল করিতে তর্পণ।। অপরে হইল তার বৈকুণ্ঠে বসতি। চতুর্যুগ জুড়ে তার রহিল অখ্যাতি।। অদ্যাপি কলঙ্ক তার ব্যক্ত ত্রিভুবন। স্বর্ণময় লঙ্কা কৈল বানরে লুণ্ঠন।। ব্রহ্মা-অস্ত্রে কষ্ট যত না যায় বর্ণন। শরাঘাতে জ্বলিয়া যে মরিল রাবণ।। ইহা বলি কংসরায় পরে নিবর্ত্তিল। শত্রুভাব আসি তার দেহে প্রবেশিল।।

কংসের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ও শত্রুভাব প্রকাশ

কৃষ্ণ বলে শুন ওহে মথুরা রাজন। মম সনে তোমার যুঝিবে কোন জন।। দেখ মোর দুই ভাই মথুরার পতি। কে যুদ্ধ করিবে তুমি বল শীঘ্রগতি।। কংস ভাবে ভক্তিতে কি আর প্রয়োজন। শত্রুরূপে আসে কৃষ্ণ করিতে নিধন।। এত ভাবি কংস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কঠোর কর্কশ স্বরে বলিতে লাগিল।। শুন ওরে হীনবুদ্ধি গোপের কুমার। কোবলে বধিয়া কর এত অহংকার।। চানুর-মুষ্টিকে বধ ভয় নাহি মনে। অবশ্য পাঠাব তোরে শমন ভবনে।। পুতনাকে বধি নারীঘাতি দুরাচার। সেই পাপে আমি তোরে করিব সংহার।। কারাগারে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুরাচার। আমার ভয়েতে গেলে যমুনার পার।। যদুকুলে জন্মি তুই অতীব নগণ্য। গোকুলে খাইলি তুই গোয়ালার অন্ন।। মাঠে-মাঠে গোঠে-গোঠে রাখালের সনে। চরালি গোধন তুই গিয়ে বৃন্দাবনে।। এতেক ভর্ৎসনা কংস করিতে কৃষ্ণেরে। গর্জিয়া উঠিল কৃষ্ণ মহা ক্রোধভরে।। কংসের ধরিয়া বাহু দেব বিশ্বম্ভর। হস্তি দন্তাঘাত করে মস্তক উপর।। প্রবল আঘাতে কংসের শির চূর্ণ হৈল। কর্ত্তৃত বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পড়িল।। কৃষ্ণহস্তে কংস দেহ ত্যজিল যখন। স্বর্গ হৈতে পুষ্পরথ আসিল তখন।। নরদেহ ত্যজি কংস দেবমূর্ত্তি ধরে। হরষিয়া উঠিলেন রথের উপরে।। বৈকুণ্ঠে গেলেন কংস রথ আরোহণে। সভাস্থ সকল

লোক দেখিল নয়নে॥ দেখিয়া কংসের গতি সভাসদ্‌গণ। গলবস্ত্র হ'য়ে করে কৃষ্ণের স্তবন॥ নন্দ-উপানন্দ যে আনন্দে উতরোল। কৃষ্ণ-বলরাম দোঁহে করিলেন কোল॥ কংস হৈল স্বর্গবাসী আইলেন রাণী। যজ্ঞস্থলে কান্দিলেন লুটায়ে ধরণী॥ রাণীকে বলেন তবে শ্রীমধুসূদন। শোক পরিত্যাগ করি শান্ত কর মন॥ গোলোকে গিয়াছে কংস দিব্যদেহ ধরি। সৎকার করহ তার শোক পরিহরি॥ সৎভাবে থাক রাণী শুদ্ধ করি মন। দেহান্তে হইবে তব বৈকুণ্ঠে মিলন॥ ইহা বলি কংসের সৎকার করিল। কংসবধ-গীত সরকার বিরচিল॥

ইতি তৃতীয় খণ্ডে কংসবধ সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

—০:৹:০—

চতুর্থ খণ্ড

দেবকীর পাষাণ উদ্ধার

যজ্ঞস্থলে কংস রাজে করিয়া নিধন। কারাগারে দুই ভাই করিল গমন॥ কারামধ্যে প্রবেশিয়া দেখিল চক্ষেতে। পাষাণ রয়েছে চাপা দেবকী বক্ষেতে॥ হস্ত পদ বাঁধা আছে লোহার শিকলে। কেঁদে অন্ধ হইয়াছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥ দেবকীর দুঃখ দেখি দেবকী-তনয়। কাঁদিয়া অস্থির হৈল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কৃষ্ণ বলে, হায় হায় একি বিস্মরণ। অগ্রে কেন করিলাম কংসকে নিধন॥ আসিতাম অগ্রে যদি কারার মধ্যেতে। দেবকীর দুঃখ যদি দেখিতাম চক্ষেতে॥ এ-শোধ নিতাম আমি কারায় কংসকে। কিছুদিন রাখিতাম পাষাণ দিয়া বুকে॥ দেবকীর মনোদুঃখ হ'ত নিবারণ। সফল হইত তাঁর অভীষ্ট পূরণ॥ হায় হায়, আমার এতেক বিস্মরণ। দেখিতে না পেল মাতা কংসের নিধন॥ মনে মনে দুঃখ করি দেব-ভগবান। দূরে ফেলে দেবকীর বুকের পাষাণ॥ পাষাণ-উদ্ধার করে যবে নারায়ণ। গাত্রোত্থান কৈল পেয়ে দেবকী চেতন॥ কারা-মধ্যে কৃষ্ণ হেরি প্রফুল্ল হৃদয়। মা বলিয়া ডাকে তবে কৃষ্ণ দয়াময়॥ দেবকী বলে, কেবা তুমি নীরদবরণ। কারাগারে আসি কৈলে পাষাণ ভঞ্জন॥ শুনিয়া মধুর কণ্ঠে বলে ভগবান। আমিই শ্রীকৃষ্ণ মাগো তোমার সন্তান॥ তব গর্ভে জন্মি যাই যমুনার পারে। তদবধি ছিনু আমি গোকুল নগরে॥ তব দুঃখ নিবারিতে কংসের নিধন। কংস ধ্বংস হৈল মাতা তোমার কারণ॥ দেবকী বলেন, শুন কৃষ্ণ-দয়াময়। শ্বেতবর্ণ শিশু ইনি কাহার তনয়॥ এক পুত্র জন্মেছিল আমার জঠরে। কেবা এই শিশু তুমি বলহ আমারে॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা শুন পরিচয়। বলরাম নাম এঁর রোহিণী তনয়॥ কংস-যজ্ঞে এসেছে পুরাতে মনস্কাম। রোহিণী-তনয় ইনি নাম বলরাম॥ দেবকী বলেন, শুন কৃষ্ণ-দয়াময়॥

আমার ভাগ্যেতে কেন এতেক নিদয় ॥ ভকতবৎসল কৃষ্ণ তুমি ভক্তাধীন। আমার ভাগ্যেতে কেন এতেক কঠিন ॥ পুত্র যার দয়াময় দেব ভগবান। তার কেন কারাবাস বক্ষেতে পাষাণ ॥ কংসের হইয়া শত্রু মোর গর্ভে এলে। কি দোষ পাইয়া তুমি মোরে কষ্ট দিলে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাগো শুন বলি তবে। দোষ না থাকিলে কেন এত কষ্ট পাবে ॥ মনে ভেবে দেখ ত্রেতা যুগের ঘটনা। শত্রু ভেবে পুত্রে দিলে কতই যন্ত্রণা ॥ ত্রেতাযুগে ছিলে দশরথের বনিতা। কৈকেয়ী নামেতে ছিলে আমার বিমাতা ॥ দশরথ-পুত্র আমি নাম ছিল রাম। লক্ষণ ছিলেন ইনি এবে বলরাম ॥ রাজা হ'য়ে বসিবারে যাই সিংহাসনে। পুত্রে শত্রু ভেবে তুমি পাঠাইলা বনে ॥ কত মনোত্বঃখ পেনু তোমার কারণ। রাজপুত্র হ'য়ে কৈনু বনেতে গমন ॥ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে খাই বনফল। বনে ভ্রমি পরি মোরা জটা ও বাকল ॥ কত কষ্ট দিলে মাতা বুঝহ আভাসে। সীতা চুরি হ'লো বনে রাক্ষসের দেশে ॥ কত কষ্টে করিলাম সীতাকে উদ্ধার। অঙ্গেতে ধরেছি কত রাক্ষস-প্রহার ॥ বালক লক্ষণ কত কষ্ট পেয়েছিল। রাবণের শক্তিশেল বক্ষেতে ধরিল ॥ রাক্ষসের নাগপাশে নিগড় বন্ধন। মৃত্যু-ইচ্ছা হয় তাহা করিলে স্মরণ ॥ কত ত্বঃখ দেখ মাগো তুমি দিয়েছিলে। দ্বাপরে সে সব কথা সব ভুলে গেলে ॥ পরে ত্বঃখ দিলে মাগো নিজে ত্বঃখ পায়। তাই একা ত্বঃখ তুমি পাইলে কারায় ॥ দেবকী বলেন, কৃষ্ণ না হয় স্মরণ। দয়া করি রাম-রূপ করাও দর্শন ॥ কিরূপেতে রামরূপ হ'য়েছিলে হরি। গিয়াছিলে অরণ্যেতে জটা-বাকল পরি ॥ বলরাম হোক্ লক্ষ্মণ হেরি এ-নয়নে। কিরূপেতে গিয়াছিলে ভাই ত্বইজনে ॥ তব ত্বঃখ দেখে ত্বঃখ করি নিবারণ। একবার জটা-বাকল করহ ধারণ ॥ ধনুর্ব্বাণ করে ধরি দাঁড়াও লক্ষ্মণ। মথুরায় কর হরি অযোধ্যাভুবন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা করি নিবেদন। একবার মুদ্রিত করহ ত্ব'নয়ন ॥ ইহা শুনি দেবকী যে নয়ন মুদিল। জটা ও বাকল পরি হরি দাঁড়াইল ॥ দেবকীকে কৈকেয়ী সাজায়ে নারায়ণ। কৈকেয়ীর হাতে দিল রাজ-আভরণ ॥ বলরাম-রূপ ত্যজি হইলা লক্ষ্মণ। ধনুর্ব্বাণ করে ধরি দণ্ডায় তখন ॥ নয়ন প্রকাশি দেখে দেবকী তখন।

বলরাম-কৃষ্ণে দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥ যে ছিল দেবকী হৈল কৈকেয়ী তখন। নিজহস্তে দেখিলেন রাজ-আভরণ॥ দেখিলেন অসম্ভব দেবকী সকল। দাঁড়ায়েছে রাম পরি জটা ও বাকল॥ দাঁড়াইয়া সম্মুখে যে আছেন লক্ষ্মণ। দুই করে ধনুর্ব্বাণ করিয়ে ধারণ॥ দ্বাপরেতে রাম-রূপ দেবকী দেখিল। যোড়করে দেবকী যে স্তব আরম্ভিল॥

দেবকীর স্তব

দেবকী করিছে স্তুতি, ওহে জগতের পতি, আজি মোর সার্থক জীবন। কারাগারে রামরূপ, দেখিলাম অপরূপ, বামভাগে দাঁড়ায়ে লক্ষণ॥ কে বুঝিবে তব মায়া, তুমি হে মায়ার মায়া, কখন কিরূপ তুমি ধর। হয়ে ভক্ত অজ্ঞাকারী, বাঞ্ছাপূর্ণ কর হরি, বাঞ্ছা কল্পতরু নাম ধর॥ ত্রেতাযুগে আছে জানা, কাষ্ঠ তরি কৈলে সোনা, ধীবরের বাসনা পূরালে। পদরজে দয়াময়, পাষাণ মানব হয়, লঙ্কায় রাবণ উদ্ধারিলে॥ হয়ে রাম অবতার, করি রাক্ষস সংহার, ত্রিভুবনে করিলে হে হিত। দিয়ে আমায় কুমতি, ওহে জানকীর পতি, ঘটাইলে তুমি বিপরীত॥ জগৎ হিতার্থে হরি, হয়েছিলে বনচারী, আপনি পরি জটা ও বাকল। আমায় কুমতি দিলে, জটা-বাকল পরিলে, হৈল মম কলঙ্ক কেবল॥ তুমি হে জগদীশ্বর, ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর, পরম পুরুষ পরাৎপর। কে আছে তোমারি উপর, তুমি হও সর্ব্বোপর, দয়া সর্ব্বজীবের উপর॥ তুমি অগতির গতি, কি হবে আমার গতি, ক্ষম প্রভু মম অপরাধ। দয়া করি ভগবান্, কর মম স্তনপান, ভুলে যাও পূর্ব্বের বিষাদ॥ রামরূপ পরিহরি, কোলে আসিয়া হরি, মা বলিয়ে ডাক ভগবান॥ কহে কবি সরকার, কৃষ্ণ সংসারের সার, ভাব মন কৃষ্ণপদ বিন্দু। কৃষ্ণনাম সুধাময়, শ্রবণেতে পাপক্ষয়, অক্লেশে তরিবে ভবসিন্ধু॥

শ্রীকৃষ্ণের রামরূপ গোপন

রামরূপ তেয়াগিয়া কৃষ্ণ দয়াময়। দেবকীর প্রতি তিনি হলেন সদয়॥ কৃষ্ণ প্রতি দেবকী করেন নিবেদন। এ ভব যন্ত্রণা প্রভু কর নিবারণ॥ পূর্ব্ব-অপরাধ যাহা ভুগিলাম হরি। কংস-কারাগারে

আমি শিলা বক্ষে করি ॥ নারী হ'য়ে হেন দণ্ড কারো নাহি হয়। অপরাধ ক্ষমা কর কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ নিজ মুখে দেহ বর সংসারের সার। মর্ত্যভূমে জন্ম যেন না হয় আমার ॥ তব ভক্ত যারা হয় ওহে ভগবান্। অনায়াসে পায় তারা বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥ আমি এত হীনবুদ্ধি পাইয়া তোমারে। ভুগিলাম কর্ম্মভোগ কংস কারাগারে ॥ মাতাপিতা বল যারে মায়ার কারণে। তাদের দুর্গতি হরি দেখিলে নয়নে ॥ বসুদেব প্রতি চাহি দেখ দয়াময়। লোহার শিকলে বান্ধা বক্ষে শিলাদ্বয় ॥ তব পিতামাতা হ'য়ে এতেক যন্ত্রণা। অপরাধ ক্ষমা কর করিয়ে করুণা ॥ শ্রীচরণে স্থান দেহ দেব নারায়ণ ॥ আনন্দেতে করি মোরা বৈকুণ্ঠে গমন ॥ লীলার কারণে তুমি কৃষ্ণ নাম ধর। জন্মিয়া মানবী-গর্ভে নরলীলা কর ॥ তব লীলা ভোজবাজী ওহে দয়াময়। কেবা কার মাতাপিতা, কেহ কারো নয় ॥ মথুরায় রাজা ছিল কংস বলবান। কোথা গেল এবে প'ড়ে রহে রাজ্যধন ॥ কোথায় পাঠালে তারে কেবা তাহা জানে। পাতালে গেল কি গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥ এত শুনি দয়াময় সন্তুষ্ট হইল। দৈবকীর প্রতি কৃষ্ণ বলিতে লাগিল ॥ কহিছে দৈবকী-প্রতি কৃষ্ণ-দয়াময়। যে কথা বলিলে মাতা কভু মিথ্যা নয় ॥ ত্রেতাযুগ-কথা মাতা করহ স্মরণ। কৌশল্যা জননী শাপ দিলেন যখন ॥ কান্দিতে-কান্দিতে কৈল কৌশল্যা তোমাকে। তিন-জন্ম জ্বলিবে যে তুমি পুত্রশোকে ॥ আমি যেন পুত্রশোকে হইনু কাতর। এমনি জ্বলিবে পুত্রশোকে জন্মান্তর ॥ তিনজন্মের এক জন্ম হৈল দ্বাপরে। কর্ম্মফল ভোগ কৈলে কংস-কারাগারে ॥ দ্বিতীয় জনম হবে কলির মধ্যেতে। ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাণী হবে দক্ষের দেশেতে ॥ কষ্ট ভোগ হবে পুনঃ ঘোর কর্ম্মসূত্র। অংশরূপে হব তব অষ্টাদশ পুত্র ॥ অষ্টাদশ পুত্র মরি হবে তাতে নাশ। তবুও হবে না শেষ তব জন্মজ্বালা ॥ তৃতীয় জনম লবে গৌর-অবতারে। শচীমাতা নাম হবে নদীয়া মাঝারে ॥ জন্মিব তোমার গর্ভে নিমাই নামেতে। সন্ন্যাস লৈয়ে দেহ ছাড়িব শ্রীক্ষেত্রতে ॥ কলিতে হইব আমি গৌর-অবতার। কৌশল্যার শাপে তবে পাইবে নিস্তার ॥ শ্রীকৃষ্ণের পদ ভাবি কহে সরকার। করিলেক দৈবকীর পাষাণ উদ্ধার ॥

বসুদেব ও দৈবকীর মুক্তি

পয়ার। কারামুক্ত করি বসুদেব দৈবকীরে। আনন্দে লইয়া কৃষ্ণ যান অন্তঃপুরে॥ কংসের মহিষী দ্রুত করি আগমন। যত্নে করে দেবকীর গাত্রের মার্জ্জন॥ সুগন্ধিত তৈল দিয়া স্নান করাইল। নানা অলঙ্কার দিয়া সজ্জিত করিল॥ বসন-ভূষণ পরি হয়ে সুসজ্জিতা। দেবকী বসিল সেথা হয়ে রাজমাতা॥ সুহৃদ্-বান্ধব সবে করাল ভোজন। নন্দ-উপানন্দ-আদি ছিল যতজন॥ নন্দ-উপানন্দ তবে জানিল তখনি। কংসভগ্নী দৈবকীই কৃষ্ণের জননী॥ হরিষে বিষাদ হৈল শ্রীনন্দের মন। না যাবে পুনশ্চ বুঝি কৃষ্ণ বৃন্দাবন॥ বসুদেব-যত্নে কৃষ্ণ হইল তৎপর। মথুরায় নন্দের হইল অনাদর॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। উগ্রসেনে রাজ্যকর্ত্তা করিল তখন॥ রাজা হ'ল কৃষ্ণচন্দ্র কংস রাজ্যধামে। কুব্জাকে শ্রীকৃষ্ণ বসালেন নিজ বামে॥ জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন। কুব্জা হইল রাণী কিসের কারণ॥ কুব্জা কংসের দাসী জানে সর্ব্বজনে। দাসী হয়ে রাণী হ'ল কিসের বিধানে॥ মুনি বলে সব তত্ত্ব শুনহ ভূপতি। পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা সে কুব্জার প্রতি॥ অশোক বনেতে ছিল জনক ঝিয়ারী। কুব্জা নামে ছিল সেথা এক নিশাচরী॥ রাম ও লক্ষ্মণ যবে আসিল লঙ্কাতে। সে সংবাদ দিল কুব্জা সীতার সাক্ষাতে॥ নিশাচরী বলে সীতা না কর ক্রন্দন। লঙ্কাপুরে এসেছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ রামের সংবাদে সীতা হরিষ অন্তর। বর মাগ কুব্জা মোরে দিব আমি বর॥ কুব্জা বলে, অন্য বরে মম কাজ নাই। বর দাও যাতে আমি রাম পদ পাই॥ সীতা কন, রাম-পদে আছে তব মন। বর দিনু দ্বাপরেতে হইবে মিলন॥ কুব্জা বলে, আমার যে দাসী হ'তে মন। মিলনের বর তুমি দিলে কি কারণ॥ সীতা বলে, দাসী হৈতে আছে তব মন। দাসী হ'য়ে পাবে তুমি কৃষ্ণের চরণ॥ দ্বাপরে হইবে যবে কৃষ্ণ-অবতার। সেইকালে কৃষ্ণসহ মিলন তোমার॥ এ কারণ কুব্জা সনে মিলন হইল। ত্রেতা যুগে এই কুব্জা নিশাচরী ছিল॥ কুব্জার যে-জন্মকথা কহিনু তোমায়। কহিতে সে সব কথা গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ জন্মেজয়

রাজা বলে, জানিনু কারণ। অতঃপর কি হইল, করুন বর্ণন ॥ মুনি কন, নৃপমণি করহ শ্রবণ। মথুরার লীলা কিছু করিব বর্ণন ॥ উগ্রসেনে রাজ্য যে দিলেন যদুরায়। তদন্তরে শুন তথ্য শ্রীনন্দ-বিদায় ॥

নন্দ-বিদায়

ত্রিপদী। মরুয়া নামেতে হয়, ব্রজগোপাল-তনয়, তারে আজ্ঞা করেন শ্রীনন্দ। তুমি হও শিশুমতি, অন্তঃপুরে কর গতি, যথা আছেন প্রাণগোবিন্দ ॥ জানাও সে সবিশেষ, যজ্ঞ যে হইল শেষ, এস প্রাণ-কৃষ্ণ ব্রজে যাই। এস এস ব্রজপতি, সাজ সাজ শীঘ্রগতি, চূড়া-ধড়া পর রে কানাই ॥ বলরামে বল গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে ল'য়ে, শীঘ্র যাত্রা কর ব্রজপথে। যথায় সে দৈবকিনী, প্রাণকৃষ্ণের জননী, বসুদেব উগ্রসেন সাথে ॥ হ'য়ে আছি পরাধীন, ব্রজ ছাড়া বহুদিন, না জানি ব্রজের সমাচার। ইহা বলি নন্দরায়, কৃষ্ণ আনিতে পাঠায়, হয়ে নন্দ আনন্দ অপার ॥ ল'য়ে নন্দ-অনুমতি, মরুয়া করেন গতি, কৃষ্ণ নিতে অন্তঃপুর মাঝে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কন, শুন প্রিয় ভক্তগণ, ভক্তিতে মিলায় বসরাজে ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মরুয়ার আগমন

দৈবকী সহিত কৃষ্ণ বসি অন্তপুরে। নানা কথা দুজনায় আলোচনা করে ॥ বসুদেব উগ্রসেন আদি যতজন। কৃষ্ণ বলরাম পেয়ে আনন্দিত মন ॥ কংসরাণী যত দুঃখ পেয়েছিল মনে। সব দুঃখ দূরে গেছে কৃষ্ণ দরশনে ॥ দেবকী শ্রীহরি কোলে লইয়া তখন। স্নেহেতে শ্রীহরি-মুখ করেন চুম্বন ॥ এইরূপে আনন্দেতে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। হেনকালে সে মরুয়া হইলেন দৃষ্ট ॥ মরুয়া বলেন শুন, প্রাণের কানাই। যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল, চল ব্রজপুরে যাই ॥ ব্রজপুরী শূন্য আজি তোরে না হেরিয়া। চল ভাই বৃন্দাবনে আনন্দিত হৈয়া ॥ তুই রে মা যশোদার অঞ্চলের ধন। তোমা বিনা বৃন্দাবন হ'য়ে আছে বন ॥ পথ নিরখিয়া আছে

মা যশোদা-রাণী। কতক্ষণে আসিবে আমার নীলমণি॥ আসিব বলিয়া কাল এসেছ কানাই। তিন দিন হ'ল গত, তবু যেতে নাই॥ সাজ সাজ সাজ ভাই, বাঁধ শিরে চূড়া। কটিদেশে ধটি পর তাহে আঁট ধড়া॥ শ্রীপদে নূপুর দাও হস্তেতে বাঁশরী। ব্রজসাজে ব্রজে চল ব্রজের শ্রীহরি॥ কৃষ্ণ বলে, মরুয়া হে শুন, সত্যসার। কালি যাব আজি সবে হও আগুসার॥ মরুয়া বলেন, হরি বল মম কাছে। কালের মধ্যেতে কাল যত কাল আছে॥ ভক্তপাশে সত্যে বন্দী হ'য়ে নারায়ণ। স্বর্গ ত্যজি মর্ত্ত্যে ভ্রম কিসের কারণ॥ এক সত্য ক'রে তুমি রাবণের সনে। কত কষ্ট পেলে তুমি সত্যের কারণে॥ সেই সত্যবন্দী হ'য়ে তুমি ভগবান্। কত কষ্টে করিলে রাবণে পরিত্রাণ। এক সত্য ক'রে তুমি আয়ানের সনে। নিজ ভার্য্যা প্রদান করিলে বৃন্দাবনে॥ এই এক সত্য ক'রে যশোদার ঠাঁই। আসিব বলিয়া কাল এসেছ কানাই॥ পুনঃ এক সত্য তুমি কর মম সনে। অগ্রসর হও কালি যাব বৃন্দাবনে॥ বুঝেছি তোমার কালি ওহে ভক্তাধীন। তোমার এ কালি সে ব্রহ্মার একদিন॥ তব পিতা নন্দরায় দণ্ডাইয়া আছে। যাবে কি না, ব'লে এস গিয়ে তাঁর কাছে॥

নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন

অন্তঃপুর হতে কৃষ্ণ বাহিরে আসিল। নন্দের নিকটে আসি দরশন দিল॥ নন্দ বলে বিলম্ব কেন হে কানাই। শীঘ্র করি চল মোরা ব্রজপুরে যাই॥ তিন দিন গত হল, যজ্ঞ হ'ল সাঙ্গ। বিলম্বে কি কাজ আর চল হে ত্রিভঙ্গ॥ মথুরার সাজ ত্যজি পর ব্রজসাজ। শীঘ্র চল ব্রজপুরে ওহে ব্রজরাজ॥ তোমার বিহনে কৃষ্ণ মাতা যশোমতী। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ ব'লে শুধু কাঁদে দিবারাতি॥ কৃষ্ণ বিনে হাহাকার করে ব্রজধাম। কতক্ষণে আসিবেন দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ তব হেতু গোপী-গণ করিছে রোদন। গাভী-বৎস তৃণ-জল না করে ভক্ষণ॥ শ্রীহরি বলেন, পিতা করি নিবেদন। কিছুদিন পরে ব্রজে করিব গমন॥ পিতা তুমি ব্রজে অগ্রে হও আগুসার। যশোদায় জানাইবে প্রণাম আমার॥ আমার মিনতি পিতা জানাইবে সার।

কাল ফিরে আসিবেক শ্রীকৃষ্ণ তোমার ॥ নন্দ বলে একি কথা শুনালি আমারে। বজ্রাঘাত সম মোর বাজিল অন্তরে ॥ তুই রে জীবন-ধন শ্রীকৃষ্ণ কি কব। তোরে রেখে শূন্যদেহে ব্রজে নাহি যাব ॥ যশোমতী তোর কথা কহিবে যখন। কোথায় রাখিয়া এলে মম কৃষ্ণধন ॥ কি বলিয়া আমি যশোদারে প্রবোধিব। তব কাছে রব কৃষ্ণ ব্রজে নাহি যাব ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পিতা, করি নিবেদন। শোক পরিহরি কর ব্রজেতে গমন ॥ মাতা যশোমতী আর তুমি মহাশয়। যতনে পালিলে মোরে কথা মিথ্যা নয় ॥ স্নেহেতে পালন করে যেই মহাজন। জন্মদাতা হ'তে গুরু হয় সেইজন ॥ তোমাদের ঋণে বদ্ধ মোরা দুইজন। শোধিতে তোমার ঋণ নারিব কখন ॥ অতএব শুন পিতা বচন আমার। আমার বচনে কভু হবে না কাতর ॥ দুঃখ ত্যজি গৃহে পিতা করহ গমন। কভু না ছাড়িব আমি সেই বৃন্দাবন ॥ যেই প্রয়োজনে আমি এনু মথুরায়। সব কথা বিস্তারিয়া বলিব তোমায় ॥ ভেবে দেখ মথুরায় আত্মীয় স্বজন। সকলেই রহিয়াছে শোকেতে মগন ॥ সে কারণে কিছুদিন হেথায় থাকিব। সবারে প্রবোধ করি তবে গৃহে যাব ॥ ব্রজপুরে পড়ে আছে আমাদের মন। মুহূর্তও ছাড়া আমি নহি বৃন্দাবন ॥ সান্ত্বনা করিবে পিতা তুমি সবাকারে। মোর জন্য কেহ যেন দুঃখ নাহি করে ॥ গোপগণে লয়ে তুমি যাও ব্রজপুরে। অবশ্যই যাব মোরা কিছুদিন পরে ॥ কৃষ্ণের বচনে নন্দ বিস্ময় মানিল। অচেতনে ভূমিতলে অমনি পড়িল ॥ ক্ষণপরে চেতন পাইয়ে গোপবরে। মগ্ন হ'ল একেবারে শোকের সাগরে ॥ কৃষ্ণ বলে, কেন পিতা শোকেতে কাতর। কেন বা কাঁদিছ বৃথা, ওহে গোপেশ্বর ॥ কহি শুন ওগো পিতা বেদের বচন। কেবা পিতা, কেবা মাতা, পুত্র কোন জন ॥ সকলই জানিবে মাত্র ঈশ্বরের লীলা। এইরূপে জীবগণে ল'য়ে করে খেলা ॥ সকলই ঈশ্বর মায়া কহি যে তোমায়। কেহ মাতা পিতা নহে জানিবে নিশ্চয় ॥ যেরূপ নিশীথে এক বৃক্ষের উপর। নানাজাতি পক্ষী রহে হ'য়ে একত্তর ॥ প্রভাতে সকলে পুনঃ দিকে-দিকে যায়। সেইমত আত্ম-বন্ধু জানিবে

সবায় ॥ অতএব ভ্রান্তিবশে আকুল অন্তরে। বৃথা কাঁদিতেছ পিতা আমাদের তরে॥ শুন পিতা মম-কথা তব কাছে কই। বৃন্দাবন ছাড়া আমি তিলার্দ্ধ যে নই ॥ যবে পিতা মোরে তব পড়িবেক মনে। 'কৃষ্ণ ব'লে' ডাকিলে পাইবে বৃন্দাবনে॥ এই সত্য, পিতা আমি কহিনু তোমায়। যখন ডাকিবে, পাবে তখন আমায় ॥ যশোমতী মাতা মোরে করেছে পালন। তাঁহার চরণে আছে সদা মোর মন ॥ এত বলি নন্দে বিদায় দিল নারায়ণ। কান্দিতে কান্দিতে নন্দ করিল গমন॥ পথমাঝে যায় নন্দ গোপগণে সঙ্গ। অতঃপর শুন রাজা নারদের রঙ্গ ॥

বীণায় চড়ায়ে তান মথুরার পথে। চলে মুনি কৃষ্ণ-গুণ গাহিতে গাহিতে॥ কেঁদে কেঁদে হেথা নন্দ করিছে গমন। পথেতে নারদ সনে হইল দর্শন ॥ নারদ জিজ্ঞাসে নন্দে কিবা অমঙ্গল। কান্দ কেন ওহে নন্দ চক্ষে বহে জল॥ কি আর জিজ্ঞাস মুনি হৃদে শেল বাজে। কৃষ্ণ পুনঃ ফিরে আর নাহি এলো ব্রজে॥ মম সঙ্গে ফিরে নাহি এলো নীলমণি। কি কব দুঃখের কথা হে নারদ মুনি॥ নারদ ঈষৎ হাসি কহিছে তখন। শ্রীহরি এলো না ব্রজে সে-কথা কেমন॥ তব পুত্র সে শ্রীহরি রাষ্ট্র ত্রিভুবন। এক দিবসের ছেলে করেছ পালন॥ আহা মরি যশোদার গুণ কব কত। পালন কৈলেন তিনি সন্তানের মত॥ নিত্য নিত্য খাওয়াইত ক্ষীর-সর-ননী। তার ধর্ম্ম এই বুঝি রাখে নীলমণি॥ এস এস নন্দ তুমি সঙ্গেতে আমার। কেন হরি করিলেন এত অবিচার॥ আর এক কথা বলি, নন্দ তুমি শুন। তোমার বিষয় তুমি ছেড়ে যাবে কেন॥ নারদ এতেক বলি নন্দে ল'য়ে যায়। উত্তরিল বিধিপুত্র কংসের আলয়॥ নারদ বলেন, নন্দ হেথা থাক বসি। আমি গিয়ে শ্রীহরিকে ফাঁকে ল'য়ে আসি॥ শ্রীহরি লইয়ে আমি আসিব যখন। অমনি হরির করে ধরিবে তখন॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বসুদেবের বিরোধ এবং নারদের আগমন

ইহা বলি শিক্ষা দিয়া নারদ তখন। বসুদেব নিকটেতে দিল দরশন ॥ বসুদেব নারদেরে দেখিয়া তখন। অভ্যর্থনা করি দেন বসিতে আসন ॥ বসুদেব প্রতি ঋষি লাগিল বলিতে। শ্রীকৃষ্ণেরে ব্রজধামে দিও না যাইতে ॥ শ্রীকৃষ্ণে লইতে নন্দ এসেছে এখানে। যেতে নাহি দিও তারে পুনঃ বৃন্দাবনে ॥ তোমার জাতক হয় কৃষ্ণ গুণবান। সম্পর্কে নন্দের হয় পালিত সন্তান ॥ কভু ছাড়িবে না কৃষ্ণ কহি সবিশেষে। ব্রজধামে ফিরাইয়া দাও নন্দঘোষে ॥ বসুদেবে শিক্ষা দিয়া ঋষি তপোধন। কৃষ্ণের নিকটে আসি দিল দরশন ॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া। বলিতে লাগিল ঋষি ঈষৎ হাসিয়া ॥ দ্বিপ্রহর বেলা হৈল হে যদুনন্দন। অনাহারে কেন দেখি বিশুষ্ক বদন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ওহে মহামতে। বেলা হৈল পিতা নন্দে বিদায় করিতে ॥ শুনিয়া নারদ ঋষি বলিল তখন। নন্দ হেথা ফিরে এল কিসের কারণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন আমি কিছু নাহি জানি। তুমি যদি জান মোরে কহ মহামুনি ॥ নারদ বলিল শুন ওহে দয়াময়। জোর করে তোমা লয়ে যাবে নন্দালয় ॥ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলে কি করি উপায়। কেমনে নিবৃত্ত করি পিতা নন্দরায় ॥ নারদ বলেন, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে। নন্দকে বিদায় কর কর্কশ বচনে ॥ এই কথা শুনিয়া কহেন রাধানাথ। জিহ্বাতে দশন চাপি কর্ণে দেন হাত ॥ নন্দ আর বসুদেব সমান দু'জনে। কত লীলা করিয়াছি মধু-বৃন্দাবনে ॥ ক্ষীর-সর ননী কত করেছি ভক্ষণ। তুমি তাহা জান সব, ওহে তপোধন ॥ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ বাহিরে আইল। বসুদেব বামকর ধারণ করিল ॥ নন্দ বলে, চল কৃষ্ণ যাই ব্রজভূমি। বসু বলে, কার পুত্র ল'য়ে যাবে তুমি ॥ ঘটিল বিবাদ এইরূপেতে যখন। কি করি উপায় কৃষ্ণ ভাবেন তখন ॥ মায়াবলে সেইক্ষণে দেব হৃষীকেশ। নারদের বীণা মধ্যে করিল প্রবেশ ॥ কৃষ্ণ যদি অদর্শন হইল তখন। নন্দ, বসুদেব ভূমে পড়ে দুইজন ॥ কিছু পরে নন্দরাজ চেতনা পাইল। কাঁদিতে কাদিতে নন্দ ব্রজে ফিরে গেল ॥ মনে

মনে নন্দরাজা বিচার করিল। শ্রীকৃষ্ণ আমারে আজি বঞ্চনা করিল॥ বৃন্দাবনে ডাকি নন্দ সব গোপগণে। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত সব বলে জনে জনে॥ কৃষ্ণের কারণে যে ব্যাকুল যশোমতী। কৃষ্ণের মায়ায় ভুলে স্থির কৈল মতি॥ শ্রীরাধা করেন খেদ ভাবিয়া ত্রিভঙ্গ। তদন্তরে নন্দবিদায় হৈল যে সাঙ্গ॥

নন্দ বিদায় সমাপ্ত।

রথারোহণে মথুরাবাসীগণের স্বর্গে গমন

বৃন্দাবনে রাজা হৈল দেব নারায়ণ। সবে মিলি চিন্তা করে মথুরার প্রজাগণ॥ শুনিয়াছি কৃষ্ণ ছিল শ্রীবৃন্দাবনে। বহু লীলা করেছেন গোপীদের সনে॥ হিরণ্য কশিপু পুত্র প্রহ্লাদ সুজন। বহু কষ্টে পেয়েছিল কৃষ্ণ দরশন॥ কৃষ্ণ দরশন ফলে সেই মহামতি। সশরীরে প্রহ্লাদের স্বর্গে হলো গতি॥ কৃষ্ণ দরশন লাগি ধ্রুব মহাজন। বনমাঝে করেছিল কঠোর সাধন॥ সেই কৃষ্ণ মথুরার হল নরপতি। প্রজা হয়ে দরশন করি দিবারাতি॥ যে কৃষ্ণ লাভের হেতু যেতে হয় বন। হেন কৃষ্ণে গৃহে বসি পাই দরশন॥ কেবা আছে ভাগ্যবান মোদের হইতে। নিত্য কৃষ্ণ দরশন করি সুপ্রভাতে॥ যোগী ঋষিগণ যাঁর তথ্য নাহি পায়। কৃপা করি সেই কৃষ্ণ এলো মথুরায়॥ ভাগ্যবান হ'য়ে জানি অভাগা সকল। মোদের অদৃষ্টে নাহি দর্শনের ফল॥ কংসরাজ অধিকারে ছিলাম যেমন। কৃষ্ণরাজ অধিকারে আছি ত তেমন॥ যেই কৃষ্ণ, সেই কংস জানিনু সকল। কৃষ্ণ হ'তে প্রজাদের কি হৈল মঙ্গল॥ এইরূপ ভাব যদি প্রজাগণ কৈল। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তরে জানিল॥ প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ হইয়া সদয়। অক্রূরেরে ডাকিলেন কৃষ্ণ দয়াময়॥ প্রণমিয়া অক্রূর বিনয়েতে কয়। কিবা হেতু ডাকিলেন কহ দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অক্রূর সুজন। মথুরানগরে আছে প্রজা যত জন॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

করি আছে যত জাতি। অস্পৃশ্য চণ্ডাল কিংবা সন্ন্যাসী প্রভৃতি॥ সবে লয়ে রথোপরে করি আরোহণ। একে একে স্বর্গধামে করাও ভ্রমণ॥ শ্রীগোলক ধাম আর বৈকুণ্ঠ ভুবনে। সঙ্গে লয়ে ভ্রমণ করাও প্রজাগণে॥ যেথা যেতে চায় তারা সেথা লয়ে যাবে। মনের বাসনা তুমি অবশ্য পুরাবে॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে অক্রুর সুজন। প্রজাগণ মধ্যে বার্তা জানাল তখন॥ অক্রুর বলেন, শুন যত প্রজাগণ। রথ-আরোহণে কর স্বর্গেতে গমন॥ রথে-আরোহণ সবে কর হে ত্বরায়। স্বর্গেতে ভ্রমণ কর কৃষ্ণের আজ্ঞায়॥ পরিবারসহ যদি যেতে কর মন। কৃষ্ণ বলি কর আসি রথে আরোহণ॥ গোলক-বৈকুণ্ঠ কিম্বা স্বর্গস্থান আদি। থাকিতে বাসনা কর, থাক নিরবধি॥ নীচ ক্ষুদ্র কি সন্ন্যাসী হীনজাতিগণ। কৃষ্ণ বলি কর আসি রথে আরোহণ॥ জাতিভেদ নাহি মুচি চণ্ডালাদি তায়। স্বরগ-ভ্রমণে চল কৃষ্ণের কৃপায়॥ হেন স্বর্গে বাস অতি দুর্লভেতে হয়। দয়া করি দিলেন শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণের দয়া কত দেখ প্রজাগণে। স্বর্গভ্রমণে পাঠায় রথ-আরোহণে॥ এই মথুরায় কংস ছিলেন রাজন্। কে কোথা করেছে বল স্বর্গেতে ভ্রমণ॥ এই কথা জনে-জনে অক্রুর কহিল। বিজ্ঞ ভদ্র বিশিষ্ট যে শুনিতে পাইল॥ সবে বলে, হে অক্রুর শুন বিবরণ। এত অবিচার কৃষ্ণ কৈল কি কারণ॥ বিজ্ঞ ভদ্র দ্বিজ আদি হীনজাতিগণে। সবে স্বর্গে যাবে এক রথ-আরোহণে॥ বিজ্ঞ ভদ্র হীনজাতি চণ্ডালাদি তায়। এক রথে স্বর্গে যায় শুনি না কোথায়॥ অক্রুর বলেন, দ্বিজ, কি কব তোমায়। সকলি হইতে পারে কৃষ্ণের কথায়॥ তাহার প্রমাণ কিছু শুন বিজ্ঞগণ। রাম-অবতারের কথা করহ শ্রবণ॥ সীতার উদ্ধার করি রাম নারায়ণ। রাবণের পুষ্পরথে কৈল আরোহণ॥ এক রথে রাম-সীতা অনুজ লক্ষ্মণ। সেই রথে আরোহিল যত কপিগণ॥ রাম-সীতা কপিগণে এক রথে যায়। বানরেতে চড়ে রথে রামের আজ্ঞায়॥ অতএব দ্বিজ বিজ্ঞ কহি যে তোমায়। সকলি হইতে পারে কৃষ্ণের কৃপায়॥ একে কৃষ্ণ তায় রাজা আদেশ করিল। মনের আনন্দে সবে স্বর্গধামে চল॥ দয়ার আধার কৃষ্ণ জগতের সার। তাঁর

আজ্ঞা হেলা করে সাধ্য আছে কার ॥ এইরূপে সে অক্রুর যত বুঝাইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহা না শুনিল ॥ অক্রুর ফিরিয়া এলো কৃষ্ণের নিকটে। সব কথা নিবেদন করে করপুটে ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদি আছে যতজন। ইচ্ছা নাই এক রথে করে আরোহণ ॥ কৃষ্ণ বলেন, অক্রুব যতেক ব্রাহ্মণে। স্বর্গে লয়ে যাও কংস রথ আরোহণে ॥ অস্পৃশ্য চণ্ডাল আদি আছে যতজন। পুষ্পরথে লয়ে কর স্বর্গেতে গমন ॥ স্বর্গেতে অক্রুর তুমি যাও হে ত্বরায়। দারুক, পুষ্পকরথ আন মথুরায় ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক তখন। পুষ্পরথ মথুরায় কৈল আনয়ন ॥ অক্রুর কহিল. পুনঃ সাধু বিজ্ঞজনে। চল সবে স্বর্গে কংস-রথ-আরোহণে ॥ নীচ-শূদ্র হীনজাতি আছে যতজন। পুষ্পরথে স্বর্গে চল করিবে ভ্রমণ ॥ তোমরা একত্র হ'য়ে বিজ্ঞ-দ্বিজগণে। স্বর্গে চল কংসের রথ-আরোহণে ॥ হীনজাতি পুষ্পরথে করি আরোহণ। স্বচ্ছন্দে করিবে তারা স্বর্গেতে গমন ॥ আমরা স্বর্গেতে যাব সাধু বিজ্ঞজন। কংসের কাষ্ঠের রথে করি আরোহণ ॥ কৃষ্ণের বিচার এই কি অক্রুর মুনি। এতেক অন্যায় কেন করিলেন তিনি ॥ মোরা কেহ নাহি যাব স্বরগ ভ্রমণে। যাও হে অক্রুর, বল কৃষ্ণ-বিদ্যমানে ॥ অক্রুর ঈষৎ হাসি করিল গমন। হরির নিকটে আসি কহে বিবরণ ॥ ইহা শুনি কহিছেন দেব-ভগবান্। ডেকে আন সকলেরে মম বিদ্যমান ॥ হীনজাতিগণে যাবে আরোহি বিমান। তাদের উপরে কেন এত অভিমান ॥ আপন মহত্ত্ব ভাবে পরে ভাবে হীন। কিসের পণ্ডিত তারা অতি দীনহীন ॥ তুচ্ছ নৈলে উচ্চপদ নহে কদাচন। বিজ্ঞ হইয়ে অন্যায় করে কি কারণ ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা অক্রুর তখন। সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণে করে আনয়ন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, পণ্ডিত সুজন। স্বর্গে যেতে নাহি চাও কিসের কারণ ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বলে করি নিবেদন। পুষ্পরথে আরোহিবে যত নীচগণ ॥ হেন অবিচার কেন কৈলে যদুপতি। পুষ্পরথে স্বর্গে যাবে হয়ে হীনজাতি ॥ কৃষ্ণ বলে কেবা হীন আমি নাহি চিনি। বিস্তারিয়া সেই কথা কহ দেখি শুনি ॥ সকল জীবেতে জেনো আমার

আশ্রয়। কর্মদোষে উচ্চজাতি নীচজাতি হয়॥ ত্রিজগত কর্তা আমি জগতের সার। আমার কাছেতে নাই জাতের বিচার॥ এ জগতে জাতিজ্ঞান যেজন করিবে। শ্রীপদে আশ্রয় তার কভু না হইবে॥ সর্বজীবে সমজ্ঞান করে যেইজন। অনায়াসে লাভ করে আমার চরণ॥ জীব আর কৃষ্ণে ভেদ যেজন না করে। কৃষ্ণপরায়ণ বলি জানিবে তাহারে॥ উচ্চ নীচ জ্ঞান কর তোমরা সকলে। ভেদাভেদ জ্ঞান সবে কোথায় পাইলে॥ উচ্চনীচ ভেদাভেদ করে যেইজন। সেই ব্যক্তি নাহি হয় স্বর্গ পরায়ণ॥ শুন কৃষ্ণভক্তগণ সবাকারে কই। এত তুচ্ছ হৈলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হই॥ অতএব, তুচ্ছ হও মন দুরাশয়। অবশ্য করিবে দয়া কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যা বলে বলুক লোকে, স্থির হ'য়ে থেকো। কলঙ্ক সাগরে ডুবি কৃষ্ণ ব'লে ডাক॥ যে তোমায় হীন ভাবে তারে বল গুরু। তবে বাঞ্ছা পূরাবেন বাঞ্ছাকল্পতরু॥

নীচ ও অস্পৃশ্যদের পুষ্পরথে স্বর্গে গমন

কৃষ্ণের আজ্ঞায় যত হীন জাতিগণ। মনের আনন্দে করে স্বর্গেতে ভ্রমণ॥ স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠে সবে ভ্রমণ করিল। অতঃপর গোলোকেতে সকলে আসিল॥ ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোক আর তপোলোক। ধ্রুবলোক ভ্রমি শেষে গেল নাগলোক॥ অতঃপর রথ লয়ে যায় যে দক্ষিণে। উপনীত হৈল সবে যমের ভবনে॥ চৌরাশী নরককুণ্ড সেথা বিদ্যমান। কত শত পাপী সেথা দেখে বিদ্যমান॥ যমদূতগণ সব বিকট আকার। পাপীগণ মুণ্ডে করে মুদ্গর প্রহার॥ মহাপাপীগণ সবে যমের পুরীতে। কত শাস্তি পায় তাহা না পারি বর্ণিতে॥ সে দৃশ্য দেখিয়া সবে ভয়ে কম্পমান। জিজ্ঞাসিল সারথীরে ইহা কোন্ স্থান॥ সারথী বলিল ইহা যমের ভবন। পতিত নরকে সব মহাপাপীগণ॥ ঐ চেয়ে দেখ হে যমের দক্ষিণদ্বার। যমদূত করিতেছে পাপীরে প্রহার॥ হস্ত পদ বদ্ধ করে লোহার শিকলে। কারেও ফেলিছে দূত ল'য়ে তপ্ত তৈলে॥ কোন কোন পাপীর ধরিয়া দুই হাত। মস্তকেতে বসায়েছে লোহার করাত॥ কা'রে রাখিয়াছে উর্দ্ধে করি হেঁটমুণ্ডে। কারে ধরি

ফেলিতেছে নরকের কুণ্ডে॥ কা'রো শিরে বসি কাক চক্ষু খুলে খায়। কা'রেও বান্ধিয়া অগ্নিকুণ্ডেতে ফেলায়॥ এরূপে দিতেছে দেখ পাপীদের দণ্ড। মহাভয়ানক চৌরাশী নরককুণ্ড॥ পাপীর যন্ত্রণা দেখিয়া দারুক সারথি। দয়া উপজিল তার পাপীগণ প্রতি॥ দয়াবান দারুক ভাবিছে মনে মনে। নরক হইতে উদ্ধারিব পাপীগণে॥ একথা চিন্তিয়া সেই দারুক গুণধাম। স্মরিতে লাগিল কোথা কৃষ্ণ গুণধাম॥ পুষ্পরথে আসি প্রভু হও হে উদয়। পাপীরে উদ্ধার কর কৃষ্ণ দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি দারুক তখন। পাপীগণে পুষ্পরথ করায় দর্শন॥ নরক সম্মুখে রথ করি সংস্থাপন। রথীগণে বলে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ স্বর্গেতে ভ্রমেছ সবে আনন্দিত মনে। নরক হইতে উদ্ধারহ পাপীগণে॥ দারুকের কথা শুনি যত রথীগণ। রথের উপরে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ হরিনাম কর্ণে যেতে যত পাপীগণ। উর্দ্ধমুখে করে পুষ্পরথ দরশন॥ নামগুণে হৈল পাপীর পাপ বিমোচন। নরক হইতে করে স্বর্গেতে গমন॥ দূতগণ আসি সবে যমেরে বলিল। নরক হইতে পাপী উদ্ধার পাইল॥ কোথা হতে পুষ্পরথ এসেছে সেখানে। উদ্ধার করিছে প্রভু যত পাপীগণে॥ দূতমুখে বার্তা শুনি রবির নন্দন। দারুকের কাছে আসি করে জিজ্ঞাসন॥ কে তুমি এসেছ হেথা সারথী সুজন। নরক হইতে ত্রাণ কর পাপীগণ। কোথায় বসতি তব কহ দেখি শুনি। কার এই পুষ্পরথ সুন্দর সাজনি॥ সারথী কহিল মোর দারুক যে নাম। শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পরথ বৈকুণ্ঠেতে ধাম॥ কংসরাজে ধ্বংস করি এবে মথুরায়। রাজা হয়ে বসেছেন কৃষ্ণ দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রজা হয় এই জনগণ। পুষ্পরথে কৈল সবে স্বর্গেতে গমন॥ গোলোক বৈকুণ্ঠ আদি ভ্রমণ করিনু। অবশেষে তব পুরে প্রবেশ করিনু॥ দেখিয়ে নরককুণ্ড মহা ভয়ানক। কত শত পাপী তাহে ভুঞ্জয়ে নরক॥ পুষ্প-রথ দরশনে যত পাপীগণ। পাপে মুক্ত হ'য়ে কৈল স্বর্গেতে গমন॥ মম পরিচয় এই শুনহ রাজন্। কৃষ্ণ-পুষ্পরথ এই কর দরশন॥ শমন বলিল, আমি পাপীর শমন। হরিনাম শুনায়ে কৈলে আমারে দমন॥ হরিনাম শুনায়ে কৈলে পাপীর উদ্ধার। কা'রে ল'য়ে আমি আর করি

অধিকার ॥ অতি শুভক্ষণে তুমি হেথায় আসিলে। চৌরাশী নরককুণ্ড খালি যে করিলে ॥ ভাল হৈল, গেল মোর এ পাপ রাজত্ব। দয়া প্রকাশিয়ে মোরে করহ কৃতার্থ ॥ আর কতদিন আমি হইয়া পাষণ্ড। ব'সে রব কোলে করি নরকের কুণ্ড ॥ মম পূর্ব্ব-পাপ কত না যায় বর্ণন। কি পাপে হইনু বিষ্ঠাকুণ্ডের রাজন্ ॥ পুনঃ পুষ্পরথে কর নাম-সংকীর্তন। কৃতার্থ হইয়ে শুনি হরিনাম ধন ॥ চিত্রগুপ্ত বলে, মোর কপাল যে পোড়া। নিত্য-নিত্য করি নরকের লেখাপড়া ॥ জাতিতে কায়স্থ আমি বাজ পড়ে মুণ্ডে। পাপীর হিসাব লিখি নরকের কুণ্ডে ॥ কায়স্থ-কুলেতে জন্ম একি মনস্তাপ। বিদ্যা যে শিখেছি লিখিতে পাপীর পাপ ॥ জাতিশ্রেষ্ঠ কায়স্থ যে করি কর্ম্ম হীন। যমালয়ে আছি হ'য়ে পরের অধীন ॥ অতএব, জানিলাম সকলি অসৎ। কৃষ্ণ কৃপা করে যারে সে হয় মহৎ ॥ যেই পাপী সেই আমি জানিনু কারণ। নরক লিখিতে করি নরক দর্শন ॥ অতএব, চল যাই কৃষ্ণ-দরশনে। মথুরায় যাই পুষ্পরথ-আরোহণে। এত বলি চিত্রগুপ্ত কাগজ ফেলে দিল। বাহু তুলি হরি বলি নাচিতে লাগিল ॥ চিত্রগুপ্ত-নৃত্য দেখে যম মহাশয়। বাহু তুলি বলে, কোথা কৃষ্ণ দয়াময় ॥ যম নাচে গুপ্ত নাচে নাচে যমদূত। বাহু তুলি কৃষ্ণ বলি নাচে যত ভূত ॥ দক্ষিণ দ্বারেতে যত পাপীগণ ছিল। যম-নৃত্য দেখি সব নাচিতে লাগিল ॥ যমালয়ে ছিলেন যতেক পাপীগণ। সকলেতে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥ এইরূপে নাচে সবে হইয়া পুলক। যমালয় হ'য়ে গেল দ্বিতীয় গোলোক ॥ এইরূপে পাপীগণ কৃষ্ণ-দরশনে। মথুরায় চ'লে গেল রথ-আরোহণে ॥ এ-অবধি মথুরার লীলা শুন বিজ্ঞ। তদন্তরে বৃন্দাবনে শুন রাধা-যজ্ঞ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার যজ্ঞারম্ভ

জন্মেজয় বলে শুন ওহে তপোধন। তদন্তরে কি হইল, করিব শ্রবণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদেতে রাধা-বিনোদিনী। বৃন্দাবনে

কি করিল কহ দেখি শুনি॥ সৌতিক বলেন রাজা করহ শ্রবণ। শ্রীরাধিকা কৈল এক যজ্ঞ আরম্ভন॥ যজ্ঞ আরম্ভিল রাধা কৃষ্ণের কারণে। পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে আনিতে বৃন্দাবনে॥ গোপিনী লইয়া রাধা বসিয়া নির্জ্জনে। মন্ত্রণা করেন কৃষ্ণ বিচ্ছেদ কারণে॥ কি উপায় করি বৃন্দে বলগো এক্ষণে। কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ আসে বৃন্দাবনে॥ বৃন্দা বলে শুন রাধা বলি যে তোমায়। কংস যজ্ঞ হেতু কৃষ্ণ গেছে মথুরায়। তুমি যজ্ঞ কর রাধে এই বৃন্দাবনে। আমন্ত্রিয়া কৃষ্ণে আন নিকুঞ্জ কাননে॥ নিমন্ত্রণ পত্র মোরে দাও তুমি রাই। শ্রীকৃষ্ণে আনিতে আমি মথুরায় যাই॥ মধু যজ্ঞ তুমি হেথা কর বিনোদিনী। সেই যজ্ঞে কৃষ্ণে আমি বৃন্দাবনে আনি॥ কৃষ্ণ প্রিয়সখী বৃন্দা এই যুক্তি দিল। নিকুঞ্জ কাননে রাধা যজ্ঞ আরম্ভিল॥ রাধাযজ্ঞ নাম তার রাখিলেন রাধা। গোপীগণ সাহায্য যে করেন সর্ব্বদা॥ নানাজাতি ফলমূল আনি কুঞ্জবনে। রাধাযজ্ঞ করে রাধা নিকুঞ্জ-কাননে॥ যজ্ঞস্থানে যজ্ঞকুণ্ড জ্বালিল শ্রীমতী। কৃষ্ণ বলে নিজে প্রাণ দিবেন আহুতি॥ পত্রে লিখি সমস্ত যজ্ঞের বিবরণ। বৃন্দাদূতী হস্তে পত্র করিল অর্পণ॥ মধুপুরে যায় বৃন্দে ল'য়ে যজ্ঞ-বার্ত্তা। কৃষ্ণে আনিবারে কৃষ্ণ ব'লে করে যাত্রা॥ উপনীত হৈল বৃন্দে যমুনার তটে। দেখিল নাবিক নাই যমুনার ঘাটে॥ তাহা দেখি বৃন্দে দূতী কাতর হইল। শ্রীকৃষ্ণে আনিতে ব্রজে বিপদ ঘটিল॥ কিরূপে হইব পার ভাবে সহচরী। আনিতে ভব-কাণ্ডারী না পায় কাণ্ডারী॥ বৃন্দে ডাকে কোথা কৃষ্ণ পারের কাণ্ডারী। শ্রীযমুনা পার করি দাও হে মুরারী॥ পথের সম্বল আর কেহ নাই হরি। ভবার্ণবে তুমি প্রভু পারের কাণ্ডারী॥ অপার নদীর কৃষ্ণ তুমি কর্ণধার। পদ তরী দিয়ে কর শ্রীযমুনা পার॥ অগতির গতি তুমি ওহে বংশীধারী। তাই প্রভু তব নাম ভবের কাণ্ডারী॥ বিপদে পড়িয়া যেবা কৃষ্ণ বলে ডাকে। দয়া করে দয়াময় পার কর তাকে॥ একদিন যমুনায় হয়ে কর্ণধার। গোপীগণে তুমি প্রভু করেছিলে পার॥ দয়া কর মম প্রতি ওহে দয়াময়। আমার ভাগ্যেতে কৃষ্ণ হও হে সদয়॥ বৃন্দাপ্রতি দয়াময় সদয় হইল। যমুনার জল মধ্যে

আসি দেখা দিল ॥ কৃষ্ণকে দেখিয়ে বৃন্দে যমুনার জলে। শ্রীরাধার বিবরণ শ্রীকৃষ্ণকে বলে ॥ প্রণাম করিয়ে বৃন্দে গোবিন্দের পায়। যমুনার তীরে ধনি ধরণী লুটায় ॥ বৃন্দে বলে, ধন্য ধন্য আমি গোপনারী। জলমধ্যে দেখা দিল দয়াময় হরি ॥ কত-শত যোগী-ঋষি ধ্যানে নাহি পায়। বিরিঞ্চি শঙ্কর সদা যে পদ ধেয়ায় ॥ এমন যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীর ভক্তি বলে। দেখা দিল আসিয়া সে যমুনার জলে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বৃন্দে বলহ তৎপর। কি হেতু যমুনাতীরে হইলে কাতর ॥ কেমন আছে পিতানন্দ মাতা যশোমতী। কেমন আছেন রাধা, কহ বৃন্দাদূতী। বৃন্দাদূতী বলে, কৃষ্ণ, করি নিবেদন। সকলে আছেন ভাল গোপ-গোপীগণ ॥ সম্প্রতি শ্রীমতীর জানাই বিবরণ। নিকুঞ্জে করিছে রাধা যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ নিমন্ত্রণ-পত্র কৃষ্ণ এনেছি তোমারি। যজ্ঞ নিমন্ত্রণ-পত্র ধর ওহে হরি ॥ হাসিতে-হাসিতে কৃষ্ণ পত্র নিল করে। পত্র-ছন্দ শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ না করে ॥ শ্রীকৃষ্ণ পড়েন পত্রে যজ্ঞ-বিবরণ। শ্রীমতী পত্রেতে যাহা লিখিল কারণ ॥ সেবকানুসেবকী শ্রীরাধা বিনোদিনী। তব পাদপদ্মে নিবেদন চিন্তামণি ॥ অসংখ্য প্রণাম হরি তোমার চরণে। যজ্ঞ আরম্ভিনু আমি নিকুঞ্জ-কাননে ॥ আমার এ যজ্ঞ প্রভু হবে সমাপন। রাধাযজ্ঞে রাধানাথ করিবে গমন ॥ পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করি হে তোমায়। যজ্ঞপূর্ণ কর এসে ওহে দয়াময় ॥ তুমি হে যজ্ঞের কর্ত্তা যজ্ঞেশ্বর হরি। তব পাদপদ্মে কৃষ্ণ নিবেদন করি ॥ যে কারণ যজ্ঞ তাহা জান তুমি মনে। পত্রপাঠ এসো প্রভু নিকুঞ্জকাননে ॥ অন্তর্য্যামী তুমি ওহে, দেব চিন্তামণি। যাগ-যজ্ঞ তব রাঙ্গা চরণ দু'খানি ॥ তোমার চরণে প্রভু আছে সুরধুনি। বিল্বদল রাখিয়াছি সযত্নেতে আনি ॥ সেই গঙ্গাজল আর ওই বিল্বদলে। অর্পণ করিব যজ্ঞে জয় দুর্গা বলে ॥ হইবেন মহামায়া যজ্ঞে অধিষ্ঠান। নিকুঞ্জকাননে এসো ওহে ভগবান ॥ সর্ব যজ্ঞে কর্ত্তা তুমি ওহে দয়াময়। তুমি না আসিলে যজ্ঞ নিষ্ফল যে হয় ॥ অবশ্য আসিবে যজ্ঞে তুমি হে শ্রীপতি। পত্র দ্বারা করিলাম নিমন্ত্রণ ইতি ॥ পত্রের বৃত্তান্ত পাঠ করি নারায়ণ। জানিল রাধার যজ্ঞের যত বিবরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বৃন্দে জানিনু কারণ। কল্য প্রাতে যজ্ঞে আমি করিব গমন॥ যাও বৃন্দে বল যথা আছেন কিশোরী। তব যজ্ঞে কল্য প্রাতে আসিবেন হরি॥ ইহা বলি শ্রীকৃষ্ণ হলেন অন্তর্দ্ধান। মথুরায় আপনি গেলেন ভগবান্॥ মহানন্দে বৃন্দে আসি রাধায় কহিল। উঠি প্রাতে শ্রীরাধিকা যজ্ঞ আরম্ভিল॥ কহে কবি সরকার, শুন ভক্তগণে। রাধা কৈল রাধ'যজ্ঞ নিকুঞ্জ-কাননে॥

মথুরায় আসি কৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি। শ্রীরাধার যজ্ঞে যেতে করে অনুমতি॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে উদ্ধব তখন। রথে চড়ি বৃন্দাবনে করেন গমন॥ রাধারাণী যজ্ঞ করে নিকুঞ্জ-কাননে। উদ্ধব আসিল তথা রথ আরোহণে॥ কৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধরে। ভৃগুমুনি পদচিহ্ন নাই বক্ষোপরে॥ শিরে নাই শিখিপাখা হাতে নাই বাঁশী। নিকুঞ্জ-কাননে দেখা দিলেন যে আসি॥ উদ্ধবের রূপ দেখি যত গোপীগণে। কৃষ্ণ ভাবি ছুটে এলো নিকুঞ্জ-কাননে॥ কৃষ্ণ এলো বলে সব যত গোপীগণ। দ্রুত আসে কৃষ্ণে করিতে দরশন॥ উদ্ধব বসিয়া রথে ভাবিতে লাগিল। গোপীগণ সবে মোরে দেখিতে আসিল॥ রথোপরে থাকা আর উচিত না হয়। কোথা হে অনাথবন্ধু কৃষ্ণ-দয়াময়॥ 'কৃষ্ণ বলি' উদ্ধব যে ভূমিতে নামিল। শ্রীরাধার শ্রীচরণে যে প্রণাম করিল॥ শ্রীমতী বলেন ওহে কৃষ্ণ দয়াময়। এ কী রূপে নিকুঞ্জেতে হইলে উদয়॥ কি কারণে চূড়াধড়া করিয়া গোপন। নিকুঞ্জ-কাননে আসি দিলে দরশন॥ একি ভাব প্রকাশ করিলে গুণধাম। দাসীর চরণে কেন করিলে প্রণাম॥ শ্রীরাধার কথা শুনি উদ্ধব তখন। গলবস্ত্রে করযোড়ে করেন স্তবন॥ উদ্ধব বলেন, শুন, রাধে ব্রজময়ী। কৃষ্ণভক্ত উদ্ধব আমি কৃষ্ণ নই॥ মথুরায় রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ গুণধাম। কৃষ্ণদাস আমি, উদ্ধব মোর নাম॥ কৃষ্ণদাস রূপে থাকি মথুরা-ভুবনে। কৃষ্ণের আজ্ঞায় আসি নিকুঞ্জ-কাননে॥ বৃন্দাবনে রাধা যজ্ঞ করেন কিশোরী। নিমন্ত্রণ-রক্ষা হেতু পাঠালেন হরি॥ শ্রীকৃষ্ণ আদেশে হেথা এনু রক্ষা নিমন্ত্রণে। কোথা রাধা-যজ্ঞ তব নিকুঞ্জ-কাননে॥ আদেশ-করেছে কৃষ্ণ মথুরা-ভুবনে। শ্রীরাধাকে

ল'য়ে এস রথ-আরোহণে ॥ এস রাধে-পুষ্পরথে কর আরোহণ। কৃষ্ণা-দেশে ল'য়ে যাব মথুরা-ভুবন ॥ রাধা বলে কেবা তুমি নিকুঞ্জ-কাননে। উদ্ধব কি কৃষ্ণ তুমি কে তোমায় চিনে ॥ চূড়াধড়া গোপন করিয়ে হৃষীকেশ। নিকুঞ্জে আইলে ধরি উদ্ধবের বেশ ॥ পুষ্পরথ হেরি মোর সন্দ হয় মনে। কেবা তুমি রথোপরে নিকুঞ্জ-কাননে ॥ ত্রেতাযুগে এই রথে করি আরোহণ। পঞ্চমাস গর্ভ আমি গিয়াছিনু বন ॥ ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণ এ রথ-আরোহণে। বনবাস দিয়াছিল বাল্মীকির বনে ॥ পঞ্চবটি বনে করি রথ-আরোহণ। কত কষ্ট দিয়াছিল পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ দ্বাপরেতে পুনরায় এলে রথোপরে। কোন্ বনে পাঠাইবে বল শ্রীরাধারে ॥ তাই বলি হে উদ্ধব থাকিতে জীবন। আর না করিব আমি রথে আরোহণ ॥ পঞ্চবটী বন আর অশোক-কানন। বাল্মীকির তপোবন নিকুঞ্জ-কানন ॥ জন্ম গেল বনে-বনে করিয়া ভ্রমণ। আর না করিব আমি রথে আরোহণ ॥ উদ্ধব বলেন, শুন জনক-নন্দিনী। রাম-অবতার কথা কহ দেখি শুনি ॥ কিবা হেতু বনবাস বাল্মীকির বনে। কত কষ্ট পেয়েছিলে রথ-আরোহণে ॥ কহ মোরে রাধারানী শুনিব শ্রবণে। সুধামাখা রামনাম কহ মম স্থানে ॥ শুনিয়াছি মহাঋষি মুনিদের স্থানে। নাশয়ে সকল পাপ রামনাম শুনে ॥ শ্রীরাম নামের গুণ রামায়ণে শুনি। রাম নাম জপিয়া রত্নাকর হৈল মুনি ॥ সীতারূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে। রামায়ণ কথা বল শুনিব শ্রবণে ॥ কি ভাবেতে সীতারূপ করিয়া ধারণ। করেছিলে রাবণের রথে আরোহণ ॥ সেরূপ ধারণ করি জনক-নন্দিনী। সুধাময় রামনাম কহ দেখি শুনি ॥ সীতারূপ রাধারানী করহ ধারণ। সীতারূপ বৃন্দাবনে করি দরশন ॥ কিরূপেতে মায়াযোগী হৈল সে রাবণ। সেই রূপ বৃন্দাবনে করাও দর্শন ॥ মায়া করি মহামায়া সাজাও-রাবণে। রাবণের যোগিবেশ দেখাও এখানে ॥ কিরূপে রাবণ-রাজা যোগী সেজেছিল। কিরূপে তোমারে বল রথেতে তুলিল ॥ কি ভাবে তোমায় ভিক্ষা মাগিল রাবণ। প্রথমে কি বলেছিল ভিক্ষার কারণ ॥ কিরূপে জানকী তুমি ফল ল'য়ে করে। ভিক্ষা দিতে এসেছিলে গণ্ডীর

বাহিরে ॥ কিরূপেতে ফল ল'য়ে আসিলে বাহিরে। কি বলিয়া ভিক্ষা দিলে রাবণের করে ॥ কিরূপে সে মায়া যোগী কেশে ধরেছিল। কেমন করিয়া তোমা রথেতে তুলিল ॥ কেঁদে ব'লেছিলে কোথা রৈলে রামনিধি। তব চক্ষুজলে কোথা হয় মায়ানদী ॥ আসিয়া জটায়ু পক্ষী পঞ্চবটী বনে। কি ক'রে করিল যুদ্ধ রাবণের সনে ॥ তদন্তরে রাবণ সে পেয়ে পক্ষী দেখা। অস্ত্রাঘাতে কেটেছিল জটায়ুর পাখা ॥ বল মোরে সীতাদেবি, শুনি রামায়ণ। বৃন্দাবনে রামায়ণ করিব শ্রবণ ॥ অজ্ঞান অধম আমি উদ্ধব দুরাচার। কৃপা করি আশাপূর্ণ করহ আমার ॥ তোমার-যজ্ঞেতে এসে এই বৃন্দাবনে। সীতারূপ দরশন করি দু'নয়নে ॥ উদ্ধবের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ। সীতারূপ রাধা-সতী করিল ধারণ ॥ যে-রূপেতে গণ্ডীরেখা দেয় শ্রীলক্ষ্মণ। বৃন্দাবনে সেই গণ্ডী হৈল ততক্ষণ ॥ মায়াগণ্ডী এমনি পড়িল বৃন্দাবনে। লক্ষণ যে গণ্ডী দিল পঞ্চবটি বনে ॥ গণ্ডীর ভিতরে সীতা রহিল তখন। হেনকালে যোগী সাজে আইল রাবণ ॥ সীতারূপে রাধা বসি গণ্ডী-মধ্যস্থানে। খেলিছে ভোজের বাজী নিকুঞ্জ-কাননে ॥ মহামায়া মায়া বল আর কেবা জানে। সীতা চুরি উদ্ধবে দেখান বৃন্দাবনে ॥ আসিলেন মায়াযোগী দেখিছে উদ্ধব। স্কন্ধে ভিক্ষা-ঝুলি মুখে ডাকিছে মাধব ॥ রক্তবস্ত্র পরিধানে আর বাঘাম্বর। কোথায় জানকী বলি ডাকে যোগিবর ॥ ভিক্ষা দেহ বলি যোগী আসিয়া দাঁড়ায়। ভয়ে সীতাদেবী ধীরে অগ্রসর হয় ॥ গৃহস্থের ধর্ম্ম রক্ষা করার কারণে। দূর হৈতে প্রণমিল যোগীর চরণে ॥ সীতা বলে যোগীবর দেখ নয়নেতে। শুধুমাত্র একা আমি আছি কুটিরেতে ॥ শ্রীরাম গেছেন স্বর্ণ মৃগ, অন্বেষণে। লক্ষণ গেছেন তাঁর-সাহায্য কারণে ॥ কুলবধূ আমি তাই বাহিরেতে পারি। কিরূপে-দানিব ভিক্ষা মনে ভয় করি ॥ যোগী বলে দান সীতা শাস্ত্রের বচন। অতিথি বিমুখ হলে অশুভ লক্ষণ ॥ সীতা বলে লহ ভিক্ষা গণ্ডীর ভিতর। হস্ত প্রসারিয়া ভিক্ষা লহ যোগীবর ॥ এই কথা বলি হাতে থালা তুলি নিল। গ্রহণ করহ ভিক্ষা যোগীরে বলিল ॥ মায়া যোগী বলে শুন জনক ঝিয়ারী। গণ্ডীমধ্যে

ভিক্ষা আমি নিতে নাহি পারি ॥ গৃহস্থের ধর্ম সীতা কর তুমি রক্ষা। একপদ বাহিরে রাখিয়া দাও ভিক্ষা ॥ যোগী বাক্য শুনি সীতা অগ্রসর হৈল। এক পদ বাহিরে রাখি ভিক্ষা দিতে গেল ॥ ফল লয়ে সীতা গেল বাহিরে যখন। ছদ্মবেশ ত্যজি যোগী হইল রাবণ ॥ কোথা গেল বাঘাম্বর ভস্ম বিভূষণ। দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত করেন ধারণ ॥ রাবণের মূর্ত্তি হেরি উদ্ধব তখন। ভয়েতে নিকুঞ্জ বনে করে পলায়ন ॥ উদ্ধবেরে ভীত দেখি জনক নন্দিনী। হাস্য করি মায়া ত্যাগ করিলেন তিনি॥ ত্যাগ কৈলা সীতা-রূপ লুকায় রাবণ। রাধা-রূপে বসিলেন নিকুঞ্জ-কানন ॥ শ্রীরাধা বলে ভয় নাই এস হে উদ্ধব। রথ রাখি কোথা গেলে কৃষ্ণের বান্ধব ॥ উদ্ধব বলে, রূপ তব কর সম্বরণ। এখনো আছে কি সেই পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ শ্রীরাধা বলেন, উদ্ধব সে-কথা কেমন। নিকুঞ্জ-কানন মধ্যে দেখিলে রাবণ ॥ শুনেছি শ্রবণে ত্রেতাযুগেতে রাবণে। সীতাকে হরণ কৈল পঞ্চবটি বনে॥ সেই রাবণ মরিল শ্রীরামের বাণে। আর কেন রাবণে দেখিবে বৃন্দাবনে॥ কোথায় দেখিলে সীতা জনক-নন্দিনী। নিকুঞ্জ-বনেতে কেন আসিবেন তিনি ॥ কোথায় সে দশানন বলহ উদ্ধব। সাধু হ'য়ে বল কেন কথা অসম্ভব ॥ রাবণের ভয়ে কেন এত ভীত হও। কৃষ্ণের বান্ধব হয়ে রাবণে ডরাও ॥ উদ্ধবের প্রতি রাধা এতেক কহিল। অভয় পেয়ে উদ্ধব নিকটে আসিল ॥ রাধার নিকটে আসি করে নিরক্ষণ। কোথা গেল সীতাদেবী কোথা সে রাবণ ॥ রাধারাণী বসেছেন নিকুঞ্জ কাননে। কোথা লুকাইলা সীতা পঞ্চবটি বনে ॥ একদৃষ্টে উদ্ধব রাধায় নিরীক্ষণ। মনে-মনে হেসে রাধে ঢাকিল বদন ॥ রাবণের ভয় উদ্ধবের আছে মনে। রাবণ লুকাল কোথা নিকুঞ্জ-কানন॥ অদ্ভুত ভাগবতে যে ব্যক্ত আছে সব। নিকুঞ্জে সীতাহরণ দেখিল উদ্ধব ॥ কহে কবি সরকার, আমি দীনহীন। পাপে জরজর তনু বৃথা গেল দিন ॥ উদ্ধব দেখিল সীতা নিকুঞ্জ-কাননে। আমায় হইলে বাম বাঁকুড়ার বনে ॥

শ্রীরাধার নিকট উদ্ধবের বিদায়-প্রার্থনা

উদ্ধব বলেন,' ওগো ব্রহ্মময়ী রাই। রাধাযজ্ঞ সাঙ্গ হৈল আমি এবে যাই॥ তোমায় শ্রীরাধে আর বলিব কেমনে। মথুরায় যাইতে এ রথ-আরোহণে যে রথের প্রমাণ এ দেখালে নয়নে। সীতারূপ ধরিয়া এ নিকুঞ্জ-কাননে॥ যেই রাধাযজ্ঞ রাধে দেখালে নয়নে। হেন রাধাযজ্ঞ কে দেখেছে ত্রিভুবনে॥ যাগযজ্ঞ যাহা কিছু হয়েছে ভুবনে। রাধাযজ্ঞ কভু কেহ দেখেনি নয়নে॥ ধন্য আমি ধন্য মোর এদু'টি নয়ন। শ্রীরাধার যজ্ঞ আজি করিনু দর্শন॥ শুন রাধে এক কথা করি নিবেদন। নিকুঞ্জেতে দেখা হ'ল যুগল-মিলন॥ ইহা বলি,, উদ্ধব শ্রীরাধার চরণে। প্রণমিয়া যাত্রা কৈল রথ-আরোহণে॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। নিকুঞ্জেতে রাধাযজ্ঞ হৈল সমাপন॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

দ্বারকা-লীলা আরম্ভ ও শ্রীকৃষ্ণের অতিথিশালার কথা

বসেছেন কৃষ্ণ দ্বারকার সিংহাসনে। ব্রহ্মা আদি দেবগণ বসি যথাস্থানে ॥ বেদ পাঠ করে ব্রহ্মা হইয়া সদয়। শুনিছেন একমনে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ হেনকালে আসিলেন সৌতিক মহামুনি। সমাদরে বসালেন দেব চিন্তামণি ॥ সভামধ্যে বসিল সৌতিক মহাশয়। মুনিবরে জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ দেখ দেখ দেখ হে সৌতিক তপোধন। দ্বারকা কেমন হইয়াছে সুশোভন ॥ দেখ মুনি অট্টালিকা সুবর্ণ-রচিত। অতি মনোহর বিশ্বকর্ম্মার রচিত ॥ দ্বারকার শোভা আমি বর্ণিব বা কত। স্থানে-স্থানে দেবালয় শিবালয় যত ॥ বিস্মিত হইয়া মুনি সকলি দেখিল। অবশেষে কৃষ্ণ প্রতি কহিতে লাগিল॥ শুনিয়াছি নাম তব কৃষ্ণ-দয়াময়। কোথায় সেরূপ কার্য্য বল মহাশয় ॥ নিজে সুখী হৈলে তারে কেবা বলে সুখী। পরকে যে করে সুখী সেইজন সুখী ॥ কাঙ্গালে যে দয়া করে হইয়া সদয়। তাহাকেই সর্বলোকেবলে দয়াময় ॥ তুমি যত দয়াময় ওহে দয়াময়। ইচ্ছা করি শুনিতে শুনাতে আজ্ঞা হয় ॥ জন্ম ল'য়ে রাজকুলে দেবকী-উদরে। যশোদাকে মা বলিলে গোকুল-নগরে ॥ ব্রজপুরে যতদিন কৃষ্ণ তুমি ছিলে। আপ্তসুখী হ'য়ে হরি কত লীলা কৈলে ॥ বাৎসল্যভাবে যশোদার হৈলে নীলমণি। নিত্য তোমা খাওয়াইত ক্ষীর সর ননী ॥ রাখালের সহ ধেনু-বৎস সকল। বনমধ্যে গিয়া কত খেলে বনফল ॥ বংশীধ্বনি করি তুমি নিকুঞ্জ-কাননে। কত লীলা কৈলে হরি ল'য়ে গোপীগণে ॥ রাজসুখ ভোগ কৈলে থাকি ব্রজপুর। তবু সবে বলে তোমা কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর হ'য়ে কি কার্য্য করিলে। নিজের সুখের লাগি ব্রজে কাটাইলে ॥ তারপরে

এলে তুমি এই কংসালয়। কংস ধ্বংস করি রাজা হ'লে দয়াময়॥ কিছুদিন রাজত্ব করিয়া মথুরায়। অবশেষে এলে তুমি এই দ্বারকায়॥ দ্বারকায় আসি ওহে দয়াময় হরি। নির্মাণ করিলে এই মনোহর পুরী॥ কাঙ্গালের সখা তুমি ওহে দয়াময়। কাঙ্গালে করিতে দয়া তব আজ্ঞা হয়॥ তব নামে তরয়ে কাঙ্গাল পরকালে। তাদের সাহায্য হরি কর এইকালে॥ এবে তা'রা হয় অতি দুঃখেতে দাহন। কিঞ্চিৎ সাহায্য তারে কর নারায়ণ॥ কাঙ্গালের জন্য কিছু করা ত উচিত্। দ্বারকায় কর অতিথিশালা গঠিত॥ তাদের সাহায্য লাগি ওহে দয়াময়। নির্মাণ করহ এক কাঙ্গাল-আলয়॥ দেশ ও দেশান্তরে কাঙ্গাল যতদূর। কাঙ্গালের সেবা কর কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর তুমি সকলেই বলে। কাঙ্গালকে কর কিছু দয়া ইহকালে॥ কৃষ্ণ বলি তাহাদের দুঃখে গেছে দিন। ভিক্ষে-দুঃখে গেল কাল হ'য়ে উদাসীন॥ অন্নাভাবে হইয়াছে অস্থি-চর্ম্ম সার। তৈলাভাবে উড়ে খড়ি গায়েতে সবার॥ বস্ত্র অভাবেতে করে-কৌপীন ধারণ। শয্যার অভাবে করে ধূলাতে শয়ন॥ নিরাশ্রয় হয়ে কা'রো গাছতলা সার। কা'রো অন্নাভাবে কান্দিতেছে পরিবার॥ যত সব কাঙ্গালে আনিয়া এখানে। কাঙ্গালের সেবা কর রাখ শ্রীচরণে॥ যথোচিত কার্য্য তুমি কর দয়াময়। কাঙ্গালের প্রতি প্রভু হও হে সদয়॥ এত-বলি, সৌতিক ঋষি করিল গমন। অতঃপর ঘটে যাহা করহ শ্রবণ॥

দ্বারকায় কাঙ্গাল আলয় স্থাপন

সৌতিকের কথা শুনি কৃষ্ণ-দয়াময়। ইচ্ছিলেন নির্মাইতে কাঙ্গাল-আলয়॥ দ্বারকায় করিবারে কাঙ্গাল আলয়। বিশ্বকর্ম্মা বলি ডাকে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দ্রুত আসে বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ গোচর। শ্রীকৃষ্ণ বলেন তার করি সমাদর॥ শুন ওহে বিশ্বকর্ম্মা হইয়ে সদয়। দ্বারকায় নির্মাণ কর কাঙ্গাল-আলয়॥ স্বর্গে বৈকুণ্ঠেতে আছে যতেক আলয়।

তা হৈতে উত্তম কর কাঙ্গাল-আলয় ॥ স্বর্ণপিঁড়ি স্বর্ণথাল সহিত ভৃঙ্গার। স্বর্ণ-পালঙ্ক কর শয়ন করিবার ॥ স্থানে স্থানে মণি রত্ন কর-সুশোভন। নির্মাণ করহ যেন ইন্দ্রের ভুবন ॥ ইন্দ্রপুরী হতে শ্রেষ্ঠ করহ বিশাই। অদ্বিতীয় কর যেন ত্রিভুবনে নাই ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা বিশাই তখন। কাঙ্গাল-আলয় শীঘ্র করিল পত্তন ॥ দ্বাদশযোজন ব্যাপী দীর্ঘ প্রস্থ-পরিসর। স্থানে-স্থানে নির্মাইল ঘর মনোহর ॥ চারিদিকে বেষ্টিত প্রাচীর সুশোভন। দ্বারে-দ্বারে দাঁড়াইয়া কত দ্বারিগণ ॥ অপূর্ব বিচিত্র পুরী-গৃহ সুশোভন। সুবর্ণ জিনিয়া পুরী করিল গঠন ॥ ধ্বজপতাকা যে কত উড়ে সারি সারি। কত দেবালয় কৈল বর্ণিতে না পারি ॥ স্বর্ণপিঁড়ি স্বর্ণথাল সোনার ভৃঙ্গার। স্বর্ণের পালঙ্ক কৈল শয়ন করিবার ॥ সোনার পতাকা কৈল কতেক হাজার। আয়োজন করে হরি-কাঙ্গাল-পূজার ॥ রন্ধন হইবে রোজ চাল লক্ষ মন। তার উপযুক্ত আর করিতে ব্যঞ্জন ॥ দধি-দুগ্ধ--ঘৃত-আদি নানা উপহার। ক্ষীর সর নবনীত আনে কত আর ॥ ফলমূল নানাজাতি আসে ভারে ভার। খাদ্য আয়োজন করে বিবিধ প্রকার ॥ ফলাহার অন্নাহার ক্ষীর সর ননী। যার যেই ইচ্ছা হয় ভক্ষিবেন তিনি ॥ স্বর্ণথালে ভোজন করিবে নানা রঙ্গে। শয়ন করিবে সবে সুবর্ণপালঙ্কে ॥ স্বর্ণময় ভৃঙ্গার রাখিল সারি সারি। পদ প্রক্ষালন হেতু রাখিয়াছে বারি ॥ শুক্লবস্ত্র পট্টবস্ত্র নানা আভরণ। যার যাহা ইচ্ছা হয় করিবে ভূষণ ॥ পরিবার ল'য়ে কারো রৈতে ইচ্ছা হয়। চিরবাসী রবে সেই-কাঙ্গাল-আলয় ॥ মাতা-পিতা আদি ল'য়ে পরিবারগণ। কাঙ্গাল-আলয়ে আসি করিবে যাপন ॥ যাহার মনেতে যেই বাসনা হইবে। এখানে আসিলে তাহা সকলই পাইবে ॥ কৃষ্ণের কাঙ্গাল যারা তাহাদের প্রতি। সযত্নে ঘোষণা পত্র লিখিলেন যদুপতি ॥ দারুকে ডাকিয়ে কৃষ্ণ আনিয়ে তখন। ঘোষণা-পত্রিকা তারে করেন অর্পণ ॥ অতঃপর কৃষ্ণ আজ্ঞা দিল দারুকেরে। যতেক কাঙ্গাল আছে দেশ দেশান্তরে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভিক্ষা মাগিছে যেজন। সে-কাঙ্গাল আন করি রথে আরোহণ ॥ যাহার নয়নে পড়ে কৃষ্ণ-প্রেমবারি। যে বলিবে কাঙ্গালের ঠাকুর

শ্রীহরি ॥ দেশে-দেশে আছে যত কাঙ্গালের গণ। দ্বারকায় আন করি রথে আরোহণ ॥ সামান্য কাঙ্গাল যারা জঠরের দায়। পরিশ্রম না করিয়া ভিক্ষা মেগে খায় ॥ তাহাদের ব'লো পদব্রজেতে আসিতে। কর্ম অনুসারে ফল পাবে দ্বারকাতে। এত বলি শ্রীকৃষ্ণ দারুকে আজ্ঞা দিল। শ্রীকৃষ্ণ-আজ্ঞায় দারুক রথে আরোহিল ॥ দেশ-দেশান্তরে দারুক করিল গমন। যথায় যতেক আছে কাঙ্গালের গণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কাঙ্গালগণে তুলি নিল রথে। দারুক করেন যাত্রা দ্বারকার পথে ॥ সামান্য কাঙ্গালগণ দারুকেরে কয়। আমাদের ল'য়ে চল ওহে মহাশয় ॥ দারুক বলিল, তোমরা সামান্য কাঙ্গাল। জঠর জ্বালায় সবে হ'য়েছ কাঙ্গাল ॥ অতএব পদব্রজে সবে চল ভাই। তোমাদের রথে নিতে কৃষ্ণ-আজ্ঞা নাই ॥ দ্বারকায় গেলে সবে দেখিতে পাইবে। কর্ম অনুসারে সবে রবে ভোগে সুখে ॥ এই কথা বলি, দারুক করিল গমন। কৃষ্ণের কাঙ্গাল ল'য়ে দিল দরশন ॥ কাঙ্গাল-আলয়ে আসি দ্বারকার পতি। মধুর বচনে বলে কাঙ্গালের প্রতি ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালেরা পেয়ে কৃষ্ণ-দরশন। সমাদরে করে কৃষ্ণ-চরণ বন্দন ॥ গলে বাস দিয়া সব কৃষ্ণ প্রেমিগণ। আঁখিভরে করে সবে কৃষ্ণ-দরশন ॥ শ্রীকৃষ্ণের কাঙ্গাল আছিল যতজনা। কৃষ্ণ পেয়ে সবাকার পূরিল বাসনা ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন কৃষ্ণ কাঙ্গালী-যতন ॥ কহে কবি সরকার, হায় হায় হায়। কাঙ্গাল হয়েছি আমি জঠর-জ্বালায় ॥ কৃষ্ণকাঙ্গালী যদি হইতাম মন। কাঙ্গাল-ঠাকুর কৃষ্ণ করিত যতন ॥ সামান্য কাঙ্গাল হ'য়ে কি কার্য্য করিনু। আপনার ভাগ্যদোষে কৃষ্ণ হারাইনু ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কাঙ্গাল সেবা

দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণ দয়াময়। নিযুক্ত হলেন নিজে কাঙ্গাল-সেবায় ॥ সুবর্ণ-পিঁড়িতে বসাইয়া কাঙ্গালে সারি। চরণে ঢালিছে স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি ॥ পদ-প্রক্ষালন অন্তে বসায়ে সকলে। সমাদরে

অন্ন সবে দিল স্বর্ণথালে ॥ দধি-দুগ্ধ ক্ষীর সর নানা আয়োজন। ঘৃতপক্ক নানাজাতি অশেষ ব্যঞ্জন ॥ পায়স-পিষ্টক আদি বিবিধ খাবার। মহাসুখে সকলেতে করেন আহার ॥ পরিতৃপ্ত হয়ে সবে করিয়া ভোজন। সুবর্ণ-পালঙ্কে সবে করিল শয়ন ॥ এইরূপে প্রতিদিন কাঙ্গাল-আলয়। অতিথি করেন সেবা কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গাল যতেক ছিল যে যেথায়। এক এক করি সব এল দ্বারকায় ॥ দ্বারকাতে হয় নিত্য কাঙ্গাল-সেবন। নিত্য হয় রন্ধন তণ্ডুল লক্ষ মণ ॥ এ সংবাদ দেশে-দেশে প্রকাশ হইল। বৃন্দাবনে গোপিনীরা শুনিতে পাইল ॥ নন্দ যশোমতী আদি যতেক গোপিনী। আর ব্রজে ছিল যত কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী ॥ সবে বলে চল যাই এখনি সেখানে। অবশ্য যাইব মোরা রথ-আরোহণে ॥ কাহার কেমন আছে কৃষ্ণ-প্রতি মনে। কৃষ্ণ দেখি সবে মনোরথ আরোহণে ॥ এইবার জানা যাবে কার কেমন মন। শ্রীকৃষ্ণ-কাঙ্গালী সব হয়েছ কেমন ॥ ইহা বলি বৃন্দে বসি মুদিল নয়ন। কৃষ্ণ বলি মনোরথে কৈল আরোহণ ॥ পবন সারথি হ'য়ে শূন্যে করি ভর। বৃন্দাকে তুলিল মনোরথের উপর ॥ মনোরথে আরোহিয়া বৃন্দে দ্বারকা চলিল। এইরূপে গোপীগণ রথে আরোহিল ॥ শ্রীরাধিকাসহ তার অষ্ট সখীগণ। নন্দ ও যশোদা আদি যত গোপীগণ ॥ সবে মিলি মনোরথে করি আরোহণ। উপনীত হইলেন দ্বারকা-ভুবন ॥ সবে দেখে শূন্যোপরি গোপনারীগণে। আসিতেছে দ্বারকায় বিনা আবাহনে ॥ নাহি কোন রথরথী, না দেখি বাহন। তাহা দেখি ভয়ার্ত্ত হইল দ্বারীগণ ॥ দ্বারকার অধিবাসী সকলে আসিল। শূন্যপথে নর-নারী দেখিতে পাইল ॥ অসম্ভব দেখি সব শূন্যের উপর। দ্বারীগণ কহে গিয়া কৃষ্ণের গোচর ॥ অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ তিনি, অন্তরে জানিল। মনোরথ-আরোহণে গোপীগণ এল ॥ সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ চলিল তথায়। মনোরথে গোপীগণ এসেছে যথায় ॥ প্রত্যক্ষ দেখিয়া মনোরথের উপর। এস এস বলি কৃষ্ণ করে সমাদর ॥ গোপ-গোপীগণ আদি যত এসেছিল। অভ্যর্থনা করি কৃষ্ণ আসন অর্পিল ॥ নন্দ যশোমতী আদি যত গোপনারী।

সবার চরণে দেয় ভৃঙ্গারের বারি ॥ বৃন্দে বলে, একি তোমার অবিচার হরি। গোপীর চরণে স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী মোরা, শুনহ শ্রীহরি। কাঙ্গালে প্রদান স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি॥ কাঙ্গালে এতেক ভক্তি কে কোথায় করে। কে তাদের জল দেয় সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে॥ কাঙ্গালের প্রতি কেন এতেক সদয়। বল দেখি শুনি, ওহে কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, যতেক গোপিনী। কাঙ্গালিনী নও সবে কৃষ্ণধনে ধনী ॥ কৃষ্ণধন দাতা যে তোমরা গোপীগণ। কৃষ্ণধন সবারে করিলে বিতরণ ॥ তোমাদের কাছ হৈতে এনে কৃষ্ণধন। মথুরায় কংস রাজা করিল স্থাপন ॥ তোমাদের দানে মুক্ত হইয়ে রাজন্। পাপ পরিহরি কৈল বৈকুণ্ঠে গমন ॥ কত ধনে ধনী সবে ভেবে দেখ মনে; দুষ্ট কংস স্বর্গ পায় তোমাদের ধনে ॥ মথুরায় ও দ্বারকায় যে কাঙ্গাল ছিল। তোমাদের ধনে ধনী সকলে হইল ॥ কৃষ্ণধনে ধনী হও তোমরা গোপিনী। কেন বৃন্দে বল মোরা কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী ॥ ইহা বলি গোপীগণে সান্ত্বনা করিল অবশেষে সবে ল'য়ে নিজ গৃহে গেল ॥ নন্দ ও যশোদা আদি বন্দিয়ে চরণ। ষোড়শোপচারে কৃষ্ণ করিল পূজন ॥ বৃন্দাবনে আর কৃষ্ণ যেতে নাহি দিল। নন্দ আদি গোপগণে তথায় রাখিল ॥ ভাগুরি মুনির মতে অদ্ভুত ভাগবতে। গোপ-গোপী নন্দাদি-রহিল দ্বারকাতে॥ দেশ-দেশান্তরে যত কাঙ্গালের গণ। সবে আসি দ্বারকায় করয়ে সেবন ॥ অন্ধ খঞ্জ আদি করি যতেক আছিল। কাঙ্গাল আলয়ে আসি সকলে রহিল ॥

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে হনুমানের দ্বারকায় আগমন

দ্বারকায় কাঙ্গাল-সেবা করিয়া শ্রবণ। হনুমান্ মনে চিন্তা করিল তখন ॥ প্রতিদিন লক্ষ মণ তণ্ডুল রন্ধন। ক্ষীর সর ননী ছানা নানা আয়োজন ॥ দ্বারকায় কাঙ্গাল-সেবা দেখিব নয়নে। লক্ষ মণ চালের অন্ন খায় কতজনে ॥ কত লোক কাজ করে সেই দ্বারকায়।

প্রত্যহ নিযুক্ত যারা কাঙ্গাল-সেবায়॥ বৃদ্ধ-কাঙ্গাল বেশে যাব দ্বারকাতে। একাই খাইব সব রামের কৃপাতে॥ লক্ষ মণ চালের অন্ন খাব সমুদয়। দেখিব কেমন তিনি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ গ্রাসিব সমস্ত অন্ন হইয়ে বিদুর। দেখিব কেমন তিনি কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ যদি মন থাকে মোর শ্রীরামের পায়। খাইব সমস্ত রঘুনাথের কৃপায়॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি করি গ্রাসিব যে সব। কাঙ্গাল সেবায় কৃষ্ণ হবে পরাভব॥ চিন্তা করি হনুমান্ পবন-নন্দন। বৃদ্ধ কাঙ্গালের বেশ করিল ধারণ॥ অতিবৃদ্ধ হইল হনু পাকা গোঁপ-দাড়ি। চলিতে শকতিহীন কাঁপে থরথরি॥ কাঙ্গাল-আলয়ে হনু করিল গমন। লক্ষ মণ চালের অন্ন হৈল রন্ধন॥ অন্ন ও ব্যঞ্জন হনু দেখিয়া তখন। মনে-মনে শ্রীরামেরে করে নিবেদন॥ কোথা ওহে রঘুনাথ জগতের ইষ্ট। কাঙ্গাল-সেবায় অন্ন কর প্রভু তুষ্ট॥ ত্রেতাযুগে রামরূপে হইলা সদয়। দ্বাপরে হয়েছ তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দয়াময় প্রভু তব সর্ব্বজীবে দয়া। একবার এ অধীনে দেহ পদছায়া॥ ওহে রাম রঘুনাথ তব কৃপাগুণে। পোড়ানু সোনার লঙ্কা লেজের আগুনে॥ মেঘনাদ-যজ্ঞ আমি করেছিনু গ্রাস। রাবণের বংশ যত করিনু বিনাশ॥ অলঙ্ঘ্য সাগর প্রভু লঙ্ঘি এক লম্ফে। রাবণ সে কম্পমান হৈল মম দম্ভে॥ রাবণ-ভাণ্ডারে যত আছিল বসন। লেজে জড়াইয়া সব করিনু হরণ॥ আমের বাগান গ্রাসি রাক্ষস-সমাজে। দুরন্ত সে দশাননে বেঁধেছিনু লেজে॥ অযোধ্যাতে লক্ষ্মণের ভোজনের কালে। খেয়েছি সমস্ত যজ্ঞ-অন্ন অবহেলে॥ সে সমস্ত প্রভু তুমি জান ত রাঘব। মম ভোজনেতে লক্ষ্মী হৈল পরাভব॥ যদি তব পদে মন থাকে দয়াময়। লক্ষ মণ চালের অন্ন গ্রাসিব নিশ্চয়॥ ইহা বলি হনুমান্ দেহবৃদ্ধি করে। রাধুনি বামুনে বীর বলে ধীরে-ধীরে॥ শুন শুন সূপকার দ্বিজ মহাশয়। আমাকে কিঞ্চিৎ অন্ন দিতে আজ্ঞা হয়॥ অতিবৃদ্ধ-কাঙ্গাল আমি দন্ত-অন্ত হীন। অধিক খেতে না পারি হয়েছি প্রবীণ॥ মাত্র মুষ্টি দুই অন্ন দিয়া যাও পাতে। পুনর্ব্বার চেয়ে লব পারি যদি খেতে॥ হনুর ছলনা দ্বিজ বুঝিতে নারিল। কিঞ্চিৎ

আনিয়া অন্ন তার পাতে দিল ॥ মনে মনে হনুমান বলেন তখন। পূর্ব্বেই তোমারে হরি করেছি অর্পণ ॥ প্রসাদ পাইতে এবে আজ্ঞা কর হরি। লক্ষ মণ চালের অন্ন খেতে যেন পারি ॥ শ্রীরাম বলিয়া প্রসাদ বদনে তুলিল। উত্তম হ'য়েছে বলি হাসিতে লাগিল ॥ হাসিতে হাসিতে বলে পবন-নন্দন। আর কিছু অন্ন আন রন্ধনী ব্রাহ্মণ ॥ উত্তম হয়েছে পাক যেন সুধাময়। অরুচি ঘুচিল মোর শুন মহাশয় ॥ শুনিয়া রাঁধুনী দ্বিজ অন্ন আনি দিল। দেওয়া মাত্র হনুমান তখনি খাইল ॥ রাঁধুনীরে বলে হনু মম বাক্য শুন। সুমিষ্ট লেগেছে অন্ন শীঘ্র ক'রে আন ॥ স্বর্ণথালে অন্ন আনি দিতেছে ব্রাহ্মণ। হেসে-হেসে বলে তবে পবন-নন্দন ॥ সুবর্ণ-থালের অন্ন কিছু হ'ল নাই। ঝুড়ি ক'রে কুড়ি তুই অন্ন আন খাই ॥ অতি সুধাময় অন্ন হয়েছে উত্তম। ইহা বলি হনুমান্ প্রকাশে বিক্রম ॥ রাঁধুনী বলিল, তুমি কেমন কাঙ্গাল। কৃষ্ণকে এসেছ বুঝি করিতে কাঙ্গাল ॥ নিজেই বলিলে বৃদ্ধ, ক্ষুধা বেশী নাই। বেশী পরিমাণে অন্ন খেতে পারি নাই ॥ মাত্র মুষ্টি তুই অন্ন দাও মোর পাতে। মুখেতে বিস্বাদ লাগে পারি নাই খেতে ॥ এখন বলিছ অন্ন ঝুড়ি ঝুড়ি দাও। কিরূপ কাঙ্গাল তুমি এত অন্ন খাও ॥ হাসিয়া বলিল হনু শুন হে ব্রাহ্মণ। দান করা অন্নে কেন হও হে কৃপণ ॥ কাঙ্গালের ক্ষুধা যদি নাহি হয় দূর। কিরূপে বলিব কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর ॥ কাঙ্গালের ঠাকুর কৃষ্ণ এ কথা শুনেছি। তাই আমি এতদূরে খেতে যে এসেছি ॥ শীঘ্র করি অন্ন আন, রন্ধনী ব্রাহ্মণ। আহারের কালে বিঘ্ন কর কি কারণ ॥ শুনিয়া ক্রোধিত হৈল রন্ধনী-ব্রাহ্মণ। কুড়ি কুড়ি অন্ন দেয় তাহারে তখন ॥ ক্ষণমাত্রে অন্ন সব করিল ভক্ষণ। হনু বলে, আরও অন্ন দাও হে ব্রাহ্মণ ॥ কি হেতু বিলম্ব কর অন্ন আনিবারে। ত্বরা করি দাও অন্ন খাই পেটভরে ॥ শুনিয়া ক্রোধিত হৈল সুপকারগণ। অন্ন দিতে প্রস্তুত হইল কুড়ি জন ॥ ঝুড়ি ভর্ত্তি অন্ন সবে বয় অবিরত। হনুরে খাইতে দেয় দ্বিজগণ যত ॥ কুড়িটি রাঁধুনী দণ্ডায়ে সারি-সারি। মাথায় বহিছে অন্ন ঝুড়ি ভর্ত্তি করি ॥ মাথায় করিয়া অন্ন আনে

দ্বিজগণ। সেইরূপ উপযুক্ত যতেক ব্যঞ্জন॥ ক্ষীর-সর-ননী-আদি যাহা কিছু ছিল। রামের কৃপায় হনু সকলি খাইল॥ অবশেষে ফল-মূল খাইলেন সব। হনু কাছে সূপকার হৈল পরাভব॥ রাঁধুনী বলেন সবে হৈনু পরাভব। লক্ষ মণ চালের অন্ন ফুরাইল সব॥ হনুমান্ বলে যদি অন্ন ফুরাইল। কৃষ্ণ-ভাণ্ডারেতে আর কিবা আছে বল॥ ক্রোধ করি বলে তবে সূপকারগণ। কল্য রন্ধনের আছে চাল লক্ষ মণ॥ হনু বলে, মোর ক্ষুধা না হইল দূর। কেমনে হবেন কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর॥ সেই লক্ষ মণ চাল দেহ দ্বিজগণ। চিবাইয়া খেয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ॥ এক কাঙ্গালের ক্ষুধা না হইল দূর। এই তোমাদের কৃষ্ণ কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ তণ্ডুল আনহে শীঘ্র করিব ভক্ষণ। চিবাইয়া খেয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ॥ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি সূপকারগণ। কৃষ্ণের নিকটে ভয়ে কৈল পলায়ন॥ দ্বিজগণ বলে, কৃষ্ণ করি নিবেদন। কোথা হ'তে আইল কাঙ্গাল একজন॥ অতি বৃদ্ধ সেইজন সহজে দুর্ব্বল। দ্বারকায় এলো বুঝি করি কোনও ছল॥ লক্ষ মণ চালের অন্ন একাই খাইল। শেষে এক লক্ষ মণ চাউল চিবাল॥ ক্ষীর সর ননী পূর্ণ ছিল সে ভাণ্ডার। সমুদয় সে কাঙ্গাল করিল আহার॥ তবু তার ক্ষুধা প্রভু নাহি হয় দূর। ডাকিছে কোথায় কৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর॥ কোথা হতে এ কাঙ্গাল দ্বারকায় এল। খাইয়া ভাণ্ডার তোমা কাঙ্গাল করিল॥ শুনি শীঘ্রগতি কৃষ্ণ আসিল তথায়। কাঙ্গাল বেশেতে হনু বসেছে যথায়॥ কৃষ্ণে দেখি হনুমান লজ্জিত হইল। চরণে প্রণাম করি বলিতে লাগিল॥ হনুমান্ বলে, শুন কৃষ্ণ-দয়াময়। দ্বারকায় স্থাপন কৈলে কাঙ্গাল-আলয়॥ নিত্য-নিত্য নিয়ম করেছ যত্নরায়। লক্ষ মণ অন্ন দিবে কাঙ্গাল-সেবায়॥ দেশে দেশে এ সংবাদ পাঠায়েছ হরি। লক্ষ মণ অন্নে হে কাঙ্গাল-সেবা করি॥ ওহে কৃষ্ণ-দয়াময় কি করেছ শুনি। লক্ষ মণ চালে কি কাঙ্গাল-সেবা গণি॥ না পারিলে করিতে আমার ক্ষুধা দূর। লক্ষ মণে কিবা হবে কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ এই অন্নে হবে মোর অর্দ্ধ ক্ষুধা দূর। এক্ষণে কি হবে বল কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ হনু বাক্য শুনি লজ্জিত

নারায়ণ। মনে মনে করিলেন লক্ষ্মীরে স্মরণ॥ লক্ষ্মীরে স্মরণ যবে কৈল হৃষীকেশ। কাঙ্গাল-আলয়ে লক্ষ্মী করিল প্রবেশ॥ লক্ষ্মীদেবী যেইমাত্র ভাণ্ডারে আসিল। পূর্বমত পুনঃ সব প্রস্তুত হইল॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন বীর হনুমান্। পুনরায় খাও অন্ন মম বিদ্যমান॥ ক্ষুধা যদি তোমার করিতে পারি দূর। তবে আমি হইব কাঙ্গালের ঠাকুর॥ হনুমানে এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিল। লক্ষ্মী আসি স্বর্ণথালে অন্ন প্রদানিল॥ লক্ষ্মীদেবী বলে, শুন পবন-নন্দন। যত পার খাও অন্ন করাব ভোজন॥ ঈষৎ হাসিয়া হনু মনে মনে বলে। জেনেছ লক্ষ্মণ লক্ষ্মী ভোজনের কালে॥ পরাভব হয়েছিলে খাওয়াতে নারিলে। দ্বারকায় এলে অন্ন ল'য়ে স্বর্ণথালে॥ সেই হনুমান্ যে এসেছে দ্বারকাতে। বুঝে-সুঝে অন্ন দাও হনুমান্-পাতে॥ সরকার বলে, শুন শুন ভক্তগণ। দ্বারকায় কাঙ্গাল বেশে হনুর ভোজন॥

লক্ষ্মীদেবীর হনুমানকে অন্ন-দান

লক্ষ্মী বলে, শুন ওহে পবন-নন্দন। আনিয়াছি অন্ন আমি করহ ভোজন॥ শ্রীরাম স্মরণ করি পবন-নন্দন। পুনরায় অন্ন খায় আনন্দিত মন॥ মনে মনে বলে, শুন লক্ষ্মীনারায়ণ। তোমাদের শ্রীচরণে থাকে যদি মন॥ যত অন্ন দিবে আমি গ্রাসিব সে সব। আমায় যে করিতে নারিবে পরাভব॥ এত ভাবি মহানন্দে হনু অন্ন খায়। যত খায় তত বাড়ে লক্ষ্মীর কৃপায়॥ মহারুদ্র অবতার বীর হনুমান। ব্রহ্ম-অগ্নি হনুর জঠরে বর্ত্তমান॥ সব খাদ্য গ্রাস করে পবন-তনয়। ব্রহ্ম অগ্নিতে সব ভস্ম হ'য়ে যায়॥ ব্রহ্ম-অগ্নি বর্ত্তমান যাহার জঠরে। আহারেতে পরাভব কে করে তাহারে॥ হনুর ভোজনে হৈল দিবা অবসান। হনুমানে স্তব করে দেব ভগবান্॥ ধন্য ওহে হনুমান তোমার গৌরব। তোমার ভোজনে মম লক্ষ্মী পরাভব॥

হনু বলে করযোড়ে করি নিবেদন। তব শ্রীচরণে প্রভু আছে যার মন॥ তার পরাজয় প্রভু আছে কি সংসারে। অন্ন গ্রাস কৈনু তব চরণের জোরে॥ যুগে-যুগে আমি ঐ চরণের দাস। ও পদের জোরে করি বীরত্ব প্রকাশ॥ জাতিতে বানর আমি থাকি কোনমতে। আমার কি সাধ্য তব ভাণ্ডার লুণ্ঠিতে॥ অন্তর্য্যামী তুমি সবই জান যদুরায়। যতেক বীরত্ব মোর তব রাঙ্গা পায়॥ তোমার চরণে কৃষ্ণ আছে যার মন। তার কাছে পরাভব এই ত্রিভুবন॥ তব পদে মন যার অজেয় সে জন। তাহার প্রমাণ কৃষ্ণ করহ শ্রবণ॥ দাতাকর্ণে পরাজিতে ওহে হৃষীকেশ। গিয়াছিলে ধরি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ॥ সত্য করাইয়া তারে ওহে নারায়ণ। চাহিলে তাহার পুত্রে করিতে ভোজন॥ তব পদে মন তাই ভয় না করিল। স্বামী স্ত্রী মিলিয়া তারা পুত্রেরে কাটিল॥ মৃত পুত্র বাঁচে তব চরণের জোরে। পরাভব করিতে নারিলে হে তারে॥ বলি শ্রীচরণ যদি পারিত চিনিতে। পারিতে কি প্রভু তারে পাতালে পাঠাতে॥ তব শ্রীচরণ প্রভু যেজন চিনেছে। নিজে তুমি পরাজিত হও তার কাছে॥ তোমার চরণ সার করেছে যে জন। কটাক্ষে গ্রাসিতে পারে এই ত্রিভুবন॥ অতএব দয়াময় করি নিবেদন। জন্মে-জন্মে ও চরণে থাকে যেন মন॥ যে তোমার শ্রীচরণে হয় হে অধীন। তাহার বৈভব ভবে রাখ কিছুদিন॥ দেহ ধরি হরি তোমায় যে নাহি চিনিল। পশুর জনম তার বৃথায় হইল॥ আমি অতি ক্ষুদ্র পশু জাতিতে বানর। কি বলিতে জানি প্রভু তোমার গোচর॥ স্তব স্তুতি নাহি জানি অতি দীনহীন। তব শ্রীচরণে বাঁধা আছি চিরদিন॥ মম প্রতি যেই দয়া আছে দয়াময়। যুগে-যুগে প্রভু যেন না হও নিদয়॥ অতঃপর হনুমান নিজমূর্ত্তি ধরি। চরণে প্রণাম করি যায় নিজপুরী॥ কহে কবি সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। পড়িলে বিপদে কৃষ্ণ রেখো পাদপদ্মে॥

ইতি পঞ্চম খণ্ডে দ্বারকায় কাঙ্গাল-সেবা ও
দ্বারকাপালা সমাপ্ত

প্রভাস খণ্ড

——•:❋:•——

ষষ্ঠ খণ্ড

নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন

জন্মেজয় বলে শুন ওহে তপোধন। নরমেধ-যজ্ঞ কথা করিব শ্রবণ॥ কোন্ রাজা নরমেধ-যজ্ঞ করেছিল। তাহার বৃত্তান্ত মুনি মোরে কাছে বল॥ কোন্ মহাপাপে প'ড়ে কোন্ নৃপমণি। নরমেধ-যজ্ঞ করে বল দেখি শুনি॥ মুনি বলে, মহারাজ করহ শ্রবণ। ব্রহ্মবৃত্তি হরেছিল নহুষ রাজন্॥ সেই পাপে লিপ্ত হ'য়ে নহুষ-ভূপতি। নরমেধ-যজ্ঞ হেতু কৈল অনুমতি॥ যযাতি তাহার পুত্র যজ্ঞ আরম্ভিল। যজ্ঞ হেতু বহুতর আয়োজন কৈল॥ বিশ্বকর্মা ডাকি যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাইল। অতি শোভাময় মঞ্চবেদী নির্ম্মাইল॥ চারিদিকে রোপিল কদলা আম্রশাখা। চারিধারে স্থাপিলেন সুশোভা পতাকা॥ আতপতণ্ডুল আর ঘৃতের কলসী। বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প আনে রাশি রাশি॥ ভাবে ভারে গঙ্গাজল বহে কতজন। নব বিল্বদল আর কুঙ্কুমচন্দন॥ নানাবিধ ফল-ফুল আনে বহুতর। পট্টবস্ত্র শুক্লবস্ত্র অতি মনোহর॥ নানাজাতি খাদ্যদ্রব্য আনে ভারে-ভার। যজ্ঞ আয়োজন কৈল রাজার কুমার॥ অতি মনোহর রথ সজ্জিত করিল। সুদক্ষ সারথী তাহে নিযুক্ত করিল॥ নানাজাতি অস্ত্র আনে অস্ত্রশালা হতে। রথোপরি সাজাইল সারথী সাক্ষাতে॥ সারথিরে রাজপুত্র বলেন তখন। ধন দিয়ে কিনে আন ব্রাহ্মণ-নন্দন॥ পঞ্চম বৎসরের শিশু জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিনে আন দ্বিজপুত্রে দিয়ে এই ধন॥ যথায় পাইবে যাও দেশ-দেশান্তর। ধন দিয়ে কিনে আন ব্রাহ্মণ কুমার॥ শিশু না পাইলে যজ্ঞপূর্ণ না হইবে। দ্বিজপুত্র ক্রয় করি শীঘ্র যে আসিবে॥ রাজার পাইয়া আজ্ঞা সারথী চলিল। পয়ার প্রবন্ধে কবি সরকার রচিল॥

সারথীর দ্বিজপুত্র অন্বেষণ

দ্বিজপুত্র ক্রয় হেতু করিল গমন। নানা দেশে রথ লয়ে করিল ভ্রমণ॥ নগরে প্রবেশ করি বলেন সারথী। উচ্চৈঃস্বরে বলে কেবা বেচিবে সন্ততি॥ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ যিনি তাহার নন্দন। বিক্রয় করহ মোরে ল'য়ে এই ধন॥ শুনি নগরের লোক আসিয়া সকল। সারথীরে বলে তুমি নির্ব্বোধ পাগল॥ কাহার সারথি তুমি কোথায় বসতি। কে আছে নিষ্ঠুর এত বেচিবে সন্ততি॥ দূর হও পাপী তোর ধনে পড়ুক ছাই। অর্থলোভে পুত্র বেচে কোথাও শুনি নাই॥ আপন সন্তানে দিবে ল'য়ে এই ধন। পৃথিবীতে কেবা আছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ ইহা বলি সারথিকে দিল তাড়াইয়ে। পুনঃ এক দ্বিজ-ধামে উত্তরিল গিয়ে॥ জনার্দ্দন নাম তার অতি দুঃখীজন। তাহার গৃহেতে আছে পঞ্চম-নন্দন॥ পঞ্চম পুত্রের পিতা সেই দ্বিজ রায়। অতি দুঃখী সেই জন দুঃখে কাল যায়। অঙ্গে তার ছিন্ন বস্ত্র ক্ষুধায় বিকল। অনাহারে জীর্ণ তনু ভাঁড়ে খায় জল॥ ভগ্ন কুটিরে দ্বিজ আছেন বসিয়ে। হেনকালে সারথি যে উত্তরিল গিয়ে॥

জনার্দনের নিকট সারথির আগমন

সারথী লইয়া রথ দ্বিজ পাশে গেল। পুত্র কে বেচিবে বলি সারথি ডাকিল॥ দ্বিজ বলে, কেবা তুমি কোথায় বসতি। কোথা হৈতে এলে কোন্ রাজার সারথি॥ সবিশেষ কহ মোরে শুনি বিবরণ। পুত্র ল'য়ে কি করিবে তোমার রাজন॥ সারথি বলেন, শুন দ্বিজ মহাশয়। নরমেধ-যজ্ঞ করে রাজা মহাশয়॥ ক্রয় করি লয়ে যাব দ্বিজের সন্ততি। যজ্ঞকুণ্ডে দ্বিজপুত্রে দিবেন আহুতি॥ পুত্র যদি থাকে দাও লও এই ধন। অর্থ লয়ে হও তুমি দ্বিতীয় রাজন্॥ ইহা বলি রথের সে দরজা খুলিয়ে। ধন দেখায় দ্বিজবরে সন্তুষ্ট হইয়ে॥ হীরা-মুক্তা পরশ-পাথর নানা জাতি। স্বর্ণমুদ্রা রাশি রাশি দেখায়

সারথি ॥ অর্থ দেখি দ্বিজের যে মন ভুলে গেল। সন্তানে বেচিব বলি স্বীকার করিল ॥ দ্বিজ কহে, সারথি হে, বলি তব স্থানে। ব্রাহ্মণীকে ব'লে আসি বৈসহ এখানে ॥ সারথীরে বলি দ্বিজ করিল গমন। ব্রাহ্মণীর নিকটেতে দিল দরশন ॥ ব্রাহ্মণীরে বলে দ্বিজ কর তুমি মত। বিধি মিলাইল নিধি সম্মুখেতে রথ ॥ ঐশ্বর্য্য দেখিবে যদি এস হে ব্রাহ্মণি। ধন পাঠালেন মোরে যযাতি নৃপমণি ॥ এতদিনে দুঃখ দূর কৈল ভগবান। কুঁড়ে পার্শ্বে রথ হেরি জুড়াইল প্রাণ ॥ কি শোভা হয়েছে সেই রথের উপর। রথে আছে হীরা মণি পরশ-পাথর ॥ নানাবিধ অলঙ্কার সাজে থরে থর। কতশত স্বর্ণমুদ্রা প্রবাল পাথর ॥ ব্রাহ্মণী বলিল, স্বামী কহ বিবরণ। কি হেতু পাঠান ধন যযাতি রাজন্ ॥ দীন তুমি সবে তোমা করে অনাদর। কি কারণে রাজা তোমা করে সমাদর ॥ আশ্চর্য্য হয়েছি আমি শুনিয়া শ্রবণে। ব্যাপার দেখিয়া মোর সন্দ হয় মনে ॥ তোমার মনের কথা বল দ্বিজবর। কিবা হেতু অর্থ পাঠাইল নৃপবর ॥ শুনিয়া তোমার কথা ওহে মহাশয়। মনে হয় শক্তিশেল বক্ষে প্রবেশয় ॥ বল দ্বিজ মোর কাছে সব বিবরণ। কি কারণে নাচে মোর দক্ষিণ নয়ন ॥ সরকার বলে, দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান। কৃষ্ণপদে রতি মতি তোমার সন্তান ॥

ব্রাহ্মণীকে সকল বৃত্তান্ত কথন।

দ্বিজ বলে, বলি তোমা শুনহ ব্রাহ্মণি। নরমেধ-যজ্ঞ করে যযাতি নৃপমণি ॥ অর্থ লয়ে এল তাই তাহার সারথি। দ্বিজ পুত্র চাই যজ্ঞে দানিতে আহুতি ॥ সেই কারণে ধনৈশ্বর্য্য পূর্ণ করি রথে। সারথী এসেছে হেথা দ্বিজপুত্র নিতে ॥ তাই বলি হে ব্রাহ্মণী করহ শ্রবণ। বিক্রয় করিয়া পুত্র লব সব ধন ॥ পঞ্চপুত্র আছে মোর শুনহ প্রেয়সি। কনিষ্ঠে বিক্রয় ক'রে এ দুঃখ বিনাশি ॥ পুত্র হতে দুঃখ নাশ শাস্ত্রের লিখন। পুত্র বেচি করি এস দুঃখ নিবারণ ॥ অত্যন্ত দরিদ্র মোরা থাকি দীনহীন। পুত্র বেচে মহাসুখে কাটাইব দিন ॥

ব্রাহ্মণীর প্রত্যুত্তর

শুনি কর্ণে হাত দেয় দ্বিজের রমণী। বজ্রঘাত হৈল মাথে দ্বিজ বাক্য শুনি॥ পতি তুমি মহাগুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। তাই ভয় করি পাছে ধর্ম্মহানি হয়॥ একে ত জনম গেল সর্বদাই দুঃখে। পতিনিন্দা করিয়া কি মজিব নরকে॥ যে কথা প্রকাশ তুমি করিলে আমারে। নীচ নারী হৈলে শাস্তি দিত হে তোমারে॥ পতিব্রতা সতী যারা পতি-বাক্য রাখে। তাহার বৃত্তান্ত কিছু বলিব তোমাকে॥ রাখিতে পতির বাক্য কর্ণের রমণী। বৃষকেতু পুত্রমুণ্ড কাটিলেন তিনি॥ রাখিতে পতির বাক্য সে কুন্তী যুবতী। পতি-অনুমতি ল'য়ে কৈল উপপতি॥ পতি-বাক্য রক্ষিবারে হরিশ্চন্দ্র-গৃহিণী। পুত্রসহ পরগৃহে বঞ্চিলেন তিনি॥ বাক্য রক্ষা হেতু শেষে পেয়ে মনস্তাপ। অগ্নিকুণ্ডে মা জানকী দিয়াছিল ঝাঁপ॥ রাখিতে পতির বাক্য কৌশল্যা জননী। রামচন্দ্রে বনবাস দিয়াছিলেন তিনি॥ তাই আমি নিবারণ কৈনু পুত্রশোক। পতি-বাক্য লঙ্ঘি কেন ভুঞ্জিব নরক॥ তোমার সন্তান তুমি করিবে বিক্রয়। আমি তাতে বাধা নাহি দিব মহাশয়॥ হইলে তোমার বাদী পুত্রের কারণ। পরকালে যেতে হবে নরক ভবন॥ ইহা বলি ব্রাহ্মণী যে অনুমতি দিল। সারথিকে দ্বিজপুত্রে বিক্রয় করিল॥ রথ হৈতে অর্থ নিল কুঁড়ের ভিতর। স্বর্ণমুদ্রা হীরক ও পরশ-পাথর॥ কহে কবি সরকার, কৃষ্ণপদ সার। হরি বল বদনেতে হবে ভবপার॥ হরি বিনে গতি নাই শুন ভক্তগণ। দারা-পুত্র ভাই ভগ্নী সব অকারণ॥ কবে যে মুদিবে আঁখি, প্রাণপাখী পালাবে। দিন থাকিতে হরি বল, তর ভবার্ণবে॥

দ্বিজ-পুত্রগণের বিবরণ

প্রাতঃকালে উঠি দ্বিজ-পুত্র পঞ্চজন। খেলিবারে নগরেতে করিল গমন॥ কুশধ্বজ নামে দ্বিজের কনিষ্ঠ সন্তান। সদাই তাহার মুখে

কৃষ্ণ গুণগান ॥ তুলসীর মালা গলে তিলক অঙ্গময়। সেই কুশধ্বজে দ্বিজ করিল বিক্রয় ॥ নগরের শিশু সব ল'য়ে কুশধ্বজে। খেলিতে প্রবেশ করিল বনমাঝে ॥ কুশধ্বজ ডাকি বলে, যত শিশুগণে। রাধাকৃষ্ণ খেলা আজি খেলিব এখানে ॥ কেহ রাধা সাজ আর কেহ সাজ কৃষ্ণ। কেহ ধেনু হও ভাই কেহ রাখ গোষ্ঠ ॥ বলরাম হও কেহ রোহিণী-নন্দন। আমি দাস হ'য়ে পূজি কৃষ্ণের চরণ ॥ এ বড় কৌতুক খেলা পড়ে গেল মনে। রাধাকৃষ্ণ-খেলা মোরা খেলিব এখানে ॥ সংসারের খেলা ধনজন পরিবার। সে-খেলায় জিতে কেহ কারও হয় হার ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি করে যেইজন। সে খেলায় দেখ ভাই মত্ত যেইজন ॥ কৃষ্ণে স্মরি যেইজন নিয়োজিত হয়। পরাজয় নাই তার জানিবে নিশ্চয় ॥ এ সংসারে যত খেলা আছে শাস্ত্রমত। পরম আত্মা পরমাত্মা খেলার চরিত ॥ সকল খেলার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের চরণ। এ খেলায় নিয়োজিত আছে যার মন ॥ সেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় খেলাইয়া গেল। সংসারের মায়া পাশ সে জন কাটিল ॥ কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণনাম খেলার প্রধান। সংসারের সার খেলা কর প্রণিধান ॥ শিশুকালে খেলা ধূলা হয় যে যাপন। যুবাকালে নারীসহ সদাই ভ্রমণ ॥ বার্দ্ধক্যে অবশ অঙ্গ সাঙ্গ সব খেলা। তাই বলি কৃষ্ণে মতি কর এইবেলা ॥ ইহা বলি, কুশধ্বজ কৃষ্ণ আরাধিয়ে। রাধাকৃষ্ণ খেলে সব শিশুকে লইয়ে ॥ খেলা শেষ হৈল যবে কুশধ্বজ কয়। আশীর্ব্বাদ কর যেন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ॥ শিশুগণ বলে, লৈয়া তার পদরজঃ। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হোক্ ভাই, ওহে কুশধ্বজ ॥ কুশধ্বজে আশীর্ব্বাদ কৈল শিশুগণ। হেনকালে ডাকে তার পিতা জনার্দ্দন ॥ কুশধ্বজ দ্রুত এল পিতার পাশেতে। জনার্দ্দন কুশধ্বজে করিল কোলেতে ॥ পুত্রকে লইয়া কোলে পিতা কেন্দে কয়। ওরে কুশধ্বজ তোরে করেছি বিক্রয় ॥ নরমেধ যজ্ঞ রাজা যযাতি করিল। দ্বিজ-পুত্র বিনিময়ে বহুধন দিল ॥ নরমেধ-যজ্ঞ করে রাজন্ যযাতি। অগ্নিকুণ্ডে তোরে বাপু দিবেক আহুতি ॥ ধনলোভে লোভী হয়ে ওরে বাছাধন। বিক্রয় করেছি তোরে যজ্ঞের কারণ ॥ কুশধ্বজ

বলে, পিতা কান্দ কি কারণ। ধন ল'য়ে কর তুমি দুঃখ নিবারণ॥ পুত্র হ'য়ে পিতৃ-কার্য্য করা যে উচিত। পিতৃ-আজ্ঞাকারী পুত্র শাস্ত্রের বিহিত॥ পঞ্চভ্রাতা আছি পিতা মোদের গৃহেতে। আমি গেলে চারি ভাই রবে পিণ্ড দিতে॥ আমারে বেচিলে যদি দুঃখ দূরে যায়। তার হেতু কেন কান্দ পিতা মহাশয়॥ পিতৃ-আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ তাহা পুত্রেতে রাখয়। তাহার প্রমাণ শুন পিতা মহাশয়॥ ছিল রাজা দশরথ অযোধ্যা ভুবনে। তাঁহার আজ্ঞায় পুত্র রাম গেল বনে॥ পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে দৈত্যের কালেতে। প্রহ্লাদ খাইল বিষ পিতৃ আদেশেতে॥ সফল জীবন মম ধন্য ভাগ্যোদয়। পিতাকে করিব সুখী হইয়া বিক্রয়॥ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম শাস্ত্রের লিখন। পিতৃ আজ্ঞা পালনে স্বর্গেতে গমন॥ সে কারণ বলি শুন পিতা মহাশয়। দুঃখ দূর কর মোরে করিয়া বিক্রয়॥ এত বলি কুশধ্বজ গৃহপানে গেল। জননীর শ্রীচরণে প্রণাম করিল॥ ধরণী-পতিত হ'য়ে কুশধ্বজ কয়। একবার শ্রীচরণ দাও মা মাথায়॥ গদগদ বাণী কহে সজল নয়নে। অনুমতি দাও মাগো যাই যজ্ঞস্থানে॥ নরমেধ-যজ্ঞে যাই হইতে আহুতি। ধন্য ধন্য ওগো মাতা তুমি পুণ্যবতী॥ তোমার গর্ভেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ। নরমেধ-যজ্ঞে যাই দানিতে জীবন॥ আত্মাহুতি দিব আমি সে মহাযজ্ঞেতে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ঝম্প দিব অনলেতে॥ আশীর্ব্বাদ কর মাতা যজ্ঞস্থলে যাই। যজ্ঞকুণ্ডে যেন কৃষ্ণে দেখিবারে পাই॥ অগ্নির কুণ্ডেতে মোরে হইয়া সদয়। দেখা যেন দেন সেই কৃষ্ণ-দয়াময়॥ এত বলি কুশধ্বজ বন্দিয়া চরণ। কৃষ্ণ বলি করিলেন রথে আরোহণ॥ সারথি চালায় রথ পবন গমন। যযাতি-যজ্ঞেতে আসি দিল দরশন॥ মুনি ঋষিগণ সবে বেদধ্বনি কৈল। শাস্ত্রমতে কুশধ্বজে উৎসর্গ করিল॥ অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দেয় এমন সময়। কুশধ্বজে রক্ষা কৈল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পুনঃ কুশধ্বজ গেল আলয় আপন। এ অবধি নরমেধ হৈল সমাপন॥

প্রভাস যজ্ঞ আরম্ভ

জন্মেজয় বলে, শুন ওহে তপোধন। দ্বারকালীলা-অন্তে কি কৈল নারায়ণ॥ ব্রজলীলা সাঙ্গ করি জগতের সার। মথুরায় আসি কৈল দেবকী উদ্ধার॥ দুষ্ট কংসে ধ্বংস করি দেব চিন্তামণি। মথুরার রাজা হয়ে বসেন আপনি॥ মথুরার লীলা সাঙ্গ করি নারায়ণ। দ্বারকায় আসি রাজ্য করেন স্থাপন॥ যদুবংশ ক্রমেতে ছাপান্ন কোটি হৈল। তারপরে শ্রীগোবিন্দ কি লীলা করিল॥ দ্বারকা-লীলার শেষে প্রভু নারায়ণ। অতঃপর কি করিল কহ তপোধন॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত অপূর্ব কথন। যে শুনায় যেবা শুনে সেই মহাজন॥ কৃষ্ণ লীলা কহ মুনি পাপ হোক দূর। শ্রীকৃষ্ণ-চরিতামৃত শুনিতে মধুর॥ মুনি বলে, মহারাজ করহ শ্রবণ। প্রভাস যজ্ঞের কথা করিব বর্ণন॥ যে কারণে প্রভাস তীর্থেতে যজ্ঞ হয়। তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন নররায়॥ কুরুক্ষেত্র প্রান্তভাগে প্রভাস তীর্থেতে। যজ্ঞ আরম্ভিল কৃষ্ণ সে পুণ্য-ক্ষেত্রেতে॥ বিশ্বকর্ম্মা ডাকি স্থান কৈল নিরূপণ। চতুর্দিকে করিলেন মন্দির স্থাপন॥ দেবগণ নরগণ থাকিবার ঘর। সুবর্ণে নির্ম্মিত কৈল অতি মনোহর॥ সুবর্ণে নির্মিত পুরী মাঝে সিংহদ্বার। দ্বারেতে প্রহরী কিবা শোভে চমৎকার॥ কিবা শোভা যজ্ঞস্থলে অতুল ভূষণ। কি দিব তুলনা তার কি আছে তেমন॥ কুবেরে ডাকেন হরি অর্থের কারণ॥ কুবেরে আনিয়া দিল রাশি রাশি ধন॥ সূতীবস্ত্র পট্টবস্ত্র আনে শত শত। দধি-দুগ্ধ-আদি সব আনে নিয়মিত॥ খাদ্যদ্রব্য নানারূপ না যায় বর্ণন। আতপতণ্ডুল আনে যজ্ঞ-আয়োজন॥ ঘৃতের কলসী সেথা রাখে সারি-সারি। ভারীগণ আনে সদা সুপবিত্র বারি॥ ফল-ফুল রাশি-রাশি করে আয়োজন। চম্পক তুলসী আর সুগন্ধি চন্দন॥ কদলী বৃক্ষ রোপণ করে স্থানে স্থানে। আম্রশাখা বেষ্টিত যে ঘটের বিধানে। সুবর্ণ পতাকা উড়িতেছে সারি সারি। চারিপাশে বসিয়াছে বিবিধ পসারি॥ সুমধুর নহবৎ বাজিছে স্থানে স্থানে। বাজায় অনেক বাদ্য বাদ্যকারগণে॥ নর্ত্তকীরা

নৃত্য করে দেখিতে সুন্দর। শোভিল প্রভাসযজ্ঞ অতি মনোহর॥ সুমধুর সুরে কিন্নরে গীত গায়। বিদ্যাধরগণ সেথা চামর ঢুলায়॥ কোথাও পিনাক বাজে কোথা বাজে ঢোল। তবোল মন্দিরা আর কোথা বাজে খোল॥ চারিদিকে নৃত্য-গীত করে বিশারদ। বীণায় তুলিয়া তান নাচিছে নারদ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আদি দেবগণ। আইল প্রভাসযজ্ঞে আনন্দিত মন॥ দেবলোক ব্রহ্মলোক তপোলোক যত। আইল প্রভাসযজ্ঞে আনন্দিত চিত॥ যোগী ঋষিগণ সবে যথায় যে ছিল। নিমন্ত্রণ পেয়ে সবে যজ্ঞেতে আসিল॥ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ও হুতাশন। আরও কত দেবদেবী করে আগমন॥ কত যে আসিল মুনি না যায় বর্ণন। দেশ দেশান্তর হতে এল যোগিগণ॥ কাঙ্গাল অতিথি কত যজ্ঞেতে আসিল। দরিদ্র-ব্রাহ্মণগণ দান নিতে এল॥ কত রাজা মহারাজা আইল প্রভাসে। মহা ধনুর্দ্ধর যত ছিল দেশে-দেশে॥ যজ্ঞের রক্ষক যত শোভে চতুর্ভিতে। আহা মরি কিবা শোভা প্রভাস যজ্ঞেতে॥ কেহ রথে কেহ গজে যে যার বাহনে। কেহ বা আইসে দ্রুত অশ্ব-আরোহণে॥ এইরূপে রাজগণ প্রভাসে আইল। যথাযোগ্য স্থানে সবে সভায় বসিল॥ যার যেই যোগ্য স্থান বসিলেন তিনি। মৃগচর্ম্মে কুশাসনে বসে যোগী মুনি॥ এইরূপে হ'ল সভা প্রভাস যজ্ঞেতে। এমন সময় কৃষ্ণ এলেন সভাতে॥ সম্বোধিয়া কৃষ্ণ বলে শুন ভক্তগণ। বৃন্দাবনে গোপীগণে কর আবাহন॥ উদ্ধবে কহিল কৃষ্ণ মধুর বচনে। রথ লয়ে হে উদ্ধব যাও বৃন্দাবনে॥ নন্দ ও যশোদা আদি গোপ-গোপীগণে। যজ্ঞস্থলে আন পুষ্পরথ আরোহণে॥ যতেক রাখালগণ আছে বৃন্দাবনে। নিমন্ত্রণ করি সবে আন সযতনে॥ পিতা নন্দ মা যশোদা আছেন যেখানে। প্রণাম জানাবে মম তাঁদের চরণে॥ সবিনয়ে ধরি নন্দ-যশোদা-চরণ। জানাইবে প্রভাস যজ্ঞের বিবরণ॥ বলিবে করিছে যজ্ঞ তব নীলমণি। রথোপরে যাত্রা কর নন্দ নন্দরাণী॥ অপেক্ষায় আছে যদুকুলবধূগণ। মা যশোদা সঙ্গে যজ্ঞে করিবে গমন॥ পিতা নন্দে জানাইবে সব বিবরণ। আপনি যাইলে হবে যজ্ঞ আরম্ভণ॥ আপনি যজ্ঞের কর্ত্তা

ওহে গোপপতি। যজ্ঞ আরম্ভণে করিবেন অনুমতি॥ তব আজ্ঞা বিনা যজ্ঞ আরম্ভ না হবে। আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন সবে॥ শ্রীরাধায় বিনয় করি কহিবেক ধীরে। চল যজ্ঞেশ্বরী ত্বরা প্রভাসের তীরে॥ যজ্ঞেশ্বরী হ'য়ে কর যজ্ঞ সমাপন। শীঘ্র চল পুষ্পরথে করি আরোহণ॥ বৃন্দারে বলিবে, তুমি শুন সহচরি। প্রভাস যজ্ঞেতে গিয়ে কর দূতীগিরি॥ যজ্ঞেতে এসেছে বহু দেব-দেবীগণ। দর্শন করিলে হবে সফল নয়ন॥ নিমন্ত্রণ করি ষোল শত গোপীগণে। সমাদরে লয়ে এস যজ্ঞ দরশনে॥ আজ্ঞা পেয়ে মহানন্দে উদ্ধব তখন। পুষ্পরথ ল'য়ে ব্রজে করিল গমন॥ অদ্ভুত ভাগবতে ভাগুরি বলিল। গোপগোপী আনিতে কৃষ্ণ রথ পাঠাইল॥ এ যজ্ঞ সম্পর্কে আরও ভিন্ন মত আছে। ভাগুরি মুনির মতে গোপীরা এসেছে॥

উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন

পুষ্পরথ সাজাইয়া উদ্ধব তখন। জয় কৃষ্ণ বলি ব্রজে করেন গমন॥ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া দেখিছে উদ্ধব। কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ শবাকার সব॥ দিনে অন্ধকার সেথা দীননাথ বিনে। দিবাকর জ্যোতিহীন সেই বৃন্দাবনে॥ শুক-সারীগণ সব বসিয়ে তমালে। কৃষ্ণ বিনা হয়ে আছে নীরব সকলে॥ ছিন্নভিন্ন বৃন্দাবন শ্রীহীন প্রায়। জঙ্গলে হয়েছে পূর্ণ বিনা যত্নরায়॥ দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিয়া উদ্ধব তখন। গোপগোপীগণ পাশে করিল গমন॥ রথ হৈতে উদ্ধব নামিয়া ভূতলে। প্রণমিল গোপীগণ-চরণকমলে॥ বৃন্দা বলে, হে উদ্ধব শুনিব শ্রবণে। কি সংবাদ ল'য়ে এলে এই বৃন্দাবনে॥ মথুরার সংবাদ বল শুনি সমুদয়। কেমন আছেন বল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কি জন্য এসেছ তুমি এই বৃন্দাবনে। বল বল হে উদ্ধব শুনিব শ্রবণে॥ উদ্ধব কহিছে শুন যত গোপীচয়। প্রভাসে করেন যজ্ঞ কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কৃষ্ণ আজ্ঞায় আসি লৈতে গোপীগণে। পুষ্পরথ সাজাইয়া এসেছি এখানে॥ প্রভাস যজ্ঞেতে চল যত গোপীগণ। ত্বরিতে করহ সবে রথে আরোহণ॥ শ্রীকৃষ্ণ করেছে সেথা যজ্ঞ আরম্ভণ। ধর ধর ওগো

বৃন্দে যজ্ঞ নিমন্ত্রণ॥ গোপীর প্রধানা তুমি তাই জানি মনে। যজ্ঞস্থলে চল সবে রথ-আরোহণে॥ বৃন্দা বলে, হে উদ্ধব জুড়াল জীবন। প্রাণহীন দেহে তুমি আনিলে জীবন॥ যজ্ঞেশ্বর করে যজ্ঞ প্রভাস তীর্থেতে। শ্রবণ জুড়াল শান্তি হইল মনেতে॥ আনন্দ হইল হৃদে করিয়ে শ্রবণ। যজ্ঞ বার্ত্তা শুনি ধন্য হৈল বৃন্দাবন॥ পুষ্পরথ অতি তুচ্ছ শুন হে উদ্ধব। এ-রথে যজ্ঞেতে নাহি যাবে গোপী সব॥ মোদের রথের রথী নিজে নারায়ণ। মনোরথে করি যজ্ঞ করিব গমন॥ মোদের যে রথ আছে শুনহ উদ্ধব। সে রথের সারথি স্বয়ং শ্রীমাধব॥ পুষ্পরথ অতি তুচ্ছ জানেন শ্রীহরি। গোপীদের ভবনদী পরপারে তরী॥ শ্রীহরি নামেতে পাপী পায় হে নিস্তার। সে রথারোহণে মোরা হব ভবে পার॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভামিনী মোরা গোপী বৃন্দাবনে। অভয় পেয়েছি ভয়ে মোরা এ-কারণে॥ যার মনোরথে রথী নিজে নারায়ণ। সে কেন সামান্য রথে করিবে আরোহণ॥ যে রথের চক্র ষড়রিপুগণ হয়। সে রথে বিরাজ করে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমাদের মনোরথ জানেন মাধব। মনোরথে যজ্ঞে যাব শুন হে উদ্ধব॥ ইহা শুনি উদ্ধব করিল গমন। কৃষ্ণের প্রভাসযজ্ঞ সরকার কন॥

মনোরথে গোপীগণের প্রভাসে গমন

নন্দ যশোদা আদি গোপ-গোপীগণ। নিজ নিজ মনোরথ সাজায় তখন॥ সবে বলে, মনোরথ হও ওরে মন। রথচক্র হও যত দেহ-রিপুগণ॥ কৃষ্ণের প্রেমের ধ্বনি কর সদা মন। পবনবেগেতে কর যজ্ঞেতে গমন॥ পবনের তুল্য দেহ হও শুন বলি। অতঃপর যাত্রা কর কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি॥ কৃষ্ণ নাম স্মরি হৃদে যত গোপনারী। শূন্যমার্গে গোপগোপী রহে সারি সারি॥ ষোলশত গোপিনীরা শূন্যেতে দণ্ডায়। প্রভাসে করিল যাত্রা কিবা শোভা তায়॥ নাহি নড়ে হস্ত-পদ নাহি দোলে কায়। মনোরথ আরোহণে গোপীগণ যায়॥ নন্দ-যশোদা আদি যত ব্রজাঙ্গনা। যেখানে যে ছিল ব্রজে যত কৃষ্ণপ্রাণা॥ ধেনুগণ

লয়ে সবে হইয়া পুলক। গাভীর পশ্চাতে ধায় যতেক বালক॥ শ্রীবৃন্দাবন ধামে না রহিল একজন। গোপীশূন্য হৈল ব্রজের নিকুঞ্জ-কানন॥ শুক-সারী পশু পক্ষী সবে নানা রঙ্গে। প্রভাসে করিল যাত্রা গোপীগণ সঙ্গে॥ তুরঙ্গ-মাতঙ্গ আর কুঞ্জর প্রভৃতি। ব্যাঘ্র ও গণ্ডার আদি যত পশুজাতি॥ ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস যত ছিল। প্রেমানন্দে গোপসঙ্গে প্রভাসে চলিল॥ ফণী ফণা আদি করি যত নাগগণ। প্রভাসে চলিল সবে আনন্দিত মন॥ এরূপে যেখানে যেবা ছিল বৃন্দাবনে। প্রভাসে চলিল মনোরথ আরোহণে॥ এখানেতে শ্রীমাধব প্রভাস যজ্ঞেতে। বসিয়া আছেন গোপীগণ অপেক্ষাতে॥ হেনকালে গোপীগণ প্রভাসের তীরে। আসি দণ্ডাইল সবে সিংহের দুয়ারে॥ মনোহর সিংহ দ্বার শোভিতেছে দ্বারী। শূন্যমার্গে গোপ-গোপী আসে সারি-সারি॥ নাহি নড়ে হস্ত-পদ না আছে বাহন। শূন্যেতে আসিছে সব মুদিয়া নয়ন॥ আরও অসম্ভব দৃশ্য দেখে দ্বারীগণ। শূন্যে ভাসে আসে গাভী বৎস অগণন॥ একে একে আসে গাভী নবলক্ষ পাল। ধবলী শ্যামলী বলি ডাকিছে গোপাল॥ গণ্ডার মহিষ হস্তী আসে পালে পালে। সিংহ ব্যাঘ্র আসে যে মিশায়ে ধেনুপালে॥ ব্যাঘ্র-গাভী একসঙ্গে অতি ভয়ঙ্কর। ইহা দেখি দ্বারীগণ কম্পিত অন্তর॥ একে একে আসে সবে মনোরথে চড়ি। গগনেতে ঢাকিলেন সূর্য্যকে আবরি॥ গোপী-অঙ্গে ধূলা লাগে ব'লে দেবগণ। সযতনে করে সবে পুষ্প বরিষণ॥ স্বর্গধামে ছিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণ। গোপ-গোপী অঙ্গে করে চামর ব্যজন॥ সুগন্ধ কুসুম আর তুলসী চন্দন। গোপ-গোপী-অঙ্গে সবে করে বরিষণ॥ দ্বারকা-নিবাসী যারা ছিল দ্বারকায়। গোপ-গোপী দেখিবারে দ্রুতগতি ধায়॥ কত জাতি নরনারী প্রভাসের তীরে। কত কুলবধূ যায় গোপী দেখিবারে। দর্শন করিতে যায় হাজার-হাজার। প্রভাস তীরেতে হয় দর্শন বাজার॥ আনি সবে রাশি রাশি তুলসী-চন্দন। গোপ-গোপী অঙ্গে সবে করিছে বর্ষণ॥ রাজগণ একে একে আসিয়া তখন। স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে করে গোপী-দরশন॥

কেহ দেয় ধান্য দূর্বা করিয়ে ভকতি। কেহ শুধু ভক্তি করে যার যেই শক্তি॥ এইরূপে সবে করে গোপী-দরশন। বিচিত্র আসনে বৈসে যত গোপীগণ॥ স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের বারি আনে যদুগণ। গোপ-গোপীদের পদ করে প্রক্ষালন॥ নন্দকে বসায়ে কৃষ্ণ রত্ন-সিংহাসনে। পদ প্রক্ষালন করে অতীব যতনে॥ যশোদা আসন কৃষ্ণ দিলেন মাথায়। ব্রহ্মা আসি যশোদারে চামর ঢুলায়॥ অতঃপর আসি সব যদুকুল-নারী। চরণ ধোয়ায় দিয়া সুপবিত্র বারি॥ সমাদর করি কৃষ্ণ নন্দ যশোদারে। অবশেষে গোপীগণে সমাদর করে॥ অতঃপর ছিল যত ব্রজের বালক। আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ হইয়ে পুলক॥ গোপ-বালকেরে কোলে করি নারায়ণ। প্রেমানন্দে করে সবা মুখেতে চুম্বন॥ বিচিত্র আসনে সবে বসি সকৌতুকে। ক্ষীর-সর-ননী তুলে দেন সবা মুখে॥ ব্রজের বালকগণে সখা-কৃষ্ণ বলে। কত কষ্ট পথে পেলে আসিবার কালে॥ কত সেবা মোর করেছিলে বৃন্দাবনে। রক্ষিতে আমারে সবে গোষ্ঠ গোচারণে॥ অঞ্জলী ভরিয়া দিতে পিপাসায় জল। ক্ষুধা পেলে এনে দিতে মিষ্ট বনফল॥ দশনে কাটিয়ে ফল যেটি হৈত মিষ্ট। বদনেতে তুলে দিতে খাও ওহে কৃষ্ণ।' প্রখর রবির তাপে দুঃখী হ'য়ে তায়। বৃক্ষ ডাল ভাঙ্গি মোর ধরিতে মাথায়॥ শুনি গোপ শিশুগণ বলে হরি হরি। ঝর-ঝর ঝরে দুই নয়নেতে বারি॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ভক্তি ব্রজবালক প্রতি। জিজ্ঞাসেন নারদেরে যতেক ভূপতি॥ কহ হে নারদ মুনি, শুনিব শ্রবণে। কেন কৃষ্ণ এত ভক্তি কৈল বালকগণে॥ মুনি বলে, নৃপগণ করহ শ্রবণ। বালকের ভক্তি কৃষ্ণ কৈল যে কারণ॥ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন যবে শ্রীবৃন্দাবনে। গোষ্ঠে যাইতেন এই রাখালের সনে॥ এরা গোপশিশু অন্য কেহ নয়। গোষ্ঠ লীলা সঙ্গী এরা শুন মহাশয়॥ ব্রজে থাকিতেন কৃষ্ণ হইয়ে পুলক। প্রভাসেতে আসে এবে সে সব বালক॥ মস্তকে আসন যারে দিল দয়াময়। তিনি মাতা যশোমতী শুন মহাশয়॥ কৃষ্ণকে পালন করেছেন বৃন্দাবনে। নিত্য ক্ষীর সর ননী খাওয়াত যতনে॥ সেহেতু করেন মান্য জগৎ জীবন।

মস্তকে দিলেন তাই বসিতে আসন॥ অতঃপর যজ্ঞ কথা করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন সবে যজ্ঞ বিবরণ॥

যজ্ঞমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন

ব্রহ্মা বলে ওহে কৃষ্ণ করি নিবেদন। যজ্ঞেশ্বর তুমি, প্রভু দেব নারায়ণ॥ যজ্ঞ-অগ্রে তব পূজা চারিবেদে কয়। সংসারের সার তুমি ওহে দয়াময়॥ যজ্ঞকুণ্ডে হবে এবে আহুতি প্রদান। যজ্ঞকর্ত্তা তুমি হও, ওহে ভগবান্॥ যাগযজ্ঞ-হোম-আদি যাহা বেদে কয়। অগ্রে তোমা না পূজিলে যজ্ঞ সিদ্ধ নয়॥ যজ্ঞের ঈশ্বর তুমি বেদ অনুসারে। তোমাকে কি শোভা পায় যজ্ঞ করিবারে॥ যাগ-যজ্ঞ সবই তুমি লিখিয়াছে বেদে। যজ্ঞ সিদ্ধ নাহি হয় তুমি নাই যাতে॥ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার বচনে। পরে যজ্ঞস্থলে গিয়া বসে সিংহাসনে॥ বিধি বলে, নন্দ, বসুদেব বিদ্যমান। করিও না এখন কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞান॥ ভগবান্ জ্ঞানে লহ তুলসী-চন্দন। ভক্তি ভরে শ্রীচরণে করহ অর্পণ॥ সঙ্গে করি লহ যত গোপ-গোপীগণে। সচন্দন-তুলসী দাও কৃষ্ণের চরণে॥ এস মা দেবকীরাণী এস এই বেলা। শ্রীকৃষ্ণেরে পুত্রজ্ঞানে নাহি কর হেলা॥ পূর্ণ ব্রহ্মরূপে চিন্তা কর কৃষ্ণ বলে। চন্দন-তুলসী দাও কৃষ্ণ পদমূলে॥ বৃন্দা বলে, ওহে বিধি করহ শ্রবণ। জানি মোরা শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম সনাতন॥ ভগবান কৃষ্ণ তাই ভক্তের অধীন। এ বৃত্তান্ত মোরা সব, জানি বহুদিন॥ ব্রহ্ম সনাতন তারে জেনে বৃন্দাবনে। কুল-শীল মান সবই দিয়েছি চরণে॥ তুলসী-চন্দন মোরা দিয়া বৃন্দাবনে। নিজেদের অর্পিয়াছি ও রাঙা চরণে॥ একবার কৃষ্ণে যাহা করিয়াছি দান॥ আর কোথা পাব দেহ কোথা মন-প্রাণ॥ একবার যাহা দানিয়াছি বৃন্দাবনে। পুনঃ আর কিবা দিব শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥ দেহমাত্র আছে কিন্তু তা নহে আমার। হইয়াছে এই দেহে কৃষ্ণ-অধিকার॥ বিচার করিয়া বিধি, বল হে এখন। কার দেহ ল'য়ে করি শ্রীকৃষ্ণ-পূজন॥

বৃন্দাকে ব্রহ্মার উত্তর দান

ব্রহ্মা বলে, ওহে দূতী শুন তত্ত্বসার। সর্বদেহে শ্রীকৃষ্ণের আছে অধিকার॥ বৃন্দা শুনি বলে, ইহা কথা মিথ্যা নয়। সবার দেহেতে আছে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ অচৈতন্য জীব তাই চৈতন্যবিহীন। চেতনা বিহীন চৈতন্য যে কঠিন॥ যে দেহে চৈতন্য নাই কৃষ্ণের সেবায়। সেই দেহ কভু স্ত্রী দেহ নয়॥ সে দেহ অনিত্য কভু নিত্য-নাহি রয়। দেহ ধরি লক্ষ যোনি ভ্রমেতে ভ্রময়॥ কুখাদ্য ভক্ষণ করে সদা কু-আচার। সেই দেহে নাহি কৃষ্ণসাধন অধিকার॥ যে-দেহেতে কৃষ্ণ ভাব মনের গতিক। এ সংসার তার কাছে-সকলি অলীক॥ লোক লোকাচারে তারা থাকে সংসারেতে। শর্করা মিশ্রিত যেন বালির সঙ্গেতে॥ সুবর্ণ মিশ্রিত যেন মৃত্তিকা সহিত। মাতঙ্গ মিশ্রিত যেন পতঙ্গ সহিত॥ অর্ণবে পতিত যেন গজমোতি হার। গরলের সঙ্গে যেন সুধার সঞ্চার॥ কূপেতে যেমন নিরাকারে হয় নর। মেঘেতে বেষ্টিত যেন থাকে শশধর॥ নাগের মস্তকে যেন মাণিকরতন। কোকিলের কণ্ঠে হয় সুস্বর যেমন॥ এতেক প্রমাণ বৃন্দা ব্রহ্মারে কহিল। শুনিয়া অন্তরে ব্রহ্মা কুপিত হইল॥

গোপীগণের পরীক্ষা

ব্রহ্মা বলে, ওহে বৃন্দে জানিব কারণ। ব্রজেতে কিরূপে কৃষ্ণে করিলে সেবন॥ কি ভাবেতে কৃষ্ণপ্রেম আলোচনা কৈলে। কি প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ-পদে দেহ সমর্পিলে॥ কৃষ্ণের চরণরূপ কমলের দলে। কিরূপে কমল হয়ে তাহাতে মিশালে॥ পদ্ম সহ পরীক্ষা করিব গোপীগণে। কেমনে সঁপেছ দেহ কৃষ্ণের চরণে॥ কমল আনিয়ে আমি নিক্তির উপরে। ওজন করিব গোপীগণ সবাকারে॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্ম তাহাতে যে লিখি। ওজন করিব আমি সব গোপ সখী॥ পদ্ম সম হও যদি সব সখীগণ। বুঝিব শ্রীকৃষ্ণে দেহ করেছ অর্পণ॥ এত বলি ব্রহ্মা হনুমানেরে ডাকিয়া। বলিলেন পদ্ম আন সুরপুরে গিয়া॥ ইন্দ্রপুরে

রহিয়াছে পদ্ম-সরোবর। ফুটে আছে পদ্ম সেথা অতীব সুন্দর॥ দেব-হস্তী রহিয়াছে পদ্ম সরোবরে। ব্রহ্মাদেশে যায় হনু পদ্ম আনিবারে॥ ব্রহ্মা বলে, শুন ওহে পবন-নন্দন। পদ্ম আনিবারে ত্বরা করহ গমন॥ বিলম্ব না কর, ওহে পবন-নন্দন। ফিরিয়া আসিলে হবে যজ্ঞ আরম্ভণ॥ 'যে আজ্ঞে' বলিয়া যায় পবন-নন্দন। ইন্দ্রালয়ে গেল শেষে-পদ্মের কারণ॥

পদ্মের জন্য হনুমানের ইন্দ্রালয়ে যাত্রা

মনে মনে চিন্তা করে পবন তনয়। কপিবেশে তথা যাওয়া উচিত না হয়॥ মনোরম ইন্দ্রালয় দেবের সমাজ। কপিবেশে গেলে সেথা পাব মনে লাজ॥ সুদৃশ্য সে দেবপুরী অতি সুশোভন। সেখানে সাজে না কভু পশুর গমন॥ কদর্য্য মূরতি মোর পশুতে গণন। পোড়ামুখ দেখি হাসিবেন দেবগণ॥ পদ্ম লাগি যাব আমি ইন্দ্রের ভবন। উচিত মনুষ্য-বেশ করিতে ধারণ॥ শ্রীরাম স্মরণ করি পবন-তনয়। মনুষ্যের বেশ ধরি সুরপুরে যায়॥ ইন্দ্রপুরী মাঝে গিয়া করে নিরীক্ষণ। কিবা শোভা ইন্দ্রপুরী অতি সুশোভন॥ হস্তেতে ফুলের ঝুড়ি মালাকার বেশে। পদ্ম-সরোবরে হনু আনন্দে প্রবেশে॥ লক্ষ্য করে হনুমান থাকিয়া অন্তরে। দেব-হস্তী বিরাজিছে পদ্ম সরোবরে॥ চিন্তা করে হনুমান সরোবর তটে। পদ্ম লাগি-হস্তিসহ দ্বন্দ্ব বুঝি ঘটে॥ পদ্মে আমোদিত হয়ে আছে গজবর। পদ্ম নিলে হবে হস্তী ক্রোধিত অন্তর॥ কি করি উপায় এবে হরিষে বিবাদ। পদ্ম লাগি-অবশ্যই ঘটিবে বিবাদ॥ আনন্দিত হয়ে হস্তী আছে রঙ্গ কুণ্ডে। পদ্ম যদি তুলি মোরে জড়াইবে শুণ্ডে॥ হস্তী যদি ধরে মোরে ক্রোধ যে বাড়িবে। যুদ্ধেতে ইন্দ্রের হস্তী অবশ্য মরিবে॥ হস্তীরে বাঁচাতে এবে কি করি উপায়। কিরূপেতে আমি দু'দিক বজায়॥ হস্তীজাতি সহজেই তরঙ্গেতে বশ। ধর্মাধর্ম নাহি জানে নাই ভক্তিরস॥ পদ্ম তুলিবারে এবে কি করি উপায়। ওদিকে যজ্ঞের লগ্ন বহিয়া যে যায়॥ যা থাকে অদৃষ্টে পদ্ম তুলিব এখনি। বিপদেতে রক্ষা কর কৃষ্ণ গুণমণি॥ বিপদে শ্রীপদে রেখ ওহে দয়াময়।

অবশ্য শক্তিতে হস্তী হবে পরাজয়॥ অগ্রে যুক্তি করে দেখি হস্তীর সঙ্গেতে। দেখি যদি পারি তারে ভক্তিতে আনিতে॥ ভকতি পরম বস্তু সাধুগণে কয়। ভক্তিতে মন-মাতঙ্গ বশীভূত হয়॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ জড়িত যে দেহে। দ্বিগুণ হস্তীর বল ধরে তারা দেহে॥ রিপু রূপ হস্তী বশ কৈল সাধুগণে। এ-হস্তীকে বশ করি ভক্তি পথে এনে॥ শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান সংসারের সার। পদ্মপুষ্প প্রয়োজন যজ্ঞেতে তাঁহার॥ বিঘ্ন করে তাঁর কার্য্যে কে আছে সংসারে। ভক্তি করি শক্তি বিচারিব পরে॥ না শুনে যদ্যপি কথা শক্তি করে করী। বিধিমতে শাস্তি দিব স্মরিয়া শ্রীহরি॥ চিন্তা করি হনুমান সরোবর-তীরে। হস্তীরে বিনয় করি কহে ধীরে ধীরে॥ করযোড়ে হনু করে হস্তীর স্তবন। শুন ওহে হস্তীরাজ করি নিবেদন॥ তুমি যে পরম সাধু দেখি মহাশয়। প্রভাসে করিছে যজ্ঞ কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তাই আমি আনিয়াছি তব নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ পত্র হস্তী করহ গ্রহণ॥ আর এক কথা বলি শুন মহাশয়। কিছু পদ্ম চেয়েছেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বিলম্ব করো না হস্তী-যাব হে তৎপর। পদ্ম-লয়ে যাই, আজ্ঞা কর করীবর॥ তুমিও চল হে যজ্ঞে যায় যে সময়। পদ্ম লাগি বসে আছে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ ব্রহ্ম-বাক্য পালন করহ করীবর। ব্রহ্মাদেশে কিছু পদ্ম দাও হে তৎপর॥ মহান যজ্ঞেতে মন কর হে কুঞ্জর। পদ্ম তুলিবারে আজ্ঞা কর করীবর॥ এদিন হবে না আর শুন ওহে করী। পদ্মপুষ্প ল'য়ে চল ত্বরা পূজিতে শ্রীহরি॥ জনম সফল কর প্রভাসেতে গিয়া। কৃষ্ণপদে পদ্ম দেহ শুণ্ডে জড়াইয়া॥ শীঘ্র করি প্রভাসেতে, চল হে কুঞ্জর। আজ্ঞা দাও পদ্ম তুলি ওহে করীবর॥ হনুমান বাক্য হস্তী কিছু না শুনিল। আনন্দ তাহার যেন অধিক বাড়িল॥ ইহা দেখি মারুতীর ক্রোধ উপজয়। হনু বলে, সাক্ষী থাক কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পদ্ম নিতে বাধা যদি দেয় হস্তীবর। পদাঘাতে চূর্ণ আমি করিব পঞ্জর॥ করেছিনু যেইরূপ রাবণের মুণ্ডে। সেই রূপ পদা-ঘাত করিব এ শুণ্ডে॥ লেজে বান্ধি হস্তীবরে মারিব আছাড়। আমোদ বুঝিবে ব্যাটা চূর্ণ হবে হাড়॥ শ্রীরাম স্মরিয়া হনু নিজমূর্ত্তি ধরে। পদ্ম নিতে প্রবেশিল

পদ্ম-সরোবরে ॥ প্রকাণ্ড শরীর হনু পর্ব্বত আকার। পদ্মপুষ্প তুলিছেন ভীম-অবতার ॥ রাশি রাশি পদ্ম তুলিছেন বীরবর। দেখি কোপে রূঢ়ভাষে কহিছে কুঞ্জর ॥ হনুরে কহিছে হস্তী করি অতি জোর। নর হৈতে হ'লি কপি একি মায়া তোর ॥ হস্তে ছিল ফুলসাজি-দেখিয়াছি তোর। সেরূপ ত্যজিয়া কেন হইলি বানর ॥ কোথাকার হনু তুই কি মায়ার জোর। কখন মানুষ হোস কখন বানর ॥ রামায়ণে শুনেছি বানর বিবরণ। রামভক্ত বটে কিন্তু মিথ্যা আচরণ ॥ রাবণের মৃত্যুবাণ করিতে হরণ। মন্দোদরী কাছে গেল সাজিয়া ব্রাহ্মণ ॥ আর এক বানর ব্রাহ্মণ বেশ ধ'রে। মারিল রাবণ পুত্র অক্ষয়কুমারে ॥ মিথ্যাচারী সব বেটা অতীব নিগুর্ণ। স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধে দিয়া লেজের আগুন ॥ কোথাকার বানর তুই কিবা পরিচয়। বানর হইয়া বলিস্ কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ বানরের কাছে হয় অবতার রাম। বানর সর্বদা জপে শ্রীরামের নাম ॥ বানর হইয়া দিলি কৃষ্ণের দোহাই। রাম ছেড়ে কৃষ্ণ ভজ একি রে বালাই ॥ দুরাচারী ভণ্ড বেটা মিথ্যাতে নিপুণ। সেই দোষে মুখ তোর লেগেছে আগুন ॥ অতি মিথ্যাবাদী ব্যাটা পেটুকের শেষ। লোভেতে করেছ তাই প্রভাসে প্রবেশ ॥ হনু বলে, শুন ওরে দাম্ভিক কুঞ্জর। রাম-কৃষ্ণ এক দেহ নাহি ভেদান্তর ॥ রাম-কৃষ্ণ এক অঙ্গ ভিন্ন কভু নয়। যেই রাম সেই কৃষ্ণ জানিবে নিশ্চয় ॥ যুগে-যুগে অবতার লীলার কারণ। অতএব ভুল কেন কর অকারণ ॥ যেই রাম সেই কৃষ্ণ জানিবে অন্তরে। ভেদজ্ঞান করি মুর্খ মর কেন ঘুরে ॥ সকলই তাঁহার লীলা এই ত্রিভুবনে। সব এক ভাবে তারে যত জ্ঞানীজনে ॥ রাম আর কৃষ্ণে ভিন্ন ভাবে যেই নর। জ্ঞানহীন পশু তারে জানিবে কুঞ্জর ॥ আমা সম পেটুক কে এই ত্রিসংসারে। রাবণের আম্রবন পারি গ্রাসিবারে ॥ দ্বিজবেশে গিয়ে নর হইবে বানর। সে জন কি সামান্য হ'তে পারে রে কুঞ্জর ॥ সামান্য শক্তিতে বল কে এমন পারে। দ্বিজবেশে রাবণের মৃত্যুবাণ হরে ॥ কি বলিব তোরে তুই অজ্ঞান কুঞ্জর। ঘৃণা হয় তোর সনে করিতে উত্তর ॥ যদি তোরে বধ করি পদ্ম সরো-বরে। নিন্দার ভাজন আমি হব এ-সংসারে ॥ এজন্য বধিতে তোরে

মনে ভয় বাসি। তোরে বধি লইব কি কলঙ্কের রাশি ॥ এত বলি, হনুমান্ পদ্ম ল'য়ে করে। দ্রুত উপনীত হৈল প্রভাসের তীরে ॥ অতঃপর মহারাজ করহ শ্রবণ। পদ্মপুষ্প সহ গোপীগণের ওজন ॥

গোপীগণের পদ্মসহ ওজন নিরূপণ

পদ্মোপরে কৃষ্ণনাম করিয়া লিখন। তৌলদণ্ড পরে ব্রহ্মা রাখেন তখন ॥ বৃন্দাকে ডাকেন তিনি ওগো সহচরী। প্রথমে তোমারে আমি পরীক্ষা যে করি ॥ বৃন্দা বলে পদ্মযোনী ডাকিল যখন। হা কৃষ্ণ বলিয়া বৃন্দা করয়ে রোদন ॥ কোথা ওহে গোপীনাথ, গোপীর হৃদয়। মান রক্ষা কর মোর কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ ব্রহ্মা ডাকিছেন মোরে ওজন হৈতে পদ্মে। পদ্মের লজ্জা হর হে বাখি পাদপদ্মে ॥ ওজন হইতে বৃন্দা ধীরে ধীরে যায়। মনে মনে বলে, রক্ষা কর দয়াময় ॥ বহিতেছে দু'নয়নে কৃষ্ণ-প্রেমবারি। কৃষ্ণে স্মরি ওজনে বসিল সহচরী ॥ হেথা পদ্ম মনে মনে কহিছে তখন। পদ্মসরোবরে জন্ম করেছি গ্রহণ ॥ ধন্য ধন্য তুমি সাধু পবন নন্দন। তোমার কারণে পাব কৃষ্ণ-দরশন ॥ সাধুসঙ্গে কাশীবাস শাস্ত্রের বচন। সাধুসঙ্গে করিলাম কৃষ্ণ দরশন ॥ সাধ্বী সতী বৃন্দা দেবী কৃষ্ণের সমান। বৃন্দা সহ হৈল আজি কৃষ্ণের ওজন ॥ বৃন্দা আর কৃষ্ণে কভু ভিন্ন নাহি হয়। সদা যার আজ্ঞাকারী কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ সখীভাবে সেবা করি শ্রীকৃষ্ণের পায়। গোবিন্দ হৈতে শ্রেষ্ঠ-বৃন্দাদূতী হয় ॥ গোবিন্দ থাকিতে হৈল বৃন্দার পূজন। পদ্ম ল'য়ে পদ্মযোনি করিল ওজন ॥ নিজে ক্ষুদ্র হ'য়ে হরি ভক্তকে বাড়ায়। ব্রজেতে নন্দের বাধা করিল মাথায় ॥ মনে মনে কৃষ্ণ পদ করিয়া চিন্তন। বৃন্দাদূতী পদ্মসহ হইল ওজন ॥ প্রথম সে পরীক্ষায় বৃন্দা জিতিল। তাহা হেরি পদ্মযোনি বিস্মিত হইল। চন্দ্রাবলী প্রতি কহিলেন পদ্মযোনি। তব লাগি অভাগিনী হৈল কমলিনী ॥ তব লাগি শ্রীকৃষ্ণ পড়ে ঘোর দায়। অবশেষে-ধরে কৃষ্ণ শ্রীরাধার পায় ॥ এক নিশি

হৃষিকেশ হইয়া সদয়। সব দ্বারে যোগী সাজে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ সামান্যা নহেক তুমি ওগো চন্দ্রাবলী। ভিক্ষা লাগি কৃষ্ণ কাঁধে দিয়াছিলে ঝুলি॥ সামান্যা নহ তো তুমি রমনী রতন। ত্বরা এস পদ্মসহ হইতে ওজন॥ ব্রহ্মার বচনে চন্দ্রা কৃষ্ণ বলি ডাকে। দয়া করি এ বিপদে রক্ষা কর মোকে॥ বিপদে তোমার পদে যে লয় আশ্রয়। তুমি তারে রক্ষা কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমি অতি অভাগিনী, ওহে দয়াময়। পরীক্ষায় আমা প্রতি হও হে সদয়॥ এসেছি প্রভাস-যজ্ঞে ওহে নারায়ণ। দয়া করি কর হরি লজ্জা নিবারণ॥ কৃষ্ণ স্মরি চন্দ্রাবলী পরীক্ষায় বসিল। কৃষ্ণের কৃপায় চন্দ্রা পরীক্ষা জিনিল॥ এরপর ষোলশত যতেক গোপিনী একে একে পরীক্ষা করিল পদ্মযোনি॥ গোপিনীরা-পরীক্ষায় সকলে জিনিল। বৃন্দাদূতী আসি পুনঃ ব্রহ্মারে বলিল॥ শুন ওহে পদ্মযোনি আমার বচন। এবার-পরীক্ষা দাও যত দেবগণ॥ দীনহীন কাঙ্গাল ঈশ্বরচন্দ্র কয়। অভাগারে দয়া কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমি অতি কাঙ্গাল দীনহীন নিষ্ঠুর। কাঙ্গালেরে কর দয়া কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ যদি কোন স্থানে কোন ভুল হ'য়ে থাকে। সংশোধন করি দয়া করিবে আমাকে॥

পদ্মসহ দেবগণকে বৃন্দার পরীক্ষা

বৃন্দা বলে ওহে ব্রহ্মা এস পদ্ম' পরে। ওজন হও হে আসি নিক্তির উপরে॥ সৃষ্টিকর্তা হও তুমি দেব-পদ্মাসন। প্রথমে তোমার পরীক্ষা সুশোভন॥ ইহা বলি বৃন্দাদূতী ব্রহ্মাকে ডাকিল। ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মা নিক্তিতে বসিল॥ ওজন করিছে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণ-ভামিনী। পদ্ম হৈতে কিছু ভারী হৈল পদ্মযোনি॥ ঈষৎ হাসিয়া বৃন্দা কৃষ্ণ প্রতি কয়। দেখ দেখ সাক্ষী থাক কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পদ্ম পরীক্ষাতে হারিলেন পদ্ম-যোনি। নিজ চক্ষে চেয়ে দেখ ওহে চিন্তামণি॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন বৃন্দে কহ দেখি শুনি। কি কারণে পরীক্ষায় হারে পদ্মযোনি॥ ব্রহ্মার কি অপরাধ কহ দেখি শুনি। পদ্ম-পরীক্ষায় হারিলেন পদ্মযোনি॥ বৃন্দা বলে ব্রহ্মার আছয়ে অপরাধ। করেছিল সন্ধ্যা-সহ বাদ-বিসম্বাদ॥

লজ্জিত হইল ব্রহ্মা বৃন্দার কথা শুনি॥ অধোমুখে সভাতে বসিল পদ্মযোনি॥ বৃন্দা বলে, এস এস বিষ্ণু মহাশয়। পদ্মসহ পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়॥ ইহা শুনি বিষ্ণুদেব নিক্তিতে বসিল। পদ্মসহ বিষ্ণুদেব ওজন হইল॥ পদ্ম হৈতে বিষ্ণু-অঙ্গ ভার পরিমাণ। ক্ষণমাত্র থাকি হৈল পদ্মের সমান॥ গোবিন্দ কহেন, বৃন্দে, কহ ত প্রমাণ। ক্ষণে ভারী হ'য়ে বিষ্ণু হইল সমান॥ বৃন্দা বলে, বিষ্ণু ভজে বৃন্দা বৃন্দাবনে। পরীক্ষায় পরাভব তাহার কারণে॥ তদন্তরে বৃন্দাদূতী মহেশে ডাকিল। ত্রিলোচন মুদি ত্রিলোচন ধ্যান কৈল॥ পদ্ম-পরীক্ষায় ভয় পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়। কহে রক্ষা কর হে শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ বিপদে শ্রীপদ দিয়ে কর হে তারণ। একারণ নাম তব শ্রীমধুসূদন॥ পদ্ম-পরীক্ষায় রাখ দয়াময় হরি। পদ্ম-পরীক্ষায় বসিলেন ত্রিপুরারি॥ প্রথমেতে ভারী হ'য়ে দেব-ত্রিনয়ন। পরে পরীক্ষায় হৈল পদ্মের সমান॥ গোবিন্দ বলেন, বৃন্দে কহ ত প্রমাণ। ক্ষণে থাকি শিব হৈল পদ্মের সমান॥ কিসে অপরাধী শিব কহ দেখি শুনি। কি কারণে পরাভব হৈল শূলপাণি॥ বৃন্দা বলে, শুন ওহে কৃষ্ণ-দয়াময়। কুচনী-পাড়ায় যায় দেব মৃত্যুঞ্জয়॥ গোবিন্দ বৃন্দার বাক্যে হাসিতে লাগিল। অতঃপর বৃন্দা-দূতী ইন্দ্রকে ডাকিল॥ ইন্দ্র হন দেবরাজ স্বর্গ-অধিকারী। বসিলেন পরীক্ষায অহঙ্কার করি। দর্পহারী মধুসূদন দর্প চূর্ণ কৈল। পদ্মসহ দেবরাজ উঠিতে নারিল॥ মাটিতে রহিল ইন্দ্র সহস্রলোচন। উপরে উঠিল পদ্ম হাসে দেবগণ॥ লজ্জার সাগরে পড়ি ইন্দ্র দেবরাজ। সভাতে বসিল গিয়ে পেয়ে বড় লাজ॥ গোবিন্দ বলেন, বৃন্দে, কহ কি কারণ। পরীক্ষায় পরাজিত সহস্রলোচন॥ বৃন্দা কহে, গোবিন্দ হে করহ শ্রবণ। বহু অপরাধী ইন্দ্র হৈল একারণ॥ ধরিয়া গুরুর মূর্ত্তি সহস্র-লোচন। গুরুপত্নী অহল্যাকে করিল হরণ॥ সমুচিত দণ্ড পায় গৌতম-শাপেতে। তথাপি না খণ্ডে পাপ এ-দেহ থাকিতে॥ চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন থাকিবে গগনে। ততদিন কলঙ্ক রহিবে ত্রিভুবনে॥ এই বার বৃন্দাদূতী চন্দ্রকে ডাকিল। বৃন্দার বাক্যে চন্দ্র পরীক্ষায় উঠিল॥ নিক্তিয়ে উপরে বসে দেব-সুধাকর। পদ্ম হৈতে ভারী হৈল চন্দ্র-

কলেবর ॥ ইন্দ্র-চন্দ্র দুইজন সমান হইল। পদ্মসহ দুইজনে উঠিতে নারিল ॥ হাসিয়া বৃন্দারে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে তখন। চন্দ্রদেব এত দোষী হৈল কি কারণ ॥ বৃন্দা বলে, প্রাণগোবিন্দ শুনহ কারণ। ইন্দ্র-চন্দ্র এক রোগে রোগী দুইজন ॥ ইন্দ্র অহল্যাকে আর চন্দ্র তারা হরে। দু'জনে সমান পাপী শাস্ত্রের বিচারে ॥ দেহমধ্যে পাপ যার থাকে বর্ত্তমান। সে কি হ'তে পারে কভু পদ্মের সমান ॥ নির্ম্মল কমল তাহে লেখা কৃষ্ণ-নাম। পাপীতে কি হ'তে পারে পদ্মের সমান ॥ নিষ্পাপ শরীর যার কৃষ্ণপদে মন। পদ্ম-পরীক্ষায় জয়ী হয় সেইজন ॥ অতঃপর বৃন্দা দূতী পবনে ডাকিল। হাসিয়া পবন আসি নিক্তিতে বসিল ॥ পরীক্ষায় বসিল পবন-মতিমান। ক্ষণেক বিলম্বে হৈল পদ্মের সমান ॥ বৃন্দাকে কহিল ডাকি দেব চিন্তামণি। পবনের কিবা দোষ কহ দেখি শুনি ॥ বৃন্দা বলে ওহে কৃষ্ণ করহ শ্রবণ। যে কারণে পরাজিত হৈলেন পবন ॥ দেবতা হইয়া কৈল বানরী হরণ। সেই দোষে পরাভব হইল পবন ॥ ইহা শুনি শ্রীকৃষ্ণ যে হাসিতে লাগিল। অতঃপর বৃন্দা হুতাশনেরে ডাকিল ॥ পদ্ম-পরীক্ষায় হুতাশনের গমন। নিক্তির উপরে বসে দেব হুতাশন ॥ হইতে নারিল দেব পদ্মের সমান। ঈষৎ হাসিয়া কহে দেব ভগবান ॥ কহ কহ বৃন্দে-দূতী করিব শ্রবণ। পরাভব হৈল কেন দেব হুতাশন ॥ কিবা দোষে দোষী সেই হুতাশন হৈল। তাহার বৃত্তান্ত বৃন্দে কহ শুনি বল ॥ বৃন্দা বলে, প্রাণকৃষ্ণ করহ শ্রবণ। হুতাশন পরাজিত হৈল যে কারণ ॥ পদ্মসহ পরাভব হৈল এ কারণ। সর্ব্বভক্ষা হ'য়ে দোষী হৈল হুতাশন ॥ সেই দোষে পদ্মসহ পরাভব হৈল। পদ্ম-পরীক্ষা কাঙ্গাল ঈশ্বর রচিল ॥ আমি কাঙ্গাল চিরদিন করিনু স্মরণ। আমায় করিলে সার বাঁকুড়ার বন ॥ যদি হে করিতে পার মম কষ্ট দূর। তবে ত জানিব হরি কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ যে দুঃখে পাহাড়পুর পরিত্যাগ করি। অন্তর্য্যামী তুমি সব জান ওহে হরি ॥ এক্ষণে তোমায় ওহে দীনবন্ধু হরি। দশনে ধরিয়া তৃণ নিবেদন করি ॥ অতি দুঃখে দীনবন্ধু হয়ে জ্বালাতন। যদি মন ভুলে করে কুপথে গমন ॥ সুপথে আনিবে মন দিয়া জ্ঞানাঙ্কুর। কাঙ্গালে ক'রো না ঘৃণা কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥

এ পাপীরে কর দয়া কৃষ্ণ-দয়াময়। যে বাঞ্ছা করেছি তাহা পূর্ণ যেন হয়॥

যদু কুলবধূগণের পদ্ম-পরীক্ষা

প্রথম ডাকিল বৃন্দা মৃদু হাস্য করি। পদ্ম-পরীক্ষায় এস কুবুজা-সুন্দরী॥ তুমি ত প্রধান রাণী এ-মথুরাধামে। আনন্দে বিরাজ কর বসি কৃষ্ণ-বামে॥ ছিলে কুব্জা হ'লে সোজা কুঁজ পরিহরি। তব নাম রেখেছে হরি কুব্জা-সুন্দরী॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী তুমি কৃষ্ণগত প্রাণ। রাধার অপেক্ষা তব অনেক সম্মান॥ আজি রক্ষা পাও যদি পদ্মসহ রণে। তবে জানি ধন্য তুমি গণ্য ত্রিভুবনে॥ ছিলে হে কংসের দাসী হইলে মহিষী। সদাই বিরাজ কর কৃষ্ণ-পাশে বসি॥ রাধা-নাম ত্যজি এবে দেব-বংশীধারী। কুব্জা নাম লিখিবেন চূড়ার উপরি॥ রাধা-নাম বিসর্জ্জন দিয়া বংশীধারী। বংশীস্বরে ডাকিবেন কুবুজা সুন্দরী॥ রাধার প্রেমের ঋণ পরিশোধ করি। প্রেমের খাতক তব হৈল বংশীধারী॥ রাধানাথ ছিল কৃষ্ণ মধু-বৃন্দাবনে। কুব্জানাথ হন কৃষ্ণ মথুরা ভুবনে॥ শ্রীরাধায় কুব্জা পদ্ম-পরীক্ষা যে করি। রাধা বড় হয় কিবা কুবুজা সুন্দরী॥ রাধা-নামে কত গুণ পদ্মসহ গণে। কুব্জা নামে কত গুণ দেখিব নয়নে॥ এতেক বলিয়া বৃন্দে কুব্জারে ডাকিল। গলে বাস দিয়ে আসি কুব্জা দণ্ডাইল॥ চক্ষে বহে প্রেমধারা কুব্জা সে সুন্দরী। বলে শুন দূতী, তোমা নিবেদন করি॥ অধিনী দুঃখিনী আমি শুন বৃন্দে-দূতী। পরীক্ষার যোগ্য নহি জানেন শ্রীমতী॥ সুন্দরীও আমি নই শুন সমুদয়। দয়া করি ডাকে মোরে কৃষ্ণ দয়াময়॥ শ্রীকৃষ্ণের চরণে চন্দন-সেবা করি। দয়া ক'রে বলে কৃষ্ণ পরমা সুন্দরী॥ রাধাকৃষ্ণের দাসী আমি রাণী কভু নই। দাসি ব'লে ডাক মোরে কৃতার্থ যে হই॥ আমি রাণী নই, দাসী, শুন বৃন্দে সই। পদ্মসহ পরীক্ষার

যোগ্য আমি নই ॥ সকলেই জানে আমি কংস-রাজার দাসী। আমি কি হইতে পারি পরীক্ষা অভিলাষী ॥ কুজায় কাতর দেখি কহে ভগবান। পদ্ম পরীক্ষায় কুবুজা হও আগুয়ান ॥ তব মান রক্ষা করিবে ভগবান্। অবশ্য হইবে তুমি পদ্মের সমান ॥ পদ্মসহ রণে তুমি জিনিবে সুন্দরী। দয়া প্রকাশিবে তোমায় দয়াময় হরি ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা কুবুজা-সুন্দরী। পরীক্ষায় যাত্রা করে বলিয়া শ্রীহরি ॥ মনে মনে স্তব করে কাতর হৃদয়। কুজা বলে, যা কর কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ যা কর করুণাময় ভরসা তোমার। তোমা বিনে কুজার গতি নাই আর ॥ অগতির গতি তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়। গতিহীনে দয়া কর দিয়া পদাশ্রয় ॥ ওহে দয়াময় হরি শুনেছি শ্রবণে। রাধার কলঙ্ক নাশ করিলে বৃন্দাবনে ॥ গোপীগণে করিলে দয়া দয়াময় কৃষ্ণ। ভক্তিরসে খেয়েছিলে রাখালের উচ্ছিষ্ট ॥ শ্রীরাধার কুলমান ঢাকিলে চরণে। শ্যামা হ'য়ে আয়ানে ভুলালে কুঞ্জবনে ॥ তব আজ্ঞায় যাই প্রভু পদ্মসহ রণে। এ দাসীরে দেব-কৃষ্ণ রাখ শ্রীচরণে ॥ লজ্জা যদি পাই কৃষ্ণ পদ্মসহ দলে। কৃষ্ণ বলি ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥ আমি হে কংসের দাসী জান প্রভু মনে। এ দাসীকে মহিষী করেছ নিজগুণে ॥ নিজ-গুণে রাখ হরি পদ্মসহ রণে। আমি যে অবলা দাসী তুমি জান মনে ॥ না জানি হে ভক্তি-স্তুতি ওহে দয়াময়। নিজগুণে কর দয়া কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কৃষ্ণকে করিয়া স্তব কুজা সে চলিল। পদ্ম পরীক্ষায় নিক্তিতে বসিল ॥ কুজায় করিল কৃপা দয়াময় হরি। পদ্মের সমান হৈল কুজা সুন্দরী ॥ তুচ্ছ নৈলে উচ্চপদ কদাচ না হয়। কুজারে করিল দয়া কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ হাসিয়া বৃন্দারে বলে দয়াময় হরি। পদ্মের সমান হৈল কুবুজা-সুন্দরী। দেখ বৃন্দাদূতী তবে করিয়া বিচার। কুজারে উচিত দিতে তব পুরস্কার ॥ দেবগণ আদি তোমা পরীক্ষা যে দিল। পদ্মের সমান কেহ হইতে নারিল ॥ অতএব ওহে বৃন্দে কর অবধান। দেবগণ হৈতে কুজা হইল প্রধান ॥ গুণ যদি না থাকিবে কুজার প্রাণে। কুজা বাঁকা সোজা হৈল বল কোন্ গুণে ॥ গুণ না থাকিলে কি গো কুজা সোজা হয়। গুণ না থাকিলে পদ্ম হয় পরাজয় ॥ হাসিতে হাসিতে বৃন্দা

গোবিন্দেরে কয়। সকলের আদি তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তুমি যারে দয়া কর, ওহে শ্রীমাধব। কে পারে করিতে তারে ভবে পরাভব॥ তাহার প্রমাণ হরি করহ শ্রবণ। নৃসিংহের অবতার হইলে যখন॥ নিজ পুত্রে শত্রু ভাবি হিরণ্য ভূপতি। পিতা হ'য়ে শত্রু হৈল প্রহ্লাদের প্রতি॥ সহায় হ'য়ে তুমি তার ওহে শ্রীমাধব। হিরণ্যকশিপুকে তুমি কৈলে পরাভব॥ অগ্নিকুণ্ড মাঝে হরি করিয়া প্রবেশ। রক্ষা কৈলে প্রহ্লাদেরে ওহে হৃষীকেশ॥ কুঞ্জরে সুমতি তুমি দিলা নারায়ণ। প্রহ্লাদে করিল করী মস্তকে ধারণ॥ বিবিধ সঙ্কটে রক্ষা করিলে শ্রীমাধব। কোন মতে প্রহ্লাদ না হৈল পরাভব॥ বিষপানে প্রহ্লাদের রহিল জীবন। প্রহ্লাদ হ'য়ে কৈলে তুমি গরল ভক্ষণ॥ অতএব নিবেদন করি ভগবান। তুমি যারে রাখ, তার কোথা অপমান॥ ইহা বলি গোবিন্দের কাছে দণ্ডাইল। এইবার বৃন্দাদূতী রুক্মিণীরে ডাকিল॥ এস এস রুক্মিণী গো পদ্মসহ রণে। কৃষ্ণের প্রেয়সী তুমি দ্বারকা-ভুবনে॥ আসিয়া রুক্মিণীদেবী নিক্তিতে বসিল। ক্ষণমাত্র থাকি পদ্ম সমান হইল॥ হাসিয়া বৃন্দারে কৃষ্ণ বলিছে তখন। রুক্মিণী পরাভব হৈল কি কারণ॥ বৃন্দে বলে, শুন, ওহে দেব চিন্তামণি। শিশুকালে মনোদুঃখ দিয়াছে রুক্মিণী॥ এই দোষে দোষী শুন, ওহে শ্রীমাধব। হইলেন রুক্মিণী এজন্য পরাভব॥ একে একে পরীক্ষা দিল যদুবংশ-নারী। অবশেষে মুনিগণে ডাকে সহচরী॥ কহে দীন সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে শ্রীপদ দিয়া রাখহ শ্রীপদে॥

মুনিগণের পদ্ম-পরীক্ষা

বৃন্দে ডাকে, এসো এবে মুনি পরাশর। পদ্ম-পরীক্ষায় বৈস নিক্তির উপর॥ ইহা শুনি মহামুনি নিক্তিতে বসিল। ক্ষণমাত্র থাকি পদ্ম-সমান হইল॥ বৃন্দারে জিজ্ঞাসা করে শ্রীকৃষ্ণ তখন। পরাশর পরাজিত হৈল কি কারণ॥ ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনিব শ্রবণে। পরাশর পরাভব পদ্মসহ রণে॥ বৃন্দা কহে, শ্রীগোবিন্দ. করহ শ্রবণ। পরাশর কৈল

মৎস্যগন্ধারে হরণ ॥ সেই দোষে মুনির হইল অপমান। হইতে নারিল মুনি পদ্মের সমান ॥ অতঃপর তাঁর পুত্র ব্যাসকে ডাকিল। ব্যাসদেব পদ্মসহ নিক্তিতে বসিল ॥ ক্ষণমাত্র থাকি হৈল পদ্মের সমান। পরীক্ষায় হারিলেন ব্যাস মতিমান্ ॥ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসে বৃন্দে, কহ দেখি শুনি। কি দোষেতে পরাজিত হৈল ব্যাসমুনি ॥ বৃন্দা বলে, শ্রীগোবিন্দ করহ শ্রবণ। ব্যাসদেব কৈল ভ্রাতৃবধূকে হরণ ॥ সেই দোষে দোষী হয় ব্যাস তপোধন। হইতে নারিল মুনি পদ্মের তুলন ॥ একে একে মুনিগণে সকলে ডাকিল। পদ্মের সমান কেহ হইতে নারিল ॥ মুনি-অপমান দেখি যত মুনিগণ। মন্ত্রণা করিল সব যজ্ঞের কারণ ॥ জহ্নু অগস্ত্য আদি যত মুনিগণে। অপমান হৈনু আজি পদ্মসহ রণে ॥ মুনি-অপমান হেতু কৃষ্ণের প্রভাস। অগস্ত্য বলেন, যজ্ঞ করিব যে গ্রাস ॥ সপ্ত-সমুদ্র গ্রাস করেছি এক গ্রাসে। গ্রাসিব কৃষ্ণের আমি যা আছে প্রভাসে ॥ এ-যজ্ঞের খাদ্য আমি করিব যে গ্রাস। দেখি কৃষ্ণ কিসে রক্ষা করেন প্রভাস ॥ লক্ষ-লক্ষ মুনি সব বসিল ভোজনে। নাশিব কৃষ্ণের যজ্ঞ কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ কেমনেতে যজ্ঞরক্ষা করে ভগবান্। গোপীহস্তে করেন মুনির অপমান ॥ অন্তর্যামী হরি তাহা অন্তরে জানিল। যজ্ঞ গ্রাস হেতু মুনি-মন্ত্রণা করিল ॥ গ্রাসিবে আমার যজ্ঞ মুনি দর্প করি। তবে কেন আমি দর্পহারী নাম ধরি ॥ মায়াতে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। অন্নমধ্যে প্রবেশিল দেব-নারায়ণ ॥

যজ্ঞ উৎসর্গ, ভগবান-জ্ঞানে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-পূজা

আনি বিচিত্র বসন, তদুপরি নেতাসন, যজ্ঞস্থলে রাখে সারি সারি। সুবর্ণ-ভৃঙ্গার কত, রাখিলেন শত শত, সুশীতল সরসীর বারি ॥ সচন্দন তুলসীতে, ভক্তি মিশাইল তাতে, নানাজাতি কুসুমের

মালা। ফুলের চামর করি, রাখিয়াছে সারি সারি, চামরাদি করিয়া শৃঙ্খলা। দেবের ব্যজন হেতু, আইলেন শতক্রতু, দেব-অঙ্গে করিতে ব্যজন। আসিয়া সব নর্ত্তক, নৃত্য করেন নর্ত্তক, নানা জাতি সুবাদ্য বাজন॥ বিদ্যাধরী স্থানে স্থানে, নর্ত্তক বাদকগণে, গান কত সুরস যতন। কৃষ্ণ-ভগবান্ জ্ঞানে, পূজিলেন গোপীগণে, দিয়া কত তুলসী-চন্দন। ধূপ দীপ জ্বলে কত, পঞ্চদীপ শত শত, রাশিকৃত আতপ তণ্ডুল। নানাজাতি উপকর্ণ, ফুলাদি বিবিধ বর্ণ, তুলসী-চন্দন গঙ্গাজল॥ যজ্ঞস্থলে ঋষি মুনি, দিতেছেন জয়ধ্বনি, বেদপাঠ করে পদ্মযোনি। শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলি, দিতেছেন পুষ্পাঞ্জলি, যত গোপ ব্রজের গোপিনী॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি, পূজিছেন যথাবিধি, ভগবান্-জ্ঞানে নিজ পুত্রে। বসি সবে নিরাপদে, দিতেছেন কৃষ্ণপদে, চন্দনাদি তুলসীর পত্রে॥ যতেক-দেবতাগণ, ল'য়ে তুলসী-চন্দন, দিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। যজ্ঞ-কুণ্ডে হুতাশন, জ্বালিছেন মুনিগণ, করিছে আহুতি প্রকরণে॥ যত রাজা প্রজাগণ, ল'য়ে তুলসী চন্দন, দিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। শুক্লবস্ত্র পট্টবস্ত্র, যত আনি রাশিকৃত, দিতেছেন আহুতি প্রদানে॥ ননী চিনি ঘৃত আদি, দিতেছেন যথা-বিধি, যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত আহুতি। আহুতি দেন মুনিগণে, ধূম উঠিল গগনে, তন্ত্রমন্ত্র বলে প্রজাপতি॥ এইরূপে শ্রীত্রিভঙ্গ, করিলেন যজ্ঞ সাঙ্গ, যথাবিধি রীতি নিরূপণ। কহে কবি সরকার কৃষ্ণপদ সারাৎসার, পরে শুন মুনিগণের ভোজন॥

যজ্ঞ শেষে মুনিগণের সেবার উদ্যোগ

পদ্ম-পরীক্ষায় অভিমান করি মনে। ভোজনে বসিল আসি যত মুনিগণে॥ মুনি-মধ্যে অগস্ত্য ও জহ্নু মুনিবর। ভোজনে বসিল অতি ক্রোধিত অন্তর॥ সুবর্ণের থালে অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন। স্বর্ণ-ভৃঙ্গারেতে জল দেন নারায়ণ॥ গলে বাস দিয়া কৃষ্ণ বলেন তখন। ভোজনে বসুন সব মহাশয়গণ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া সবে করে আচমন। অগস্ত্য ও জহ্নু ছল প্রকাশে তখন॥ অগস্ত্য বলেন, শুন, কৃষ্ণ-দয়াময়। যত অন্ন আছে হেথা আন মহাশয়॥ যত অন্ন তুমি

করেছ আয়োজন। সব আনি দেহ হেথা করিব ভোজন ॥ গোপহস্তে অপমান যেমন করিলে। শোধ তার লব আজি ভোজনের কালে ॥ অগস্ত্য আমার নাম জান ত হে হরি। গ্রাসিয়া ছিলাম সব সমুদ্রের বারি ॥ সমকক্ষ মোর এই জহ্নু মহামুনি। এক গ্রাসে খেয়েছিল গঙ্গা-সুরধনি ॥ ভগীরথ দুঃখ হেরি মুনি-গুণধাম। জানু চিরি গঙ্গা দিল হৈল জহ্নু নাম ॥ হেন মুনি অপমান গোপীহস্তে কৈলে। সমুচিত শিক্ষা দিব ভোজনের কালে ॥ ঘুচাব হে পদ্ম-পরীক্ষার অপমান। গোপী বড় কী মুনি বড় দেখ ভগবান্ ॥ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু ও বরুণ হুতাশন। সকলের অপমান কৈল গোপীগণ ॥ স্বয়ং হইয়া তুমি গোপীদের পক্ষে। দেব-ঋষি অপমান দেখিলে স্বচক্ষে ॥ প্রতিশোধ নিতে সব করিব ভোজন। দেখিব কেমনে রক্ষা করে গোপীগণ ॥ মনে মনে বলে কৃষ্ণ জগৎ-গোঁসাই। আমার সম্মুখে মুনি দর্প ক'রো নাই ॥ দর্পহারী নাম মোর জান ওহে তুমি। দর্প করিলে চূর্ণ ক'রে থাকি আমি ॥ দেখিব কেমন তুমি হে অগস্ত্য মুনি। অন্নেতে প্রবেশি দর্প নাশিব যে আমি ॥ এক অন্ন তুলিতে যদি পার হে বদনে। তবে আমি ধন্য মানি তোমা ত্রিভুবনে ॥ প্রকাশ্যে বলেন সবে কৃষ্ণ-দয়াময়। কিজন্য ভোজনে দেরী কর মহাশয় ॥ পাত্রেতে যাহা আছে তাহা করহ ভোজন। ফুরাইলে পুনঃ অন্ন দিব তপোধন ॥ অতি দীন হীন আমি গোপের কুমার। মুনিগণে সেবা করি কি সাধ্য আমার ॥ তুমি হে অগস্ত্য মুনি অতি শক্তিমান। সপ্ত সমুদ্রের বারি করিয়াছ পান ॥ মুষ্টিভিক্ষা যজ্ঞ মম তব যোগ্য নয়। আহার করহ মুনি ওহে মহাশয় ॥ কোথা পাব অর্থ আমি গোপের নন্দন। কৃপা করি কর মোর লজ্জা নিবারণ ॥ সর্ব্ব দোষ ক্ষমা কর কৃপা করি। মহানন্দে কর সেবা দু'টি পায়ে ধরি ॥ বারম্বার কৃষ্ণ যখন বলিতে লাগিল। ক্রোধভরে অগস্ত্য মুনি ভোজনে বসিল ॥ হস্তে তুলি অন্ন লয় মুনি গ্রাসিবারে। গ্রাস ত দূরের কথা তুলিতে না পারে ॥ নাড়িতে নারিল অন্ন তুলিবে কেমনে। বিশ্বম্ভর বেশে কৃষ্ণ আছে পাত্রাসনে ॥ অগস্ত্যের পাত্রে অন্ন হইয়াছে ভারী। বিশ্বম্ভর

বেশে অন্নে আছেন শ্রীহরি ॥ মুনি-দর্প চূর্ণ হেতু দর্পহারী হরি। অন্নেতে প্রবেশে কৃষ্ণ মহামায়া করি ॥ তুলিতে না পারে অন্ন হেঁটমুখে রয়। হাসিয়া বলেন তবে শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কেন ওহে মহা মুনি বসি ম্রিয়মানে। তুলিতে না পার অন্ন কিসের কারণে ॥ দর্প করি বসিয়াছ সব গ্রাসিবারে। ব্রজগোপীগণে নিন্দা কর অহঙ্কারে ॥ অতি দর্পে হত হল রাজা দশানন। স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হলো তপোধন ॥ দর্প করি হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতি। সিংহ হাতেতে গেল কৃতান্ত-বসতি ॥ দর্প করি দান করি কিশক-রাজন্। গন্ধমাদনে হলো শূকর বদন ॥ দর্প করি দক্ষ করে শিবের নিন্দন। সেই হেতু পাইল সে ছাগের বদন ॥ কুলে মানে দর্প করি বাণ দৈত্যপতি। তার কন্যা ঊষা অবিবাহিতা গর্ভবতী ॥ দর্প করি রাজ্য দানে হরিশ্চন্দ্র রায়। স্ত্রী-পুত্র বেড়িয়া শেষে শূকর চরায় ॥ সেইরূপ দর্প করি তুমি মতিমান্। তুলিতে নারিলে অন্ন হ'লে অপমান ॥ দর্পহারী নাম মম জানে ত্রিভুবন। দর্পচূর্ণ হ'ল তব ওহে তপোধন ॥ লজ্জিত হইয়া মুনি কৃষ্ণ প্রতি কয়। সেবা করি দেহ আজ্ঞা কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ তব দরশনে হয় যোগের আশ্রয়। আজ্ঞা কর সেবা করি কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কৃষ্ণ হইল সদয়। ভোজনের আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে যত মুনিগণ। ভোজন বসেন ষাটি-হাজার ব্রাহ্মণ ॥ ক্ষীর-সর-ননী আদি নানা উপচার। ভোজন করিছে সবে ইচ্ছা যে যাহার ॥ লক্ষ্মী-হস্তে ব্যঞ্জন যে হয় সুধা-পাক। প্রভাসে হতেছে দ্বিজ-ভোজনের জাঁক ॥ দেব-দ্বিজ গোপ-গোপী মিলিয়া একত্রে। খাদ্যদ্রব্য দেয় সব ব্রাহ্মণের পাত্রে ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি কৃষ্ণ-দয়াময়। বিনয়ে সবার প্রতি যোড়হাতে কয় ॥ কৃপা করি সেবা কর বলে বনমালী। গলে বাস দিয়া সবে করে কৃতাঞ্জলি ॥ পারিজাত পুষ্পমালা আনি কুতূহলে। আপনি দিতেছে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের গলে ॥ চামর ধরিয়া করে দেবকন্যাগণ। মুনি-কলেবরে করে বায়ু বরিষণ ॥ তুলসী ও চন্দন মিশ্রিত গঙ্গাজলে। বরিষণ করিতেছে সব মুনিদলে ॥ এইরূপে হইতেছে ব্রাহ্মণ-ভোজন। হেন-কালে এলেন নারদ তপোধন ॥ বীণাযন্ত্রে তুলি তান গান

আরম্ভিল। কৃষ্ণ বলি বাহু তুলে নাচিতে লাগিল ॥ নারদের নৃত্য দেখে দেব-ত্রিনয়ন। পঞ্চমুখে আরম্ভিল হরিগুণ গান ॥ নারদ সহ নাচে শিব করি রঙ্গভঙ্গ। কুলকুল শব্দে বহে গঙ্গার তরঙ্গ ॥ শঙ্করের নৃত্য দেখি যত ভূতগণ। নৃত্য করে সবে মিলি আনন্দিত মন ॥ পঞ্চ মুখে করে হর হরি-গুণগান। ডম্বুর বাজায় শিব ভূতে ধরে তান ॥ কোথা ছিল হনুমান সেথায় আসিল। ভূতের সঙ্গেতে সবে নাচিতে লাগিল ॥ ভূতগণ বলে, শুন কৃষ্ণ-দয়াময়। ক্ষুধায় কাতর খাওয়াতে আজ্ঞা হয়। পেয়েছে অত্যন্ত ক্ষুধা শুনহে শ্রীহরি। তব যজ্ঞে খাইব উদর পূর্ণ করি ॥ যোড়হস্তে হনু বলে, শুন কালাচাঁদ। এসেছি এখানে কৃষ্ণ পাইতে প্রসাদ ॥ হনুমানের ভোজন জানেন নারায়ণ। একত্রে গ্রাসিতে পারে যত আয়োজন ॥ মনে মনে বলেন শ্রীদেব ভগবান্। হনুর ভোজনে আজ কিসে থাকে মান ॥ বিশেষ মারুতি হয় রুদ্র-অবতার। হনুর ভোজন হেরিয়াছি কতবার ॥ যদি পরাভব হই হনুর ভোজনে। লজ্জা পাব হাসিবেক যত মুনিগণে ॥ ইহা ভাবি মায়া করি দেব হৃষিকেষ। অন্নের মধ্যেতে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ ॥ মায়া করি মায়াময় অন্নে প্রবেশিলা। যোগবলে হনুমান অন্তরে জানিলা ॥ মনে মনে হনু বলে, শুন হৃষীকেষ। ভয় পেয়ে অন্ন মধ্যে করিলে প্রবেশ ॥ আমাকে করিতে প্রভু যজ্ঞে অপমান। অন্ন মধ্যে রহিলে রাখিতে নিজ মান ॥ তুমি হে ভক্তের বন্ধু ওহে ভগবান্। কিরূপে করিবে আজ ভক্তে অপমান ॥ ভক্তাধীন নাম তব জানি দয়াময়। কিরূপে হইলে আজি ভক্তেরে নিদয় ॥ হনুমানের স্তব শুনিয়া যদুবীর। লজ্জা পেয়ে অন্ন হৈতে হইল বাহির ॥ ইষৎ হাসিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়। হনুমানে বলে অতি করিয়া বিনয় ॥ শুন শুন পবন-নন্দন ঠাকুরাল। ভক্তে আমি ভয় করি চিরকাল ॥ রাবণ পরম ভক্ত জানে ত্রিভুবন। সেই ভয়ে লয়েছিনু কপির শরণ ॥ কংস সে পরম ভক্ত ব্যক্ত চরাচরে। তাই ভয়ে পলাইনু গোকুল নগরে ॥ তাহার প্রমাণ হনু দেখহ বিশেষ। তোমার ভয়েতে করি অন্নেতে প্রবেশ ॥ প্রসাদ গ্রহণ কর বীর হনুমান্। হেন কাজ কর যাতে থাকে মোর মান ॥ অতঃপর

হনুকে কৃষ্ণ প্রসাদ দানিল। কিঞ্চিৎ রাখিয়া হনু সমস্ত খাইল॥ কিঞ্চিৎ প্রসাদ যাহা পাত্র মধ্যে ছিল। লেজে জড়াইয়ে হনু বাঁধিয়া লইল॥ মনে মনে বলে হরি নিবেদন করি। প্রসাদের গুণ আজ দেখিব শ্রীহরি॥ কৃষ্ণের প্রসাদ যদি প্রসাদেতে থাকে। উভয়ের মান দেখ উভয়েতে রাখে॥ ইহা বলি হনুমান্ প্রসাদে দেয় টান। ছল করি তুলিতে নারিল হনুমান্॥ হনু বলে, শুন ওহে মহামুনিগণ। প্রসাদ তুলি দাও করি মস্তকে ধারণ॥ মুনিগণ আসি সবে প্রসাদ ধরিল। হনুর মস্তকে কেহ তুলিতে নারিল॥ লজ্জিত হইল তবে মুনিগণ সব। প্রসাদ তুলিতে সবে হৈল পরাভব॥ অতঃপর হনু দেবগণেরে ডাকিল। দেবগণ কেহ তাহা তুলিতে নারিল॥ অতঃপর কৃষ্ণে ডাকে পবন-তনয়। প্রসাদ তুলিয়া দাও কৃষ্ণ-দয়াময়॥ হনুর বাক্যেতে কৃষ্ণ প্রসাদ ধরিল। নিজের প্রসাদ কৃষ্ণ তুলিতে নারিল॥ এইবার ডাকিছেন পবন-তনয়। প্রসাদ তুলিয়া দাও বৈষ্ণব মহাশয়॥ কে আছ বৈষ্ণবগণ প্রভাস-যজ্ঞেতে। প্রসাদ তুলিয়া দাও আমার মস্তকে॥ ইহা শুনি আইল বৈষ্ণব-ত্রিনয়ন। পঞ্চমুখে যিনি সদা কৃষ্ণগুণ গান॥ ভক্তি পূর্ব্বক শিব প্রসাদ ধরিল। ভূমি হতে উর্দ্ধ-গামী কিঞ্চিৎ হইল॥ প্রসাদ তুলিতে হৈল কৃষ্ণ-দর্প চুর। কৃষ্ণ হৈতে শ্রেষ্ঠ হৈল বৈষ্ণব-ঠাকুর॥ কৃষ্ণ হৈতে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ জানিনু এখন। বৈষ্ণব হৈতে প্রসাদ শ্রেষ্ঠ এই সে কারণ॥ বৈষ্ণব হৈতে শ্রেষ্ঠ হৈল যে প্রসাদ। অদ্য যে ঘুচিল মম মনের বিষাদ॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ হৈল জানিনু কারণ। প্রসাদের স্তব করে পবন-নন্দন॥ শুন শুন প্রসাদ যে করি নিবেদন। সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তুমি হৈলে জানিনু কারণ॥ দয়া করি মম শিরে কর আরোহণ। তোমায় লইয়া করি বৈকুণ্ঠে গমন॥ হনুমান এরূপে প্রসাদে স্তব কৈল। স্তবে তুষ্ট হ'য়ে প্রসাদ মস্তকে উঠিল॥ অতঃপরে মস্তকে যা হৈল ওহে রায়। সে সব কহিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়॥ হেথায় প্রভাসযজ্ঞ হৈল সমাপন। তদন্তরে কি হইল করহ শ্রবণ॥

ষষ্ঠ খণ্ডে প্রভাসযজ্ঞ সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

—— ০:৪:০ ——

সপ্তম খণ্ড

পাণ্ডব-লীলা

গোলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন ও শ্রীকৃষ্ণের সখার বিবরণ

জন্মেজয় বলে ওহে ঋষি তপোধন। অতঃপর কি হইল করিব শ্রবণ॥ প্রভাস যজ্ঞের শেষে দয়াময় হরি। গোলোকে কি লীলা কৈল বলুন বিস্তারি॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত অমৃত-সমান। কহ কহ মহামুনি শুনি তব স্থান॥ ইচ্ছা করি শুনি সদা শ্রীকৃষ্ণের কথা। কৃষ্ণকথা বিনে মম দিন যায় বৃথা। কৃষ্ণকথা শুনিতে আলস্য হয় যার। ধরণীতে দেহ ধারণ অনিত্য হয় তার॥ অতএব মহামুনি শুনি বল বল। গোলোকে শ্রীহরি পুনঃ কি লীলা করিল॥ সৌতিক বলেন নৃপ করহ শ্রবণ। প্রভাসান্তে রাধা কৈল গোলোকে গমন॥ গোপ-গোপীগণ ব্রজে না ফিরিল কেহ। সকলে গোলোকে গেল শ্রীরাধার সহ॥ যদুবংশসহ হরি রহিল দ্বারকা। কিছুদিন পাণ্ডবের হইলেন সখা॥ পাণ্ডব লীলার কথা সমুদ্রের প্রায়। কি শুনিতে ইচ্ছা কর বলহে আমায়॥ নৃপমণি বলে, মুনি শুনি তবে বল। অশ্বমেধ-যজ্ঞ পাণ্ডব কি হেতু করিল॥ যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র যার সখা যোগ্য। হেন পাণ্ডবেরা কেন কৈল এই যজ্ঞ॥ কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে অশ্বমেধ ফল। হরি ব'লে ডেকেছেন পাণ্ডব সকল॥ পাণ্ডবের প্রেমে বাঁধা সদা বংশীধারী। হইয়া ছিলেন হরি পাণ্ডু-আজ্ঞাকারী॥ সেই যজ্ঞ-

কথা হয় অমৃতলহরী। বল মোরে মুনিবর শুনি কর্ণভরি॥ সরকার বলে তৃণ ধরিয়া দশনে। দয়া কর দয়াময় দীনহীন জনে॥ কিসে পাব পরিত্রাণ উপায় না দেখি। বাঁকুড়ার বনে থাকি হরি ব'লে ডাকি॥

সৌতিক বলেন রাজা করহ শ্রবণ। পাণ্ডবেরা যজ্ঞ কৈল যাহার কারণ॥ একদিন যুধিষ্ঠির বসি ধরাসনে। সনকাদি মুনি সহ ভাই পঞ্চজনে॥ হেনকালে আসে তথা ব্যাস-তপোধন। যুধিষ্ঠির দিল তাঁরে বসিতে আসন॥ গলবাসে যুধিষ্ঠির কহিছে তখন। কহ কহ শুনি মুনি ব্যাস-তপোধন॥ সদা মম চিত্ত বিচলিত কি কারণে। বিকলিত মম মন দগ্ধ হুতাশনে॥ জ্ঞাতিহিংসা করিলাম রণে বহুতর। সেই অপরাধে মোর কাতর অন্তর॥ জ্ঞাতিবধ মহাপাপ না যায় খণ্ডন। সেই অপরাধে মম দহিছে জীবন॥ বধিলাম দুর্য্যোধনে মহা-কুরুবর। কুরুক্ষেত্রে হত হৈল শত সহোদর॥ রাক্ষসের কার্য্য কৈল ভীম মহাবীর। দুঃশাসন বক্ষভেদি খাইল রুধির॥ কত যে অন্যায় কার্য্য করেছি সমরে। বধিলাম দুর্য্যোধন শত সহোদরে॥ পুত্রশোকে গান্ধারী যে বিস্তর কাঁদিল। সেইসব অপরাধ অঙ্গে প্রবেশিল॥ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ নৃপমণি। পুত্রশোকে কাঁদি হৈল পতিত ধরণী॥ করিয়াছি কত পাপ কহা নাহি যায়। কিসে পাব পরিত্রাণ করহে উপায়॥ কহ কহ মহামুনি ইহার প্রতিকার। জ্ঞাতিহিংসা পাপে কিসে পাইব নিস্তার॥ প্রতিকার বিধি দিল ব্যাস মহামুনি। অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর ওহে নৃপমণি॥ পাপের খণ্ডন হবে যুক্তি দিনু স্থির। অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর রাজা যুধিষ্ঠির॥ ইহা বলি ব্যাসদেব গেল নিজালয়। তদন্তরে আইলেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কৃষ্ণেরে দেখিয়া তবে ভাই পঞ্চজন। ধরণী লোটায়ে বন্দে কৃষ্ণের চরণ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি ভাই পঞ্চজনে। সমাদরে কৃষ্ণকে বসান সিংহাসনে॥ অর্জ্জুন ধরেন কৃষ্ণের চরণ দু'খানি। শ্রীপদ ধোয়ায় সে যুধিষ্ঠির আপনি॥ আনিয়া সুবর্ণ থাল দ্রৌপদী সুন্দরী। রাখিলেন থালে হরিপদ ধৌত বারি॥ পদধৌত বারি ল'য়ে ভাই পঞ্চজন। সমাদরে করিলেন মস্তকে ধারণ॥ এলাইয়া

দ্রৌপদীর মস্তকের বেণী। মুছাইয়া দেন কৃষ্ণ-চরণ দু'খানি ॥ এইরূপে ভক্তি করি যুধিষ্ঠির রাজন্। কহিছে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যজ্ঞের কারণ ॥ শুনি কৃষ্ণ বলে রাজা অশ্বমেধ করিবে। সুযোগ্য যজ্ঞের অশ্ব কোথা হতে পাবে ॥ অশ্বমেধ করিতে যে যজ্ঞ-অশ্ব চাই। অশ্ব লাগি কার কাছে যাবে পঞ্চ ভাই ॥ যুধিষ্ঠির বলে ব্যাস দিল পরামর্শ। যুবনাশ্ব-পুরেতে আছয়ে যজ্ঞ-অশ্ব ॥ সে অশ্ব আনিব হেথা ওহে দয়াময়। যজ্ঞ-অশ্ব আছে যুবনাশ্বের আলয় ॥ ভীমসেন আজ্ঞাসহ অশ্ব আনি-বারে। শুনিয়া হাসেন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির গোচরে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন রাজা যুধিষ্ঠির। নারিবে আনিতে যজ্ঞ-অশ্ব ভীম বীর ॥ সহজে সে ভীম বীর জাতি কদাচারী। রিপুবশে হরিলেন রাক্ষসের নারী ॥ কুরুপতি উরু ভাঙ্গি খাইল রুধির। একারণে রণে স্থির নহে ভীমবীর ॥ ভীম বলে, যদি ভক্তি থাকে তব পায়। আনিব সে যজ্ঞঅশ্ব-কিবা আছে দায় ॥ তোমার প্রসাদে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। আজ্ঞা কর, যাত্রা করি কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ দীনহীন ঈশ্বর বলে সাধুর চরণে। বিনয়-পূর্ব্বক তৃণ ধরিয়া দশনে ॥ আমি মূর্খ দুরাচার অতি অভাজন। দয়া করি কর মম অভীষ্ট পূরণ ॥

অশ্ব হেতু যুবনাশ্বপুরে ভীমের যাত্রা

পয়ার। যজ্ঞ-অশ্ব লাগি ভীম করেন গমন। সঙ্গে যায় বৃষকেতু কর্ণের নন্দন ॥ উত্তরিল দুইজনে যুবনাশ্ব পুরে। বসি চিন্তা করে দোঁহে সরোবর তীরে ॥ বৃষকেতু প্রতি কহিলেন বৃকোদর। এই ত যুবনাশ্ব রাজার সরোবর। ভীম বলে, শুন ওহে বীর বৃষকেতু। হেথায় আসিবে অশ্ব জলপান হেতু ॥ এখানেই পাব মোরা অশ্ব দরশন। আসিলেই অশ্ব মোরা করিব হরণ ॥ বৃষকেতু সহ ভীম যুক্তি করি স্থির। সরোবর-তীরে রহিলেন ভীম বীর ॥ অতঃপর বলি শুন, ওহে নররায়। সমস্ত কহিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায় ॥

সংক্ষেপে কহিব আমি অশ্ব আনয়ন। যুবনাশ্ব সহ কৈল ভীম মহারণ॥ অশ্ব হেতু মহাযুদ্ধ ভীমের সংহতি। ভীমসহ রণে ভঙ্গ দিল নরপতি॥ বৃকোদরে সমাদরে যুবনাশ্ব রায়। অশ্ব দিয়া যুবনাশ্ব করিল বিদায়॥ অশ্ব ল'য়ে হস্তিনায় ভীমের গমন। অপরে অনেক কথা না হয় বর্ণন॥ সংক্ষেপে কহিব তোমায়, শুন হে রাজন্। অশ্ব পেয়ে অশ্বমেধ কৈল আরম্ভণ॥

অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ

যুধিষ্ঠির করিলেন যজ্ঞ-আয়োজন। জয়পত্র অশ্ব-ভালে করিল লিখন॥ ত্রিভুবন যজ্ঞ-অশ্ব করিবে ভ্রমণ। যে ধরিবে অশ্ব তার সনে হবে রণ॥ রাজা যুধিষ্ঠির নাম পাণ্ডুরাজ-কুলে। দুর্য্যোধনে নিধন করেছি বাহুবলে॥ পরাজিত হয়েছেন যত রাজগণ। রাজকর দিয়ে হৈল প্রজাতে গণন॥ ত্রিভুবন সমরে করেছি পরাজয়। আমাদের সারথি শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমাদের রাজ্যেতে শ্রীহরি-কৃপা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় হয়েছি একচ্ছত্র॥ এই অশ্ব ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ। গৃহে এলে যজ্ঞ মম হবে সমাপন॥ এই যজ্ঞ-অশ্ব যিনি করিবেন ধারণ। অবশ্য তাহার সহ হবে মহারণ॥ ইহা বলি জয়পত্র রচনা করিল। জয়পত্র অশ্বভালে বন্ধন করিল॥ সুবর্ণ নির্মিত ভোট ঘোড়া সঙ্গে দিল। জয়-ঘণ্টা অশ্বের গলাতে বান্ধিল॥ সুবর্ণে বাঁধিয়া দিল অশ্ব পদক্ষুর। তাহার উপরে বান্ধে সুবর্ণ-নূপুর॥ নেতের চামর তাহে রজতে বেষ্টিত। তাহার উপর পুষ্পমালা সুশোভিত॥ শুভ দিন শুভ ক্ষণে ঘোড়ায়ে ছাড়িল; অশ্ব রক্ষা হেতু বীর অর্জ্জুন চলিল॥ হস্তিনায় রহিলেন ভীম আদি বীর। অসি-পত্র ব্রত কৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥ শয্যা-মধ্যভাগে অসি করিয়া স্থাপন। দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির করিল শয়ন॥ ত্রিভুবন ভ্রমি অশ্ব এলে হস্তিনাতে। আহুতি দিবেন রাজা পবিত্র যজ্ঞেতে॥ যুধিষ্ঠিরে কহিলেন কৃষ্ণ-দয়াময়। এবে মোর কিবা কার্য্য কহ মহাশয়॥ যুধিষ্ঠির বলে, তুমি যজ্ঞ-শিরোমণি। যজ্ঞমঞ্চে সিংহাসনে বসিবে

আপনি॥ শুধুমাত্র ইচ্ছা মোর ওহে চিন্তামণি। যজ্ঞস্থলে রাখ রাঙ্গা চরণ দু'খানি॥ যজ্ঞেশ্বর হয়ে প্রভু বৈস যজ্ঞস্থানে। তুলসী-চন্দন দান করি শ্রীচরণে॥ আমি অতি ভ্রান্ত হে নিতান্ত অভাজন। যজ্ঞ করিলাম তব থাকিতে চরণ॥ একি বিধি দিল মোরে ব্যাস-তপোধন। সুধা ত্যজি করিলাম গরলে যতন॥ সংসারের সার কৃষ্ণ যার সখা যোগ্য। সে কেন করিবে হরি অশ্বমেধ-যজ্ঞ॥ এইমত ভক্তি যদি করিল রাজন্। যজ্ঞ সার কাজ হরি করিল গ্রহণ॥

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দেবগণের আগমন
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সকলের পদ-প্রক্ষালন

দেবলোক নরলোক রাজা-প্রজাগণ। যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে সবে করিছে গমন॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গারে রাখি সুশীতল বারি। সকলের পদ-ধৌত করেন শ্রীহরি॥ সংসারের সার কৃষ্ণ এত ক্ষুদ্র হ'য়ে। দিতেছেন সকলের চরণ ধোয়াইয়ে॥ যুধিষ্ঠির-যজ্ঞেতে যারা করে আগমন। মনুষ্য-জ্ঞানেতে দেয় বাড়ায়ে চরণ॥ সর্ব্বজীব এক আত্মা ভাবি নারায়ণ। করিছেন সকলের চরণ প্রক্ষালন॥ যেই জীব সেই আমি, ভিন্ন কভু নয়। অভেদ জ্ঞানেতে পদ ধোয়ান দয়াময়॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন যজ্ঞ অশ্বের ভ্রমণ॥ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অশ্ববর। অশ্বের কারণে যুদ্ধ হইল বহুতর॥ বিস্তারি কহিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। সারাংশ কহিব তোমা শুন ওহে রায়॥ নানা দেশে ভ্রমণ করিল বহুতর। কত নরপতি সহ হইল সমর॥ এইরূপে যজ্ঞ অশ্ব করিয়া ভ্রমণ। হংসধ্বজ রাজপুরে দিল দরশন॥ হংসধ্বজ রাজা অতি কৃষ্ণ-পরায়ণ। দেখিল যজ্ঞের অশ্ব অতি সুলক্ষণ॥ অশ্ব ধরিবারে আজ্ঞা দিল নররায়। রাজার আদেশে সব সেনাগণ যায়॥ ধরিয়া যজ্ঞের অশ্ব রাজার কিঙ্কর। ল'য়ে গেল যথা হংসধ্বজ নরবর॥ রাজা দেখে অশ্ব ভালে জয়পত্র লেখা। দয়াময় কৃষ্ণ হন পাণ্ডবের সখা॥ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ-চূড়ামণি। অশ্বমেধ করিলেন হস্তিনায় তিনি॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর তনয়। তাঁহার সারথি হন শ্রীকৃষ্ণ-দয়াময়॥

হংসধ্বজ ভাবে আজ অতি সুলক্ষণ। মম পুরে যুধিষ্ঠির-অশ্ব আগমন॥ অশ্বরক্ষা হেতু সঙ্গে আছে ধনঞ্জয়। অর্জ্জুন সারথি হন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যদি অশ্ব ধরি হেথা আসিবে অর্জ্জুন॥ অশ্ব লাগি পাইব শ্রীকৃষ্ণ দরশন॥ অদ্য নিশি সুপ্রভাত মম ভাগ্যোদয়। আসিবে অর্জ্জুন সহ কৃষ্ণ-দয়াময়॥ দর্শন করিব রথে নর-নারায়ণ। কত ভাগ্যোদয় মম না হয় গণন॥ ইহা ভাবি হংসধ্বজ ঘোটক ধরিল। রণসজ্জা করিবারে সৈন্যে আজ্ঞা দিল॥

হংসধ্বজ রাজার রণসজ্জা

হংসধ্বজ রাজা সৈন্যগণে আজ্ঞা করে। সাজ সবে পার্থ সহ যুদ্ধ করিবারে॥ অর্জ্জুনের রথে রয়েছেন নারায়ণ। রণক্ষেত্রে গেলে হবে কৃষ্ণ-দরশন॥ বিলম্ব করিবে যেবা রণে সাজিবারে। ফেলিব তাহারে তপ্ত-তৈলের উপরে॥ সৈন্য মাঝে মহারাজ দিলেন ঘোষণা। অর্জ্জুন-সংগ্রামে সব সাজিবারে সেনা॥ রথ-রথী গজবাজী যতেক আছিল। রাজার আদেশে সব রণেতে সাজিল॥ হংসধ্বজ রাজপুত্র সুধন্বা নাম ধরে। পিতার আজ্ঞায় বীর সাজিছে সমরে॥ সাজিছে সুধন্বা সে বৈষ্ণব-চূড়ামণি। কৃষ্ণনাম সর্ব্বাঙ্গেতে লিখিলেন তিনি॥ স্বর্ণময় মুকুটে লিখিল কৃষ্ণনাম। মস্তকেতে পরিল সুধন্বা গুণধাম॥ ধনুর্ব্বাণে কৃষ্ণনাম করিয়া লিখন। যাত্রা কৈল রণক্ষেত্রে সুধন্বা রতন॥ ত্রেতাযুগে যেমন বধিতে রঘুমণি। বিভীষণ-পুত্র সাজে রণেতে তরণী॥ সেইরূপ সাজে হংসধ্বজের তনয়। মুখে বলে, দয়া কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বারে বারে মাতৃগর্ভে ভ্রমিতে না পারি। এইবার পার কর ভবের কাণ্ডারী॥ রাজত্বের সুখে মম বাঞ্ছা নাই আর। শ্রীচরণে স্থান দাও জগতের সার॥ যে বাঞ্ছা করিয়া আমি চলিয়াছি রণে। সেই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, রেখো শ্রীচরণে॥ না কর বঞ্চনা প্রভু কৃষ্ণ-দয়াময়। পুনর্ব্বার ভবে যেন আসিতে না হয়॥ পূর্ণ কর অন্তর্য্যামী মনের বাসনা। অদ্য হৈতে ঘুচে যেন ভবের যাতনা॥ ধনজন সঁপিলাম তব শ্রীচরণে। পুনঃ যেন ফিরে আর না আসি ভবনে॥ না জানি ভকতি-স্তুতি আমি

অভাজন। ভজন-সাধন তব রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥ কৃষ্ণ স্মরি যাত্রা করে সুধন্বা তখন। হেনকালে পত্নী তার দিল দরশন॥ প্রভাবতী নামে হয় তাহার রমণী। সুধন্বারে কহিতেছে যুড়ি ছুই পাণি ॥ শুন ওহে প্রাণ-নাথ করি নিবেদন। পার্থসহ যুদ্ধি লাগি করিবে গমন॥ পার্থের সারথি হন কৃষ্ণ-দয়াময়। যার সনে যুদ্ধে হৈল কুরুবংশ ক্ষয় ॥ ত্রিভুবন বিজয়ী পাণ্ডব পঞ্চজনে। শত ভাই দুর্য্যোধন মরে যাঁর রণে॥ ত্রিভুবনে একচ্ছত্র হৈল যুধিষ্ঠির। পাণ্ডবের রণে বাঁচে কেবা হেন বীর॥ রাজ অধিরাজ হন যুধিষ্ঠির রাজা। রাজাগণ কর দিয়ে হ'য়ে আছে প্রজা॥ তাঁর সহ রণবাঞ্ছা একি অসম্ভব। অবশ্য পাণ্ডব-রণে হবে পরাভব॥ ফিরিবে না আর তুমি, জানি আমি মনে। কার সাধ্য বঁাচে পাণ্ডবের সহ রণে॥ অবশ্য মরিবে তুমি পাণ্ডবের রণে। কাতর হয়েছি আমি তাহার কারণে॥ তুমি তো রাজার পুত্র এ রাজ-ভবনে। তোমার নিধনে বংশ থাকিবে কেমনে॥ অতএব এক যুক্তি করহ গ্রহণ। বংশ রক্ষা করি যুদ্ধে করহ গমন॥ ইহা শুনি সুধন্বা কর্ণে হস্ত দিল। তত্ত্বজ্ঞানে সুধন্বা কান্তাকে সান্ত্বাইল॥ শুন শুন হে প্রেয়সী আমার বচন। একি অসম্ভব কথা করালে শ্রবণ॥ যে বংশের লক্ষ্য হন সেই বংশীধারী। তার বংশে কিবা কাজ কৃষ্ণ পরিহরি॥ জীবের জীবন কৃষ্ণ সংসারের সার। তবে কেন ইচ্ছা কর জীবের সঞ্চার॥ সব জীবাত্মায় কৃষ্ণ ভেবে দেখ মনে। তবে পুত্র ইচ্ছা কর কিসের কারণে॥ কৃষ্ণপদ ভাবি কর স্বর্গেতে গমন। তবে পুত্র ইচ্ছা কর কিসের কারণ॥ সদা ভাব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-তরী। কৃষ্ণ হন এই ভবপারের কাণ্ডারী॥ পুত্র গর্ভে ধরিলে যে কেবল যাতনা। কৃষ্ণ ভজ ত্যাগ কর পুত্রের বাসনা॥ কৃষ্ণহস্তে হ'য়ে হত স্বর্গে আমি যাই। কৃষ্ণ দরশনে প্রিয়ে বিঘ্ন কর নাই॥ গৃহে থাক, আমি যাই কৃষ্ণ-দরশনে। দিও না আমায় বাধা কৃষ্ণ দরশনে॥ পুত্র ইচ্ছা কর যদি মম বাক্য লও। আশীর্ব্বাদ করি তুমি পুত্রবতী হও॥ মন যদি থাকে তব শ্রীহরি-চরণে। পুত্রবতী হবে তুমি আমার বচনে॥ ইহা বলি সুধন্বা যে করিল গমন। কৃষ্ণ বলি করিলেন রথে আরোহণ॥

সুধন্বার বিলম্ব দেখি হংসধ্বজ রায়। তপ্ত তৈলে ফেলিবারে দূতে আজ্ঞা দেয়॥ হংসধ্বজ নিজে আভরণ কাড়ি নিল। সুধন্বারে ধরি তপ্ত তৈলে ফেলাইল॥ তপ্ত তৈলে পড়ি তবে সুধন্বা যে কয়। সঙ্কটেতে রক্ষা কর কৃষ্ণ-দয়াময়॥ আমি অতি দীন হীন না জানি স্তবন। তপ্ত তৈলে রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন॥ বিপদে শ্রীমধুসূদন বলি যেই ডাকে। বিপদে শ্রীপদ দিয়া রক্ষা কর তাকে॥ কি করি উপায় কৃষ্ণ, কিসে বাঁচি বল। পুত্রে শত্রু ভেবে পিতা তপ্ত তৈলে দিল॥ পিতৃস্থানে কোন দোষে দোষী নহি আমি। দয়া করি তপ্ত তৈলে রক্ষা কর তুমি॥ ইহা বলি কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় তৈল শীতল হইল॥ তপ্ত-তৈলে বসিয়া সে কৃষ্ণের কৃপায়। মহানন্দে উচ্চৈস্বরে কৃষ্ণগুণ গায়॥ আশ্চর্য্য হইয়া রাজা তার প্রতি কয়। ধন্যরে সুধন্বা তুমি আমার তনয়॥ সুধন্বারে ডাকে রাজা হইয়ে পুলক। উঠে আয় বাছা মোর বংশের তিলক॥ পিতার আজ্ঞায় শেষে সুধন্বা উঠিল। সেইকালে অর্জ্জুন যে তথায় আসিল॥ হংসধ্বজ অর্জ্জুনেরে দেখিতে লাগিল। অর্জ্জুন রয়েছে রথে কৃষ্ণ কোথা গেল॥ হংসধ্বজ রাজা চিন্তা করে মনে মনে। পার্থের সারথি কৃষ্ণ শুনেছি শ্রবণে। আশা ছিল হেরিব রথে নর-নারায়ণ। সেই আশে বসে আছি করি আকিঞ্চন॥ অর্জ্জুন রক্ষার্থে আছে কৃষ্ণ-দয়াময়। যেই অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণ অর্দ্ধ দেহ হয়॥ অর্জ্জুন হৈতে হবে কৃষ্ণ-দরশন। আর কিছু নাহি মোর অন্য আকিঞ্চন॥ চিন্তা করি আজ্ঞা করে হংস নৃপবর। ধর পার্থ ধনুর্ব্বাণ কর হে সমর॥ সৈন্যগণে বলেন যে হারিবে সমরে। অবশ্যই তপ্ত তৈলে ফেলিব তাহারে॥ ইহা বলি হংসধ্বজ করিল ঘোষণা। অর্জ্জুনে বেড়িল আসি যত রাজ-সেনা॥ সুধন্বা সে সেনাপতি হইয়ে তখন। অর্জ্জুন সহিত আরম্ভিল মহারণ॥ আশ্চর্য্য হইয়া পার্থ করে নিরীক্ষণ। দেখিলেন সুধন্বার বৈষ্ণব-লক্ষণ॥ গলায় তুলসী মালা তিলক নাসায়। মুকুটেতে কৃষ্ণনাম শোভিছে মাথায়॥ কৃষ্ণনাম লিখিয়াছে সর্ব্ব অঙ্গময়। বৈষ্ণব-সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা নাহি হয়॥ বৈষ্ণবকে যুদ্ধে যদি করি পরাজয়। শুনিলে করিবে ক্রোধ কৃষ্ণ-দয়াময়॥

এখানে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কি ক'রে রাখিব। বৈষ্ণবের অঙ্গে বাণ কেমনে ছাড়িব॥ বৈষ্ণব-দেখিয়া মোর শঙ্কা হয় মনে। অবশ্য হারিব বুঝি বৈষ্ণবের রণে॥ বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণ কভু ভিন্ন নাহি নয়। বৈষ্ণবের প্রতি তুষ্ট কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে বুঝি বিধি বিড়ম্বিল। তাই বুঝি বৈষ্ণব গৃহেতে অশ্ব আইল॥ যজ্ঞ পণ্ড হবে এবে জানিনু বিশেষ। নৈলে কেন অশ্ব এলো বৈষ্ণবের দেশ॥ চিন্তা করি পার্থ বীর বৈষ্ণবের জ্ঞানে। মনে মনে প্রণমিল বৈষ্ণব-চরণে॥

সুধন্বার সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়

সুধন্বা বলিছে, কহ ওহে ধনুর্দ্ধর। কি চিন্তা করিছ বসি রথের উপর॥ ক্ষত্রিয় লক্ষণ দেখি কক্ষে শরাসন। রণ অভিপ্রায়ে কর রথে আরোহণ॥ কোথায় নিবাস তব কিবা নাম ধর। রথ-আরোহণে কিবা অন্বেষণ কর॥ অর্জ্জুন বলে, শুন বৈষ্ণব গুণধাম। হস্তিনায় বসতি অর্জ্জুন মোর নাম॥ মহারাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজা। কর দিয়া যাঁর সবে হ'য়ে আছে প্রজা॥ তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ। তাঁর যজ্ঞ-অশ্ব তুমি করেছ ধারণ॥ অশ্বের রক্ষক হয়ে ভ্রমি ত্রিভুবন। ভাবিতেছি দেখি তোমা বৈষ্ণব-লক্ষণ॥ সুধন্বা বলেন, অর্জ্জুন শুন সারোদ্ধার। বিনা যুদ্ধে নহি হবে অশ্বের উদ্ধার॥ সত্য কথা বল দেখি বীর, ধনঞ্জয়। তব রথে নাহি কেন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ তোমার সারথি কৃষ্ণ শুনেছি শ্রবণে। সারথি বিহীন হ'য়ে কেন এলে রণে॥ মনে চিন্তা করে পার্থ যদি করে ভয়। যুদ্ধ না করিলে ক্ষত্র-ধর্ম্ম নষ্ট হয়॥ যজ্ঞ পণ্ড হবে যজ্ঞ অশ্বের কারণ। এজন্য উচিত হয় করিবারে রণ॥ বৈষ্ণব সহিত রণে অবশ্য হারিব। তবু ক্ষত্র হ'য়ে কেন রণে ভঙ্গ দিব॥ অর্জ্জুন বলেন, কোথা কৃষ্ণ-দয়াময়। বিনা যুদ্ধে অশ্ব বুঝি উদ্ধার না হয়॥ চিন্তা করি পার্থ দিল ধনুকে টঙ্কার। চমকিয়া উঠে হংসধ্বজের কুমার॥ পার্থ বলে, শুন হংসধ্বজের তনয়। তোমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়॥ অশ্ব দাও পূর্ণ হোক যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ। পরম বৈষ্ণব তুমি রণে নও যোগ্য॥ সুধন্বা বলেন, অর্জ্জুন বেশী কি

বলিব। কৃষ্ণ না আসিলে আমি অশ্ব নাহি দিব ॥ অতঃপর সুধন্বা সে রণ আরম্ভিল। সারথির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥ সারথি পড়িল রণে দেখি ধনঞ্জয়। পার্থ বলে, রক্ষা কর কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ সঙ্কটে পড়েছি প্রভু না দেখি উপায়। অর্জ্জুনে রক্ষিতে প্রভু আইস ত্বরায় ॥ ভক্তিডাকে কৃষ্ণ আসি হইল সারথি। নর-নারায়ণ আছে একত্রেতে রথী ॥ পুনঃ রথে সুধন্বা করিল নিরীক্ষণ। অর্জ্জুনের রথে আছে নর-নারায়ণ ॥ অর্জ্জুনের সারথি কৃষ্ণ দণ্ডাইল রথে। সুধন্বা দাঁড়াল আসি কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥ ধনুর্ব্বাণ হস্তে ল'য়ে রাজার নন্দন। রথোপরে করে কৃষ্ণ-অর্জ্জুন দর্শন ॥ মনে মনে স্তব করি সুধন্বা যে কয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ মনের বাসনা যাহা জান তুমি হরি। যে বাসনায় এসেছি ধনুর্ব্বাণ ধরি ॥ নিজহস্তে কর প্রভু আমারে সংহার। এ ঘোর নরক হৈতে করহ উদ্ধার ॥ পাপে মগ্ন হ'য়ে আছি সংসার-কূপেতে। পতিতপাবন কৃষ্ণ উদ্ধার পতিতে ॥ অর্জ্জুন-সারথি তুমি শুনেছি শ্রবণে। আজি হেরিলাম প্রভু এ পাপ নয়নে ॥ আজি ধন্য সুধন্বা হংসধ্বজের তনয়। রথোপরে হেরিলাম কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ তব দরশন লাগি ওহে হৃষীকেশ। তপ্ত তৈল মাঝে প্রভু করেছি প্রবেশ ॥ বহু কষ্টে হে গোবিন্দ পেলাম দর্শন। প্রাণ ত্যাগি পুনঃ যেন পাইনু জীবন ॥ রিপু-জয়ী হয়ে এসেছি হে তব রণে। নিজ দাসে দয়া করি রাখ শ্রীচরণে ॥ ভক্তিহীন আমি যে পাপিষ্ঠ দুরাশয়। স্বহস্তেতে বধ মোরে কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ এইরূপে স্তব করি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। ধনুর্ব্বাণ ধরি বীর প্রবেশিল রণে ॥ যুদ্ধ বিনা বাঞ্ছা পূর্ণ নহে কদাচন। শত্রুভাব ছাড়া হরি না করিবে রণ ॥ ভক্তিভাব পরিহরি সুধন্বা তখন। বলিতে লাগিল পার্থে কর্কশ বচন ॥ শুন হে অর্জ্জুন তুমি আজি মোর কথা। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে কাটিব তব মাথা ॥ কৃষ্ণ সারথি ব'লে কর অহঙ্কার। আজি রণে দর্প চূর্ণ করিব তোমার ॥ মম যুদ্ধে হে অর্জ্জুন না পাইবে জয়। কেমন রক্ষিবে তোমা কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ যাহার সাহায্যে বধেছিলে দুর্য্যোধনে। তার সমুচিত শাস্তি দিব আজি রণে ॥ কুরুকুল নির্ম্মূল করিলে পাপমতি। শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া তুমি রথের সারথি ॥ যদি

সুধন্বার রণে জয়ী হ’তে পার। তবেই জানিব তুমি অর্জ্জুন নাম ধর॥ অশ্ব ল’য়ে যাবে যজ্ঞে যুধিষ্ঠির যথা। সুধন্বার রণে যদি থাকে তব মাথা॥ দ্রোণাচার্য্য গুরু তোর শুনেছি শ্রবণে। গুরু হত্যা করেছিলে ভাই পঞ্চজনে॥ গুরু হত্যা পাপ তোর যাবে বল কোথা। সেই পাপে আজি তোর কাটা যাবে মাথা॥ কত পাপ দেহে তোর না যায় বর্ণন। এক নারী পঞ্চ ভায়ে করেছ গমন॥ ভাই তোর বৃকোদর ভীম পাপাচারী। ক্ষত্র হ’য়ে ভজিল হিড়িম্বা নিশাচরী॥ রাক্ষসের কার্য্য কৈল সেই ভীম বীর। কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি খাইল রুধির॥ সে সব পাপের ফল আগত হইল। হংসধ্বজ পুরে তোরে কৃতান্ত আনিল॥ আজি রণে রে অর্জ্জুন জিনিতে নারিবে। কৃষ্ণের সম্মুখে তোর মাথা কাটা যাবে॥ এতেক ভৎর্সনা যদি সুধন্বা করিল। মহা-ক্রোধে অর্জ্জুন যে গর্জ্জিয়া উঠিল॥ ডাকিয়া অর্জ্জুন বলে সুধন্বা দুর্ম্মতি। অবশ্য পাঠাব তোরে যমের বসতি॥ বৈষ্ণব বলিয়া তোরে করেছি বিশ্বাস। আস্ত্রাঘাত না করিনু ব’লে কৃষ্ণ-দাস॥ বৈষ্ণবের মত ভানে তিলকের রেখা। সর্ব্ব শরীরেতে তোর কৃষ্ণনাম লেখা॥ ধনুর্ব্বাণে কৃষ্ণনাম লেখা শত শত। এসেছ সমরে হ’য়ে তরণীর মত॥ সমুচিত শাস্তি তার পাবি আজি ভণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেতে কাটিব তোর মুণ্ড॥ আজিকার যুদ্ধে দেখাইব চমৎকার। সাধু হয়ে ভণ্ড তুই শাস্তি পাবি তার॥ জন্ম তোর ক্ষত্রকুলে রাজকুলোদ্ভব। ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি হলি অবৈষ্ণব॥ ক্ষত্রধর্ম্মে না আছিস্ নহিক বৈষ্ণবে। রণক্ষেত্রে এসেছিস তুই ভণ্ড ভাবে॥ ইহা বলি অর্জ্জুন করে ধনুর্ব্বাণ লয়। পার্থ বলে, সাক্ষী থাক কৃষ্ণ-দয়াময়॥ যদি মন থাকে কৃষ্ণ তোমার চরণে। অবশ্য সুধন্বা-মাথা কাটিব যে রণে॥ কহিল সরকার শ্রীকৃষ্ণপদ সার। অর্জ্জুনের প্রতি সুধন্বার প্রত্যুত্তর॥

অর্জ্জুনের প্রতি সুধন্বার প্রত্যুত্তর

সুধন্বা বলেন, অর্জ্জুন ক’রো না ভৎর্সনা। তুমি যত সত্যবাদী আছে সব জানা॥ দুর্য্যোধন-ভয়েতে পলায়ে পঞ্চ-ভায়ে।

বিরাট-গৃহেতে লুকাইলে মিথ্যা ক'য়ে॥ ধনুঃশর লুকায়ে রাখিলে বৃক্ষোপর। রাখিলে ধনুক বলি মাতা মৈল আর॥ আমাদের ক্ষত্রধর্ম্ম রাজকুলে আছে। কেহ বা অগ্নি দেয় কেহ বা তোলে গাছে॥ ধনুক কেহ না নিবে মিথ্যা কথা ক'য়ে। রেখেছিলে ধনুর্ব্বাণ বৃক্ষে আরোহিয়ে॥ পথে বসি পঞ্চজন করিয়ে মন্ত্রণা। বিরাটের গৃহে তবে গেল পঞ্চজনা॥ অগ্রে যুধিষ্ঠির গেল বিরাট সভায়। প্রথমে মিথ্যা পথ যুধিষ্ঠির দেখায়॥ যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নই। যুধিষ্ঠির সভাসদ্ এক আত্মা হই॥ অগ্রে মিথ্যা পথ দেখায় রাজা যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির পশ্চাতে গেল ভীম মহাবীর॥ বিরাট-সভায় বলেন মিথ্যা বচন। আমি ছিনু যুধিষ্ঠির রান্ধুনীব্রাহ্মণ॥ সূপকার কার্য্যে আমি অতি মনোহর। যুধিষ্ঠির সূপকার নাম বৃকোদর॥ ছিল ভীম হৈল বৃকোদর সূপকার। মিথ্যা বলে গৃহে গেল বিরাট রাজার॥ ভীমের পশ্চাতে তুমি গিয়া হে অর্জ্জুন। মিথ্যা কথা বলেছিলে নৃত্যেতে নিপুণ॥ নৃত্য শিখাইতে পারি অন্তঃপুর-বালা। এই হেতু আমি নাম ধরি বৃহন্নলা॥ বৃহন্নলা নাম মম শুনহ রাজন্। মিথ্যা ব'লে কৈলে অন্তঃপুরেতে গমন॥ এইসব কুৎসিত কার্য্য করিয়াছ যত। তার সমুচিত ফল হইল আগত॥ ইহা বলি সুধন্বা যে বাণ নিল করে। বাণ বরিষণ করে অর্জ্জুন উপরে॥ বাণ সম্বরিয়া বীর ধনঞ্জয় কয়। আজি সুধন্বা তোমায় বধিব নিশ্চয়॥ এই বাণে সুধন্বা যদি তোরে নাহি মারি। তবে বৃথা আমি সে অর্জ্জুন নাম ধরি॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমি নহে ত অন্যথা। এই বাণে সুধন্বা কাটিব তোর মাথা॥ ইহা বলি অস্ত্র বাণ ধনুকে যুড়িল। সুধন্বার মুণ্ড কাটি ভূমিতে ফেলিল॥ সুধন্বার কাটা মুণ্ড পড়ে ভূমিতলে। কাটা মুণ্ড উচ্চস্বরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে॥ নিজে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলে। সুধন্বার কাটা মুণ্ড করিলেন কোলে॥ কাটা মুণ্ড কোলে করি কৃষ্ণ-দয়াময়। ধন্য ধন্য সুধন্বা বৈষ্ণব মহাশয়॥ পরম বৈরাগী তুমি স্বর্গ-অধিকারী। অতুল্য তুলনা তব সাধ সদা করি॥ কাটা মুণ্ড কোলে কৃষ্ণ ধন্য ধন্য বলে। স্বর্গ হৈতে পুষ্পরথ এল হেনকালে॥ সুধন্বা যে দেবমূর্ত্তি করয়ে ধারণ। স্বর্গে

চলে পুষ্পরথে করি আরোহণ ॥ সুধন্বা সে স্বর্গগামী হইল যখন। আসে হংসধ্বজ রাজা করিয়া রোদন ॥ পুত্রশোকে মহারাজ লোটায় ধরণী। কাতরে ধরেন কৃষ্ণের চরণ দু'খানি ॥ স্বর্গগামী হৈল মম সুধন্বা নন্দন। অর্জ্জুনের রথে করি কৃষ্ণ-দরশন ॥ ধন্য ধন্য সুধন্বা যে আমার তনয়। স্বর্গগামী কৈলে তার কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সাধন। দয়া ক'রে দয়াময় দেহ শ্রীচরণ ॥ চিরদিন ছিল প্রভু বাসনা মনেতে। হেরিব শ্রীকৃষ্ণ আমি অর্জ্জুনের রথে ॥ এই আশা ক'রে অশ্ব করিনু ধারণ। হেরিব অর্জ্জুন রথে নর-নারায়ণ ॥ তোমারে হেরিতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে। সুধন্বাকে ফেলেছিনু উত্তপ্ত তৈলেতে ॥ আপন কার্য্য সাধ সুধন্বা মহাজন। স্বর্গে গেল পুষ্পরথে করি আরোহণ ॥ কি হবে আমার গতি ওহে দয়াময়। মম শিরে দেহ কৃষ্ণ নিজ পদাশ্রয় ॥ কৃষ্ণ বলে, শুন ওহে হংসধ্বজ রায়। স্বর্গে সুধন্বাকে পাবে আমার আজ্ঞায় ॥ ইহা শুনি হংসধ্বজ অশ্ব ছেড়ে দিল। পয়ার প্রবন্ধে সরকার বিরচিল ॥

গোলোকে অশ্বের ভ্রমণ ও শ্রীরাধার মানস-পুত্রের অশ্ব ধারণ এবং অর্জ্জুনের সহিত রণ

রাধার মানস পুত্র হয় দুইজন। বিচিত্র সুচিত্র নাম অতি বিচক্ষণ ॥ ঋষিধ্বজ নামে মুনি আছয়ে তথায়। জাম্বুনদী-তীরে হয় তাদের আলয় ॥ অধ্যয়ন হেতু সে শ্রীরাধার নন্দন। মুনির আশ্রমে থাকে ভাই দুইজন ॥ নিত্য-নিত্য খেলে দোঁহে জাম্বুনদী-তীরে। দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥ যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ-অশ্ব ভ্রময়ে নগরে। জলপান হেতু গেল জাম্বুনদী-তীরে ॥ অশ্ব দেখি হর্ষ হয় ভাই দুইজন। ধরিল যজ্ঞের অশ্ব রাধার -নন্দন ॥ ক্ষণমাত্রে অর্জ্জুন আইলা সেইখানে। দেখে নদীতীরে খেলে শিশু দুইজনে ॥ অশ্ব বাঁধা তরুমূলে দেখিল অর্জ্জুন। ক্রোধে হৈল বীরবর অলস্ত

আগুন ॥ অর্জ্জুন বলে, কে তোরা শিশু দুইজন ॥ কে বান্ধিল যজ্ঞ-অশ্ব কহ বিবরণ ॥ কাহার তনয় তোরা দাও পরিচয়। মারিবার হেতু কেন বান্ধ যজ্ঞ-হয় ॥ সুচিত্র বলেন শুন মম পরিচয়। গোলোকে বসতি করি রাধার তনয় ॥ সুচিত্র বিচিত্র নামে ভাই দুইজন। যজ্ঞ-অশ্ব আমরা যে করেছি ধারণ ॥ তুমি কে ধনুকধারী দেহ পরিচয়। কিবা নাম ধর হও কাহার তনয় ॥ কোথায় বসতি তব কহ দেখি শুনি। ক্ষত্রজাতি হবে তুমি অনুমানে গণি ॥ বীরবেশ ধরিয়াছ কক্ষে শরাসন। রণসজ্জা অভিপ্রায় রথে আরোহণ ॥ নাহি হবে সাধারণ মম মনে লয়। বোধ করি হবে কোন রাজার তনয় ॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন শিশু দুইজন। পাণ্ডব-বংশেতে জন্ম নাম যে অর্জ্জুন ॥ পাণ্ডুরাজা পিতা জননী কুন্তীরাণী। জ্যেষ্ঠ সহোদর হন ধর্ম্ম-নৃপমণি ॥ মধ্যম সে ভীম বীর ছোট আমি তার। নকুল ও সহদেব পঞ্চ সহোদর ॥ হস্তিনার অধিপতি সে ধর্ম্ম-রাজন্। করেছেন তিনি অশ্বমেধ আরম্ভণ ॥ তাঁর এই যজ্ঞ-অশ্ব করেছ ধারণ। ছাড় শিশু যজ্ঞ-অশ্ব না করিহ রণ ॥ মম সহ রণ তব উচিত না হয়। মম রথে সারথি যে কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন কহ হে সম্প্রতি। কোন্ কৃষ্ণ হয় তব রথের সারথি ॥ একে একে কহ দেখি কৃষ্ণ-দয়াময়। রথের সারথি তব কোন্ কৃষ্ণ হয় ॥ এক কৃষ্ণ জগৎ-ইষ্ট ব্যক্ত চরাচরে। এক কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে ॥ এক কৃষ্ণ কংস-ভয়ে পলায়ন করি। নন্দ-গোপে পিতা বলি ননী কৈল চুরি ॥ এক কৃষ্ণ বাঁশরী বাজায়ে গোপীগণে। হরিল গোপের নারী নিকুঞ্জ-কাননে ॥ কোন্ কৃষ্ণ রাখালের উচ্ছিষ্ট খাইল। কোন্ কৃষ্ণ গোপীগণের বসন হরিল ॥ কোন্ কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের করিল রাখালী। কোন্ কৃষ্ণ আয়ান ভয়ে হয়েছিল কালী ॥ কোন্ কৃষ্ণ নন্দের বাধা বহিল মস্তকে। নন্দরাণী বেঁধেছিল সে কোন্ কৃষ্ণকে ॥ কোন্ কৃষ্ণ হ'য়ে যমুনায় কর্ণধার। করেছিল ব্রজ-গোপীদের পারাপার ॥ কোন্ কৃষ্ণ কণ্ব-মুনির অন্নজল খেলে। কোন্ কৃষ্ণ সারথি পাণ্ডবের কুলে ॥ কোথায় সারথি তোর কৃষ্ণ-দয়াময়। একা কেন রথে তবে দেখি ধনঞ্জয় ॥ অর্জ্জুন বলেন,

শুন রে মূর্খ দুরাশয়। যিনি জগৎ-ইষ্ট তিনি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ লীলাকার নারায়ণ নরদেহ ধরি। কৃষ্ণরূপে নিকুঞ্জে বিহার করে হরি॥ যিনি ভগবান্ তিনি কৃষ্ণ-দয়াময়। ত্রিজগতে এক কৃষ্ণ, ভিন্ন কভু নয়॥ সুচিত্র বলে, অর্জ্জুন শুনে হাসি পায়। ভগবান্ হ'য়ে কৃষ্ণ গোধন চরায়॥ বৈকুণ্ঠধাম ত্যজিয়ে দেব-ভগবান্। কি দায়েতে গোকুলেতে গোপ-অন্ন খান॥ লক্ষ্মী যাঁর আজ্ঞাকারী কুবের ভাণ্ডারী। তিনি কেন হবেন গোপের আজ্ঞাকারী॥ গোলকের নাথ যিনি স্বর্গে কল্পতরু। তিনি কেন বৃন্দাবনে চরাবেন গরু॥ ভগবান্ জন্মিলেন মনুষ্যজঠরে। মনুষ্যকে পিতা বলে নরদেহ ধ'রে॥ রাখাল হইয়ে যেবা গোষ্ঠেতে বিরাজে। তাঁরে তুই ভগবান্ বলিস কোন্ লাজে॥ মনুষ্যকে ভগবান্ জ্ঞান কেন তোর। ভগবান্ হলেন কি ব্রজের ননী চোর॥ চোরকে ভগবান্ বলিস্ কোন লাজে। তোর মত অজ্ঞান কে আছে ধরামাঝে॥ আর এক কথা কহি, শুন ধনঞ্জয়। তোমাদের যাতে জন্ম জানি সমুদয়॥ ইন্দ্র অংশে জন্ম তব হৈল ধরাধামে॥ পিতা তোর ধ্বজভঙ্গ শুনেছি শ্রবণে॥ মাতা তোর কুন্তীরাণী গণিকা গণন। পঞ্চ পতি করেছিল পুত্রের কারণ॥ সেই গর্ভে জন্ম তোর শুন ধনঞ্জয়। বেশ্যা-পুত্রে অশ্বমেধ শুনে হাসি পায়॥ কর্ণ নামে ভাই তোর কার অন্ন খেলে। লোকে বলে শুনি তারে ছুতোরের ছেলে॥ ইন্দ্র-অংশে জন্ম তোর গণিকা-উদরে। বেশ্যাপুত্র হ'য়ে বাছা এসেছ সমরে॥ পাশায় হারিয়া রাজ্য গিয়াছিলি বনে। বিনাদোষে বিনাশিলে রাজা দুর্য্যোধনে॥ শত ভাই দুর্য্যোধনে করেছ নিধন। পরীক্ষা লইব আজি ভাই দুইজন॥ দুই সহোদর রণে যদি হয় জয়। তবে জানা যাবে তুমি পণ্ডিত বিজয়॥ অহঙ্কারে কক্ষতলে ল'য়ে শরাসন। সমরে এসেছ রথে করি আরোহণ॥ কাটিয়া মস্তক তোর ফেলিব ভূতলে। ডুবাইব রথ তোর জাম্বুনদী-জলে॥ অশ্ব-ভালে জয়পত্র করেছ লিখন। বিশ্বজয়ী আমরা পাণ্ডব পঞ্চজন॥ ত্রিভুবনে জয়ী মোরা পঞ্চ সহোদরে। কার সাধ্য আমাদের যজ্ঞ-অশ্ব ধরে॥ বীরের পুত্র বীর কেবা আছে এমন। ধরিলে আমার অশ্ব করিবে যে

রণ॥ ছাড়িয়াছ যজ্ঞ-অশ্ব দর্প করি মনে। সেই দর্প চূর্ণ হবে আজিকার রণে॥ আমাদের কাছে দর্প করা ভাল নয়। আমরা দু'ভাই দর্পহারীর তনয়॥ যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব করিলে হরণ। ধর্ম্মপুত্র করেছে এ যজ্ঞ আরম্ভণ॥ পরধন হরণেতে নরকের কুণ্ড। সে-যজ্ঞে কি ফল হবে তার মাথা মুণ্ড॥ ধর্ম্মলেশ নাই তার অধর্ম্মের শরীর। তিনি কন আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির॥ অবিচারে বৃহস্পতি খলাস্ত অন্তরে। এক কার্য্যে গমন কর পঞ্চ-সহোদরে॥ মিথ্যাবাদীর শিরোমণি পাপাত্মা কুজন। মিথ্যা বলি বধিলেন গুরুর জীবন॥ ভীম নাম যার তার কঠিন শরীর। কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি খাইল রুধির॥ রাক্ষসের কার্য্য কৈল বীর বৃকোদর। হিড়িম্বা রাক্ষসী ল'য়ে করে সেই ঘর॥ এত দোষের দোষী পাণ্ডব পঞ্চজন। লোকে কহে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রাজন্॥ ইহা বলি ভৎ'সনা করে দুই সহোদর। বাক্যবাণে অর্জ্জুনের অঙ্গ জরজর॥ ক্রোধিত হৈয়া অর্জ্জুন সহিতে নারিল। বিচিত্রে মারিতে বাণ সন্ধান করিল॥ আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার। ত্রিভুবনে একেবারে লাগে চমৎকার॥ বিচিত্রকে বলেন সুচিত্র সহোদর। ভূমেতে যে আমরা অর্জ্জুন রথোপর॥ কি ক'রে করিব রণ রথ পাই কোথা। এখনি কাটিব বেটা অর্জ্জুনের মাথা॥ বিচিত্র বলেন, শুন সুচিত্র সহোদর। বাণ ল'য়ে উঠ মম স্কন্ধের উপর॥ যুদ্ধ কর মম স্কন্ধে করি আরোহণ। বধহ পাপাত্মা দুষ্ট অর্জ্জুন-জীবন॥ বাণে অর্জ্জুনের কর জীবন বিকল। এইখানে প্রাপ্ত হোক্ অশ্বমেধ-ফল॥ হস্তিনায় যুধিষ্ঠির যজ্ঞ পূর্ণ করে। এখানে অর্জ্জুনে বধ করহ সমরে॥ গোলোকেতে রাখ অর্জ্জুন মহাবীর। যজ্ঞস্থলে দর্পচূর্ণ হোক্ যুধিষ্ঠির॥ জাম্বুনদী-তীরে কর পাণ্ডুবংশ ক্ষয়। দেখি কিসে রক্ষা করে কৃষ্ণ-দয়াময়॥ পাণ্ডবের সখা হরি শুনেছি শ্রবণে। কৃষ্ণ-বিষ্ণু মানিব না আজিকার রণে॥ অন্য কোন দেবতার না শুনিব কথা। ব্রহ্মা এলে আজি তার কাটিব যে মাথা॥ আজি রণে অর্জ্জুনে দেখাব চমৎকার। পৃথিবীতে নাহি রবে পাণ্ডব সঞ্চার॥ যে পাণ্ডব করেছিল অকৌরব

ধরণী। আমরা করিব আজি অপাণ্ডব মেদিনী॥ ইহা বলি বিচিত্র সুচিত্রকে স্কন্ধে করে। ধনু ধরি দাঁড়াল অর্জ্জুন বরাবরে॥ স্কন্ধের উপরে সুচিত্র দাঁড়াইল। তাহা দেখি অর্জ্জুন বীর হাসিতে লাগিল॥ অর্জ্জুন বলেন, হাসি ভয় পায় মনে। না জানি কি ভাগ্যে আছে বালকের রণে॥ সামান্য বালক নাহি হবে অনুমানি। হবে কোন বীর-পুত্র বীর-চূড়ামণি॥ তা নৈলে এত তেজ ধরে কোন্ বালক। স্কন্ধে চড়ি রণ করে হইয়ে পুলক॥ কৃষ্ণের আশ্রিত দেখি মনে পাই ভয়। বুঝি কোন ছল কৈল কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বুঝি যুধিষ্ঠিরে কোন পেয়ে অপরাধ। ছল করি শিশু রূপে ঘটাবে প্রমাদ॥ যা থাকে অদৃষ্টে মম সাহসে নির্ভর। ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা হেতু করিব সমর॥ ইহা ভাবি অর্জ্জুন ধনুক টঙ্কারিল। বিনা বাণে সমরেতে ভয় দেখাইল॥ অর্জ্জুন বলে, শিশু এরা না জানে সন্ধান। কেমনে কোমল অঙ্গে প্রহারিব বাণ॥ সুচিত্র বলেন, ওহে শুন বীরবর। ভয়েতে সমরে কেন হইলে কাতর॥ ইহা বলি সুচিত্র যে বাণ প্রহারিল। অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে বাণ প্রবেশিল॥ সম্বরণ করি অর্জ্জুন যে কয়। বলে সাক্ষী থাক তুমি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বারে বারে অপমান সহিতে না পারি। রণস্থলে সাক্ষী এক দীনবন্ধু হরি॥ কার বালক ইহারা পুলক হয় রণে। স্কন্ধে চড়ি করে রণ ভয় হয় মনে॥ কৃষ্ণ সাক্ষী করিয়া অর্জ্জুন বীরবর। শিশু সনে অর্জ্জুন যে আরম্ভে সমর॥ ক্ষুরূপা নামে বাণ অর্জ্জুন প্রহারিল। সুচিত্র শ্রীপদে আসি প্রণাম করিল॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন বাণ না মারিব। অগ্নিবাণে আজি তব রথ পোড়াইব॥ ইহা বলি অগ্নিবাণ মারিল তখন। বরুণ বাণেতে অর্জ্জুন কৈল নিবারণ॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন বলি হে বিশেষে। আজি তোমা মারিব বান্ধিয়া নাগপাশে॥ ইহা বলি নাগবাণ ধনুকে জুড়িল। গরুড়বাণে নাগ সব অর্জ্জুন নাশিল॥ সুচিত্র বলেন, অর্জ্জুন জানিব অবশ্য। কেমনে যে তুমি হও দ্রোণগুরুর শিষ্য॥ কত বাণ শিখেছ সে দ্রোণ-গুরু স্থানে। জানা যাবে আজি যদি রক্ষা পাও রণে॥ ইহা বলি মেঘবাণ ধনুকে জুড়িল। পবন-বাণেতে অর্জ্জুন মেঘ সরাইল॥ সুচিত্র রাক্ষসীবাণ তখন মারিল।

রবিবাণ মারিয়া রাক্ষসে সংহারিল ॥ তাহা দেখি গিরিবাণ ধনুকে জুড়িল। পাষাণ সম অর্জ্জুনের বক্ষে প্রবেশিল ॥ পাষাণবাণ অর্জ্জুন যে কাটিতে নারিল। পর্ব্বত-চাপনে ভূমে অর্জ্জুন পড়িল ॥ রণে পরাভব যদি পাণ্ডব হইল। বিচিত্র সুচিত্র দোঁহে নাচিতে লাগিল ॥ অর্জ্জুন-নিকটে গিয়ে নাচে দুই ভাই। পাষাণ চাপনে বীর আর সাড়া নাই ॥ পাষাণ চাপনে গেল অঙ্গের বৈভব। বিচিত্র বলেন, এবার মরেছে পাণ্ডব ॥ সুচিত্র বলেন, শুন বিচিত্র সহোদর। অর্জ্জুন মরেছে রণে চল যাই ঘর ॥ তুমি অশ্বে আমি রথ-আরোহণে। চল গৃহে যাই মোরা ভাই দুইজনে ॥ হইল অনেক বেলা ক্ষুধায় কাতর। অর্জ্জুন মরিল রণে কে করে সমর ॥ সুচিত্র উঠিল রথে বিচিত্র ঘোটকে। দুই ভাই গৃহে যায় পরম পুলকে ॥ ত্রেতাযুগে যেমন বাল্মীকি তপো-বনে। সীতা পাশে যায় লব কুশ দুইজনে ॥

রথ-অশ্ব আরোহণে সুচিত্র ও বিচিত্রের শ্রীরাধার নিকটে যাত্রা

বিচিত্র যায় রথে সুচিত্র অশ্বোপরে। রাধার নিকটে যায় দুই সহোদরে ॥ রথ-অশ্ব হ'তে নামি দুই সহোদরে। রাধাকে প্রণাম কৈল হরিষ অন্তরে ॥ শ্রীরাধা বলেন, কহ শুনিব বিরলে। কার রথ-অশ্ব এই কোথায় পাইলে ॥ কোথা রথ অশ্ব পেলে কহ ত' নিশ্চয়। রথ-অশ্ব হেরে কেন বক্ষ কম্প হয় ॥ বোধ করি হবে এই যজ্ঞাশ্ব কাহার। জয়পত্র লেখা দেখি ললাট-উপর ॥ কাহার যজ্ঞাশ্ব তোরা করিলি হরণ। ত্রেতাযুগ-দশা বুঝি ঘটিল এখন ॥ রামচন্দ্র যজ্ঞ-অশ্ব করিয়া ধারণ। কত কষ্ট দিল লব-কুশ দুইজন ॥ যে অশ্ব কারণ রণ হৈল বহুতর। লব-কুশ হস্তে প্রাণ ত্যজে রঘুবর ॥ ত্রেতাযুগে পুত্র হেতু কত কষ্ট পেনু। দ্বাপরেতে কেন পুনঃ পুত্র ইচ্ছা কৈনু ॥ বারে বারে পুত্র-হেতু মজে দুই কুল। কেন হৈল আমার এতেক স্থূল ভুল ॥ বারবার আমি যদি পাই মনস্তাপ। সত্য কৈনু

জাম্বুনদীজলে দিব ঝাঁপ ॥ ত্যজিব জীবন জাম্বুনদীর জীবনে। চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী থাক যত দেবগণে ॥ ইহা বলি রাধা জিজ্ঞাসেন পুনর্ব্বার। কোথা পেলে রথ-অশ্ব কহ ত্বরা তার ॥ সুচিত্র বলেন, মাতঃ করি নিবেদন। জাম্বুনদী-তীরে খেলি ভাই দুইজন ॥ হেনকালে এল অশ্ব সেই নদীতীরে। ধরিলাম যজ্ঞ-অশ্ব দুই সহোদরে ॥ অশ্ব বান্ধি দুই ভাই খেলাতে মগন। অশ্ব-অন্বেষণে এলো নাম যে অর্জ্জুন ॥ নবঘনরূপ তার কক্ষে শরাসন। অশ্ব-অন্বেষণে এলো রথে আরোহণ ॥ পরিচয় দিলেন অর্জ্জুন মহাবীর। অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির ॥ আমরা পাণ্ডব পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়। আমাদের সখা হন কৃষ্ণ-দয়াময় ॥ কোথাকার কৃষ্ণ তিনি, কেবা তারে চিনে। এই হেতু বহু যুদ্ধ হৈল তার সনে ॥ হারিয়ে অর্জ্জুন বীর আমাদের সনে। ভূতলে পড়িল বীর পাষাণ-চাপনে ॥ সেই অর্জ্জুনের রথ দেখহ নয়নে। যুধিষ্ঠির-অশ্ব এই বিচিত্র আরোহণে ॥ পরিচয় শুনি তবে কর হানে ভালে। অচৈতন্য হ'য়ে রাই পড়িল ভূতলে ॥ হায় হায় কি করিলি, ওরে ও অজ্ঞান। কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবের কৈলি অপমান ॥ পাণ্ডবের সখা হরি পাণ্ডবের প্রাণ। হেন পাণ্ডবের কেন কৈলি অপমান ॥ যে পাণ্ডবের লাগি গোলোক পরিহরি। হ'য়ে আছে কৃষ্ণ পাণ্ডবের আজ্ঞাকারী ॥ গোলোকের সুখ কৃষ্ণ দিয়া বিসর্জ্জন। যে পাণ্ডব-হেতু করেন মর্ত্ত্যেতে ভ্রমণ ॥ রণে-বনে সহায় যাদের ভগবান। হেন পাণ্ডবের কেন কৈলি অপমান ॥ যার রথে সারথি সে কৃষ্ণ-দয়াময়। কি কারণে তারে বল কৈলি পরাজয় ॥ বিশেষ নর-নারায়ণ অর্জ্জুন সুধীর। অর্জ্জুনেতে আছে কৃষ্ণের অর্দ্ধেক শরীর ॥ যে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণ ভিন্ন কিছু নয়। যে পাণ্ডব রক্ষা হেতু ভূতলে ভ্রময় ॥ যে পাণ্ডব-রণে কৃষ্ণ হইয়া সারথি। কুরুসৈন্য ক্ষয় করিয়াছেন শ্রীপতি ॥ যেই পাণ্ডবের কৃষ্ণ বাড়াতে সম্মান। যুধিষ্ঠির-পদে কৃষ্ণ করিল প্রণাম ॥ আপনি যে বাড়ালেন পাণ্ডবের মান। সে পাণ্ডবের অপমান কৈলি কুসন্তান ॥ প্রাণে রক্ষা পাবে যদি মম বাক্য লও। রথ-অশ্ব পাণ্ডবের শীঘ্র ফিরে দাও ॥ গলবাসে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দুই জনে।

প্রণাম করহ গিয়ে অর্জ্জুন-চরণে ॥ অর্জ্জুনের সারথি যে কৃষ্ণ-দয়াময়। সেই কৃষ্ণ তব পিতা শুন পরিচয় ॥ পাণ্ডবের যজ্ঞেতে আছেন নারায়ণ। শীঘ্র কর রথ-অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ ॥ নতুবা ঘটিবে বিপদ শুন হে শ্রবণে। হইবে মহাসমর অশ্বের কারণে ॥ ত্রিভুবন-বিজয়ী পাণ্ডব পঞ্চজন। যার রণে নিধন হইল দুর্য্যোধন ॥ বিশেষ কৃষ্ণ-দয়াময় সারথি হয় যার। হেন পাণ্ডবের সনে জিনে সাধ্য কার ॥ সেই কৃষ্ণ তোমাদের পিতা কুসন্তান। পুত্র হ'য়ে কেন কর পিতৃ-অপমান ॥ যাও যাও শীঘ্র যাও রথ-অশ্ব ল'য়ে। অর্জ্জুনেরে ফিরে দাও গলে বাস দিয়ে ॥ সহস্র প্রণাম কর অর্জ্জুন-চরণে। দুই সহোদর তৃণ করিয়া দশনে ॥ গিয়া বল অপরাধ ক্ষমহ ফাল্গুনি। আমরা অজ্ঞান তোমা কদাপি না চিনি ॥ তোমার সারথি যিনি কৃষ্ণ-দয়াময়। তিনি আমাদের পিতা শুন পরিচয় ॥ ইহা বলি অর্জ্জুনের করাও চেতন। ত্বরিতে যজ্ঞের অশ্ব করহ অর্পণ। দিলেন শ্রীরাধা আজ্ঞা আপন নন্দনে। রথ অশ্ব পুনঃ ফিরে দিতে সে অর্জ্জুনে ॥ ইহা শুনি সুচিত্র-বিচিত্র দুইজন। রথ অশ্ব ল'য়ে পুনঃ করিল গমন ॥ কহে কবি সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। ঐ শ্রীপদ দিও কৃষ্ণ পড়িলে বিপদে ॥ আমি অতি দীনহীন রাখ শ্রীচরণে। দিন গেল দীনবন্ধু বাঁকুড়ার বনে ॥

রথ অন্বেষণে ভীমের যাত্রা

রথাশ্ব ল'য়ে সুচিত্র-বিচিত্র দু'জন। জাম্বুনদীর তীরেতে করিল গমন ॥ হেনকালে ভীমবীর আসে সেইক্ষণে। হাতে গদা ল'য়ে অর্জ্জুনের অন্বেষণে ॥ দেখিলেন অর্জ্জুনের-রথে শিশু দুইজন। যজ্ঞ-অশ্ব তরুতলে আছয়ে বন্ধন ॥ অর্জ্জুনের রথেতে দেখিল দুইজন। গর্জ্জিয়া সে ভীম কহিছে তখন ॥ কে রে শিশু তোরা কার রথের উপর। কোথায় পাইলি রথ কহ সে তৎপর ॥ সুচিত্র-বিচিত্র বলে, করি অনুভব। বোধ করি এ বেটাও হইবে পাণ্ডব ॥ অর্জ্জুনের মত ভাব দেখিবারে পাই। বোধ করি হবে এও ইহাদের ভাই ॥ হস্তে গদা বীরসাজ বিক্রমে অসীম। বোধ করি এর নাম হইবে বা ভীম ॥

প্রকাণ্ড শরীর বীর দেখি ভয়ঙ্কর। শাল জিনি বেটা ধরে তুই কর॥ মধ্যদেশে পর্ব্বতের চূড়া যে মৈনাক। রক্তিম নয়ন যেন কুমারের চাক॥ এই হয় ভীম বীর জানিলাম মনে। বোধ করি এসেছে অর্জ্জুনের অন্বেষণে॥ ইহা ভাবি সুচিত্র-বিচিত্র দুইজন। ক্রোধিত হইয়া দোঁহে করে জিজ্ঞাসন॥ কোথায় বসতি তব কহ দেখি শুনি। কার অন্বেষণে এলে বীর-চূড়ামণি॥ ভীম বলে, মোর নাম ভীম-মহাবীর। আমার কনিষ্ঠ ভাই অর্জ্জুন সুধীর॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির হস্তিনা-রাজন্। তাঁহার যজ্ঞাশ্ব কেবা করিল ধারণ॥ কাহার তনয় তোরা শুনি সত্য বল। রথ-অশ্ব রাখিয়া অর্জ্জুন কোথা গেল॥ কে তোদের আজ্ঞা দিল রথ আরোহণে। অর্জ্জুনের রথে কেন তোরা দুইজনে॥ হাস্য করি সুচিত্র ভীমের প্রতি বলে। চেয়ে দেখ অর্জ্জুন ঐ পড়ে ধরাতলে॥ সুচিত্র-বিচিত্র মোরা রাধার নন্দন। আমরা এ যজ্ঞ-অশ্ব করেছি ধারণ॥ অশ্ব-হেতু অর্জ্জুন যে করিল সমর। রণে হের অর্জ্জুন ত্যজিল কলেবর। অর্জ্জুনের রথ এই কথা মিথ্যা নয়। যার রথে সারথি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ বাঁচিতে বাসনা থাকে ফিরে যাহ ঘর। মরণের ইচ্ছা থাকে করহ সমর॥ একে ভীম তাহে কথা কঠিন শুনিল। গদা হাতে করি বীর রণে প্রবেশিল॥ সুচিত্র বিচিত্রে বলে মম পানে চাও। ভীমের হাতের গদা অগ্রে কেড়ে নাও॥ গদা কেড়ে লইয়ে দেখাও চমৎকার॥ ভীমের গদায় কর ভীমেরে প্রহার॥ মোরা দুইজনের হই রাধার তনয়। আমাদের পিতা হন কৃষ্ণ-দয়াময়॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর করি পরাভব। আমাদের কাছে ভাই কি ছার পাণ্ডব॥ আমরা বড়, কি ভীম, সে পরীক্ষা কর। ভীম-হস্তে গদা যদি কেড়ে নিতে পার॥ এতেক ইঙ্গিত যদি সুচিত্র করিল। বিচিত্র ভীমের গদা তবে কেড়ে নিল॥ ভীমের লইয়ে গদা ভীমেরে প্রহারে। অচৈতন্য হ'য়ে ভীম পড়িল সমরে॥ রণে ভীম পড়ে দুই সহোদর নাচে। দুইজনে মৈল আর তিনজন আছে॥ অপাণ্ডবা এরা করি গৃহে যাব ভাই। পাণ্ডব না মৈলে পুনঃ গৃহে যাব নাই॥ এই কথা দুইজনে বলেন যখন। হৈল নকুল-সহদেবের আগমন॥ কক্ষে শরাসন দেখি বলে দুইজন।

পাণ্ডব এলো পাণ্ডু করিতে অন্বেষণ ॥ বালক নকুল-সহদেব দুইজন। সুচিত্র-বিচিত্র সহ হইল মিলন ॥ যজ্ঞ-অশ্ব দেখে হৈল জ্বলন্ত আগুন। দেখে রণস্থলে প'ড়ে আছে ভীমার্জ্জুন ॥ নকুল বলে, সহদেব কি কর নিরীক্ষণ। ভীমার্জ্জুনে বধে এই শিশু দুইজন ॥ মারো মারো শীঘ্র আর নাই অন্য কথা। অগ্রেতে কাটিয়া ফেল দুই শিশু মাথা ॥ এদের রুধিরে করি স্নানাদি তর্পণ। তবে হবে ভীমার্জ্জুন-শোক নিবারণ ॥ ইহা বলি অস্ত্র বাণ জুড়িল ধনুকে। বিচিত্রের বুকে লাগি রক্ত উঠে মুখে ॥ বাণ সম্বরণ করি রাধার নন্দন। নকুল-সহদেবে করে বাণ বরিষণ ॥ রাগিল রাধার পুত্র আর নাই রক্ষা। বাণ বরিষণ করে যার যত শিক্ষা ॥ এইরূপে বহু রণ হইল ধরায়। বর্ণিতে অনেক হয়, গ্রন্থ বেড়ে যায় ॥ পরে মোহ-নামে বাণ নিক্ষেপ করিল। রণস্থলে সহদেব-নকুল পড়িল ॥ নকুল-সহদেব যদি রণেতে পড়িল। ডাকিনী নামে এক দেব তথায় আছিল ॥ পাণ্ডব-অমঙ্গল দেখি চলে সে ডাকিনী। যথা যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির নৃপমণি ॥ যুধিষ্ঠির যজ্ঞে ছিল কৃষ্ণ-দয়াময়. ডাকিনীটা তথা গিয়া সমস্ত যে কয় ॥ যেরূপ হইল রণ সমস্ত কহিল। শুনিবা মাত্রেতে কৃষ্ণ গরুড়ে ডাকিল ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন রাজা যুধিষ্ঠির। কোথায় মরিল রণে অর্জ্জুন মহাবীর ॥ ভীমার্জ্জুন -নকুল সহদেব আদি সব। কার রণে মারা গেল চতুর্থ পাণ্ডব ॥ কে এমন বীরপুত্র আছে ত্রিভুবনে। চতুর্থ পাণ্ডবগণে সংহারিল রণে ॥ কাটিব তাহার মুণ্ড দিয়ে সুদর্শন। তাহার রুধিরে করি স্নানাদি তর্পণ ॥ চতুর্থ পাণ্ডব পুনঃ বাঁচাব জীবনে। যজ্ঞ-অশ্ব লইয়ে আসিব তব স্থানে ॥ যদবধি নাহি করি পুনরাগমন। তদবধি যজ্ঞ-স্থলে থাকিবে রাজন্ ॥ ইহা বলি গোবিন্দ গরুড়ে আরোহিল। জাম্বুনদী-তীরেতে যে শ্রীকৃষ্ণ চলিল ॥ গরুড়-বাহনে কৃষ্ণ করিছে গমন। সুচিত্র বিচিত্রে কৃষ্ণ দেখেন তখন ॥ সুচিত্র বলেন, ভাই কর অনুমান। এবার আসিছে পিছে পাণ্ডব প্রধান ॥ ইনিই কি ধর্ম্মপুত্র বীর-অবতার। গাত্রে মাংস নাহি বেটা অস্থিচর্ম্ম সার মাথায় পরেছে মরা ময়ূরের পাখা। সোজা যুধিষ্ঠির নয় পায়ে পায়ে

বাঁকা ॥ নামটি শুনিতে বড় রাজা যুধিষ্ঠির। কালো কুৎসিত অতি দুর্ব্বল শরীর ॥ রথ কোথা পাবে, মোরা করিনু হরণ। রথাভাবে কৈল বেটা পক্ষী আরোহণ ॥ দেখিতে রসিক বড় যুধিষ্ঠির ঠাকুর। বুড়ো বয়সে হাতে বাঁশী পায়েতে নূপুর ॥ নেচে নেচে রণ করে যুধিষ্ঠির ঠাকুর। তাহাতে আসিছে দিয়ে পায়েতে নূপুর ॥ বাঁশী-স্বরে গান করে যুধিষ্ঠির-নৃপমণি। আজি পুনঃ দেখিব যুধিষ্ঠির নাচনী ॥ নেচে নেচে গান করে যুধিষ্ঠির মহাশয়। তা নৈলে কেন আসিবে নূপুর দিয়ে পায় ॥ হেস না হেস না ভাই যুধিষ্ঠির হেরে। হাসিলে যুধিষ্ঠির নাচিবে না সমরে ॥ সুচিত্র বলেন, হাসি রাখা নাহি যায়। যুধিষ্ঠিরের নূপুর দেখে হাসি পায় ॥ বলিতে বলিতে কৃষ্ণ নিকটস্থ হৈল। রণে পড়ি ভীমার্জ্জুন দেখিতে পাইল ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কে রে বালক দুর্জ্জন। বিনা দোষে পাণ্ডবেরে করিলি নিধন ॥ সুচিত্র বলে, পাণ্ডবের শোক কর দূর। নূপুর পায়ে যুধিষ্ঠির ঠাকুর ॥ নাচ কৃষ্ণ বলে, শুন যুধিষ্ঠির আমি নই। ত্রিজগতে কর্ত্তা আমি ভগবান হই ॥ সুচিত্র বলেন, কথা শুনে হাসি পায়। স্বর্ণ-নূপুর থাকে কি ভগবানের পায় ॥ ভগবান পক্ষী-পৃষ্ঠে করে আরোহণ। বাঁশরী বাজায়, করে ভূতলে ভ্রমণ ॥ মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা ক'য়ে। রণ জিত্তে এসেছে নূপুর পায়ে দিয়ে ॥ এইরূপে পিতা-পুত্রে বাধিল সমর। অন্তরে জানিল ঋষিধ্বজ মুনিবর ॥ ঋষিধ্বজ মুনি আসি সকলি কহিল। শ্রীরাধার ইচ্ছা-পুত্র মানস পূরিল ॥ সুচিত্র-বিচিত্র তারা ভাই দুইজনে। আজ্ঞা দিল শ্রীকৃষ্ণের ধরিতে চরণে ॥ কার সঙ্গে কর রণ বালক দুর্জ্জয়। তোমাদের পিতা হন, কৃষ্ণ—দয়াময় ॥ মুনি-মুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ। পাণ্ডব ল'য়ে করিল হস্তিনা গমন ॥ অপরে অনেক কথা শুন ওহে রায়। কহিতে সে সব কথা গ্রন্থ বেড়ে যায় ॥ ভাণ্ডরি মুনির মতে অদ্ভুত ভাগবতে। শ্রীরাধার ইচ্ছা-পুত্র হৈল গোলোকেতে ॥ কে বুঝে কৃষ্ণের মায়া অসাধ্য বর্ণন। যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সাঙ্গ কৈল নারায়ণ ॥ কহে কবি সরকার, আমি দীনহীন। দীনহীনে কর দয়া কৃষ্ণ ভক্তাধীন ॥

ইতি সপ্তম খণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

অষ্টম খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ও পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ

কৃষ্ণ বলে, যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ। কলিযুগ আগত, স্বর্গে করহ গমন॥ এক্ষণে কি মন তব বলহ রাজন্। স্বর্গে আরোহণ কর ভাই পঞ্চজন॥ আমার সময় হৈল দেহ রাখিবার। কবে দেহে মৃত্যু আসি করে অধিকার॥ নরদেহ, সন্দেহ কবে ভবে ডুবে যায়। জন্মভূমে কর্ম্মভোগ হইল যে সায়। কলি যে আগত স্বর্গে চলহ তোমরা। পাপেতে হইবে পূর্ণ এই বসুন্ধরা॥ অনিত্য সংসারে আর কতদিন রবে। কলি-অধিকারে রাজা কত কষ্ট পাবে॥ শুন যুধিষ্ঠির, হৈলে কলির অধিকার। এত বয়ঃক্রম রাজা না থাকিবে আর॥ কলিকথা শুনি কহে যুধিষ্ঠির রাজন্। কহ, শুনি, দয়াময় সে কলি কেমন॥ কিবা রূপ হয় তার কি মুরতি ধরে। কোথায় বসতি তার কিবা কার্য্য করে॥ কলি নাম শুনি কৃষ্ণ-মনে হৈল ভয়। প্রকাশিয়া কহ, শুনি কৃষ্ণ-দয়াময়॥ কেমন আচার তার কেমন চরিত্র। কোথা অধিকার তার কিরূপ রাজত্ব॥ কিরূপ কলির রাজা কিবা আচরণ। কিরূপ করিবে রাজা প্রজার পালন॥ কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিবে স্বরূপ। কোন্ ধর্ম্মপথে রাজ্য করিবেন ভূপ॥ কলির মনুষ্য হবে কিরূপ মুরতি। কিরূপ বা আয়ু তাদের কহ যদুপতি॥ কোন্ ধর্ম্মপথে তারা করিবে গমন। কলির কথা কহ কৃষ্ণ, করিব শ্রবণ॥ প্রকাশ করিয়া কহ, কৃষ্ণ-দয়াময়॥ শুনিতে ইচ্ছা করি বলিতে আজ্ঞা হয়॥ কৃষ্ণ বলেন, শুন, যুধিষ্ঠির রাজন্। কহিব কলির

কথা, করহ শ্রবণ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই তিন যুগাদি। রাজা প্রজা জীব আদি ছিল সত্যবাদী॥ বন বৃক্ষ পশু পক্ষী সত্য আচরণ। সকলে করিল সত্যপথেতে গমন॥ নানাজাতি পশু-পক্ষী ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর। তুরঙ্গ-ভুজঙ্গ আদি যত বনচর॥ ভূচর খেচর জলচর ইতি আদি। দ্বিপাচর প্রেতাচর চরাচর প্রতি॥ অনুচর সহচর চরাচর আদি। সকলে ছিলেন ধর্ম্মপথে সত্যবাদী॥ তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ। সত্যযুগে সত্যবাদী ছিল জীবগণ॥ কাম্য নামে এক বন তথায় আছিল। তাহাতে বসতি এক শৃগাল করিল॥ কিছুদিন আছে শিবা সেই সে-কাননে। চিত্রসেন ভূপ গেল মৃগ-অন্বেষণে॥ তথায় আছিল এক সর্প অজগর। মাণিক আছিল তার মস্তক উপর॥ মাণিক রাখিয়া সেই আহারেতে ভ্রমে। ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে সর্প ভ্রমিছে কাননে॥ হেনকালে সেই চিত্রসেন নরবর। দেখিল মাণিক প'ড়ে কানন-ভিতর॥ মাণিক লইতে রাজা যায় করপুটে। দেখিল শৃগাল বসে মাণিক নিকটে॥ রাজা বলেন, শৃগাল করি নিবেদন। মণি রাখি সর্প কোথা করিল গমন॥ অজগরের এ মাণিক আমি ল'য়ে যাই। জিজ্ঞাসিলে মাণিকের কথা ব'লো নাই॥ কেবা ল'য়ে গেল মণি, আমি নাহি জানি। অজগরে মিথ্যা কথা ব'লো শৃগালিনী॥ মোর হ'য়ে মিথ্যা কথা ব'লো হে শৃগাল। তোমার খাদ্য আমি যোগাব চিরকাল॥ যতদিন কর তুমি জীবন ধারণ। ততদিন তোমা আমি করিব পোষণ॥ খাদ্য মাংস যাহা ইচ্ছা যে দিন করিবে। এই কাননেতে বসি অনায়াসে পাবে॥ খাদ্য-হেতু করিতে হবে না পরিশ্রম। অনায়াসে সুখে বসি করহ আশ্রম॥ শৃগাল বলেন, রাজা একি তব নীতি। অবিচার কর কেন হইয়া ভূপতি॥ মিথ্যা-সম পাপ নাহি বলে ত্রিজগতে। মিথ্যা কথা মোরে কেন বলহ কহিতে॥ পূর্ব্ব জন্মে কত আমি হ'য়ে মিথ্যাবাদী। সে-পাপে নরক ভোগ করি নিরবধি॥ পশুকুলে জন্ম ল'য়ে কাননে ভ্রমণ। নরবিষ্ঠা আদি যত অভক্ষ্য ভক্ষণ॥ ইহকালে এ-যন্ত্রণা ভুগি চিরকাল। পুনঃ মিথ্যা বলি কি হে হইব শৃগাল॥ সত্য কব শুন

রাজা, অজগর কাছে। চিত্রসেন রাজা তব মণি ল'য়ে গেছে ॥ ইহা শুনি চিত্রসেন মণি নাহি নিল। সসৈন্যেতে রাজা তবে গৃহে প্রবেশিল ॥ অতএব, যুধিষ্ঠির কর প্রণিধান। কলির রাজা নহে দ্বাপর-পশুর সমান ॥ দ্বাপরে শৃগাল ছিল যত ধর্ম্মে মতি। কলিকালে তত ধার্ম্মিক না হবে ভূপতি ॥ রাজা হ'য়ে হিংসন যে করিবে প্রজার। দ্বিগুণ ক'রে লইবে কর করি অবিচার ॥ নানাবিধ ছল-বল প্রজারে করিবে। অবিচার করিয়া প্রজারে কষ্ট দিবে ॥ স্বজাতীয় ধর্ম্মে আর কেহ না থাকিবে। জাতিনাশ কুলনাশ সবার হইবে ॥ দাতা যে অদাতা হবে, হাড়ি কল্পতরু। তুচ্ছ উচ্চপদ পাবে, নাপিত হবে গুরু ॥ কদর্য্য ভক্ষণ করি মদে হবে কাবু। দ্বিজ নিজ কার্য্য ত্যজি হইবেন বাবু ॥ পর-ধনে পরস্ত্রীতে সদা হবে রত। নিজ নিজ ধর্ম্মপথে সবে হবে হত ॥ কতেক কহিব সেই কলি-ব্যবহার। এইরূপে হইবে কলির অত্যাচার ॥ মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা করিবে সকলে। জীবে দিবে কত কষ্ট করি ছলে-বলে ॥ নরকস্থ হবে জীব করি অত্যাচার। পরিপূর্ণ হইবেক যম-অধিকার ॥ নানাবিধ পাপ হবে কলির কুপথে। সতত অধর্ম্ম কার্য্যে হইবে নিরতে ॥ পিতামাতায় অন্ন নাহি দিবে পুত্রগণ। পিতা হ'য়ে প্রতিবাদী হইবে গণন ॥ ভূমিতে না হবে শস্য, গাভীতে না ক্ষীর। নদীগত হইবেক সরসীর নীর। মহা-মহা তীর্থগণ সব লোপ পাবে। কলির জীব জীবিতে মৃতপ্রায় হবে ॥ অতএব, কর তুমি স্বর্গে আরোহণ। সামান্য এ রাজপদ করিয়া বর্জ্জন ॥ ইহা বলি পাণ্ডবে কোল দিয়া নারায়ণ। পঞ্চ-পাণ্ডবের শক্তি করিল হরণ ॥ পাণ্ডবের কোল দিয়ে দেব-যদুরায় ॥ এ-জন্মের মত কৃষ্ণ হইল বিদায় ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন কৃষ্ণ-দেহর পতন ॥ সময় প্রবর্ত্তকাল জানি যদুবীর। নিম্ববৃক্ষে বসিলেন ত্যজিতে শরীর ॥ নীল-ব্যাধ আসি তথা অঘোর-কাননে বাণাঘাত করিল শ্রীকৃষ্ণের চরণে ॥ ব্যাধের শরেতে কৃষ্ণ ত্যজিল শরীর। পুলকেতে গোলোকে গেলেন যদুবীর ॥ এইরূপে দেহত্যাগ করিল মাধব। সৎকার্য্য করিল তাঁর সে পঞ্চ-পাণ্ডব ॥

তদন্তরে স্বগামী পাণ্ডব পঞ্চজন। এ অবধি পাণ্ডব-লীলা হৈল সমাপন॥

গৌরাঙ্গ-অবতারের কথোপকথন

জন্মেজয় রাজা কহে, শুন তপোধন। তদন্তরে কি হইল করিব শ্রবণ॥ প্রাণকৃষ্ণ প্রাণত্যাগ করিল যখন। সৎকার্য্য করিলেন পাণ্ডব পঞ্চজন॥ দেহ পরিহরি হরি গেলেন গোলোকে। তারপর কি করিল বলহ পুলকে॥ তাহার তদন্ত কহ মুনি মহাশয়। বাঞ্ছা করি শুনিতে, শুনাতে আজ্ঞা হয়॥ মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। গৌরাঙ্গ-অবতারের কথোপকথন॥ জীবের পাপ-ভ্রান্তি নাশিতে দয়াময়। নদীয়াতে শচীর জঠরে জন্ম লয়॥ জন্ম নিল বংশীধারী গৌরাঙ্গ রূপেতে। ভুমিষ্ঠ হইলা হরি শচীর গৃহেতে॥ শচীর স্তনপান হেতু নানাদি কারণ। স্তনপান কৈল হরি হরিনাম গ্রহণ॥ অনেক বলিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। সংক্ষেপে কহিব শুন জন্মেজয় রায়॥ কেশব-ভারতী আসি সন্ন্যাস প্রকাশিলা। নিমাইয়ের সঙ্গে নবদ্বীপে উত্তরিলা॥ মুড়ায়ে চাঁচর কেশ রাজ-আভরণ। সন্ন্যাসেতে প্রবর্ত্তিলা দেব-নারায়ণ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। হাটে হাটে বসি কৈল শ্রীহট্ট পত্তন॥ নিতাই সঙ্গেতে করি নিমাই-সন্ন্যাস। হাসন হাটেতে ভিক্ষা কৈল শ্রীনিবাস॥

হরিনাম-বিতরণ

এইরূপে মহাপ্রভু লইয়ে বৈরাগ। নবদ্বীপ আদি করি ভ্রমিল পৈরাগ॥ অপার প্রভুর লীলা না যায় বর্ণন। সংক্ষেপেতে কহি কিছু করহ শ্রবণ॥ জগাই-মাধাই মহাপাপী দুইজন। মহাপ্রভু সঙ্গে হয় তাদের মিলন॥ জগাই-মাধাই দোঁহে হইয়া নিপুণ। কহ

শুনি মহাপ্রভু হরিনাম গুণ॥ সদয় হইয়া প্রভু কহিবে আমায়। হরিনাম কৈলে প্রভু কিবা ফল পায়॥ কিরূপে করিতে হয় হরিনাম সাধন। তাহার তদন্ত কহ করিব শ্রবণ॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, জগাই-মাধাই। নামের মাহাত্ম্য যত তোমারে জানাই॥ হরিনাম মহামন্ত্র যে করে গ্রহণ। আলস্যবিহীন হ'য়ে গায় হরিগুণ॥ তাহার মাহাত্ম্য তত্ত্ব বিধি-অগোচর। সংসারের মধ্যে পূজা পায় সেই নর॥ দেবের দুর্লভ সেই, দুর্লভ জনমে। শমন-সমরে জয়ী যায় মোক্ষধামে॥ হরিনাম লয় যেই সদয়-হৃদয়। শমন তাহার দাস, দেবে করে জয়॥ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, পুণ্য বাড়ে তার। অভীষ্ট পূরণ হয় বাঞ্ছা যে যাহার॥ পঞ্চম পাপের পাপী তরেন হরিষে। মায়া ত্যজি বৈকুণ্ঠেতে যায় অনায়াসে॥ জগাই-মাধাই বলে, করি নিবেদন। চৌর্য্যবৃত্তি করি মোরা ভাই দুইজন॥ হরিনাম মহাপ্রভু নিলে তব ঠাঁই। তস্কর কুবৃত্তি আর করতে হবে নাই॥ তস্কর দুষ্কর কার্য্য জানেন সকল। হরিনাম নিলে হয় ভবের মঙ্গল॥ পাপের ঔষধ হরিনাম যে লইব। চৌর্য্যবৃত্তি করে তার কুপথ্য ঘটাব॥ রোগ ঔষধ একত্রেতে কি যে ফলিবে। কুপথ্য করিয়ে রোগ দ্বিগুণ বাড়িবে॥ পাপের ঔষধ প্রভু হরিনাম লব। কুপথ্য করিয়ে রোগ দ্বিগুণ বাড়াব॥ অতএব করি ভয়, শুন দয়াময়। ঔষধ অগ্রে কুপথ্য ত্যজিব নিশ্চয়॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, জগাই মাধাই। হরিনামে কুপথে মন যাবে ত নাই॥ হরিনামের গুণ হরিনামেতে থাকে। কুপথ ত্যজিলে সুপথেতে নিবে তাকে॥ শ্রীহরি নাম সব নামের গুরু হন। জানিলে কুপথে কেন করিবে গমন॥ হরিনাম ভূপতি বিষয়ে তার মন। বিষয় থাকিলে কুপথে নহে কদাচন॥ ধন-বিষয়েতে পূর্ণ হয়েছে যে জন। সংসারে টলাতে তারে পারে কোন্‌জন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেব তিন। সর্ব্বদা যে হ'য়ে থাকে তাহার অধীন॥ সকলের মূল মন শাস্ত্রের লিখন। মন ঠিক হৈল তার বশ নারায়ণ॥ তাহার প্রমাণ শুন জগাই-মাধাই। কৃষ্ণপদে মন বাঁধে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥ মন বশ করিয়া পূরালে মনোরথ। কৃষ্ণ যার সারথি হ'য়ে চালাইল রথ॥

অতএব, হরিনামে মন হবে যবে। কোথা রবে কুপথ্য সে, সুপথ্য ঘটিবে॥ অতএব বলি; শুন, জগাই-মাধাই। হরিনাম লও আসি তোমরা দু'ভাই॥ এই হরিনামের গুণ পরেতে জানিবে। কুপথ্য-বিনাশ সব সুপথ্য ঘটিবে॥ এতেক শুনিয়া তবে জগাই-মাধাই। হরিনাম কর্ণে তারা নিল দুই ভাই॥ এইরূপে তরালেন জগাই-মাধাই॥ দিন গেল সকলে বল গৌর-নিতাই॥

হরিদাস কর্ত্তৃক হরিনাম-বিতরণ

হরিদাস বলে, হরি শুন হে কারণ। গ্রামে গিয়ে কর হরিনাম বিতরণ॥ নর-নারায়ণ তাহে যত জাতি বর্ণে। হরিনাম দিয়ে এস সকলের কর্ণে॥ ইহা বলি হরিদাস করয়ে ভ্রমণ। গ্রামে করে হরিদাস নাম-বিতরণ॥ গ্রাম ধাম প্রান্তভাগে বসি তরুমূলে। হরিনাম লও এসে উচ্চৈঃস্বরে বলে॥ এতেক শুনিয়ে সে সকল প্রতিবাসী। হরিদাস নিকটেতে উত্তরিল আসি॥ সকলেতে আসি বলে আমাকে কহিবে। হরিনাম নিলে প্রভু কি ফল ফলিবে॥ হরিদাস বলেন, শুনহ সর্ব্বজন। হরিনাম-গুণ কীর্ত্তন করিব বর্ণন॥ হরিনাম লয় যেই সব গুণধাম। অন্তকালে পায় সেই শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥ মহা সাধ হয় সেই শুনহ কারণ। স্বর্গ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় যার যেই মন॥ হরিনাম লইবার আছে এই বেদ। তৈল মৎস্য নারী-সঙ্গ করিতে নিষেধ॥ এত শুনি বলে যত নর-নারীগণ। কি কথা বলিলি, ওরে, মূর্খ আভজন॥ ত্যাগ করিব যদি তৈল মৎস্য নারী। কি সুখ সংসারে তার কিসের সংসারী॥ শুন, ওরে দুষ্ট, স্পষ্ট বলি তোর কাছে। তৈল মৎস্য নারী বিনা সংসারে কি আছে॥ তুই জানিস না পাপী দুরাচারী। সংসারে প্রধান সুখ তৈল মৎস্য নারী॥ তাহাতে বৈমুখ যদি তোর নাম হরি। কিবা সুখ সংসারেতে কিসের সংসারী॥ সংসারের সুখে বসি হরি হৈল বাম। কি জন্যে করিবে বল তোর হরিনাম॥ কোথা হৈতে এলি বেটা পরম পাতক। হরিনাম দিবে হরি সংসারে হিংস্রক॥

সংসারের সুখে যদি হইলি বৈমুখ। তবে তোর হরিনাম লইয়ে কি সুখ॥ ইহা বলি নারীগণ কত গালি দেয়। কৌপীন ধরি টানে কেহ ঝুলি কেড়ে লয়॥ কেহ বলে, দূর দূর কেন বে এখানে। হাঁড়ি ফেলি মারে কেহ টিকি ধরি টানে॥ কেহ এসে বলে তোর হরি কি সুশীল। কেহ ধেয়ে গিয়ে তার ঘাড়ে মারে কিল॥ কেহ বলে বেটার কি চৈতনের ছটা। মাথায় রেখেছে যেন তরমুজের বোঁটা॥ নামাবলি কেড়ে লও গিন্নির ভাল হবে। মাঘ মাসে গায়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানে যাবে॥ হরিদাসেব দুর্দ্দশা কতেক কহিব। যতেক ভৎ'সিল আর কতেক লিখিব॥ তথা হৈতে পলায় সে হরিদাস ধীর। হাঁড়িব প্রহারে অঙ্গে বহিছে রুধির॥ প্রভুব নিকটে আসি হরিদাস কয়। হরিনামে দুর্দ্দশা দেখহ মহাশয়॥ এতেক শুনিয়া তবে গৌর ও নিতাই। হরির দুর্দ্দশা দেখে হাসে দুই ভাই॥ হাসিতে হাসিতে কহে দুই সহোদর। কহ শুনি, কে তোমাবে করিল প্রহাব॥ কিরূপ ভৎ'সনা সব গৃহেতে করিল। গৌরাঙ্গ সম্মুখে আসি সমস্ত কহিল॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, শুন হরিদাস। কৃষক হইয়ে তুমি নাহি জান চাষ॥ অগ্রে শিক্ষা দিতে হয় শাস্ত্রের লিখন। একেবারে দেহ তার ঘাড়ে শত মণ॥ হঠাৎ কি সহিতে পারে ভার শত মণ। ক্রমে ক্রমে সহাইবে সাধুর বচন॥ একেবারে মহাশক্তি কবেছ প্রকাশ। ত্যাগ যে করেছ সব সংসারের আশ॥ তৈল মৎস্য আর নাবী সংসারের সুখ। একেবারে তাহাদের করেছ বৈমুখ॥ চাবুক মারিয়া বুক ভেঙ্গেছ গুণধাম। কোন্ সুখে লয় লোক মুখে হরিনাম॥ চল শীঘ্র হরিদাস ক'রো না বিশ্রাম। আমি নিজে গিয়া সবে দিব হরিনাম॥ ইহা বলি হবিদাসে সঙ্গেতে লইয়ে। হরিনাম দিতে হরি উত্তরিল গিয়ে॥ কেমন প্রভুর মায়া দয়ার নিদান। প্রভুকে দেখিয়ে সবে কৈল ভক্তি দান। ভক্তি পেয়ে নরনারী অতি ভাগবত। প্রভুর চরণে আসি কৈল দণ্ডবৎ॥ মহাপ্রভু বলে, শুন ভক্তিপথে রও। পাপে মুক্ত হবে যদি হরিনাম লও॥ কোন্ সুখে দুঃখ পাই শুন গুণধাম। সর্ব্ব সুখে সুখী হ'য়ে কর হরিনাম॥ সংসারে পরম সুখে আনন্দসাগরে। সদাই আনন্দ করি পুলক শরীরে॥

পত্নী-পুত্রসহ পিতা-মাতা বন্ধুজন। সবে মিলে কর হরিনাম সংকীর্ত্তন॥ ইহাতে নিষেধ নাই, শুন ভক্তগণ। পরম আনন্দে কর নাম-সংকীর্ত্তন॥ হরিনাম কর আর সংসারেতে থাক। গৃহকার্য্য কর আর হরি ব'লে ডাক॥ দিবা অবসানে কিবা সদা-সর্ব্বক্ষণ। যার যে সময় ভাই পাইবে যখন॥ মালা কিম্বা কর জপ যার যে নিয়ম। মন-মালা জপিবারে পার সে উত্তম॥ মন-মালা সাধনেতে সাধনের সার। ততোধিক কিছু নাই আর॥ সর্ব্বকার্য্য পরিহরি যেজন সাধিবে। সংসার-বাসনা তার আর না থাকিবে॥ বৈরাগ্য নিকটে তার উপদেশ লবে। উদাসীন হবে দীনহীন না থাকিবে॥ গৃহে কিম্বা বনে থাক হরি মূলাধার। মনকে করিয়ে গুরু, শিষ্য হবে তার॥ মনে মনে অনুরাগ, বৈরাগ্য অন্তরে। সাধনের কার্য্য কর হৃদয়-মন্দিরে॥ গৃহ-কার্য্য কর আর হরি ব'লে ডাক। আপনি সতর্ক হ'য়ে সাধনেতে থাক॥ কিছুতে সন্দেহ নাই সংসারে বিশ্রাম। সর্ব্বসুখে সদাই করহ হরিনাম॥ এই কথা মহাপ্রভু বলিলা যখন। মহানন্দে হরিনাম লৈল সর্ব্বজন॥ হরিনাম বিতরিয়া আসিবার কালে। পথমাঝে হরিদাস নিমাইকে বলে॥ হরিদাস বলে, প্রভু করি নিবেদন। অনিয়মে হরিনাম কৈলে বিতরণ॥ এমন ব্যবস্থা দিলে ওহে ঘনশ্যাম। অনেকেতে নিতে পারে যবে হরিনাম॥ সর্ব্ব সুখে সুখী হ'য়ে হরিনাম নিবে। সে হরিনামের প্রভু কি ফল ফলিবে॥ প্রভু বলে, শুন হরিদাস গুণধাম। হৃদে অগ্রে প্রবেশ করুক্ হরিনাম॥ হরিনামের গুণ যদি থাকে হরিদাস। আপন ব্যবস্থা তার করিবে প্রকাশ॥ হরি-নামের গুণ সংসারে প্রকাশিবে। সংসার-বাসনা তার ক্রমে তুচ্ছ হবে॥ কোথা রবে তৈল মৎস্য স্ত্রী-সহবাস। সামান্য সুখেতে তারা না করিবে আশ॥ হরিনামামৃতে যার মজিবে রসনা। তার কাছে তুচ্ছ হবে সংসার-বাসনা॥ সর্ব্ব তুচ্ছ হয় তার নামের কারণ। নামের মহিমা সব করিব বর্ণন॥

শ্লোকঃ

হরিনামং সুধাকলুষ নাশ এব।
যৎজিহ্বাঞ্চমেবহ্নিকাল সংসার হরিনামং ॥ ১০॥
ভাগবতময়ঃ শুকদেব উক্তাঞ্চ প্রাভুভবং।
চৈতন্য জীবাত্ম গচ্ছতিং তং হি নামঞ্চঃ ॥ ২ ॥
হরি হরিনামং কেবলং কৈবল্যধাম প্রাপ্ত এব।
অহং মৃতাঞ্চ গতিং পাবক্য তব্যাঞ্চ ভবেৎ ॥ ৩ ॥
নামাঞ্চ করতিং ফলং তস্যাঞ্চ ভবতি সদা।
পুবাঞ্চ কলুষ নাশ এবং পতিত তথাহিং ॥ ৪ ॥
নামাঞ্চ করতি যস্যাঞ্চ তদ্দুর্ল্লভং।
কৃতান্ত অন্তকারী হরিনামং ভব-তারকং ॥৫॥
কাকস্তং সর্ব্বং মুড়ইং বগৈ অন্তকারকং।
যথায়ে বাসবং করতিং ভবেবেত্তিং ॥ ৬ ॥
পাপার্ত্তানাং চর্য্যাং কুর্য্যাং করর্য্য মেবাহং।
কালান্ত ক্রিমি-নাশকং ভবেৎ সদা।
যোধরে বসতিং নমামি সবর্ব শৈলং ॥ ৭ ॥
পরং পরার্থ ভাব পাদসাংকবল্লভং যথা।
সবর্বং জ্ঞানং ময়ং শিবং যস্যাং ॥ ৮ ॥
করমিং বিজ্ঞানং ময়ং সর্ব্ব জীবস্তে।
কাকস্ত করুণাময়ং সর্ব্বাত্মাসয় হরিং ॥ ৯ ॥
হরিনামং হরিনামং কেবল করতি ফলং।
যস্যাং করতিং ভবাঙ্গমে তরিতং ভবেৎ ॥ ১০ ॥
নামং করতিং যুক্তা মরধিং শৈলধাং তুস্যাং।
নামামৃতাং রসনাং যস্যা তপঞ্চ করতি ভবেৎ ॥ ১১ ॥
পাষণ্ডদলনং নামাং সচ্চিদানন্দ ধাম।
যংহি করতি ফলং নামাঞ্চ ভবেৎ ॥ ১২ ॥

হরিনাম-সংকীর্ত্তন

আয় রে সংকীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়। হেন দিন আর হবে না সময় ব'য়ে যায় ॥ মধুর মৃদঙ্গ বাজে তাথৈ তাথৈ। প্রেমভাবে নাচছেন শ্রীগৌর-নিতাই ॥ অমর-কিন্নর আদি দেব হুতাশনে। সকলে নাচিছে আসি হরি সংকীর্ত্তনে ॥ মহাদেব নাচে, গঙ্গা জটাপরে রাখি। করতালি দিচ্ছে তায় দক্ষ রাজার ঝি ॥ নাচিছেন দেবগণ ভাবে গদগদ। ঢেঁকি বাহনেতে নাচে দেবর্ষি নারদ ॥ করতালি দিয়া সবে করে হরি গান। আনন্দে নারদ নাচে বীণে তুলে তান ॥ বাসুকির বড় আশা যাইতে কীর্ত্তনে। কিন্তু ধরণী মাথে যাইব কেমনে ॥ ময়ূর-ময়ূরী আদি যত পক্ষিগণ। কীর্ত্তনে নাচিছে আসি হইয়ে মগন ॥ গর্ত্ত হ'তে বাহিরিয়া যত সর্পগণে। ফণা ধ'রে নাচে আসি হরি-সংকীর্ত্তনে ॥ নরবানর নাচিছে কীর্ত্তনে প্রমাণ। 'ঊর্দ্ধ লেজে নাচিতেছে বীর হনুমান ॥ বন হ'তে বাহিরায় যত বনচর। কীর্ত্তনে নাচিতে আসে হয়ে তৎপর ॥ অন্ধ-খঞ্জ খেদ করে যাইতে কীর্ত্তনে। ভগ্নপদ ল'য়ে আমি যাইব কেমনে ॥ খঞ্জ ডাকিয়া কহে, অন্ধ মোর ভাই। মোর চক্ষু তোর পা কীর্ত্তনেতে যাই ॥ ইহা বলি অন্ধের স্কন্ধেতে চড়িয়া। কীর্ত্তনেতে যায় দোঁহে হরিগুণ গাহিয়া ॥ সমুদ্র বলে, ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে। বারি-দেহ ল'য়ে যেতে নারিনু কীর্ত্তনে ॥ দিবাকর বলে, যদি কীর্ত্তনেতে যাই। জগৎ আঁধার হবে মনে ভাবি তাই ॥ চন্দ্র বলে, মনে সাধ যাইতে কীর্ত্তনে। গগন ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে ॥ যুগী-জোলা গেল যত না যায় বর্ণন। বাহু তুলে হরি ব'লে নাচেন যবন ॥ কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য যত কব কার কাছে। মুচি শুচি হৈল সব কীর্ত্তনের মাঝে ॥ দেবগণ কীর্ত্তনে হইল অধিষ্ঠান। কীর্ত্তনের ফলে যম ক'রে অভিমান ॥ মনে মনে যম বলে একি অবিচার। কীর্ত্তন করি ঘুচাইলে মম অধিকার ॥ চিত্রগুপ্ত কহিছেন যম বিদ্যমানে। রাজিছে মধুর বোল পশে আসি কাণে ॥ জাতিতে কায়স্থ আমি ভদ্র-শিরোমণি। জীবন সফল করি সংকীর্ত্তন শুনি ॥ নয়ন সফল করি হেরিয়া নয়নে। সর্ব্ব চরাচর

আসি নাচিছে কীর্ত্তনে॥ চিত্রগুপ্ত সাজিল যে যাইতে কীর্ত্তনে। জোর করি ধরে তারে যত পাপীগণে॥ পাপীগণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন। দয়া করি নিয়ে চল দেখিব কীর্ত্তন॥ কীর্ত্তন শ্রবণে যত ধর্ম্ম আছে তার। অর্দ্ধ অংশ দিব তোমা কৈনু অঙ্গীকার॥ কতদিন যমালয়ে রব তব কাছে। পাপে মুক্ত হই মোরা সংকীর্ত্তনে নেচে॥ দয়া করি কর প্রভু এই উপকার। কীর্ত্তন শুনায়ে ঘুচাও পাপ অধিকার॥ কীর্ত্তনে শূন্য হল যম-দক্ষিণ-দ্বার। পাপীরা কাতারে ছাড়ে যম-অধিকার॥ দক্ষিণ দ্বারের পাপী এসে তার কাছে। পাপে মুক্ত হ'য়ে গেল কীর্ত্তনেতে নেচে॥ কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য দেখি যতেক যবন। দাড়ি ফেলে তারা রাখে মাথায় চৈতন॥ যবন বলিল, প্রভু বলি তব স্থানে। হরিনাম মহামন্ত্র দেহ মোর কাণে॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু আনন্দিত মনে। হরি-মন্ত্র দিল সব যবনের কাণে॥ হার বলি যবনের পূরিল মনসাধ। বৈষ্ণব মিশালে সব পাইল প্রসাদ॥ যবন আচার তারা সব ত্যাগ কৈল। সাত শত, যবন ছিল বৈষ্ণব হইল॥ তিলক-মালা-কৌপীন পরিল সকলে॥ হরিবোল হরিবোল বদনেতে বলে॥ হরির নামে যবন হইল নিষ্পাপ। যবন কৈল বৈষ্ণব-প্রসাদে বিশ্বাস॥ যবনের বাদশা এক আছিল তথায়। যবন বৈষ্ণব হৈল শুনিলেন রায়॥ মহাক্রোধে জিজ্ঞাসিল যতেক যবনে। হিন্দুর হরি ভজন কর কি কারণে॥ যবন হইয়া কর কাফেরের কাজ। হরি হরি বল ভুলে খোদার নমাজ॥ ইহা বলি বাদশা যে করিল শাসনে। হাজতে পূরি সব রাখিল যবনে॥ পুনঃ হরি ভজিলে বারণ না শুনিয়া। রাজ্য হ'তে সকলেরে দিব খেদাইয়া॥ ভয়ানক ভীত হয়ে যবনের দল। প্রভুর নিকটে আসি জানায় সকল॥ মহাপ্রভু বলেন, ভাই শুন দিয়া মন। দেখে আসি তোমাদের বাদশা কেমন॥ ইহা বলি যবনেরে বিদায় করিয়া। বাদশা-সকাশে চলে ফকির সাজিয়া॥ মাথায় লাল পাগড়ি মুখে গোঁফ দাড়ি॥ পাথরের মালা গলে, হাতে আশাবাড়ি॥ মুখেতে খোদার নাম জপিতে জপিতে। উপনীত হন আসি বাদশা-সাক্ষাতে॥ তক্তে বসেছিলেন

বাদশা গুণধাম। ফকিরে দেখিয়া ওঠে করেন সেলাম॥ অতি সমাদরে তাঁরে যতন করিয়া। আপনি দিলেন রাজা আসন পাতিয়া। ফকির বলেন, শুন, বাদশাহ মহাশয়। সেবার উদ্‌যোগ কর বিলম্ব না সয়॥ আর এক কথা তোমা করি নিবেদন। যতেক যবন আছে কর নিমন্ত্রণ॥ বাদশার নিমন্ত্রণে মনের হরিষে। যবনেরা এলো তবে বৈষ্ণবের বেশে॥ রাজা বলে, শুন যত বৈষ্ণবের দল। আলাহিদা তোমরা হে বৈস একদল॥ ফকির বলেন, বাদশাহ বল কি কারণ। আলাদা বসিবে কেন, এরা তো যবন॥ এ বড় আশ্চর্য্য কথা কহ সবিশেষ। যবনে ধরিল কেন বৈষ্ণবের বেশ॥ বাদশা বলে, গোঁসাই হে করি নিবেদন। হরি ভজে জাতিচ্যুত হইল যবন॥ মনে মনে বলে তবে প্রভু নারায়ণ। জানা যাবে তুমি রাজা যবন কেমন॥ ইহা বলি বসাইল বৈষ্ণব সকল। আলাদা বসিল যত যবনের দল॥ এইরূপে যবন সব বসিল সভাতে। অন্ন-ব্যঞ্জন দিল সকলের পাতে॥ মায়া করি মহাপ্রভু হরিল যবন। গলে তুলসীর মালা মাথায় চৈতন॥ কোথায় লুকায়ে গেল যবন সে সব। মায়া করি কৈল প্রভু সকলে বৈষ্ণব॥ বাদশার চক্ষে মায়া প্রকাশিল সব। যার পানে চেয়ে দেখে সে হয় বৈষ্ণব॥ প্রকৃত বৈষ্ণব একদল বসেছিল। সকলি বৈষ্ণব হ'য়ে একত্রে মিলিল॥ ফকির বেশে আসি প্রভু হইল ব্রাহ্মণ। গলদেশে পৈতা ধরে মাথায় চৈতন॥ হাস্য করি মহাপ্রভু কহিছে তখন। জাতি গেল সকলের কি হবে এখন॥ নিজ অঙ্গে দেখে বাদশা লইয়া দর্পণ। অপূর্ব্ব বৈষ্ণবের বেশ না যায় কথন॥ প্রভুর মায়ায় রাজার দর্প হল দূর। মনেতে মানিল রাজা বৈষ্ণবের ঠাকুর॥ গলদেশে বস্ত্র দিয়া বাদশা তখন। ধরণী লোটায়ে ধরে প্রভুর চরণ॥ অপরাধ ক্ষমা কর আমি অভাজন। আর না করিব কভু বৈষ্ণব-নিন্দন॥ বৈষ্ণব-নিন্দিয়ে পাপ করিয়াছি আমি। দন্তে তৃণ ধরি প্রভু ক্ষমা কর তুমি॥ না জানি ভকতি স্তুতি আমি দুরাচার। অধম যবন কুলে জনম আমার॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু ত্যজিয়া সন্তাপ। বিমোচন করিলেন বাদশার পাপ॥ প্রভুর অনন্ত লীলা স্তুতি অসম্ভব॥

হাসনহাটে কৈল প্রভু যবনে বৈষ্ণব ॥ কহে ঈশ্বর সরকার ভয় কি পবনে। চিরদিন থাক মন বৈষ্ণব-চরণে ॥

কলির অধিকার প্রাপ্তি ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট কলির রাজ্য প্রার্থনা

আইলেন কলিরাজ গৌরাঙ্গ-নিকটে। গলে বাস কৃতাঞ্জলি হ'য়ে করপুটে ॥ ভূমিতে লোটায়ে বন্দে প্রভুর চরণ। সজল নয়নে কহে কারয়ে স্তবন ॥ শুন শুন মহাপ্রভু, করি নিবেদন। কলিরাজা করি মোরে কৈলে যে স্থাপন ॥ রাজ্যঅধিকার মম প্রাপ্ত নাহি হয়। কিসে অধিকার পাই কহ দয়াময় ॥ হরিনাম দিয়ে কৈলে জীবের উদ্ধার। পাপ পথে কেহ না গমন করে আর ॥ অন্যায় অধর্ম্মে জীবে আছে কত ভয়। ধর্ম্মপথে স্থিতি মম অধিকার নয় ॥ জানিনা কিসে জীবে ধর্ম্ম লোপ পায়। ইহার উপায় বল প্রভু দেবরায় ॥ কলি প্রবর্ত্ত হৈল না পাই অধিকার। কিরূপে করিব আমি কলির বিচার ॥ কলিতে করিলে হরিনামের বিস্তার। হরিনাম জপি জীব পাইল নিস্তার ॥ চৈতন্যপথেতে সবে কৈল আগমন। কুপথ পরিত্যাগ করিল সর্ব্বজন ॥ জীবের মুক্তি যদি দান কর প্রভু। তবে তো' আমার রাজ্য বাড়িবে না কভু ॥ কুমতি দিয়ে জীবে কর কুপথগামী। তাহা হ'লে অধিকার পাই প্রভু আমি ॥ এর সদুপায় কর প্রভু নারায়ণ। ইহা বলি কলিরাজ করিল স্তবন ॥ মহাপ্রভু বলে, শুন, কলিরাজ স্বামী। করিব প্রয়াস যাতে রাজা হও তুমি ॥ সচেষ্টিত হ'য়ে রব তব মনোমত। যাহাতে সে জীব তোমার হয় অনুগত ॥ যেরূপেতে জীবগণ চলে তোমা মতে। সেইমত দিয়ে সবে লইব কুপথে ॥ তব অন্বেষণ যাতে করে জীবগণ। অনুগত হ'য়ে করে তোমারে স্মরণ ॥ তব পথে পথী জীবে কর নিরবধি। তাহাতে আমি না হব তব প্রতিবাদী ॥ জীবে শিক্ষা দিয়ে তুমি অসত্য বিচার। পরম সুখেতে কর রাজ্য অধিকার। সধর্ম্ম পরিত্যাগ

করায়ে জীবগণে। বিক্রম প্রকাশ কর যাতে জীবে মানে॥ অদ্য হইতে তোমায় বর দিনু আমি। তোমার কৃপায় জীব হবে কুপথগামী॥ অগ্রে জীবে লোভ দেখায়ে করহ সন্তোষ। লোভে পাপাশ্রিত হবে করি নিজ দোষ॥ সবলে করহ সবার সুবৃত্তি ছেদন। কুমন্ত্রণা দিয়ে কর সধর্ম্ম হরণ॥ সধর্ম্ম হরণে পাপী হইয়ে দুর্ম্মতি। আপনি হইবে সবে কুপথেতে পথী॥ ধর্ম্ম ত্যজি পাপে বন্দী করি জীবগণে। হস্তরজ্জু দিয়া দণ্ড দাও নিজমনে॥ মিথ্যাবাদী করি জীবে টানিয়া কুপথে। অবাধে রাজত্ব কর অধিকার মতে॥ এই হয় মহাকাল ঘোর কলিকাল। এই তিন কলি মধ্যে তুমি মহীপাল। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যে তিন যুগ বলি। তিন কলি মহাকলি তুমি ঘোর কলি॥ এই তিন কলি মধ্যে তব অধিকার। প্রথম কলিতে আমি গৌরাঙ্গ অবতার॥ গৌরাঙ্গ অবতারে জীবে দেই দরশন। হরিনাম দিয়ে জীবে করেছি চেতন॥ হরিনামে সচেতন আছে জীবগণ। সর্ব্বদা করেছি হরিনাম-সংকীর্ত্তন॥ প্রথম কলিতে জীব আমা দরশনে। কুপথ ভঞ্জন করে নামের কারণে॥ প্রথম কলিতে কিছু কষ্ট হে তোমার। এখন জীবের আছে নাম অধিকার॥ কৃষ্ণকে বিশ্বাস আছে, নামেতে চেতন। সর্ব্বদা করিছে জীব নাম ও সাধন॥ কৃষ্ণ-প্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি শক্তি আছে যার। তার কাছে নাই কলি তব অধিকার॥ গুরু-গোবিন্দ অভেদ, বৈষ্ণব ভক্তি যার। তার কাছে কলি তব হইবেক হার॥ কৃষ্ণকে ভাবিবে যেই গোপের নন্দন। ভগবানে বিশ্বাসহীন বৈষ্ণব-নন্দন॥ সেই সব জীবে হবে তব অধিকার। প্রথম কলিতে কর এ কষ্ট স্বীকার॥ আদি কলি-অন্তে তব কষ্ট না হইবে। মহাকলিকালে বহু নিন্দক জন্মিবে॥ পরনিন্দা পর-ছিদ্র পর-পরিবাদ। ধার্ম্মিকে নিন্দন করি ঘটাবে প্রমাদ॥ ইহা শুনি কলি তবে বিদায় লইল। অধিকার-প্রবৃত্ত হেতু মায়া প্রকাশিল॥ মায়া করি ধরে কলি ব্রাহ্মণের বেশ। প্রথম কলিতে দিতে জীবে উপদেশ॥ লোভ দেখাইয়া জীবে আনিতে কুপথে। ছদ্মবেশে কলিরাজ বসিলা রাজপথে॥

কলির ছদ্মবেশ ধারণ ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ হরণ

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা কলি মহারাজ ॥ ছদ্ম দ্বিজমূর্ত্তি ধরে সাধিবারে কাজ ॥ অঙ্গে শোভে দামী জামা মাথায় পাগড়ি। হাতেতে বাঁধেন কলি স্বর্ণময় ঘড়ি ॥ পায়ে বুট সুট পরা কিবা সুশোভন। কি বাহার চমৎকার অশ্বে আরোহণ ॥ রাজপথে উপনীত কলি-মহারাজ। বসিলেন পথ-মাঝে সাধিবারে কাজ ॥ রত্নমালা নামে এক দ্বিজের নন্দন। সরযূর তীরে চলে তপস্যা-কারণ ॥ কটিতে কৌপীন আঁটা, জটা শিরোপরে। পৃষ্ঠে দোলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কোশাকুশি করে। ঘন ঘন হরিনাম নিঃসরে বদনে। নানাজাতি পুষ্প লয় পূজার কারণে ॥ দ্রুতগতি বিপ্ররাজ করেন গমন। পথমাঝে কলি-রাজে হৈল দরশন ॥ কলি বলে, কোথা দ্বিজ করিছ গমন। ক্ষণেক দাঁড়ায়ে শুন আমার বচন ॥ কোথায় বসতি তব কি দুঃখ আশ্রিত। কোন্ দায়ে ভস্ম গায়ে পাগলের মত ॥ তৈল বিনা শিরে জটা অঙ্গে উঠে খড়ি। অন্নাভাবে গায়ের মাংস হৈল দড়ি দড়ি ॥ বস্ত্রাভাবে পরিধেয় তব বাঘছাল। এত কষ্ট কি জন্য দ্বিজের ছাওয়াল ॥ নবীন বয়স তব, নহ ত প্রাচীন। এ বয়সে কেন তুমি সাজ উদাসীন ॥ এত কষ্টে কাল হর কিসের কারণ। কহ শুনি দ্বিজবর তব বিবরণ ॥ অতি নব্য-যুবা তুমি দেখিতে সুন্দর। জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গ শোভে রাজ-কলেবর ॥ শিশু সৌদামিনী জিনি তব শ্রীবদন। হেন সুধাকরে কেন ভস্ম আচ্ছাদন ॥ রত্নমালা বলে, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। স্বজাতীয় ধর্ম্ম আমি করি যে পালন ॥ ব্রাহ্মণজাতির ধর্ম্ম আছে চিরকাল। গায়ে ভস্ম জটা ধরা পরা বাঘছাল ॥ স্বজাতির ধর্ম্ম রক্ষায় যাতে হবে ক্লেশ। ব্রাহ্মণজাতির নীতি তপস্যার বেশ ॥ আপনি কে পরিচয় দেহ মহাশয় ॥ তপ-কালে বিঘ্ন করা উচিত ত নয় ॥ কলি বলে, আমিও হই জাতিতে ব্রাহ্মণ। অতি দুঃখে জাতিধর্ম্ম করেছি বর্জ্জন ॥ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মত্যাগ করিয়া এক্ষণে। কত

সুখে আছি আমি দেখহ আপনে॥ অমূল্য পোষাক অঙ্গে, অশ্বে আরোহণ। স্বর্ণময় তাজ শিরে দ্বিতীয় রাজন্॥ দম্ভে দর্পে ভ্রমি আমি দেখহ নয়নে। স্বর্গপুরী জিনি মম আলয় ভুবনে॥ ব্রহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করি পাইয়াছি সব। ধন-ধেনু গজ-বাজী অতুল বৈভব॥ দ্বিজধর্ম্ম ত্যাগ করি ফিরেছে চেহারা। কত-শত রক্ষী দ্বারে দিতেছে পাহারা॥ মুনি-মনোলোভা এক পাইয়াছি রাণী। দেখিয়ে লজ্জিত হয় ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥ দেবের দুর্লভ ভোগ ক্ষীর সর ননী। যেমত খাইল ব্রজে নন্দ-নীলমণি॥ যেবা সুখে বৃন্দাবনে ছিলেন শ্রীহরি। তা অপেক্ষা সুখে আছি ধর্ম্ম পরিহরি॥ রাম রাজা কিবা সুখী কৈল নিজ কর্ম্মে। তা অপেক্ষা সুখে আছি ত্যজি দ্বিজধর্ম্মে॥ মানে জিনি কুরুপতি, কুবের জিনি ধনে। যশে জিনি পাণ্ডব, রাবণ জিনি রণে॥ রূপে জিনি কামদেব ভূমি জিনি শরে। গুণে জিনি সারথি বিদ্যা জিনি দ্রোণেরে॥ সর্ব্বসুখে সুখী আমি এক্ষণে হয়েছি। দ্বিজধর্ম্ম ত্যাগ করে আনন্দে রয়েছি॥ মোর মত হবে যদি বাক্য মম ধর॥ ওহে দ্বিজ, তুমি নিজ ধর্ম্ম পরিহর॥ মম প্রিয়পাত্র করি রাখিব ভবনে। মত যদি কর দ্বিজ চলহ এক্ষণে॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম কোশাকুশি দূরে ফেল টেনে। এ তপস্যা পরিহরি চল মম সনে॥ হাজার তঙ্কা বৃত্তি পাবে, চল দ্বিজরাজ। প্রিয়পাত্র হ'য়ে রবে সবাকার মাঝ॥ রাজ-আভরণ অঙ্গে করহ ভূষণ। মস্তকের জটা দ্বিজ করহ ছেদন॥ স্বর্ণের মুকুট পর মস্তক-উপরে॥ অশ্বে আরোহণ করি চলহ সত্বরে॥ গঠিত করিয়া দিব স্বর্ণময়পুরী। বিবাহ দিব হে তোমা পরমা সুন্দরী॥ সুখে ভোগ কর দ্বিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করি। এত কষ্টে কাল হর দেখে দুঃখে মরি॥ তপস্যার মুখে ছাই দিয়া দ্বিজবর। ছাই ফেলে অঙ্গে দ্বিজ মাখ হে আতর॥ অতুল বৈভব ভোগ কর দ্বিজমণি। গৃহধর্ম্ম কর ল'য়ে সুন্দরী কামিনী॥ গৃহধর্ম্ম কর পূজা সব ত্যাগ দিয়ে। কেন মর কাঁচকলা আলোচাল খেয়ে॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ দিয়া বিসর্জ্জন। এত কষ্ট কর দ্বিজ কিসের কারণ॥ কলি অধিকার হৈল শুন দ্বিজবর। এ তপস্যা ত্যাগ করি চলহ সত্বর॥

শুন শুন দ্বিজমণি বচন আমার। এমন সুযোগ তুমি না করিহ পার ॥ কলির নিকটে লোভ পাইয়া বিস্তর। আপনা পাসরিল সে দ্বিজের কুমার ॥ ভুলিল দ্বিজের মন কলির কথায়। ব্যাঘ্রচর্ম্ম কুশাসন ফেলিল তথায় ॥ তপস্যা ছাড়িয়া দ্বিজ মজে রসরঙ্গে। চলিলেন দ্বিজবর কলিরাজ সঙ্গে ॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণ-পদে। রেখো হে শ্রীপদে কৃষ্ণ পড়িলে বিপদে ॥

কলির সহিত ধর্ম্মত্যাগী দ্বিজের গমন ও কলির অধিকার প্রাপ্তি

চলিলেন দ্বিজবর কলিরাজ সঙ্গে। রাজ-আভরণ পরি আপনার অঙ্গে। কলি তারে নির্ম্মাইয়া দিল স্বর্ণপুরী। বিবাহ দানিল দ্বিজে পরমা সুন্দরী ॥ অতুল বৈভব পেয়ে দ্বিজ ভুলে গেল। কলির কথায় নিজ ধর্ম্ম ত্যাগী হল ॥ নিজ ধর্ম্ম পরিহরি রহে দ্বিজবর। পাপে পরিপূর্ণ হৈল তাহার অন্তর ॥ কলির প্রিয়পাত্র হ'য়ে দ্বিজের নন্দন। পরম সুখেতে করে সে কালযাপন ॥ কিছুদিন পরে সেই দ্বিজের ব্রাহ্মণী। এক শূদ্রসহ ভ্রষ্টা হইলেন আপনি ॥ কিছুদিন পরে দ্বিজ জানিল যে মনে। তাহার ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা হৈল শূদ্রসনে ॥ একদিন দ্বিজ বর সতর্ক থাকিল। শূদ্রসহ ব্রাহ্মণীকে গৃহেতে ধরিল ॥ শূদ্র হ'য়ে বিহার কৈলি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে। শাপ দিনু সহস্র ভগ হোক্ তোর অঙ্গে ॥ তদন্তরে ব্রাহ্মণীকে বলে দ্বিজমণি। শাপ দিনু পাষাণ হ'য়ে থাকহ রমণী ॥ এই শাপান্তর যদি ব্রাহ্মণীকে কৈল। ব্রাহ্মণের শাপ শুনি ব্রাহ্মণী হাসিল ॥ হেসে হেসে ব্রাহ্মণী যে বলেন তখন। আর কি সেদিন তব আছে তপোধন ॥ যেদিন মুড়ায়ে জটা পরেছ টোপর। সেদিন তোমার তেজ গেছে দ্বিজবর ॥ দ্বিজ হ'য়ে হারাইলে নিজ পরাক্রম। মিছা তুমি হতে চাও দ্বিতীয় গৌতম। লজ্জা নাই, উপ-বীত ধরিয়াছ গলে। গলায় কলসী বেঁধে ঝাঁপ দাও জলে ॥ দ্বিজ হ'য়ে শূদ্র হ'তে লজ্জা হয় নাই। এমন জীবনে ধিক্ পড়ুক্ মুখে ছাই ॥

ব্রহ্মতেজ যাহা ছিল নষ্ট হৈল তব। সামান্য লোভেতে ম'জে হারাইলে সব॥ ব্রহ্মতেজ হারাইয়ে শূদ্রেতে গমন। পৈতা গলে রেখে হৈলে চাকুরে ব্রাহ্মণ॥ যে ব্রাহ্মণে দেখি রাজা যুড়িতেন কর। সে ব্রাহ্মণ হ'য়ে হৈলে রাজার নফর। কি কব অধিক আর তুমি মম পতি। লোভে ম'জে আনিলে নিজের দুর্গতি॥ ব্রহ্মধর্ম্ম পরিহরি হইলে পাষণ্ড। না জানি যে পরকালে কত পাবে দণ্ড॥ লোভে মজে কি করিলে ছাই মাথা মুণ্ড। পরকালে ঘটালে মাত্র নরকের কুণ্ড॥ পরকাল হারাবে যাতে, তাতে লজ্জা নাই। যে বিদ্যা শিখিলে. সে বিদ্যার মুখে ছাই॥ শূদ্র-পদে হাত দিতে না হ'ল শরম। যুড়ি-গাড়ি ছাড়ি ধর কাণেতে কলম॥ মিথ্যাবাদী হ'লে দ্বিজ নিজ ধর্ম্ম ফেলে। তঙ্কা পেলে শঙ্কা ত্যজ কর দিয়ে গলে॥ এতেক ভৎসনা করি ব্রাহ্মণী তখন। সবিনয়ে বন্দে সতী পতির চরণ॥ সতী হন ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা কভু নয়। ছল করি তোমা আমি দেখাইনু ভয়॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। প্রথম কলিতে কলি হইল রাজন্॥ প্রথম কলিতে বিচার কৈল এই-মতে। নিজ ধর্ম্ম ত্যজি দ্বিজ আসিল কুপথে॥ মহাকলি কথা এবে করহ শ্রবণ। যেইরূপ মহাকলি করিব বর্ণন॥ যেইমতে মহাকলি নিল অধিকার। তাহার কাহিনী কহি করিয়া বিস্তার॥

জমল-মহাকলি সমাচার

জমল নামেতে এক কৃষ্ণ-পরায়ণ। পরম বৈষ্ণব সাধু করেন সাধন॥ কৃষ্ণ-প্রতি রতি মতি সংসারেতে থাকে। গৃহ-কার্য্য করে আর কৃষ্ণ বলি ডাকে॥ তাহার তনয় এক রজত নামেতে। মহা ষণ্ড নাহি চলে নিজ পিতৃমতে॥ পুত্রে বশে আনিতে না পারে কদাচন। কভু নাহি শুনে পুত্র পিতার বচন॥ ক্রোধ করি সেই পুত্রে ফেলিতে সঙ্কটে। বিচার করিতে চলে কলির নিকটে॥ গলে তুলসীর মালা তিলক নাসায়। কলির নিকটে আসি সমস্ত জানায়॥ শুন শুন

মহারাজ, করি নিবেদন। মহা ষণ্ড ভণ্ড হইল আমার নন্দন॥ না শুনে আমার কথা, ভণ্ড দুরাচার। মোরে বিষ দিয়া চায় করিতে সংহার॥ সর্ব্বদা ঐ পুত্র মোরে করয়ে শাসন। বিষ দিয়া কবে মোর বধিবে জীবন॥ কবে বিষ দিয়া সেই মারিবে আমায়। প্রাণ-ভয়ে জানাইতে আইনু তোমায়॥ কলি বলে, কহ শুনি সত্য সমাচার। কোন্ জাতি হও তুমি করিব বিচার॥ জমল বলেন, আমি জাতিতে বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীপাদপদ্মে আমার বৈভব॥ কৃষ্ণ-প্রতি রতি মতি কৃষ্ণগত প্রাণ। সর্ব্বদা রক্ষা মোরে করেন ভগবান্॥ বৈষ্ণবে বলেন কলি, শুনে হাসি পায়। বিষেতে বৈষ্ণব মরে, না শুনি কোথায়॥ তব বাক্য শুনে আর না পারি হাসিতে। কেবা পারে বিষদানে বৈষ্ণব নাশিতে॥ তব পুত্র বিষ দিযা মারিবে তোমায়। প্রাণভয়ে জানাইতে এসেছ আমায়॥ হাসি পায় শুনে, তব কথা অসম্ভব। বিষে কিসে কর ভয় হইয়া বৈষ্ণব॥ অনলে গরলে নাহি বৈষ্ণব যে মরে। তাহার প্রমাণ কিছু কহিব তোমারে॥ হিরণ্যকশিপু দৈত্য প্রহ্লাদের পিতে। বিষদান করেছিল প্রহ্লাদে নাশিতে॥ কৃষ্ণ স্মরি প্রহ্লাদ বিষপান কৈল। নিমিষে নির্ব্বিষ হৈল বৈষ্ণব না মৈল॥ বৈষ্ণবের মৃত্যু নাই শুনেছি শ্রবণে। বৈষ্ণব, বিষকে ভয় কর কি কারণে॥ জমল বলেন, রাজা, স্পষ্ট আমি কই। কলির বৈষ্ণব আমি, প্রহ্লাদ তো নই॥ সত্যযুগে বৈষ্ণব প্রহ্লাদ মহাশয়। তাহা সহ তুলনা মম ঠিক নয়॥ কলি বলে, বলিলে হে বৈষ্ণব-ঠাকুর হরিনামে প্রহ্লাদে অন্তর কত দূর॥ তব সম নরদেহ প্রহ্লাদের ছিল। হরি-নাম জপি হরি প্রহ্লাদ পাইল॥ সেই হরিনাম তুমি লৈলে মতিমান। হরিনাম জপি হৈলে প্রহ্লাদ সমান॥ যে জপে হরির নাম সে হয় প্রহ্লাদ। নামের প্রভেদ নাই, নাই কোন বাদ॥ কলির হরিনাম সত্য ভেবে দেখ মনে। কলির বৈষ্ণব নর বৈষ্ণব সাধনে॥ হরিনাম জপে যেই সেজন বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার যে বৈভব॥ হরি নাম জপিলে হয় সাধু সদাচার। বৈষ্ণবের কাছে নাই কলি-অধিকার॥ বৈষ্ণবের দাস কলিকাল অধিকারী। যে হয় বৈষ্ণব সে কলির আজ্ঞা-

কারী ॥ কলিকে দিয়াছে আজ্ঞা কৃষ্ণ-দয়াময়। কোন মতে বৈষ্ণবেরে হিংসা নাহি হয় ॥ বৈষ্ণব-হিংসনে জীবে হয় মহাদণ্ড। পরকালে ঘটে তার নরকের কুণ্ড ॥ বৈষ্ণব-হিংসনে পাপ না হয় মোচন। দেহ অন্তে হয় তার নরকে গমন ॥ বৈষ্ণব নিধন নাই এই ত্রিভুবনে। কৃষ্ণ সহায় যার তারে মারে কোন্‌জনে ॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে শ্রীপদ দিয়া রাখ হে শ্রীপদে ॥

ঘোর কলির বিবরণ

মহাকলি গতে ঘোরকলি অধিষ্ঠান। মনুষ্য জন্মিবে সব বিঘৎ প্রমাণ ॥ ভয়ে কেহ নাহি যাবে বেগুনের কাছে। আঁকশিতে তুলিবে বেগুন গাছে গাছে ॥ ভেদাভেদ না থাকিবে হইবে এমন। জাতিভেদ না থাকিবে একত্রে ভোজন ॥ দিবা হবে অন্ধকার প্রজ্জ্বলিত বাতি। বর্ণভেদ না থাকিবে সবে এক জাতি ॥ আলো হীন হবে রাত দিন হবে ঘোর। শৃগাল করিবে বাসা বৃক্ষের উপর ॥ ব্যাঘ্রেতে প্রসবে ছাগ, মহিষে মুষিক। তেলী মেয়ে রাজকন্যা, মালী যে প্রেমিক ॥ মুচি হবে নরপতি ব্যাধ তার পাত্র। চণ্ডালের শিরে দ্বিজ ধরিবেক ছত্র ॥ উত্তমে অধম হবে অধমে উত্তম। হীন-জাতি করিবেক প্রকাশ বিক্রম ॥ শূদ্র হবে গুরু, শিষ্য হইবে ব্রাহ্মণ। রাজ-অবিচারে কষ্ট পাবে প্রজাগণ ॥ শস্যহীন হবে ভূমি, বৃক্ষ হীন ফল। দেব হরি বিধি নদী হরিবেক জল ॥ গাভীতে হরিবে দুগ্ধ, কুলহীন বধূ। মিষ্ট যে বিহীন সদা হইবেক মধু ॥ নারী হবে নিপীড়িতা মানহীন মানী। বারিহীন সরোবর ধনহীন ধনী ॥ এইরূপে হবে ঘোর কলি-অধিকার। ভেদাভেদ না থাকিবে সব একাকার ॥ উদয় দ্বাদশ রবি হইবে গগনে। গৃহদাহ হবে প্রায় রবির কিরণে ॥ নর আদি পশু পক্ষী অনলে দহিবে। পৃথিবীতে জীবের সঞ্চার না থাকিবে ॥ মুষলের ধারে জল হবে বরিষণ। পৃথিবী ডুবিবে জলে, শুন বিবরণ ॥ ধরণী ডুবিবে, হবে সমুদ্রে মিলন। পুনঃ বটপত্রে ভাসিবেন নারায়ণ ॥ জলময় হইবেক ধরণী উপরি।

বটপত্রে ভাসিবেন ভবের কাণ্ডারী॥ ধরণী উপরে পুনঃ তরণী ভাসিবে। এইরূপে নিরাকার ধরণী হইবে॥ পৃথিবীতে না থাকিবে জীবের সঞ্চার। ঘোরকলি হৈলে হবে সকলি সংহার॥ স্থাবর-জঙ্গম আদি জলেতে মগন। পৃথিবীরে পুনর্ব্বার করিবে সৃজন॥ তদন্তরে কি হইবে না জানি কহিতে। এরূপে সংহার হবে এ ঘোরকলিতে॥ ঘোরকলি মহা ঘোর শুনে চমৎকার। দ্বাদশ তপন-তাপে জীবের সংহার॥ পুনঃ সৃষ্টি করিবেন দেব-ভগবান্। তাহার নিশ্চিত কিছু না হয় প্রমাণ॥ ভগবানের চরিত্র কে বুঝিতে পারে। বিধির অসাধ্য তাহা কি বর্ণিবে নরে॥

ইতি অষ্টম খণ্ডে কলির বিবরণ সমাপ্ত।

———

প্রভাস খণ্ড

——০:#:০——

নবম খণ্ড

শ্রীশ্রীজগন্নাথ অবতারের কথা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবন ত্যাগ

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সাঙ্গ করি নারায়ণ। নিম্বতলে বসিলেন ত্যজিতে জীবন॥ সঙ্গেতে অদ্বৈত আদি যতজন ছিল। সকলে বেষ্টিত হ'য়ে প্রভুকে বসিল॥ মহাপ্রভু বলে, শুন পারিষদ্‌গণ। আমারে বেষ্টিত হ'য়ে বৈস সর্ব্বজন॥ অদ্য মম দেহত্যাগে হয় শুভক্ষণ। দেহ পরিহরি করি বৈকুণ্ঠে গমন॥ নিম্ববৃক্ষতলে সজ্জা কর সবে মিলে। শয়ন করিব আমি দেহত্যাগ কালে॥ তুলসী-মঞ্জরী আনি রাখ শিরোপরে। স্নান করাও আমায় সরসীর নীরে॥ তিলক শোভিত কর অঙ্গের দুকূলে। অন্তিমেতে হরিনাম ডাক কর্ণমূলে॥ তুলসীর মালা গলে করাও ধারণ। শ্রবণ করাও হরিনাম-সংকীর্ত্তন। ইহা বলি মহাপ্রভু করিল শয়ন। নিতাই কান্দেন ধরি প্রভুর চরণ॥ নিতাই বলেন, প্রভু, করি নিবেদন। কি হবে আমার গতি, কহ নারায়ণ॥ তুমি অগতির গতি জগত-জীবন। আজ্ঞা কর কি হইবে অধীন সেবন॥ যুগে যুগে আমি তব আজ্ঞা-অনুসর। কোথা যাও মহাপ্রভু ত্যজিয়া কিংকর॥ ত্রেতায় লক্ষ্মণরূপে গিয়া তব সনে। দাস হ'য়ে সেবা কৈনু পঞ্চবটী বনে॥ দ্বাপরে বলাই নামে গোপের ভবনে। দাস হ'য়ে ও-পদ সেবি শ্রীবৃন্দাবনে॥ কলির প্রথমে হৈলে গৌরাঙ্গ অবতার। নিতাই নামেতে দাস হইনু তোমার॥ যুগে যুগে আছি প্রভু আমি শ্রীচরণে। কোথা যাও দয়াময় ত্যজি এ অধীনে॥

অদ্বৈত যে আদি করি পারিষদ্‌গণ। ধূলায় পড়িয়া সবে করয়ে রোদন ॥ কৃতার্থ করিয়া জীবে দেব-নারায়ণ। দেহ পরিহরি কৈলে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ সঙ্গে ক'রে ল'য়ে চল প্রভু নারায়ণ। সাথে সাথে থাকি তব সেবিব চরণ ॥ নিতাইয়ে কাতর দেখি কহিছেন প্রভু। তব সঙ্গ ছাড়া নিতাই না হইব কভু ॥ দক্ষিণে সদয় হব ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপে। তার গৃহে উত্তরিব জগন্নাথ রূপে ॥ বলরাম নামেতে হইবে সহোদর। রক্ষিব দর্শন দিয়ে এ কলির নর ॥ রথে দরশন যে করিবে একবার। অবনীতে পুনর্জ্জন্ম না হইবে তার ॥ জগন্নাথ নামে আমি হব অবতীর্ণ। বাজারেতে বিকাইবে প্রসাদীয় অন্ন ॥ উচ্চ-নীচ জাতিবর্ণ না রহিবে বাদ। সঙ্গে মিলে একপাত্রে খাইবে প্রসাদ ॥ নানাজাতি একত্রেতে করিবে ভোজন। জাতিজ্ঞান না থাকিবে প্রসাদ কারণ ॥ প্রসাদ দিবেক মুচি, খাইবে ব্রাহ্মণ। সবে মাত্র না চলিবে জাতীয় যবন ॥ জগন্নাথক্ষেত্রে যেতে যবনে নিষেধ। কণ্ঠিধারী মাত্রে না থাকিবে জাতিভেদ ॥ কুকুরের মুখ হৈতে প্রসাদ পড়িলে। ভক্তি করি ব্রাহ্মণেতে লবে তাহা তুলে ॥ আশ্চর্য্য হইবে লীলা কলির প্রকাশ। প্রসাদে করিবে জীবের সর্ব্ব পাতক নাশ ॥ জগন্নাথ রূপে অগ্রে লীলা করি আমি। পশ্চাতে বলরামজী হ'য়ে এস তুমি ॥ ইহা বলি বিদায় হইল যদুবীর। নিতাইয়ের কোলে প্রভু ত্যজিল শরীর ॥ নিত্যানন্দ আদি ছিল যত সহচরে। চিতা সজ্জা করিল সে সরযূর তীরে ॥ আনিয়া চন্দন-কাষ্ঠ চিতা সাজাইল। নিত্যানন্দ আসি অগ্নিকার্য্য সম্পাদিল ॥ অগ্নিতে প্রভুর অঙ্গ দহিতে নারিল। অর্দ্ধ অঙ্গ ল'য়ে জলে ভাসাইয়া দিল ॥ এইরূপে ভাসে দেহ শতেক বৎসর। তৎপরে জানিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নরবর ॥ প্রত্যাদেশে কহিলেন জগৎ-ঈশ্বর। মম কলেবর ভাসে জলের উপর ॥ শ্রীজগন্নাথ-পদে কহিছে সরকার। ধন্য কলিতে শ্রীজগন্নাথ অবতার ॥

———

ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজার প্রতি মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ

একদিন নিশাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। সুবর্ণ-পালঙ্কোপরি সুখে নিদ্রা যায়॥ বায়ুরূপে আপনি আসিয়া নারায়ণ। রাজার শিয়রে বসি দেখান স্বপন। শুন শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন, রাজাধিরাজন্। অপূর্ব্ব বর্ণন করি করহ শ্রবণ॥ কলিতে হইবে জগন্নাথ অবতার। দরশন করি নরে পাইবে নিস্তার॥ ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি রাখ এই কীর্ত্তি। নারায়ণে স্থাপন কর, লহ এই যুক্তি॥ নীলগিরি মধ্যে আছে নীলমাধব মূর্ত্তি। তাহার স্থাপনা কৈলে হয় বড় কীর্ত্তি॥ এত বলি নারায়ণ হৈল অন্তর্দ্ধান। জলমধ্যে নিম্ববৃক্ষে করেন সন্ধান॥ নিম্ববৃক্ষে প্রভুর দেহ একত্র হইল। সমুদ্রের তীরে আসি ভাসিতে লাগিল॥ প্রভাতে উঠিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নররায়। সে-দেহ লইয়া স্থাপন কৈল দেবালয়॥ বিশ্বকর্ম্মা করিলেন মন্দির গঠন। মন্দিরেতে হৈল দেব জগন্নাথ স্থাপন॥ এইরূপে প্রচলিত হৈল জগন্নাথ। বাজারে বাজারে তবে বিকাইল ভাত॥ শূদ্র কি ব্রাহ্মণ দেব দরশনে যায়। বাজারে কিনিয়া ভাত একপাতে খায়॥ চণ্ডালে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মণের মুখে। জয় জগন্নাথ বলি প্রসাদ খায় সুখে॥ কুকুরের মুখ হৈতে প্রসাদ পড়িলে। বিপ্র-শূদ্র ভক্তি ভরে তাহা খায় তুলে॥ প্রসাদেতে মহাপাপী বহু পাপে তরে। দরশনে কত ফল কে বলিতে পারে॥ স্ব-রথেতে জগন্নাথ যে করে দর্শন। পুনঃ ভবে নাই তার জনমগ্রহণ॥ একবার দরশনে পাতকী নিস্তার। পুনর্ব্বার দরশনে কি কাজ তাহার॥ একবার দরশনে ঘুচে মনভ্রম। বারবার দরশনে বৃথা পরিশ্রম॥ হাড়ি-মুচি দ্বিজ-শূদ্র যাবে সর্ব্বজনে। কেবল নিষেধ মাত্র করয়ে যবন॥ নিষেধ যবনে যেতে হৈল যে কারণ। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ॥

শ্রীক্ষেত্রে যাইতে যবনের নিষেধ বিবরণ

শিখণ্ডীর দেশে ছিল যবন দু'জন। জগন্নাথ দরশনে করিল মনন॥ রথোপরে জগন্নাথ দরশন তরে। গমন করিল সুখে দুই সহোদরে॥

জগন্নাথে দরশন করি দুইভাই। প্রসাদ কিনিয়া দোঁহে মহাসুখে খায়॥ যবনেরা পথে প্রসাদ লৈয়ে তখন। যবনাচারে প্রসাদ কৈল নিবেদন॥ যেমন আচার করি প্রসাদ খাইল। অন্তর্য্যামীর অপ্রকাশ কিছু না রহিল॥ সেই রাত্রে পাণ্ডাকে কহিলেন স্বপনে। শ্রীক্ষেত্রে আসিতে আর দিও না যবনে॥ দেশ-দেশান্তরে যত আছয়ে যবন। সবারে নিষেধ কর দর্শন কারণ॥ নিষেধ না মেনে তবু আসে যদি কেহ। অবশ্যই হইবে তার মুণ্ডহীন দেহ॥ আমার বাক্যের আর না হবে অন্যথা। শ্রীক্ষেত্রে কাটা যাবে যবনের মাথা॥ এই কারণে বারণ যবনে হইল। যবন-দরশনে প্রভু নিষেধ করিল। নানাবর্ণ যত জাতি আছে ত্রিভুবনে। সবে আসিবে, আসিতে পাবে না যবনে॥ সরকার বলে, হায় ও আমার মন। এ অদৃষ্টে হইল না শ্রীক্ষেত্র-দর্শন॥

দ্বিজবেশে জগন্নাথের নগর-ভ্রমণ

একদিন জগন্নাথ দেব-নারায়ণ। দ্বিজবেশে চলিলেন করিতে ভ্রমণ॥ উত্তর অংশে চলিলেন কাঞ্চননগরে। উপনীত হ'ল তথা বেলা দু' প্রহরে॥ ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ছদ্ম-দ্বিজবর। প্রবেশ করিল দেব নগর-ভিতর॥ রত্নাকর নামে এক মোদক আছিল। ছদ্মবেশে প্রভু তার দোকানে বসিল॥ জলপান হেতু সেরেক সন্দেশ নিয়া। মূল্য এক তঙ্কা হইল হিসাব করিয়া॥ দোকানদার বলে, দ্বিজ শুনহ সত্বরে। সন্দেশ খাইলে মূল্য দেহ ত আমারে॥ দ্বিজ বলে, আমার সঙ্গেতে কিছু নাই। মূল্যের বদলে এ অঙ্গুরী রেখে যাই॥ ইহা বলি অঙ্গুরী খুলিয়া জগন্নাথ। হাস্যমুখে তুলেদেন দোকানীর হাত॥ নিজালয়ে জগন্নাথ করিল গমন। রজনীতে পাণ্ডাকে দিলেন স্বপন॥ দোকানী আছয়ে এক কাঞ্চননগরে। অতীব সুশীল রত্নাকর নাম ধরে॥ এসেছি দোকানে তার জলপান করি। মূল্য হেতু রাখিয়াছি হস্তের অঙ্গুরী॥ প্রভাতেতে তঙ্কা ল'য়ে হও অগ্রসর। দোকান

হইতে আন অঙ্গুরী সত্বর ॥ এতেক স্বপন যদি রজনীতে হৈল। প্রভাতে অঙ্গুরী পাণ্ডা আনিতে চলিল ॥ ত্বরায় কাঞ্চনগ্রামে প্রবেশি তখন। রত্নাকর দোকানেতে উপনীত হন ॥ পাণ্ডারে দেখিয়া সে রত্নাকর তখন। দণ্ডবৎ করি দিল বসিতে আসন ॥ পাণ্ডা বলে, শুন, ওহে দোকানদার ভাই। কার নাম রত্নাকর, তোমারে শুধাই ॥ মোর নাম রত্নাকর, দোকানদার বলে। অমনি পড়িল পাণ্ডা তার পদতলে ॥ রত্নাকর বলে, প্রভু, কি কর, কি কর। জগন্নাথ-পাণ্ডা হ'য়ে কেন পায়ে ধর ॥ আমি দীনহীন অতি মূর্খ অভাজন। আমার চরণ ধর এ কর্ম্ম কেমন ॥ ইহা বলি, রত্নাকর পাণ্ডার চরণে। দণ্ডবৎ করে তৃণ ধরিয়া দশনে ॥ পাণ্ডা বলে, তুমি হে পরম সাধুজন। নিজ গৃহে পাইলে প্রভুর দরশন ॥ তব তুল্য ভাগ্যবান কে আছে এ-দেশে। জগন্নাথ দিলেন দেখা ব্রাহ্মণের বেশে ॥ ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য তোমার দোকান। এ দোকানে বসি প্রভু কৈল জলপান ॥ শুন শুন রত্নাকর শুন সবিশেষে। জগন্নাথ এসেছিল ব্রাহ্মণের বেশে ॥ তোমার দোকানে আসি জলপান করি। বন্ধক রাখিয়া গেছে সোনার অঙ্গুরী ॥ আন আন অঙ্গুরী সে দেখিব কেমন। অঙ্গুরী হেরিয়া করি সফল নয়ন ॥ প্রভু হস্তের অঙ্গুরী আনি মোরে দাও। সন্দেশ খাইল প্রভু তার দাম লও ॥ ইহা যে বলিয়া পাণ্ডা তঙ্কা তারে দিল। গৃহে গিয়ে রত্নাকর অঙ্গুরী আনিল ॥ রত্নাকর অঙ্গুরী শিরে করিয়া ধারণ। গড়াগড়ি খায় ভূমে করিয়া ক্রন্দন ॥ ধরায় পতিত, হানে বক্ষে করাঘাত। অধীনের প্রতি নিদয় কেন হ'লে জগন্নাথ ॥ জলপান কর প্রভু হইয়ে ব্রাহ্মণ। নিজ বেশে অধমে না দিলে দরশন ॥ এ ছার সংসারে প্রভু আছে কিবা গুণ। ত্যজিব পাপ-সংসারে জ্বালিয়া আগুন ॥ সংসার মায়ার জালে বিদিত ত্রিলোকে। দিনে দিনে পতিত হতেছি নরকে ॥ সংসারেতে থাকা মানে নরবৃত্তি করা। ধরা দিতে এসে প্রভু নাহি দিলে ধরা ॥ কলিকালে ইন্দ্রদ্যুম্নের যে আজ্ঞাকারী। জগন্নাথরূপে দেখা দিলে কৃপা করি ॥ অবতার হৈলে প্রভু জলধির তীরে। মহাপাপী নিস্তারিলে বসি শ্রীমন্দিরে ॥ নানাজাতি এক পাতে নাহিক

নিষেধ। বাজারে বিক্রয় ভাত নাহি জাতিভেদ॥ যতেক লীলার সার কলিতে করিলে। প্রসাদ খাইয়ে জীবে মোক্ষপদ দিলে॥ এমন মহিমা প্রভু দেখিনি কোথায়। চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়॥ যত লীলা কৈলে প্রভু সব লীলা সার। কলিতে হইলে জগন্নাথ-অবতার॥ ইহা বলি রত্নাকর করেন রোদন। পাণ্ডা তার হস্ত ধরি তোলেন তখন॥ শুন শুন রত্নাকর, না কর রোদন। ভক্তিতত্ত্ব বলি, তুমি করহ শ্রবণ॥ আরো কত দোকানী যে আছয় এখানে। সবে ত্যজি এল প্রভু তোমার দোকানে॥ পূর্ব্বভক্তি তোমার হে যদি না থাকিবে। দ্বিজ-বেশে তব পাশে কেন বা আসিবে॥ তব তুল্য কেবা আছে হেন ভাগ্যবান। অনায়াসে হৈলে তুমি বলির সমান॥ ধন-ধেনু গজ-বাজী অমূল্য-রতন। অতুল বৈভব দান করিল রাজন্॥ যে যাহা যাচিঞা কৈল, দিল তারে দান। মাত্র শুধু নাহি দিল বলি নিজ প্রাণ॥ দানেতে দারিদ্র্য খণ্ডে কৈল বলিরাজা। দানবিধি-যজ্ঞ করি কবিলেন পূজা॥ এত দান-ধ্যান বলি করিয়া বিশেষে। তবে দেখা পায হবি বামনের বেশে॥ তব তুল্য ভাগ্যবান না দেখি ভুবনে। সেরেক সন্দেশ দিলে দেব-নারায়ণে॥ মূল্য দিয়ে তব সন্দেশ খেয়েছেন হরি। বন্ধক বাখিয়ে নিজ হস্তের অঙ্গুরী॥ কত দয়া তব প্রতি ভেবে দেখ মনে। দুঃখী যে তোমারে দেখি খাইলেন কিনে॥ দান-ধ্যান নাই তব ব্যয় ও ভূষণ। অনায়াসে গৃহে বসি পেলে দরশন॥ যদি বল দ্বিজবেশে আসি অকস্মাৎ। নিজ বেশে নাহি দেখা দিল জগন্নাথ॥ দ্বিজবেশে আসি দেখা দিলেন আপনি। ভেবে দেখ, যথামত জগন্নাথ তিনি॥ তিনি নিরঞ্জন নিরাকার অনাকারে। কখন কি মূর্ত্তি ধরে কে বলিতে পারে॥ তিনি ইচ্ছাময় যবে যাহা ইচ্ছা করে। ইচ্ছামত নানা মূর্ত্তি ধরিবারে পারে॥ রত্নাকর বলে, শুন, পাণ্ডা মহাশয়। সঙ্গে করি ল'য়ে চল শ্রীক্ষেত্রে আমায়॥ পরিবার-সহ আমি শ্রীক্ষেত্রেতে যাব। প্রভুর শ্রীহস্তে আমি অঙ্গুরী পরাব॥ হস্ত বাড়াইয়ে প্রভু দিবেন যখন। নিজ মূর্ত্তি দরশন করিব তখন॥ সে প্রভুর মূর্ত্তি যবে হেরিব নয়নে। যাচিঞা

করিয়া স্থান লব শ্রীচরণে ॥ ইহা বলি রত্নাকর করিল গমন। জগন্নাথ মন্দিরেতে গেলেন তখন ॥ শ্রীমন্দির দরশন করি রত্নাকর। প্রবেশ করিল গিয়া মন্দির ভিতর ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি করয়ে স্তবন। শুন প্রভু জগন্নাথ, করি নিবেদন ॥ রত্নাকর নাম মম শুন সবিশেষ। যাহার দোকানে প্রভু খাইলে সন্দেশ। সেই রত্নাকর আমি নিবেদন করি। খাইলে সন্দেশ, বন্ধন রাখিয়া অঙ্গুরী ॥ সে-অঙ্গুরী আনিয়াছি মস্তকেতে ধরি। হস্ত বাড়াইয়া দেহ, পরাব অঙ্গুরী ॥ এতেক শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। রত্নাকরে দিল নিজ হস্ত বাড়াইয়া ॥ প্রভুর দক্ষিণ কর করিয়া ধারণ। রত্নাকর অঙ্গুরী যে পরায় তখন ॥ রত্নাকর বলে, হরি নিবেদন করি। হস্ত বাড়াইয়া প্রভু পরিলে অঙ্গুরী ॥ শ্রীপদ বাড়ায়ে দেহ করি দরশন। শ্রীচরণে রাখ প্রভু এই নিবেদন ॥ ইহা শুনি জগন্নাথ শ্রীপদ বাড়াল। শ্রীচরণ পেয়ে রত্নাকর মিশাইল। রত্নাকরের পরিবার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। জগন্নাথের শ্রীচরণে সবে মিশাইল ॥ কহে কবি সরকার শুন ভক্তগণে। রত্নাকরে মিশাইল রাঙ্গা শ্রীচরণে ॥

দুর্গাদাসী ব্রাহ্মণীর জগন্নাথ দর্শন

বহুদিন ব্রাহ্মণীর জগন্নাথে মন। সংসারের তরে নাহি হয় দরশন ॥ জগন্নাথ দর্শনেতে রহে ভাব মতি। সময় প্রবর্ত্তকালে হৈল গর্ভবতী। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন। ব্রাহ্মণী চলিল একা করিতে দর্শন ॥ শ্বশুর-শাশুড়ী-পতি কেহ না জানিল। কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করি গোপনে চলিল ॥ দশমাস গর্ভ সেই ব্রাহ্মণীর ছিল। দাস্তনের মাঠে গিয়া প্রসব হইল ॥ উত্তম এক পুত্র প্রসবিল সে-ব্রাহ্মণী। বনেতে রাখিয়া পুত্রে চলিল আপনি ॥ বিষম কেয়ার বন অতি ভয়ঙ্কর। আছে কত বন্য পশু বনের ভিতর ॥ সেই বনমধ্যে সুতে করায়ে শয়ন। দরশনে ব্রাহ্মণী যে করিল গমন ॥ বনমধ্যে সেই শিশু কান্দিতে লাগিল। পুত্র-মায়া ব্রাহ্মণীরে বাঁধিতে নারিল ॥ বসন্তে

রুধির লয়ে চলে দরশনে। কান্দিতে লাগিল একা শিশু সে-কাননে॥ ব্যাঘ্র ও কুঞ্জর ছিল বিকট বিকট। রোদন শুনিয়া আসে শিশুর নিকট॥ শিশু-প্রতি জগন্নাথের দয়া যে হইল। বাঘ্র ও কুঞ্জর তারে কেহ না খাইল॥ তদন্তরে জগন্নাথ হইয়ে ব্রাহ্মণী। আসিল কেয়ার বনে স্বয়ং আপনি॥ কোলেতে লইয়া সেই ব্রাহ্মণী-সন্তান। জগন্নাথ আপনি করান স্তনপান॥ দ্বাদশ দিবস সেই কেয়ার কাননে। রক্ষা করিলেন হরি ব্রাহ্মণী-সন্তানে॥ দর্শন করি ব্রাহ্মণী ফিরিল যখন। সন্তান বলিয়া মনে পড়িল তখন॥ মনে ভাবে ব্রাহ্মণী আর কি সে আছে। নির্ঘাত পশুতে তারে ভক্ষণ করেছে॥ প্রসব হইবা মাত্র ত্যজেছি নন্দন। দুগ্ধ বিহনেতে পুত্র ত্যজেছে জীবন॥ ইহা বলি ব্রাহ্মণী যে করিল গমন। সেই কেয়াবনে আসি দিল দরশন॥ বনে থাকি ব্রাহ্মণী যে হেরিল নয়নে। উত্তম রমণী ব'সে কেয়ার কাননে॥ কোলে করি পুত্র সে করায় স্তনপান। অসম্ভব কার্য্য অতি করে অনু-মান॥ চিনিলেন ব্রাহ্মণী সে আপন-সন্তানে। এই পুত্র প্রসবিয়ে ত্যজেছি কাননে॥ ঈষৎ হাসি জগন্নাথ কহিছে তখন। এস মা, কোলেতে লও আপন নন্দন॥ এত দৃঢ় ভক্তি তব জগন্নাথ প্রতি। দরশনে গিয়াছিলে ত্যজিয়া সন্ততি॥ হেন নিদারুণ কার্য্য কে করিতে পারে। তব তুল্য ভাগ্যবতী কে আছে সংসারে॥ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, ধন্য তব মন। হারা-পুত্র পেলে পুনঃ মনের কারণ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি কহেন ব্রাহ্মণী। পরিচয় কহ শুনি আমারে, জননী॥ জন্মমাত্র পুত্রে ত্যাগ করেছি কাননে। কে তুমি গো রক্ষা কৈলে আমার সন্তানে॥ জগন্নাথ বলে, মাতা, স্থির তুমি হও। পরিচয় দিব, অগ্রে পুত্রে কোলে লও॥ হারাধন পেলে মাতা নিবিড়-কাননে। চুম্বন প্রসাদ কর পুত্রের বদনে॥ ব্রাহ্মণী বলেন, মাতা, করি গো বিনয়। পুত্র কোলে লব অগ্রে দেহ পরিচয়॥ পরিচয় নাহি দিলে লব না সন্তান। পুত্র কোলে দিয়ে পাছে হও অন্তর্দ্ধান॥ ভুলাতে নারিবে তুমি, আমি স্পষ্টভাষী। ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি নহি কোন চাষী॥ চিনেছি চিনেছি তোমা, চিনেছি নয়নে। মেয়ে হ'য়ে কার সাধ্য আসে এ-কাননে॥ বিশেষ

যে-পুত্র প্রসব হৈল কাননে। সামান্য রমণী হলে জানিবে কেমনে॥ তব সহ মম কভু নাহি আলাপন। কি সুবাদে রক্ষ মম পুত্রের জীবন॥ পর-উপকারী হেন কে আছে ভুবনে। বনে এসে রক্ষা করে পরের সন্তানে॥ পর-উপকারী ছিল হরিশ্চন্দ্র রায়। পর-উপকার হেতু শূকর চরায়॥ পর-উপকারী ছিল নল যে রাজন্। কাননেতে রক্ষা কৈল সর্পের জীবন॥ পর-উপকারী ছিল কর্ণ মহাদাতা। পর-উপকারে কাটে নিজপুত্র মাথা॥ পর-উপকারী বলি ছিলেন সমস্ত। পর উপকার করি হন পাতালস্থ॥ দেব-অংশী রাজা তাঁরা, নহে অবরেণ্য। কত কষ্ট করেন পর-উপকার জন্য॥ দেবতা বিনে বা এমন সাধ্য কার। করিবারে পারে বল পর-উপকার॥ পরিচয় নাহি দিলে না লব নন্দন॥ কেবা তুমি রক্ষা কৈলে পরের জীবন॥ মহাপ্রভু বলে, মাতা শুন বিবরণ। যার দরশনে তুমি পাইলে নন্দন॥ সেই জগন্নাথ আমি রমণীর বেশে। রাখিলাম তব পুত্র কাননেতে এসে॥ ধন্য তুমি দ্বিজকন্যা, ধন্য তব মন। নিজ-পুত্র ত্যজি কৈলে দর্শনে গমন॥ তব সম ভক্তিমতী কে আছে ভুবনে। নন্দনে ছাড়িয়া ধায় দেব দরশনে॥ হেন দৃঢ় ভক্তি কার আছে মম প্রতি। জন্ম-মাত্রে দর্শনে ত্যজিয়া সন্ততি॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি তিন যুগ গত। ভগবানে এত ভক্তি নাহি তব মত॥ তব তুল্য আমি সতী না দেখি নয়নে। দরশনে কীর্ত্তি তব রহিবে ভুবনে॥ ব্রাহ্মণী বলেন, প্রভু করি নিবেদন। দয়া করি নিজমূর্ত্তি দেহ দরশন॥ শুনিয়ে ব্রাহ্মণী-বাক্য দেব জগন্নাথ। নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিল তাহার সাক্ষাত॥ হেরিয়া যে প্রভু-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণী তখন। কর যুড়ি বলে, প্রভু, করি নিবেদন॥ পতি-পুত্র মম আর নাহি প্রয়োজন। দয়া করি মহাপ্রভু, দাও শ্রীচরণ॥ অনিত্য সংসারে আর নাহি ফিরে যাব। পুত্র-সহ তব পদে জীবন অর্পিব॥ পতি-পুত্র ধন্য জন সব অকারণে। তাহার প্রমাণ প্রভু দেখিনু নয়নে॥ এক দিবসের পুত্র ত্যজিলাম বনে। পুনঃ পুত্র পাব বলি নাহি ছিল মনে॥ মোর পুত্র রক্ষণেতে জানিলাম আমি। এইরূপে সর্ব্ব জীবে রক্ষা কর তুমি॥ জলে স্থলে কাননে আপনি রাখ যারে। কার

সাধ্য মহাপ্রভু ধ্বংস করে তারে ॥ অতএব, প্রভু তুমি সংসারের সার। তোমা বিনা ত্রিজগতে কেহ নাহি আর ॥ তুমি হর্ত্তা, তুমি কর্ত্তা, তুমি মূলাধার। দয়া করি রেখো প্রভু চরণে তোমার ॥ দয়া করি দয়াময় দিয়ে পদতরী। ভবে পার কর ভবপারের কাণ্ডারী ॥ এইমত স্তব যদি ব্রাহ্মণী করিল। অঙ্গে অঙ্গ দিয়া প্রভু-অঙ্গে মিশাইল ॥ পুত্র ও জননী দোঁহে উদ্ধারিল হরি। ভবে পার করিলেন ভবের কাণ্ডারী ॥ কহে কবি সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে পড়িলে হরি রেখো রাঙ্গা-পদে ॥

শ্রীক্ষেত্রে একাদশীর উপবাসের নিষেধের বিবরণ

রম্ভা নামে ছিল এক বিধবা ব্রাহ্মণী। দর্শনার্থে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন তিনি ॥ পুনঃ রথযাত্রা পরে একাদশী হৈল। সাহু-একাদশী বলি মনেতে জানিল ॥ একাদশী উপবাস করিয়া রহিল। ব্রাহ্মণী শ্রীক্ষেত্রে থাকি প্রসাদ না খেল ॥ শ্রীক্ষেত্রেতে একাদশী ব্রাহ্মণী করিল। অন্তর্য্যামী জগন্নাথ অন্তরে জানিল ॥ একাদশী ভঙ্গ-হেতু দেব-নারায়ণ। দ্বিজরূপ জগন্নাথ ধরিল তখন ॥ যথায় ব্রাহ্মণী আছে হ'য়ে উপবাসী। দ্বিজরূপে প্রভু তথা দেখা দিল আসি ॥ দ্বিজ বলে, গাত্রোত্থান কর দ্বিজকন্যে। শ্রীক্ষেত্রেতে উপবাসী আছ কিবা জন্যে ॥ ক্ষেত্রে আসি একাদশী কি জন্যে করিলে। দরশন বিফল, প্রসাদ না খাইলে ॥ তুমি কে, ব্রাহ্মণী বলে, এলে কোথা হৈতে। বোধ করি, দ্বিজ হবে, আছে গলে পৈতে ॥ অনীতি-বিচার কেন কর দ্বিজমণি। একাদশী করি আমি বিধবা ব্রাহ্মণী। তুমি ত ঠাকুর দ্বিজ শাস্ত্র জান ভাল। একাদশীতে অন্ন কেমনে খাই বল ॥ জলপান করিতে নাই একাদশী দিন। তুমি বল, অন্ন খাও হইয়ে প্রাচীন ॥ কি বিচার কর তুমি হইয়ে ব্রাহ্মণ। একাদশীতে অন্ন খাব সে কথা কেমন ॥ ঈষৎ হাসিয়া তখন কহে দ্বিজমণি। একাদশী-ফল কিবা কহ দেখি শুনি ॥ একাদশী-ব্রত করিলে উদ্‌যাপন। কিবা ফল প্রাপ্ত হয় বল বিবরণ ॥

বিধবা দ্বিজের কন্যা একাদশী করে। কিবা ফল প্রাপ্ত হয় এ ভব-সংসারে ॥ কহ কহ, সন্দেহ ঘুচাও গো ব্রাহ্মণী। একাদশীতে কিবা ফল কহ দেখি শুনি ॥ একাদশী দেব-দর্শন কর একসাথ। কোন্ ব্রতে কোন্ ফল কহ দেখি মাত ॥ দর্শনের ফল-প্রাপ্তি প্রসাদ খাইলে। একাদশী ফল পায় উপসে থাকিলে ॥ কোন্ ব্রতে কোন ফল বল দেখি শুনি। কোন্ ব্রত রক্ষা বল করিবে ব্রাহ্মণী ॥ বহু পরিশ্রম করি এসেছ দর্শনে। সে ফল বিফল কর একাদশী মেনে ॥ দর্শনের চেয়ে যদি মান একাদশী। তবে শ্রীক্ষেত্রে থাকি না রবে উপবাসী ॥ তবে তুমি নিজ গৃহে করহ গমন। শ্রীক্ষেত্রেতে উপবাসী থাকিতে বারণ ॥ দু ব্রতের কোন ব্রত করিবে পালন। মনে মনে আগে তাহা কর নিরূপণ ॥ কোন্ ব্রতে কিবা ফল অবশ্যই জেনে। তবে ত এসেছ জগন্নাথ দরশনে ॥ দ্বিজ-কন্যা সর্ব্ব মান্যা দেবী গণ্যা হও। সকল জানহ তুমি শূদ্র-কন্যা নও ॥ কহ কহ, সন্দেহ ঘুচাও গো আমার। কোন্ ব্রতে কি কি ফল শুনি সমাচার ॥

দ্বিজকন্যা কর্ত্তৃক একাদশী-ফলের বিবরণ বর্ণন

ব্রাহ্মণী বলেন, দ্বিজ শুনহ এক্ষণে। একাদশী-ফলাফল শুনেছি শ্রবণে ॥ জ্ঞানাবধি একাদশী করিলে সঞ্চয়। দেহ অন্তে ফল তার যথোচিত পায় ॥ স্বর্গে কিংবা বৈকুণ্ঠে গোলোকে গমন। অন্তকালে তারে প্রভু দেন দরশন ॥ ভক্তি-ভাবে একাদশী করিলেই ফল। দেবলোকে অন্তি মেতে পায় ভাল স্থল ॥ আটাদশী করিলেই আটায় পেট ভরে। ভক্তি না হইলে কি আটাতে ফল ধরে ॥ আটা রুটি মাখনাদি আর দুধ ছানা। সেই একাদশী মাত্র যমের যাতনা ॥ নির্জ্জলা একাদশী করে হ'য়ে ভক্তিমান্। তবে দরশন তারে দেন ভগবান্ ॥ জন্মাবধি এত কষ্ট করে যেইজন। অন্তে হয় এত সুখ না যায় গণন ॥ ঈষৎ হাসিয়া দ্বিজ বলেন তখন। একাদশীর ফলাফল করিনু শ্রবণ ॥ জন্মাবধি

একাদশী করিলে পালন। অন্তকালে হয় তার বিভু-দরশন ॥ দেবের চরিত্র ভগবানে মনোনীত। সে কথা কে জানে, পারে বলিতে নিশ্চিত ॥ তথাপি তুমি তো তাহে করিয়াছ মন। একাদশী ফলে হবে দেবতা-দর্শন ॥ জগন্নাথ-দর্শনে কি ফল প্রাপ্ত হয়। তাহারও বিবরণ শুনিব নিশ্চয় ॥

জগন্নাথ-দর্শনে ফলের বিবরণ

দ্বিজ-কন্যা বলে, দ্বিজ, করহ শ্রবণ। দেব-দর্শনের ফল করিব বর্ণন ॥ জগন্নাথের রথ যে হেরিলে নয়নে। পুনর্জ্জন্ম নাই তার পড়েছি পুরাণে ॥ বিপ্র বিজ্ঞ সাধুমুখে করেছি শ্রবণ। সর্ব্বপাপে তরে রথ করিলে দর্শন ॥ দ্বিজ বলে, দ্বিজ-কন্যা, ত্যজ মনভ্রম। তবে কেন কর তুমি বেশী পরিশ্রম ॥ পাপে মুক্ত জগন্নাথে বারেক হেরিলে। তবে কেন কষ্ট পাও একাদশী ফলে ॥ মনভ্রম পরিহরি মম বাক্য লও। জগন্নাথে স্মরি তুমি প্রসাদ যে খাও ॥ দ্বিজ-কন্যা বলে, দ্বিজ, কহি সত্যকথা। তোমার বাক্যেতে আমি না করি অন্যথা ॥ প্রভু মোর এসে যদি ঘুচান বিষাদ। অগ্রে দরশন করি, পশ্চাতে প্রসাদ ॥ নিজমূর্ত্তি ধরি প্রভু আসি এই স্থানে। দরশন দিয়া কথা কন মম সনে ॥ নিজরূপে যদি দেখা দেন ভগবান্। তবে ত করিব একাদশীর পারণ ॥ প্রসাদ খাইব রাখি প্রসাদের মান। দরশন দেন যদি আসি ভগবান্ ॥ দ্বিজ বলে, প্রসাদ যে খাইবে পশ্চাৎ। দ্বিজরূপে এসেছি আমি সেই জগন্নাথ ॥ ইহা বলি দ্বিজমূর্ত্তি ত্যজিয়ে তখন। জগন্নাথ-রূপে প্রভু দিল দরশন ॥ জগন্নাথ প্রতিমূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে। দ্বিজ-কন্যা সুপবিত্র হইল তখনে ॥ গলেবাস কৃতাঞ্জলি কহে দ্বিজকন্যা। তোমারে হেরিয়া প্রভু হইলাম ধন্যা ॥ কলিকালে জগন্নাথ করিনু দর্শন। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কি রূপ ধারণ ॥ সত্যযুগে তুমি কিবা প্রতিমূর্ত্তি ধরি। ক্ষীরোদেতে বটপত্রে ভেসেছিলে হরি ॥ কলিকালে সেই রূপ করাও দর্শন। কিরূপেতে বটপত্রে করিলে শয়ন ॥ চারিযুগে চারি

মূর্ত্তি করিয়ে ধারণ। কৃপা করি অধীনিরে দেহ দরশন॥ প্রভু বলে, দ্বিজ-কন্যা, কর নিরীক্ষণ। যে-রূপেতে বটপত্রে করেছি শয়ন॥ ইহা বলি মহাপ্রভু মায়া প্রকাশিল। মায়া করি শ্রীক্ষেত্রেতে ক্ষীরোদ সৃজিল॥ জলে-স্থলে পরিপূর্ণ হৈল সেই পুরী। গোটিকায় বটপত্রে ভাসিলেন হরি॥ তরঙ্গ-তুফান দেখি ব্রাহ্মণী কাতর। ভয়ে থরথর করি কাঁপে কলেবর॥ ব্রাহ্মণীরে কাতর দেখিয়া নারায়ণ। ত্রেতাযুগে রামরূপ করিল ধারণ॥ কোথা গেল ক্ষীরোদ জলধি মহাশয়। রামরূপ ধরি দণ্ডাইল দয়াময়॥ জটা-বাকল পরিধান পাশেতে লক্ষ্মণ। যে-রূপ ধরিয়া রাম গিয়াছিল বন॥ সেই রূপ মহাপ্রভু করিয়া গোপন। দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ করিল ধারণ। চূড়া ধড়া বাঁশী ও নূপুর শ্রীচরণে। যশোদা পাঠায়ে যেন দিল গোচারণে॥ ব্রাহ্মণীর প্রতি হরি কহিছে তখন। দ্বাপরেতে এই রূপ কর দরশন॥ এইরূপে কৃষ্ণরূপ করয়ে গোপন। তদন্তরে গৌরাঙ্গরূপ কৈল ধারণ॥ ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস কটিতে যে ঢাকে। কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি গৌর বলি ডাকে॥ শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ত্যজিয়ে সমাজ। সব ত্যজি সাজিলেন সন্ন্যাসীর সাজ॥ সঙ্গেতে লৈয়ে কেশবভারতী গোঁসাই। ন'দে ছাড়ি যেন গেছে সন্ন্যাসে নিমাই॥ গৌরাঙ্গের শোকে দুঃখ-তাপিত অন্তরে। শচী মা কান্দয়ে যেন মনের মাঝারে॥ এইরূপে মহামায়া প্রকাশ যে করি। ব্রাহ্মণীকে গৌর-রূপ দেখালেন হরি॥ পরেতে গৌরাঙ্গ-রূপ করিয়া গোপন। নিজ জগন্নাথ-রূপ করিল ধারণ॥ ভগবানের লীলা হেরি বিশ্বাস সে কৈল। একাদশী ভঙ্গ করি প্রসাদ খাইল॥ প্রসাদ খাইতে প্রভু দেখিয়া নয়নে। মহাপ্রভু স্থান দিল রাঙ্গা শ্রীচরণে॥ কহে কবি সরকার ক'রে হায় হায়। হরি-দর্শন না হৈল, কি হবে উপায়॥ আমি মূর্খ মহাধম দুঃখে চিরদিন। গেল কাল চিরদিন কালের অধীন॥ দীনহীন দেখে স্থান না দিলে চরণে। কতদিন রব আমি বাঁকুড়ার বনে॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতি জগন্নাথের প্রত্যাদেশ

ইন্দ্রদ্যুম্ন নররায়, জগন্নাথে বর চায়, আঠার নালা হউক সৃজন। মম পুত্র আঠার জন, শুন প্রভু নিবেদন, কর সফল জীবন ॥ এই বর দেহ মোরে, আঠার পুত্র যেন মরে, হ'য়ে থাকুক্ আঠার নালা। আঠার নালা জলে, পার হবে পাপী সকলে, এড়াইবে শমনের জ্বালা ॥ পর-উপকার হেতু, পুত্রগণ ভব-সেতু, হোক্ মম কীর্ত্তি অল্প বিধি। তোমার বিদ্যমানে, আমার এ পুত্রগণে, মরে' হউক্ আঠার নদী। এইরূপ মাগি বর, ওহে ভূপ নিরন্তর, পূরাইতে মনের বাসনা। কহে কবি সরকার, আঠার নালা পারাপার হৈলে ঘুচে ভবের যাতনা ॥

শ্রীক্ষেত্রে আঠার নালা সৃজনের বিবরণ

নিশিযোগে ইন্দ্রদ্যুম্ন করিয়া শয়ন। স্বর্ণ-পালঙ্কোপরে নিদ্রায় মগন ॥ মক্ষি-দেহ জগন্নাথ করিয়া ধারণ। রাজার শিয়রে বসি দেখান স্বপন ॥ শুন শুন মহারাজ স্বপ্ন বিবরণ। কল্য মরিবে তব পুত্র আঠার জন ॥ মন্দির-অনতিদূরে হইবে নিধন। হইবে আঠার নালা পুত্র আঠার জন ॥ মহাতীর্থ আঠার নালা হইবে কল্যাবধি। পাপেতে নিস্তার পাবে পার হলে নদী ॥ অগ্রে পার আঠার নালা পরে দর্শন। মহানামী হবে তব পুত্র আঠার জন ॥ এই বর রাজাকে দিলেন জগন্নাথ। গাত্রোত্থান করে রাজা, হইলে প্রভাত ॥ পুত্রগণে ডাক দিয়া কহেন রাজন্। একত্রেতে বসি শুন মোর বিবরণ ॥ নিশিতে আসিয়া কল্য প্রভু জগন্নাথ। আমার নয়নে স্বপ্ন দিলেন হঠাৎ ॥ আঠার পুত্রের তব শুন এই বিধি। কল্য প্রাতে হবে তারা আঠারটি নদী ॥ তোমাদের মন-কথা কহ দেখি শুনি। মিথ্যা কভু না হইবে জগন্নাথ-বাণী ॥ পরের হিতার্থে সবে হ'য়ে থাক নদী। প্রত্যাদেশে জগন্নাথ দিয়েছেন বিধি ॥ মহাতীর্থ হও তোমরা আঠার

জন। সেই নদী পার হৈলে তরে পাপীগণ॥ পর-উপকার কর আঠার সহোদরে। তোমাদের কীর্ত্তি যশ ঘোষিবে সংসারে॥ পর-উপকারে জেন আছে মহাপুণ্য। পরকালে স্বর্গবাস ইহকালে ধন্য॥ পর-উপকারে জেন পুণ্য যে অপার। সংসার অনিত্য মাত্র সকলি অসার। নরদেহ ধরি বাপু দেব-আজ্ঞা ধর। ত্রিলোকে সুখ্যাতি করে হেন কার্য্য কর॥ থাকিবে তোমাদের কীর্ত্তি এ তিন সংসারে। যদবধি চন্দ্র সূর্য্য গগন-উপরে॥ পুড়ে ভস্ম হবে দেহ কিছু না থাকিবে। পুনশ্চ আসিয়া ভবে জন্ম নিতে হবে॥ অনিত্য মানবদেহ সন্দেহ কেবল। সতত চঞ্চল যেন পদ্মপত্রে জল॥ কভু আছে কভু নাই শুধু অনিশ্চয়। নরদেহ পুড়িয়া হইবে ভস্মময়॥ অনিত্য এ রাজ্য-পাট দেখ পুত্রগণ। তাহার প্রমাণ কিছু করহ শ্রবণ॥ সগর রাজার ছিল পুত্র ষাটি হাজার। কপিল মুনির শাপে হল ছারখার॥ ষাটি হাজার পুত্র একদিনেতে মরিল। বংশ ধ্বংস হ'য়ে তার কিছু না রহিল॥ রাজ্য শূন্য হৈল তার শুন পুত্রগণ। অনিত্য যে জীবন তার এইত প্রমাণ॥ ষাটি হাজার পুত্র হ'তে কার্য্য না হইল। অবশেষে সাধুপুত্র ভগীরথ জন্মিল॥ রাখিল পরম কীর্ত্তি সূর্য্যরাজ কুলে। সাধু ভগীরথ গঙ্গা এনে মহীতলে॥ বহু কষ্টে ভগীরথ গঙ্গারে আনিল। চতুর্যুগ যুড়ি তার কীর্ত্তি যে ঘোষিল॥ অতএব পুত্র-গণ করহ শ্রবণ। কীর্ত্তি কল্পতরু হয় বেদের বচন॥ আঠার জন প্রভুর আঠার নালা হ'য়ে। পাতকী উদ্ধার কর দেব-আজ্ঞা পেয়ে॥ আঠার নালা পারাপার হবে নরগণ। তবে আসি করিবে জগন্নাথ-দর্শন। পিতৃ-আজ্ঞা লভিয়া পুত্র আঠার জন। তখনি হইল আঠার নালা সৃজন॥ আঠার নালার পার হ'য়ে নরগণ। শ্রীক্ষেত্রে আসি করে দেব-দরশন॥ তদবধি আঠার নালা হ'তে হয় পার। জগন্নাথ অবতার কথা চমৎকার॥

শ্রীক্ষেত্রে শকুন্তলা রাজার লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ করিতে দর্শন। শকুন্তলা মহারাজ করেন গমন ॥ সসৈন্যে আসিয়া শকুন্তলা রায়। প্রবৃত্ত হইল লক্ষ ব্রাহ্মণ-সেবায় ॥ একে একে ব্রাহ্মণে করিলেন গণন। লক্ষ মধ্যে কমি যে হইল একজন ॥ একজন দ্বিজ হেতু ভাবেন রাজন্। এক দ্বিজ বিনা না হয় বাসনা পূরণ ॥ ব্রাহ্মণ কারণে রাজা ভাবিত হইল। অন্তর্য্যামী জগন্নাথ অন্তরে জানিল ॥ কষ্ট পায় রাজা না হয় ব্রাহ্মণভোজন। তাহা দেখি দ্বিজ-রূপ করিল ধারণ ॥ দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া জগন্নাথ। শকুন্তলা রাজাকে যে দিলেন সাক্ষাৎ ॥ শকুন্তলা মহারাজ পাইয়া ব্রাহ্মণ। আরম্ভ করেন রাজা দ্বিজের ভোজন ॥ দ্বিজের মিশালে গিয়া বসি জগন্নাথ। আনন্দে ভোজন করে আটিকের ভাত ॥ ভক্তের বাসনা পূরাইতে নারায়ণ। দ্বিজবেশে নিজ প্রসাদ করেন ভোজন ॥ রাজার নিয়ম-সেবা হল সমাপন। দ্বিজহস্তে অঙ্গুরী করিবেন দান ॥ দশ দশ অঙ্গুরী এক দ্বিজের দক্ষিণে। ভোজনান্তে দিল রাজা সকল ব্রাহ্মণে ॥ এক লক্ষ ব্রাহ্মণ, দশ লক্ষ অঙ্গুরী। আনিয়াছে রাজা অঙ্গুরী খরিদ করি ॥ এইমতে সকল ব্রাহ্মণে সেবা করি। দিতেছেন সকলের হস্তেতে অঙ্গুরী ॥ এইমতে সকল দ্বিজকে দিয়ে দান। অবশেষে ছদ্ম-দ্বিজ পানে রাজা চান। রাজা বলেন, অঙ্গুরী ধরহ ব্রাহ্মণ। ঈষৎ হাসিয়া দ্বিজ কহিছে তখন ॥ কুড়ি অঙ্গুলি আমার শুন ওহে রায়। কুড়ি অঙ্গুরী প্রদান করহ আমায় ॥ রাজা বলে, দু'হস্তে যে দশাঙ্গুল তব। কুড়ি অঙ্গুরী চাহ যে, একি অভিনব ॥ বিপ্র বলে, চারি হস্ত যদি দেখাতে পারি। বল তবে দিবে মোরে কুড়িটি অঙ্গুরী ॥ চারি হস্তে কুড়ি অঙ্গুরী গণনা করিয়া। স্বহস্তেতে দেহ রাজা মোরে পরাইয়া ॥ রাজা বলে, চারি হস্ত দেখাও দ্বিজবর। অবশ্য কুড়ি অঙ্গুরী দিব হে সত্বর ॥ ইহা শুনি ছদ্ম-দ্বিজ সানন্দ অন্তরে। বক্ষ স্থল হইতে দুই হস্ত বাহির করে ॥ চতুর্ভুজ হৈল দ্বিজ দেখিয়া নয়নে। ভূতলে পড়িয়া রাজা ধরিল চরণে ॥ চরণে ধরিয়া তবে শকুন্তলা রায়। সভায়

সকল দ্বিজ উঠিয়া দাঁড়ায় ॥ দাঁড়ায়ে উঠিল তবে যত বিপ্রগণ। গলবাসে করযোড়ে করেন স্তবন ॥ পড়িয়া দ্বিজের পায় শকুন্তলা বলে। কেবা তুমি বিপ্ররাজ কোথা হ'তে এলে ॥ অগণন দ্বিজ আছে এই ত্রিভুবনে। চতুর্ভুজ দ্বিজ কভু না শুনি শ্রবণে ॥ জহ্নু মহামুনি যিনি গঙ্গাকে গ্রাসিল। এত তেজী, চতুর্ভুজ হইতে নারিল ॥ সমুদ্র গ্রাস কৈল অগস্ত্য মহামুনি। তবু চতুর্ভুজ হ'তে নারিলেন তিনি ॥ আর সেই তেজস্বী গৌতম মতিমান। যাঁহার ক্রোধে অহল্যা হইলা পাষাণ ॥ তিনি চতুর্ভুজ নাহি হইতে পারিল। এমন তেজস্বী মুনি তিনি যে হারিল ॥ ভৃগুমুনি যিনি হে দেবতা সাক্ষাৎ। ক্রোধ করি কৃষ্ণবক্ষে কৈল পদাঘাত ॥ সেই হেন চতুর্ভুজ হইতে নারিল। কেবা তুমি বিপ্ররাজ, বল মোরে বল ॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, শুন, শকুন্তলা রায়। দ্বিজ-বেশে জগন্নাথ আসি হে হেথায় ॥ রাজা বলে, নিজমূর্ত্তি করাও দর্শন। তবে জগন্নাথ সত্য দেব-নারায়ণ ॥ ভক্ত-বাক্য হেতু তবে দেব জগন্নাথ। নিজরূপে রাজারে দানিলেন সাক্ষাৎ ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। শকুন্তলা রাজার হৈল বৈকুণ্ঠে গমন ॥ কহে ঈশ্বর সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ রেখে হে শ্রীপদে ॥ এই নিবেদন করি হরি তব পায়। অহর্নিশি কৃষ্ণনাম বলি হে জিহ্বায় ॥

নমুচির শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনার্থে যাত্রা

উলমিলা গ্রামে এক শ্বপচ-নন্দন। নমুচি যে নাম তার কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥ তার প্রতিবাসী যে বিশিষ্ট ভদ্রগণ। জগন্নাথ দরশনে করিল গমন ॥ নমুচি সবারে কহি মিনতি করিয়া। দেব দর্শনে চলে সহযাত্রী হইয়া ॥ শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশিয়া দরশন করিল। বাজার হইতে প্রসাদ কিনিয়া আনিল ॥ ভদ্রগণ বলে, শুন শুন ওহে মুচি। তোর ছোঁয়া প্রসাদে হব যে অশুচি ॥ তুমি হইলে মুচি জাতি আমরা ব্রাহ্মণ। কি মতে উচ্ছিষ্ট তব করিব সেবন ॥ মুচি জাতি তুমি, মোর

এক গ্রামে বাস। উচ্ছিষ্ট প্রসাদ তব না করি বিশ্বাস॥ দেশান্তর হ'লে প্রসাদে হইতে রুচি। একই দেশে বসতি জানি তুমি মুচি॥ জেনে শুনে কেমন মন করি নিষ্ঠ। রুচি নাহি হবে খেতে তোমার উচ্ছিষ্ট॥ মুচি বলে, শুনহ বিশিষ্ট ভদ্রগণ। কেন না করিবে মোর প্রসাদ ভক্ষণ॥ শুনিয়াছি শ্রীক্ষেত্রে প্রসাদ হয় শুচি। প্রসাদ দ্বিজের মুখে তুলে দেয় মুচি॥ তুমি যদি ক্ষেত্রে না ছুঁতে দাও প্রসাদ। কেন আমি তব সনে করিব বিবাদ॥ ইহা বলি মুচি তবে প্রসাদ না ছুঁইল। পৃথক করিয়া নিজ প্রসাদ থুইল॥ অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানিলা মনেতে। জাতি-জ্ঞান হল আমার এই শ্রীক্ষেত্রে॥ প্রসাদ-মাহাত্ম্য হেতু মনেতে ভাবিল। কীটরূপে জগন্নাথ প্রসাদে বসিল॥ আটিক মধ্যে যতেক প্রসাদ আছিল। কীটরূপ হ'য়ে সব আটিকে রহিল॥ ভদ্র বিশিষ্ট যায় প্রসাদ খাইবারে। বড় বড় পোকা দেখে আটিক ভিতরে॥ পোকা দেখে ভদ্রগণ প্রসাদ ফেলাইল। প্রসাদ ফেলিতে গলিত কুষ্ঠ যে হইল॥ এমতি হইল কুষ্ঠ কে বলিতে পারে। বড় বড় পোকা হয় অঙ্গের ভিতরে॥ ক্ষত হ'তে ঝরিতেছে শোণিতের ধারা। কীটের দংশনে হৈল পাগলের পারা॥ চক্ষে নাহি দেখা যায় তাহাদের দুঃখ। তখন জানিল প্রসাদেতে কত সুখ॥ মুচিকে অশুচি ভেবে প্রসাদ না খাইনু। সেই অপরাধে মোরা কুষ্ঠ রোগী হৈনু॥ মুচিকে অশুচি ভেবে কৈনু জাতিজ্ঞান। অহঙ্কারে কৈনু প্রসাদের অপমান॥ ভাবিতে ভাবিতে দিবা হইল অজ্ঞাত। গলিত কুষ্ঠিরে স্বপ্নে কহে জগন্নাথ॥ মুচিকে অশুচি ভেবে প্রসাদ না খেলে। সেই দোষে তোমরা গলিত-কুষ্ঠ পেলে॥ জাতিজ্ঞান কুলাচার আছে যার মনে। সে কভু আসিবে না মোর দরশনে॥ মম আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী হয় যেইজন। এই ভোগাভোগ পাবে, নরকে গমন॥ আমার ভক্তকে মুচি ভাবে যে অন্তরে। বাহিরে ঈশ্বর ভক্তি দণ্ডবৎ করে॥ তাহার দুর্গতি এই গলিত-কুষ্ঠ ভুগে। দেহান্তে পতিত হয় নরকের কুণ্ডে। মম ভক্ত দেখে মান্য করে যেইজন। ইহকালে সুখ, পরে বৈকুণ্ঠে গমন॥ অতএব, ভক্ত এই মম বাক্য লও। মুচির

উচ্ছিষ্ট হে প্রসাদ তুলে খাও॥ গলিত-কুষ্ঠ ভাল হবে, শুনহ বচন। প্রভাতে প্রসাদ তুলে করহ গ্রহণ॥ রাত্রে প্রত্যাদেশ পেয়ে যত ভদ্রগণ। প্রাতে মুচির প্রসাদ করিল ভক্ষণ॥ গলিত-কুষ্ঠ ভাল হৈল, গেল নিজ দেশে। পয়ার ছন্দে সরকার রচে সবিশেষে॥

ইতি জগন্নাথ মাহাত্ম্যে নবম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

———•:❋:•———

দশম খণ্ড

গোপী-গোয়ালিনীর জগন্নাথ দর্শন

অবন্তীনগরে ছিল গোপী-গোয়ালিনী। পতি-পুত্র-হীনা হ'য়ে থাকে একাকিনী॥ একপুত্র ছিল তার পরম সুন্দর। সর্পাঘাতে মৃত্যু তার হল অনন্তর॥ অতি গুণবান্ পুত্র ছিল গোপিনীর। পুত্রশোকে সদা তার বহে আঁখি নীর॥ পুত্রশোকে গৃহধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন। পথে পথে ঘোরে গোপী পাগল সমান॥ কোথা গেল প্রাণপুত্র এই মাত্র রব। তব হেতু ত্যজিলাম বিষয়-বৈভব॥ পুত্রশোকানলে কান্দে গোপী-গোয়ালিনী। নগরে নগরে ভ্রমে হ'য়ে পাগলিনী॥ পুত্রশোকে বারি বহে তার দুই নেত্রে। ভ্রমিতে-ভ্রমিতে উপনীত হৈল ক্ষেত্রে॥ পাগলিনী প্রায় হ'য়ে দরশন কৈল। দুনয়নে পুরি বারি জগন্নাথ দেখিল॥ দরশন করে তবে সেই গোয়ালিনী। আঠার নালার তীরে বসিলেন তিনি॥ পুত্রশোকে কাতর, প্রসাদ না খাইল। আঠার নালার তীরে কান্দিতে লাগিল॥ গোপিনী কাতর দেখি দেব-জগন্নাথ। দ্বিজরূপে চলিলেন করিতে সাক্ষাৎ॥ যথায় কান্দেন সেই গোপী-গোয়ালিনী। ছদ্মবেশে জগন্নাথ চলিলা আপনি॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে তুমি কে হও রমণী। নদীতীরে কান্দ বসি আপনা-আপনি॥ কোথায় বসতি তব, কোন্ জাতি হও। কি হেতু রোদন কর সত্য কথা কও॥ আঠার নালার তীরে বসি কি কারণ। কি জন্যে তোমার এত তাপিত জীবন॥ সত্য কথা কও, দুঃখ করিব মোচন। নদীতীরে বসি তুমি কান্দ কি কারণ॥ গোয়ালিনী বলে,-

কর অবধান। আমার দুঃখের কথা পর্ব্বত-প্রমাণ ॥ পতিপুত্রহীনা আমি, শুন দ্বিজবর। একপুত্র ছিল মম পরম সুন্দর ॥ নিধন হইল পুত্র সর্প দংশাঘাতে। পুত্রশোকে পাগলিনী ভ্রমি পথে পথে ॥ মনে ছিল জগন্নাথ করি দরশন। করিব সে মৃত-পুত্রশোক নিবারণ ॥ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া মোর শোক নাহি গেল। দরশন করি পুনঃ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ কলিদেব জগন্নাথ ভাবি মনে মনে। পুত্রশোক নাহি তাঁর দরশনে ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে ছিল মহাপুণ্য। মরা-পুত্র পেয়েছিল রাজা দাতাকর্ণ ॥ হরিশ্চন্দ্র রাজা আর চন্দ্রধর বেণে। মরাপুত্র ফিরে পায় শুনেছি শ্রবণে ॥ আর কি হে কলিকালে আছয়ে তেমন। ছদ্ম-দ্বিজ বলে, যদি মন হয় তেমন ॥ যে মনেতে দাতাকর্ণ পুত্র কেটেছিল। এখন তেমন মন কার আছে বল ॥ যে মনেতে হরিশ্চন্দ্র শূকর চরায়। স্ত্রী-পুত্র বন্ধক রাখে পরের আলয় ॥ এখন তেমন মন যদি কেহ পায়। মরা-পুত্র পাবে সে কে তারে ঠকায় ॥ তাহার প্রমাণ দেখ ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। আঠারটি নালা কৈল বধিয়া তনয় ॥ নিষ্ঠামনে যদি তুমি প্রসাদ গো খাও। মরা-পুত্র ফিরে পাবে মম বাক্য লও ॥ গোপী-গোয়ালিনী বলে, শুন দ্বিজরায়। হারা-মরা কলিকালে পাওয়া নাহি যায় ॥ দ্বিজ বলে, আমি দিব পুত্র সে তোমার। প্রসাদ খাও, মরা-পুত্র পাবে পুনর্ব্বার ॥ গোপিনী বলেন, কহ সত্য-সমাচার। কে তুমি গো মরা-পুত্র বাঁচাবে আমার ॥ কলির ব্রাহ্মণ তুমি, শুন মহাশয়। তুমি যে বাঁচাবে পুত্র না হয় প্রত্যয় ॥ তুমি মরা বাঁচাবে, তোমারে কে বাঁচায়। মরা-পুত্র বাঁচিবে কি তোমার কথায় ॥ তুমি যে মরিবে কবে ঠিক নাই তার। পরকে বাঁচাতে চাও ধৃষ্টতা তোমার ॥ ইহা শুনি জগন্নাথ ঈষৎ হাসিল। গোয়ালিনীকে তখন দিব্যজ্ঞান দিল ॥ তত্ত্বজ্ঞান দান করি দেব-জগন্নাথ। নিজরূপ ধরি তারে হইলা সাক্ষাৎ ॥ গলে বাস কৃতাঞ্জলি করি গোয়ালিনী। ভূমি লোটাইয়া ধরে চরণ দুখানি ॥ ধন্য ধন্য মহাপ্রভু, দেব-জগন্নাথ। অধীনিরে দয়া করি হইলা সাক্ষাৎ ॥ বাঞ্ছাপূর্ণ কর হরি সদয় হইয়া। পুত্রশোক হর প্রভু মরা-পুত্র দিয়া ॥ মৃত-পুত্র দাও প্রভু দেখিব

নয়নে। মা বলি প্রসাদ তুলি দিক্ সে বদনে॥ মৃত-পুত্র বাঁচাইয়া দাও জগন্নাথ। তবে ত' খাইব আমি তোমার প্রসাদ॥ জগন্নাথ বলে, মাতা বসি থাক তুমি। তব পুত্রে বাঁচাইতে চলিলাম আমি॥ তব পুত্র প্রসাদ ল'য়ে আসিবে এক্ষণে। খাও মা প্রসাদ বলি দিবে সে বদনে॥ এত বলি অন্তর্দ্ধান হয়ে নারায়ণ। গোপী-গোয়ালিনী পুত্র করিল সৃজন॥ হস্তেতে প্রসাদ তার দিয়া জগন্নাথ। পাঠায়ে দিলেন তারে জননী সাক্ষাৎ॥ জগন্নাথ কিবা লীলা শ্রীক্ষেত্রে করিল। গোপী-গোয়ালিনী মৃত-পুত্রে বাঁচাইল॥ প্রসাদ আনিয়া পুত্র মা বলিয়া ডাকে। প্রসাদ তুলিয়া দিল গোয়ালিনী মুখে॥ পুত্র ল'য়ে গোয়ালিনী নিজ দেশে এল। কিছুদিন পরে তার স্বর্গবাস হ'ল॥ কহে ঈশ্বর সরকার, হায় কিবা করি। এ রসে না মজিল মম মন মত্ত করি॥ গ্রন্থ লিখে গেল দিন তনু ক্ষীণ ভাবে। হেরিব শ্রীক্ষেত্র আমি আখিভরি কবে॥ পাপ নেত্রে না হেরিনু শ্রীক্ষেত্রের ধাম। মহাপ্রভু হে পুরাও মোর মনস্কাম॥

শ্রীজগন্নাথদেবের বৈষ্ণববেশধারণপূর্ব্বক চম্পক রাজার মহোৎসবে আগমন

চম্পক নামেতে রাজা অবন্তীরপতি। কৃষ্ণপরায়ণ রাজা বৈষ্ণবেতে মতি॥ চিরদিন সাধুসেবা করেন রাজন্। প্রত্যহ করেন লক্ষ বৈষ্ণব-সেবন॥ পরম সাধু যে রাজা চম্পক ভূপতি। বৈষ্ণব-পদরজে স্নান তর্পণ নিতি॥ প্রভাতেতে গাত্রোত্থান করিয়া রাজন্। বৈষ্ণবে প্রণাম করি কৃষ্ণগুণ গান॥ মহোৎসব শুরু হৈল প্রভাতের কালে। সেবায় উদ্‌যোগ কৈল বৈষ্ণব সকলে। লক্ষ বৈষ্ণব আসিয়া করিছে সেবন। কেহ গায় কেহ করে হরি-সংকীর্ত্তন॥ কেহ বা দেয় প্রসাদ সাধুর বদনে। আনন্দ করেন সবে হরষিত মনে॥ যার মুখে হরিনাম শুনেন শ্রবণে। আনন্দে প্রসাদ দেন তাহার বদনে॥ জাতিজ্ঞান নাহি করে শ্রীক্ষেত্রে যেমন। রাজার বাজারে প্রাসাদ কৈল

তেমন॥ দ্বিতীয় জগন্নাথ-ক্ষেত্র সৃজিল রাজন্। বিনামূল্যে প্রসাদ করেন বিতরণ॥ যেই যায় সেই খায় রাজার বাজারে। জাতি পাতি সেথায় বিচার নাহি করে॥ এরূপে প্রসাদ দান হ'তেছে রাজার। আনন্দে ব'সেছে তথা আনন্দবাজার॥ শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর প্রসাদ কিনে খেতে হয়। চম্পক রাজার প্রসাদ বিতরিত হয়॥ এই-রূপে হইতেছে প্রসাদ-বাজারে। কত যে বৈষ্ণব সেবা হাজারে হাজারে॥ হেনকালে বৈষ্ণববেশে দেব-জগন্নাথ। চম্পক বাজারে আসি দিলেন সাক্ষাৎ॥ গলে তুলসীর মালা, নাসায় তিলক। অঙ্গে পরি নামাবলী হইয়া পুলক॥ ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস পিন্ধন কটিতে। হরিনাম করে মালা জপিতে জপিতে॥ জয় হোক্ চম্পকরাজ বলিয়া হরিষে। জগন্নাথ আসিলেন বৈষ্ণবের বেশে॥ মহা আনন্দিত হ'য়ে চম্পক রাজন্। ধরণী লোটায়ে বন্দে বৈষ্ণব-চরণ॥ বৈষ্ণব জ্ঞানেতে রাজা কত ভক্তি করে। গলে বাস কৃতাঞ্জলি দণ্ডায় গোচরে॥ দশনে ধরিয়া তৃণ চম্পক রাজন্। সজল নেত্রেতে করে বৈষ্ণব-দর্শন॥ দেখিয়া রাজার ভক্তি ছদ্ম জগন্নাথ। সদয় হৃদয়ে করে রাজার সাক্ষাৎ॥ দেখিয়া আনন্দ মহোৎসব রাজার। আনন্দে ভাসিল হরি, কি কহিব আর॥ মনে মনে জগন্নাথ হইয়া পুলক। বলে, দ্বিতীয় ক্ষেত্র যে করেছে চম্পক॥ মম বাজারেতে প্রসাদ ক্রয় করি খায়। রাজার বাজারে প্রসাদ বিনামূল্যে পায়॥ আমা হৈতে ধন্য এই চম্পক রাজন। আনন্দবাজার হেরি জুড়াল নয়ন॥ মনে মনে প্রশংসা করিয়া নারায়ণ। বসিলেন বৈষ্ণবাসনে হ'য়ে হৃষ্টমন॥ রাজা বলে, কহ দেখি বৈষ্ণব-ঠাকুর। কোথা হৈতে সমাগত, বাস কতদূর॥ বহুদিন মহোৎসব করি যে বৈষ্ণবে। কোনদিন তোমা নাহি দেখি মহোৎসবে॥ ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীক্ষেত্রের স্বামী। অতি অল্পদিন বৈষ্ণব হইয়াছি আমি॥ সেবাদাসী আছে মোর পরমা-সুন্দরী। তারে একা রেখে কোথা যাইতে না পারি॥ নয়নে-নয়নে তারে রেখেছি যতনে। হেরে পাছে লয় কেহ সে মহারতনে॥ একবার হারায়ে ছিলাম পঞ্চবটী বনে। কত দুঃখ পেয়েছি হে না যায় বর্ণনে॥ পুনঃ

সেবাদাসী কৈনু আনন্দিত মনে। সে সেবাদাসীরে হারাই শ্রীবৃন্দাবনে॥ তৃতীয় সেবাদাসী কৈনু ন'দে প্রবেশিয়া। তাহারে হারাই আমি কাটোয়াতে গিয়া॥ চতুর্থ সেবাদাসী যে শ্রীক্ষেত্রেতে রয়। রূপে গুণে মহাধন্যা কি কব কথায়॥ বারে বারে হারাই, এবার হারাই পাছে। সেবাদাসী হারান আমার রোগ আছে॥ মরমের কথা সব কহিনু মহাশয়। শ্রীক্ষেত্রেতে বাসা মোর, শুন পরিচয়॥ রাজা বলে, বাসা হয় উত্তম তোমার। যথায় শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-অবতার॥ পরম বৈষ্ণব তুমি পূরে মনোসাধ। নিত্য নিত্য পাও মহাপ্রভুর প্রসাদ॥ এমন প্রসাদ ছাড়ি বৈষ্ণব ঠাকুর। বৈষ্ণব প্রসাদ পেতে এসেছ এতদূর॥ প্রভু বলে, চম্পক বলি হে তব ঠাঁই। বৈষ্ণব-প্রসাদ তুল্য প্রসাদ যে নাই॥ তাহার প্রমাণ রাজা শুনহ অবাধে। স্বয়ং জগন্নাথ তুষ্ট বৈষ্ণব-প্রসাদে॥ একমনে মহারাজ করহ শ্রবণ। বৈষ্ণবের প্রসাদ তত্ত্ব করিব বর্ণন॥ যুগে যুগে জগন্নাথ বৈষ্ণব-আজ্ঞাকারী। বৈষ্ণব-প্রসাদ ল'য়ে ছিল শিরোপরি॥ বৈষ্ণব-প্রসাদে হয় আমার আহ্লাদ। ব্রহ্মার বাঞ্ছিত বস্তু বৈষ্ণব-প্রসাদ॥ চতুর্যুগে আছে বৈষ্ণব-প্রসাদের গণ্য। দেবগণ সে প্রসাদে হইয়াছে ধন্য॥ তাহার প্রমাণ রাজা করহ শ্রবণ। বৈষ্ণব-প্রসাদ-তত্ত্ব করিব বর্ণন॥ অষ্টাদশ ভারত আদি পুরাণ প্রমাণ। আছে ব্যক্ত বৈষ্ণবের প্রসাদের মান॥ যুধিষ্ঠির হৈল রাজা হস্তিনানগরে। দ্রৌপদী করেন ব্রত পরম আদরে॥ শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে আসি দ্রুপদ-নন্দিনী। করপুটে বলে, শুন দেব চিন্তামণি॥ আজ্ঞা কর ভগবান্ এই অধীনিরে। কি ব্রত করিলে ঘণ্টা বাজে স্বর্গদ্বারে॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, ব্রত-বিবরণ। নিষ্ঠামনে কর এক বৈষ্ণব-সেবন॥ বৈষ্ণবের সেবা করাইলে সমাদরে। গ্রাসে গ্রাসে বাজে ঘণ্টা স্বর্গের দুয়ারে॥ বৈষ্ণব-প্রসাদে ভক্তি কর একমনে। স্বর্গেতে বাজিবে ঘণ্টা শুনিবে শ্রবণে॥ দ্রৌপদী বলেন, শুন, প্রভু শ্রীমাধব। তব নাম জপে যেই সেই ত বৈষ্ণব॥ তুমি বৈষ্ণবের মূল ওহে দয়াময়। তব সেবা কৈলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়॥ স্বর্গদ্বারে ঘণ্টা বাজাবার কর্ত্তা তুমি। আজ্ঞা কর সেবনে উদ্যোগ করি আমি॥ দ্রৌপদীর প্রতি তবে কহেন শ্রীকৃষ্ণ। আমাপেক্ষা বৈষ্ণব-প্রসাদ

হয় শ্রেষ্ঠ ॥ বৈষ্ণব মম মাতা বৈষ্ণব মম গুরু। বৈষ্ণব-বাঞ্ছা পূরাতে আমি কল্পতরু ॥ তাহার প্রমাণ শুন দ্রৌপদী সুন্দরী। বৈষ্ণবের প্রসাদেতে আমি অধিকারী ॥ ত্রেতাযুগে বৈষ্ণব ছিল দশরথ রাজন। পিতা ব'লে যার প্রসাদ করেছি ভক্ষণ ॥ যার শ্রীমুখের আজ্ঞা শিরোপরে ধরি। বনবাস গিয়াছিনু জটাবল্ক পরি ॥ যদি বল দশরথ ক্ষত্রিয় রাজন্। ভক্ত বিনা আমায় পেয়েছে কোন্‌জন ॥ যেই ভক্ত সেই বৈষ্ণব ইথে নাহি আন। বৈষ্ণব-প্রসাদে মম পরম যতন ॥ দ্বাপরেতে নন্দগোপ পরম বৈষ্ণব। যার প্রসাদ গ্রহণ করি আমি শ্রীমাধব ॥ যেই বৈষ্ণব সেই আমি, শুন সুন্দরি। বৈষ্ণব-প্রসাদে আমি হই আজ্ঞাকারী ॥ বৈষ্ণবের মুখে করি দ্বিতীয় ভোজন। বৈষ্ণব-প্রসাদ শ্রেষ্ঠ ইহার কারণ ॥ অতএব দ্রৌপদী বৈষ্ণব-সেবা কর। স্বর্গেতে বাজিবে ঘণ্টা মম আজ্ঞা ধর ॥ আজ্ঞা শুনি বলে তবে দ্রৌপদী সুন্দরী। কল্য প্রাতে উদ্যোগ করিব হে শ্রীহরি ॥ আনিয়া দিবে মোরে বৈষ্ণব একজন। কল্য প্রাতে করাব আমি বৈষ্ণব ভোজন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন কৃষ্ণা বরাননে। বৈষ্ণব সেবিবে তুমি নিষ্ঠা করি মনে ॥ নানাজাতি বৈষ্ণব যে না যায় কথন। বৈষ্ণবের জাতিজ্ঞান না করিবে কখন ॥ জাতিজ্ঞান হ'লে কার্য্য সিদ্ধ না হইবে। স্বর্গদ্বারে ঘণ্টা তবে আর না বাজিবে ॥ যখন বৈষ্ণব তুমি করাবে ভোজন। গলে বাস কৃতাঞ্জলি করিবে পূজন ॥ ভক্তি বিনা মুক্তিপদ কভু নাহি হয়। ইহা বলিলেন তবে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ নিশা অবসানকালে গাত্রোত্থান করি। স্নান করি আইলেন পাণ্ডবের নারী ॥ শ্বপচ জাতি বৈষ্ণব দেখি নারায়ণ। তাহার আশ্রমে গিয়ে করে নিমন্ত্রণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, বৈষ্ণব মহাশয়। অদ্য তব সেবা হবে দ্রৌপদী-আলয় ॥ ধর ধর নিমন্ত্রণ, ধর হে বৈষ্ণব। এত বলি নিমন্ত্রণ করেন শ্রীমাধব ॥ এখানেতে দ্রৌপদী সে করিয়া রন্ধন। করিয়াছে সেবার সমস্ত আয়োজন ॥ সুবর্ণের থালে অন্ন ভৃঙ্গারেতে জল। ভোজনের আয়োজন করেছে সকল ॥ ক্ষীর সর ননী আদি সেবা উপচার। বৈষ্ণব সেবিবে মনে আনন্দ অপার ॥ মনে মনে দ্রৌপদী সে হ'য়ে ভক্তিমতী। গলে

বাস কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়েছে সতী ॥ হেনকালে সে শ্বপচ শ্রীরাম-বৈষ্ণব। আইল করিতে সেবা দেবের দুর্লভ। গলে তুলসীর মালা তিলক নাসায়। পুলক শরীরে সাধু কৃষ্ণগুণ গায় ॥ দ্রৌপদী নিকটে সাধু উপনীত হৈল। শ্বপচ বৈষ্ণব দেখি দ্রৌপদী চিনিল ॥ মনে মনে দ্রৌপদী সে কহিছে তখন। এ বৈষ্ণব নয়, চিনি শ্বপচ-নন্দন ॥ ইহা ভাবি দ্রৌপদী ভক্তি বিস্মৃত হৈল। শ্বপচ বলিয়া মনে ভক্তি না করিল ॥ অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তরে জানিয়ে। আইলেন দয়াময় দ্রৌপদী-আলয়ে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্রৌপদী, ভক্তি তুমি কর। অবশ্য বাজিবে ঘণ্টা মম আজ্ঞা ধর ॥ 'যে আজ্ঞে' বলি দ্রৌপদী ভক্তি যে করিল। তবে ঘণ্টা গ্রাসে গ্রাসে বাজিতে লাগিল ॥ সেবান্তে শ্বপচ করিলেন আচমন। সেই প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণ করিল গ্রহণ ॥ তবে সে দ্রৌপদী প্রসাদ বিশ্বাস করিল। বৈষ্ণব- প্রসাদে ঘণ্টা স্বর্গেতে বাজিল ॥ বৈষ্ণব-প্রসাদ তেজ দেখি নারায়ণে। স্বর্গেতে বাজিল ঘণ্টা বৈষ্ণব-সেবনে ॥ ইহা বলি ছদ্ম-সাধু সেবায় বসিল। চতুর্ভুজ ছদ্মবেশে প্রসাদ খাইল ॥ অপরূপ দেখি ভূপ কহেন তখন। গলে বাস কৃতা-ঞ্জলি করেন স্তবন ॥ কে তুমি গো মহাশয় দেহ পরিচয়। ছদ্মবেশ ধরি এলে আমার আলয় ॥ ছদ্ম-বৈষ্ণব বলে, আমি জগন্নাথ হই। শুন ভূপ স্বরূপ তোমারে আমি কই ॥ ধন্য ধন্য রাজা তুমি মহাপুণ্য-বান্। বৈষ্ণব বেশেতে আমি দেব-ভগবান্ ॥ জগন্নাথ রূপেতে শ্রীক্ষেত্রে অবতার। দরশন করিলে হে জীবের নিস্তার ॥ জগন্নাথ-রূপ যেই দেখিবেক রথে। পুনঃ জন্ম নাহি তার হইবে মরতে ॥ নরপতি দেব-প্রতি যুড়ি দুই হাত। আর এক কথা কহি শুন জগন্নাথ ॥ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য যে বাড়ালেন হরি। তাহার তদন্ত কহ ভবের কাণ্ডারী ॥ তব শ্রীচরণে রতি মতি আছে যার। সেই সে পরম বৈষ্ণব চতুর্ব্বেদ সার ॥ কোন্‌জন পরম বৈষ্ণব কহ নারায়ণ। কিবা তার যাজন কর্ম্ম কি তার লক্ষণ ॥ জগন্নাথ বলে, শুন, শুন হে রাজন্। সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিহরি করে যে সাধন ॥ কর্ম্মকাণ্ড বিষভাণ্ড যেই ভাবে মনে। জ্ঞানকাণ্ড বাহ্যভক্তি যেইজন মানে ॥ তাহাতে

না হয় প্রেম জানিও নিশ্চয়। পরকীয়া-সখী ভাব প্রকৃতি আশ্রয় ॥ সঙ্গোপনে প্রেম তাহে জানিবে নিশ্চয়। সখিত্ব হইলে সে বৈষ্ণব মহাশয় ॥ জিহ্বাযন্ত্রে কৃষ্ণনাম অহর্নিশ যার। স্বকীয়া পতিত সদা পরকীয়া সার ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার। পরকীয়া মানে সদা স্বকীয়া আচার ॥ নামে রতি মতি করে সাধন কারণ। প্রকৃতি আচার তার নহে সাধারণ ॥ প্রেমভক্তি সুধারস তাহাতে সৃজন। অগ্রে প্রেম পরে ভক্তি এই সে লক্ষণ ॥ দেবাচার লোকাচার দেশাচার সব। সর্ব্বাচার ভ্রষ্ট কৈল পরম বৈষ্ণব ॥ জাতি-কুল মান-অভিমান নাহি মানে। যার পায় তার খায় মহাতত্ত্ব জ্ঞানে ॥ জাতি লজ্জা ভয় ঘৃণা নাহি জানে কভু। সর্ব্বজীবে মান্য করে স্বয়ং মহাপ্রভু ॥ জাতি বিদ্যা মহাতত্ত্ব না করে গমন। রূপ যৌবন বিসর্জ্জন ধরাতে শয়ন ॥ গৃহ ধন সমভাবে থাকেন যথায়। জীবে নিষ্ঠা কুক্কুর-উচ্ছিষ্ট পেলে খায় ॥ বিকার রহিত যেই আচার লঙ্ঘন। সমভাবে ভাবে যেই বিষ্ঠা ও চন্দন ॥ সর্ব্বজীবে গুরুজ্ঞান নিজে নত হয়। পরম বৈষ্ণব সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ নীচ শূদ্র দ্বিজ রাজা যেইজন করে। পরম বৈষ্ণব সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ বৈষ্ণবের লক্ষণ কিছু নাহি দেখ আর। গৃহ-উদাসীন যেবা নাহি গৃহাচার ॥ শিব-শঙ্কর সনাতন বৈষ্ণব-লক্ষণ। আচার রহিত করে মিলাতে সাধন ॥ ভূপতি বলেন, প্রভু করি নিবেদন। কৃপা করি মোরে যবে দিলে দরশন ॥ কোন্ যুগে কোন্ দেহ করিলে ধারণ। দয়া করি সে রূপ দেখাও ভগবান ॥ নিরাকার নিরঞ্জন তুমি দয়াময়। কোন্ অবতারে কারে হইলা সদয় ॥ প্রথমেতে নিরঞ্জন স্বরূপ ধারণ। জলাশয়ে ছিলে বটপত্রেতে শয়ন ॥ কিরূপে ভাসিলে জলে দেব-দয়াময়। সদয় হইয়া তাহা কহিতে আজ্ঞা হয় ॥ আমি অতি দীনহীন পাপাত্মা অধম। পাইয়া অদৃষ্টক্রমে সমস্ত উত্তম ॥ মহা পুণ্য করেছিনু জন্ম জন্মান্তর। গৃহে বসি পেনু তাই দর্শন তোমার ॥ ধন্য ধন্য প্রভু দয়াময় তুমি হরি। এ অধমে দরশন দিলে দয়া করি ॥

জগন্নাথ কর্ত্তৃক দশ-অবতারের রূপ বর্ণন

প্রথমেতে নিরাকার নীর-অবতার। জলময় জলাশয় জলধি-আকার॥ পৃথিবী নাহিক ছিল, সব জলময়। জলধি-উপরে কিছু দৃষ্ট নাহি হয়॥ নিরাকার বটপত্রে করিয়া শয়ন। কিছুদিন পরে কৈনু পৃথিবী সৃজন॥ সত্যযুগে এইরূপ নীর-অবতার। ধরণীতে হৈল তবে প্রাণের সঞ্চার॥ সংক্ষেপেতে কহি রাজা করহ শ্রবণ। ত্রেতা-যুগে রামরূপে রাবণ নিধন॥ অহল্যা পাষাণ হয় জলধি বন্ধন। কপিকুল পবিত্র ও গুহক মোচন॥ পাপীর উদ্ধার আর লীলার ঘোষণা। তাড়কা নিস্তার আর কাষ্ঠতরী সোনা॥ দস্যু রত্নাকরে দিয়ে পূণ্য রামনাম। মুনিতত্ত্বে পূরালাম নিজ মনস্কাম॥ দশরথ মনো-রথ পূরণ কারণ। কৌশল্যা পবিত্র করি হইয়ে নন্দন॥ মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণ রচিল। সেই গ্রন্থ শুনি কত পাতকী তরিল॥ অদ্যাবধি রামায়ণ সংসারে চলিত। মহা মহা সাধুগণে করয়ে পূজিত॥ তদন্তরে দ্বাপরে হৈনু কৃষ্ণ-অবতার। বৃন্দাবনে লীলা স্থান বিদিত সংসার॥ দৈবকী-জঠরে জন্ম শ্রীকৃষ্ণরূপেতে। লীলা হেতু আইলাম শ্রীবৃন্দাবনেতে॥ করিলাম কৃষ্ণলীলা গোপী-গোপ লয়ে। কত ভক্ত উদ্ধারিলাম কৃষ্ণনাম দিয়ে॥ কিছুদিন বৃন্দাবনে করিয়া বসতি। কংস বধি মথুরাতে হইনু নৃপতি॥ তদন্তরে দ্বারকা যে করিয়া সৃজন। ছাপান্ন কোটি যদুবংশ করিনু গণন॥ তৎপরে পাণ্ডবসহ করিয়া মিলন। কুরুক্ষেত্রে কুরুবংশ করিনু নিধন॥ অতঃপর প্রভাস-যজ্ঞ প্রভাসের তীরে। গোপীগণ-সহ রাজা মিলন তৎপরে॥ পরে যদু-বংশ ধ্বংস হইলে সকল। কৃষ্ণলীলা অন্তভাগে হইল অচল॥ তদন্তরে কৃষ্ণরূপ করিয়ে গোপন। ব্যাধ-পুত্র হস্তে হৈনু স্বয়ং নিধন॥ তদন্তরে শচী-গর্ভে জনম লইয়ে। গৌরাঙ্গ-অবতার হই নদীয়াতে গিয়ে॥ লইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম দণ্ড-কমুণ্ডল। হরিনামে উদ্ধারিনু পাতকী সকল॥ তদন্তরে গৌরাঙ্গরূপ করিয়া গোপন। জগন্নাথ রূপে জীবে দিলাম দর্শন॥ জগন্নাথ-অবতার কথা শুনেছ শ্রবণে। গৃহে বসি সেই রূপ দেখিলে নয়নে॥ আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর নররায়। লীলারূপ

হ'য়ে ভুপ কহিব তোমায়॥ তুমি হে পরম ভক্ত, রাজা মহাশয়। তোমার উপরে আমি হইনু সদয়॥ রাজা বলে, মহাপ্রভু কহ দেখি শুনি। জগন্নাথ-অবতারে অপূর্ব্ব কাহিনী॥ তব দরশনে আইল ধার্ম্মিক বিভীষণ। রোদন করি লঙ্কায় করিল গমন॥ বৈষ্ণবের চূড়ামণি ধার্ম্মিক সুজন। কি দোষে প্রভু তারে না দিলে দরশন॥ ত্রিদিবস শ্রীমন্দিরে দ্বার না খুলিলে। কেন প্রভু বিভীষণে দর্শন না দিলে॥ তাহার তদন্ত প্রভু কহ দেখি শুনি। লক্ষ্মী কেন বিভীষণে দর্শনে কৈল হানি॥ কহে দীন সরকার শ্রীকৃষ্ণের পদে। বিপদে পড়িলে হরি রেখো হে শ্রীপদে॥ আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সাধন। দয়া করি দয়াময় দেহ শ্রীচরণ॥

———

বিভীষণের জগন্নাথ-দর্শনে নিষেধ বিবরণ ও জগন্নাথের উক্তি

জগন্নাথ বলে, রাজা, শুন বিবরণ। বিভীষণ দর্শন না হৈল কি কারণ॥ লক্ষ্মীরূপা সীতা যবে হরিল রাবণ। রথ ল'য়ে লঙ্কাপুরে করিল গমন॥ সীতাকে লইয়া দুষ্ট অশোকের বনে। দণ্ডাইয়া বিভীষণ দেখিল নয়নে॥ রাবণ সে জিজ্ঞাসিল বিভীষণ প্রতি। তুমি হে ধার্ম্মিক তব যোগে রতি মতি॥ দেখ দেখ এই নারী কাহার রমণী। ধ্যানে চিন্তে পার যদি নর-নারায়ণী॥ মানুষী কি নারায়ণী কহ তুমি মোরে। দিব্য নেত্রে দেখ তুমি যোগাসন করে॥ রাজভয়ে বিভীষণ কিছু না বলিল। তথা হৈতে বিভীষণ স্বস্থানে চলিল॥ মনে মনে সীতাদেবী ভাবিল তখন। জেনে শুনে তবু না কহিল বিভীষণ॥ যদি বলিতেন ইনি সত্যনারায়ণী। সীতারূপী স্বয়ং লক্ষ্মী সব আমি জানি॥ যথার্থ বলিলে রাবণ ভয়ার্ত্ত হইত। অশোকের বনে এত কষ্ট নাহি দিত॥ সে অবধি ক্রোধ সীতার ছিল মনে মনে। দরশন নাহি করিলেন বিভীষণে॥ লক্ষ্মীর সে ক্রোধ আমি নিবারিতে নারি। রাখিলেন শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ করি॥ রাজা কহে, কহ শুনি দেব-ভগবান্। বিনা

দোষে বিভীষণে কৈলে অপমান ॥ শুদ্ধ বিচার করিয়া দেখ নারায়ণ। কোন দোষী নহে সেই বিভীষণ ॥ যখন সে জিজ্ঞাসিল রাবণ নৃপমণি। বল দেখি বিভীষণ সীতা কোন ধনি ॥ মানুষীর সম সীতা জানে বিভীষণ। সে পরিচয় দিলে আর কি হবে এখন ॥ বলিলে রাবণ না ছাড়িবে দুবাচার। সে পরিচয়ে সীতার কোন্ উপকার ॥ সেই দুঃখে বিভীষণ কিছু না কহিল। রাবণ-প্রতি ক্রোধ করি গৃহেতে চলিল ॥ তাঁর দরশনে হানি করা যুক্তি নয়। বিনা দোষে কত কষ্ট পেয়েছে মহাশয় ॥ ভেবে দেখ নারায়ণ তোমার কল্যাণে। নিজ-পুত্র তরণীরে পাঠাইল রণে ॥ আপনার জ্যেষ্ঠ-সহোদর সে রাবণ। তারে পরিত্যাগ কৈল তোমার কারণ ॥ পরিহরি বিভীষণ লঙ্কা-অভিলাষ। হইয়াছিলেন তব শ্রীচরণে দাস ॥ রাজ্য ভাই ত্যাগ করি আত্ম-পরিজন। লইয়াছিলেন তব চরণে শরণ ॥ পরিবার সহ সে ধার্ম্মিক বিভীষণ। করেছিল তব পদে দেহ সমর্পণ ॥ তোমা বিনা বিভীষণ অন্য নাহি জানে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তব শ্রীচরণে ॥ তব আজ্ঞা বিনা অন্যে মন নাহি তার। যে কার্য্য করয়ে সব আজ্ঞায় তোমার ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা সম শাস্ত্রের লিখন। তব আজ্ঞায় ভ্রাতৃবধূ করেছে গ্রহণ ॥ তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে বিভীষণ। তব আজ্ঞা যথাশক্তি করেছে পালন ॥ আমার বিচারে এই হয় নারায়ণ। লঙ্কাধামে গিয়া তারে দাও দরশন ॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু হলেন বিদায়। স্মরিয়া শ্রীকৃষ্ণপদ ঈশ্বরচন্দ্র গায় ॥

বিভীষণকে দর্শন দিতে দ্বিজবেশে জগন্নাথের লঙ্কায় প্রবেশ

সভা করি বিভীষণ. বসি রাজসিংহাসন, প্রজাগণ করযোড়ে রয়। আছে রাজছত্র ধরি, বামে বসি মন্দোদরী, সখীগণে চামর ঢুলায় ॥ কি সেজেছে বিভীষণে, বসি রাজ-সিংহাসনে, সে-শোভা বর্ণিতে পারি নাই। একে সাধু বিভীষণ, তাহে শোভা সিংহাসন, দিগ্বিজয়ী

রাবণের ভাই ॥ যে রাবণের শিরে ছত্র, ধরেছে সহস্র নেত্র, দেবগণ ছিল আজ্ঞাকারী। তাহার আজ্ঞায় হয়, শমনে রক্ষিতে হয়, পবন যার দ্বারের দ্বারী। হেন রাবণের ভাই, তুলনাতে যার নাই, অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক বিভীষণ। রাম-সনে মিতা করি, পাইলেন মন্দোদরী, পাইলেন স্বর্ণ সিংহাসন ॥ তার রাণী মন্দোদরী, অদ্বিতীয় সে সুন্দরী, সেই ত কনক-লঙ্কাধামে। যে নারী ল'য়ে রাবণ, বসিতেন সিংহাসন, সেই নারী বিভীষণ-বামে ॥ আছে সেই সব লঙ্কা, কেবল যে পোড়া লঙ্কা, হনুমান্ চিহ্ন অদ্যাবধি। দেখে না লঙ্কাতে এসে, পাষাণ জলেতে ভাসে, শিলে বাঁধা আছে জলনিধি ॥ লঙ্কায় প্রবেশি হরি, দেখে নিরীক্ষণ করি, পূর্ব্ব-লীলা করেন দর্শন। পোড়া লঙ্কা বিদ্যমান খেদ করে ভগবান্, ধন্য বীর পবন-নন্দন ॥ যে লঙ্কার তুল্য নাই, পোড়ায়ে করেছে ছাই, অদ্যাবধি আছে সেই পোড়া। ধন্য বীর-অবতার, স্বর্ণলঙ্কা ছারখার, পোড়া লঙ্কা নাহি গেল জোড়া ॥ ইহা বলি নারায়ণ, আসি উপনীত হন, যথায় ধার্ম্মিক বিভীষণ। কবি সরকার কয়, শুন প্রভু দয়াময়, অন্তে যেন পাই শ্রীচরণ ॥

সিংহাসনে বিভীষণ বসিয়ে যথায়। দ্বিজবেশে জগন্নাথ আইল তথায় ॥ জয় হোক বলি কহে ছদ্ম-দ্বিজরায়। দণ্ডায়মান হইয়ে কল্যাণ জানায় ॥ দ্বিজমূর্ত্তি দেখিয়া তখন বিভীষণ। যোড়করে স্তব করে ত্যজি সিংহাসন ॥ মন্দোদরী ভূমে লুটি করিল প্রণাম। মন্দোদরী দেখি হাসে প্রভু গুণধাম ॥ বিভীষণ জিজ্ঞাসা যে করেন তখন। কহ, কোথা হৈতে তব হৈল আগমন ॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, শুন, ধার্ম্মিক-বিভীষণ। শ্রীক্ষেত্রে নিবাস মম জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥ অদ্য দিবস ক্ষুধাতুর আছি হে রাজন্। দয়া ক'রে করাও রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ বিভীষণ বলে, আমি জাতিতে রাক্ষস। ব্রাহ্মণ-সেবাতে প্রভু না করি সাহস ॥ ঈষৎ হাসিয়া তখন বলে ভগবান্। ব্রহ্মচারী দ্বিজ আমি নাহি জাতিজ্ঞান ॥ জাতি বিদ্যা কুলাচার নাহি জানি মনে। যথা তথা সেবা করি ব্রহ্মচারী জ্ঞানে ॥ সব জ্ঞান করি আমি ব্রহ্ম-সম জ্ঞান। বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আছি শুন বিভীষণ ॥ ত্বরিতে করাও তুমি

ব্রাহ্মণ ভোজন। বিশেষ তোমায় দেখি বৈষ্ণব-লক্ষণ॥ বৈষ্ণবেরে ভালবাসি শুন হে রাজন্। বৈষ্ণব শ্রীবিষ্ণু আন নহে কদাচন॥ বৈষ্ণব মম জাতি কুল প্রাণ সমান। বৈষ্ণবেরে জ্ঞান করি দ্বিতীয় ভগবান্॥ বৈষ্ণব আমার নাথ জ্ঞান কল্পতরু। বৈষ্ণবকে সদা আমি ব'লে থাকি গুরু॥ হরেকৃষ্ণ হরে রাম যার মুখে শুনি। সেই সে আমার গুরু বৈষ্ণব-চূড়ামণি॥ তাহার প্রসাদ আমি করি হে গ্রহণ। জাতিজ্ঞান নাহি করি শুন বিভীষণ॥ বৈষ্ণব-নিকটে আমি সর্ব্বদা বিক্রয়। যেই বৈষ্ণব সেই আমি অন্য কিছু নয়॥ রাবণও ত ধার্ম্মিক ছিল বিভীষণ। রাম করে, নিধন হ'য়ে বৈকুণ্ঠে গমন। তুমি ত রাবণের ভাই ধার্ম্মিক সুধীর। দয়া ক'রে মোরে ভোজন করাও বীর॥ বিভীষণ বলে প্রভু, করি নিবেদন। পাকের উদ্‌যোগ করি করহ রন্ধন॥ ছদ্ম-দ্বিজ বলে, শুন রাজা বিভীষণ। পুনঃ কেন জাত পাত ভাবহ এখন॥ তোমাতে আমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাই। পরম ধার্ম্মিক তুমি রাবণের ভাই॥ তোমার স্বপাক অন্ন আনহ এখন। মন্দোদরী মহারাণী করেছে রন্ধন॥ মন্দোদরী সতী, তুমি রাবণের ভ্রাতা। তোমাদের অন্ন নাই খেতে কোন বাধা॥ আন আন অন্ন আন আন হে সত্বর। সময় বহিয়ে যায় ক্ষুধায় কাতর॥ যাও যাও মন্দোদরী অন্ন আনি দাও। গগনে হইল বেলা দ্বিজ-মুখ চাও॥ পুনঃ পুনঃ বলে দ্বিজ সহিতে নারিয়া। স্বর্ণথালে অন্ন রাণী আনিল ভরিয়া॥ স্বর্ণ-ভৃঙ্গারেতে জল পদ-প্রক্ষালনে। বিভীষণ ঢালে জল দ্বিজের চরণে॥ ভোজনে বসিল ছদ্ম-দেব-জগন্নাথ। ভক্তিবলে খান প্রভু রাক্ষসের ভাত॥ জগন্নাথ বলে, শুন মন্দোদরী রাণি। উত্তম হয়েছে পাক কেমনে বাখানি॥ শ্রীক্ষেত্রেতে পাক করে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। তোমার নিকটে সেও গেল হার মানি॥ কি চমৎকার রন্ধন করিয়াছ সব। শ্রীক্ষেত্রের প্রসাদ তব কাছে পরাভব॥ যদি চারি হস্ত মোর দিত বিধিবর। পরম আহ্লাদে পূর্ণ করিতাম উদর॥ ইহা বলি মহাপ্রভু চারি হস্ত কৈল। নিজরূপে বিভীষণে দরশন দিল॥ জগন্নাথ-মূর্ত্তি

প্রভু ধরিয়া তখন। বিভীষণে দয়া করি দিল দরশন॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। সশরীরে বিভীষণের বৈকুণ্ঠে গমন॥

কুবের হাড়ির জীবন-বৃত্তান্ত

অবন্তীনগর ছিল শ্রীক্ষেত্র যে ছাড়ি। তাহাতে বসতি করে হিরু নামে হাড়ি॥ সুদেবী নামেতে ছিল তাহার রমণী। যথাকালে গর্ভবতী হইলেন তিনি॥ তাহার গর্ভেতে আসি কুবের জন্মিল। প্রসব সময় আসি প্রবর্ত্ত হইল॥ কুবের-ভূমিষ্ঠকাল জানি দেবগণ। গগন হইতে পুষ্প করে বরিষণ॥ দুন্দুভি সুবাদ্য বাজে শুনিতে রসাল। জানিয়া কুবের হাড়ি ভূমিষ্ঠের কাল॥ সমাদরে অমর যে বিমানে রহিল। হেনকালে কুবের হাড়ি ভূমিষ্ঠ হইল॥ কুবের হাড়ির রূপ বর্ণিব যে কত। পূর্ণশশী খসি যেন ভূতলে পতিত॥ দীর্ঘকাল প্রকটিত দশ ইন্দ্র ফাঁদ। দ্বিনয়ন শোভে যেন আকাশের চাঁদ॥ বদনের অধোদেশ রক্ত বিম্ব সম। কোকনদ প্রস্ফুটিত শোভা অনুপম॥ সুচারু বদন তার অপরূপ শোভে। পদকমলে ঘোরে চঞ্চল অলি লোভে॥ এইরূপে কুবের হাড়ি ভূমিষ্ঠ হইল। দেবগণ ধন্য মানি স্বস্থানে চলিল॥ হিরু বলে, মম পুত্র নহে সাধারণ। ভূমিষ্ঠকালে হইল পুষ্প বরিষণ॥ হাড়ির লক্ষণ কিছু না দেখি যে দেহে। পূর্ণশশী অনুমানি আইল মোর গেহে॥ এমন লাবণ্য কভু না হেরি নয়নে। মায়া করি কে আইল হাড়ির ভবনে॥ এইরূপে কুবেরের কিছু দিন গেল। পঞ্চম বৎসর তার বয়ঃক্রম হৈল॥ বিদ্যা অধ্যয়ন-হেতু দিল পাঠশালে। অধ্যয়ন করে শিশু পরম কুশলে॥ এইরূপে কুবের হাড়ি করে অধ্যয়ন। হাড়ি ব'লে ছুঁই ছুঁই করে সর্ব্বজন॥ একত্রেতে একাসনে কেহ বৈসে নাই। সবে বলে, অন্তরে বৈস কুবের ভাই॥ আমরা সুভদ্র, তুমি হাড়ির তনয়। একাসনে একত্রেতে বসা ভাল নয়॥ আর এক কথা কুবের করহ শ্রবণ। বিদ্যা-অধ্যয়নে তব কিবা প্রয়োজন॥ হাড়ির তনয় তুমি শূকর—

রক্ষক। অকারণে পাঠশালে হ'তেছ লিখক ॥ তোমার এ বেদ বিদ্যা চলিবেক নাই। শূকর চরান বিদ্যা শিক্ষা কর ভাই ॥ ভেবে দেখ ওহে কুবের ক্রোধ কর পাছে। হাড়ি-পুত্র শিখে বিদ্যা কোন্ শাস্ত্রে আছে ॥ কায়স্থ বিশিষ্ট ভদ্র এরা বিদ্যাচারী। হাড়ি হ'য়ে কলম ধর লাজ লজ্জা ছাড়ি ॥ এতেক ভৎ'সনা যে কুবেরে করিল। আমি হাড়ি ব'লে তখন কুবের জানিল ॥ কান্দিল কুবের যে গো জগন্নাথে স্মরি। ঝর ঝর ঝরে দুই নয়নের বারি ॥ কেঁদে কেঁদে কুবের কলম ফেলে দিল। অভিমানে কুবের হাড়ি বনে প্রবেশিল ॥ বৃক্ষোপরে আরোহিয়া কুবের তখন। উর্দ্ধ'পদে হেঁটমুণ্ডে করেন সাধন ॥ দেখিয়া তাহার তপ দেব-জগন্নাথ। কুবের হাড়িকে বনে দিলেন সাক্ষাৎ ॥ জগন্নাথ বলে, কুবের শুনহ সত্বর। বৃক্ষ হ'তে নাম তুমি আমি দেই বর ॥ কুবের বলে, মনের কথা জান নারায়ণ। যেই অভিমানে বনে করি আগমন ॥ জগন্নাথ বলে, আমি জানি সব ভাই। তোমার সাক্ষাৎ হেতু আসিয়াছি তাই ॥ ত্যজ এবে পাঠশালার সে অভিমান। আয় কুবের দেই তোর চরণেতে স্থান ॥ ধ্যানভঙ্গ করিয়া সে কুবের তখন। যোড়করে জগন্নাথে করেন স্তবন ॥ ওহে হরি, মোরে যবে দিলে দরশন। তখনি পেয়েছি তব রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥ পুনঃ তব নিকটে এই যে প্রার্থনা। অগ্রে পূর্ণ কর পাঠশালার ভৎ'সনা ॥ জগন্নাথ বলেন, শুন হে মম বাণী। সকলে খাইবে কুবের তোমার ভোজনী ॥ অগ্রে তোমার ভোজনী করিবে গ্রহণ। পরেতে করিবে আসি আমায় দর্শন ॥ তোমার ভোজন নাহি করিলে গ্রহণ। বিফল হইবে তার মম দরশন ॥ বর দিনু আমি তোরে ত্যজ মনঃক্ষুণ্ণ। অদ্য হৈতে ষড়্শাস্ত্রে হও পরিপূর্ণ ॥ শতবর্ষ মনঃ-খেদ হবে নিবারণ। দেহান্তে হইবে তব বৈকুণ্ঠে গমন ॥ বর দিয়া চক্রপাণি হল অন্তর্দ্ধান। কুবেরের বিবরণ শুনে পুণ্যবান ॥

কুবের হাড়ির পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ

পূর্ব্বজন্মে কুবের হাড়ি ছিলেন রাজন্। অজয়নগরে ধাম মরুত-নন্দন॥ লক্ষসুধা নাম যে কুবেরের ছিল। পিতৃপুণ্য হইতে সে রাজত্ব পাইল॥ কৃষ্ণভক্ত হইলেন লক্ষসুধা রায়। অহর্নিশি মহারাজ কৃষ্ণগুণ গায়॥ নিত্য নিত্য সাধু-সেবা করে মহোৎসব। কৃষ্ণতুল্য মান্য করে পাইলে বৈষ্ণব॥ ইষ্ট কৃষ্ণ বৈষ্ণব এক সদা ভাবে মনে। সদা মন বাঁধা রাজার বৈষ্ণব-চরণে॥ বৈষ্ণবের নামে করে স্নানাদি তর্পণ॥ বৈষ্ণবের পদরজঃ অঙ্গের ভূষণ॥ লক্ষ লক্ষ সাধু-সেবা করেন রাজন্। সাধু-সেবা বিনা জল না করে গ্রহণ॥ অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানি মহাশয়। কভু নাহি থাকে রাজা পরের হিংসায়॥ কৃষ্ণনাম জপে সদা সানন্দ অন্তরে। জীবহিংসা-ভয়ে রাজা মৃগয়া না করে॥ এইরূপে হরে কাল রাজার নন্দন। দৈবযোগে ভৃগুমুনি কৈল আগমন॥ মহাতেজোময় যেন পাবকের নাথ। কৃষ্ণবক্ষে যেবা করেছিল পদাঘাত॥ মাংসাহারী সেই দ্বিজ মাংসেতে সেবন। রাজার নিকটে আসি মাগিল ভোজন॥ তিন দিন উপবাসী আছি হে রাজন্। দয়া করি করাও হে ব্রাহ্মণ ভোজন॥ লক্ষসুধা বলে, কহ ওহে গুণধাম। কোথাও বসতি তব কিবা ধর নাম॥ ভৃগুমুনি বলে, মম নাম ভৃগুমুনি। পরম তপস্বী আমি, শুন নৃপমণি॥ লক্ষসুধা রাজা বলে, শুন দ্বিজনাথ। তুমি করেছিলে কৃষ্ণবক্ষে পদাঘাত॥ মনে মনে অনুমান করে তপোধন। পরিচয় দিলে ভয় করিবে রাজন্॥ কৃষ্ণবক্ষে পদাঘাত করেছিল ইনি। তবে ইনি সামান্য ত নন ভৃগুমুনি॥ মনে মনে নিজ মান বাড়াইল মুনি। ব্যস্ত হ'য়ে বলে, আমি সেই ভৃগুমুনি॥ ক্রোধ করি বলে রাজা, তুমি সেই মুনি। তুমি যে গো মুনি নহ জ্বলন্ত আগুনি॥ সংসারের সার কৃষ্ণ জগতের নাথ। কোন্ দর্পে তাঁর বক্ষে কৈলে পদাঘাত॥ তুমি ষণ্ডা মোণ্ডাখোর জানিনু তোমাকে। পূজ্য ধনে ত্যাগ কর লাথি মার বুকে॥ যাও যাও দ্বিজ, তব তপ মুখে ছাই। কৃষ্ণ-বৈমুখ দ্বিজের পূজা করতে

কৃষ্ণগত-প্রাণমন কৃষ্ণেতে জীবন। কৃষ্ণ-বৈমুখ জনের না হেরি বদন॥ জনৈক কিঙ্করে সেই রাজা আজ্ঞা করে। ভৃগুমুনিকে করে দাও বাটীরে বাহিরে॥ ক্রোধেতে অস্থির হ'য়ে ভৃগু তপোধন। লক্ষসুধা রাজাকে শাপ দিল তখন॥ ক্রোধেতে কম্পিত মুনি ছিঁড়ে গোঁফ দাড়ি। শাপ দিনু লক্ষসুধা হও তুমি হাড়ি॥ আমি যদি মুনি হই শুন দুরাশয়। হাড়িকুলে জন্ম তোর হইবে নিশ্চয়॥ লক্ষ্মীহীন হবি পাপী, পাবি বহু তাপ। দেখিব কেমনে রক্ষে তোর কৃষ্ণ বাপ॥ রাজা বলে, শুনহ অজ্ঞান তপোধন। কৃষ্ণ যারে রাখে তারে মারে কোন্‌জন॥ তাহার প্রমাণ আছে রাজা পরীক্ষিৎ। ব্রহ্মশাপে তব শুনে কৃষ্ণের চরিত॥ শ্রীহরির পদে বাঁধা হৃদয় যাহার। কি করিতে পারে ব্রহ্ম-অভিশাপ তার॥ কৃষ্ণভক্ত লৌহ কত জানিহ নিশ্চয়। সে লৌহ হে কভু কি অগ্নিতে ভস্ম হয়॥ হাড়ি হইলেও ভাল শুনতপোধন। তথাপি না হেরি কৃষ্ণদ্বেষীর বদন॥ যদি কৃষ্ণ দেন ঐ চরণ অধিকার। করিব কটাক্ষে সে হাড়িকুল উদ্ধার॥ অহর্নিশি মুখে যার থাকে কৃষ্ণ বুলি। ব্রহ্মা নিতে ইচ্ছা করে তার পদধূলি॥ কৃষ্ণনামে পাপী তরে এ ঘোর সংসারে। তাঁর বক্ষে পদাঘাত কৈলে কি বিচারে॥ ভৃগুমুনি বলে, শুন অজ্ঞান ভূপতি॥ চিনিব কেমনে কৃষ্ণ গোপের সন্ততি॥ গোপপুত্র-জ্ঞানে পদাঘাত কৈনু বুকে। পদসেবা করেন কৃষ্ণ পরম কৌতুকে॥ তাই তো জানিনু কৃষ্ণ দেব-নারায়ণ। পদাঘাত সহি কৈল শ্রীপদ সেবন॥ অনন্তদেব বিনা সে অন্ত কেবা জানে। গোপ-পুত্র হ'লে মৃত্যু হ'ত ততক্ষণে॥ লক্ষসুধা বলে, হে অজ্ঞান দ্বিজ-রায়। পদাঘাতে কৃষ্ণ-চিহ্ন শুনে হাসি পায়॥ গোপগৃহে ভগবান্ অবতীর্ণ হৈল। কতশত মুনি ঋষি ধ্যানেতে জানিল॥ ইহা শুনি ভৃগুমুনি করিল গমন। লক্ষসুধা হাড়ি-গৃহে লইল জনম॥ হাড়ি-গৃহে জন্ম নিল নিজ-কর্ম্ম ছাড়ি। সেই লক্ষসুধা রাজা হৈল কুবের হাড়ি॥ রাজা নৈলে এত তেজ হাড়িতে কি ধরে। ভোজনী খাওয়াইয়া সে পাপ মুক্ত করে॥ সেই হাড়ি ভূমিষ্ঠ হইল যখন।

দেবগণ করিলেন পুষ্প বরিষণ ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন।
দশম খণ্ড প্রভাস হ'ল সমাপন ॥

দশম খণ্ড সমাপ্ত।